

সুনানু নাসাজ্জ শরীফ

পঞ্চম (শেষ) খণ্ড

ইমাম আবু আবদির রহমান আহমদ ইবন শোয়াইব আন-নাসাজ্জ (র)

অনুবাদ

মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল মালেক

ড. আ.ফ.ম আবু বকর সিদ্দীক



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইমাম নাসাঈ (র) ও তাঁর সুনান গ্রন্থ

পরিচয় : হাদীস সংকলন ও চর্চার ইতিহাসে যে সকল মনীষী চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ইমাম নাসাঈ (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁর পূর্ণ নাম- আবু আবদিল্লার রহমান আহমাদ ইবন কুতায়বা ইবন আলী ইবন সিনান ইবন দীনার নাসাঈ খুরাসানী, উপাধি- শায়খুল ইসলাম, হাফিজ, সাহিবুস সুনান।

জন্ম ও শৈশব

ইমাম নাসাঈ (র) ২১৫ হিজরী মৃতাবিক ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে খুরাসানের 'নাসা' নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। 'নাসা' এবং খুরাসানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাঁকে যথাক্রমে নাসাঈ ও খুরাসানী বলা হয়। তিনি মূল নামের পরিবর্তে ইমাম নাসাঈ হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত হন।

ইমাম নাসাঈ (র)-এর শৈশবকালীন লেখাপড়া সম্পর্কে তেমন কিছু বিস্তারিত জানা না গেলেও ধরে নেয়া যায় যে, তিনি নিজ শহর 'নাসা'তেই কুরআন, হাদীস, আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য, ফিকাহ, আকাইদ প্রভৃতি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন।

উচ্চশিক্ষা লাভ

মাত্র পনের বছর বয়সে ইমাম নাসাঈ (র) উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রসমূহের সফরে বেরিয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে তিনি ইরাক, খুরাসান, হিজাজ, সিরিয়া, মিসর ও আল-জাজীরার শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে বহু গ্যাতনামা মুহাদ্দিসের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণ

কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইসহাক ইবন রাহওয়ায়হ, হিশাম ইবন 'আম্মার, ঈসা ইবন হাম্মাদ, হুসায়ন ইবন মানসুর সুলামী নিশাপুরী, আমর ইবন আলী, সুওয়ায়দ ইবন নাসর, হান্নাদ ইবন সারী, মুহাম্মাদ ইবন বাশশার, মাহমুদ ইবন গায়লান, ইউনুস ইবন আব্দুল আ'লা, আলী ইবন হুজর, ইমরান ইবন মুসা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, হুমায়দ ইবন মাসআদাহ, আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআছ সিজিস্তানী, হারিছ ইবন মিসকীন।

শিক্ষকতা

ইমাম নাসাঈ (র) মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রসমূহে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করে অবশেষে মিসরে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই হাদীসের দরস দেয়া শুরু করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার জন্যে খুব শীঘ্রই দেশ-দেশান্তরে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জ্ঞান-পিপাসু শিক্ষার্থীরা তাঁর দরসের মজলিসে ভিড় জমাতে শুরু করে।

তাঁর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে বিশিষ্ট ছাত্রগণ

আবু বিশর দূলাবী, আবু-আলী হুসায়ন নিশাপুরী, হামযা ইবন মুহাম্মদ কিনানী, আবু বকর আহমদ ইবন ইসহাক সররী, আবুল কাসিম সুলায়মান ইবন আহমদ তাবারানী, আবু জাফর তাহারী, আবু বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমদ হাদ্দাদ শাফিঈ, আব্দুল করীম ইবন আবী আব্দুর রহমান নাসাঈ, মুহাম্মাদ ইবন মুসা মামুনী, আবু জাফর আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল নাহহাস।

মিসর ত্যাগ ও ইত্তিকাল

দীর্ঘদিন মিসরে বসবাস করার পর প্রতিকূল অবস্থার দরুন তিনি ৩০২ হিজরী/ ৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকে রওয়ানা হন। কিন্তু সেখানে বাস করাও তাঁর জন্য কষ্টকর হয়ে উঠল। তিনি দামিশক পৌছার পর দেখতে পেলেন যে, জনসাধারণের অধিকাংশই উমায়্যাপন্থী এবং আলী (রা)-এর বিরোধী। এ অবস্থায় তিনি জনসাধারণের মানসিক সংশোধনের লক্ষ্যে হযরত আলী (রা)-এর প্রশংসায় 'কিতাবুল খাসায়িস ফী ফাদলি আলী ইবন আবী তালিব' গ্রন্থটি সংকলন করেন। এরপর দামিশকের মসজিদে সমবেত জনসাধারণকে তিনি গ্রন্থটি পাঠ করে শুনােন। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারা ইমাম নাসাঈর নিকট হযরত আর্মীর মু'আবিয়া (রা)-এর মাহাত্ম্য জানতে চাইল। তিনি উত্তর দিলেন। কিন্তু উত্তর তাদের মনঃপূত না হওয়ায় তারা হতাশ ও রাগান্বিত হয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করতে করতে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হলো।

এরপর নিগৃহীত ও অসুস্থ ইমামের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে মক্কা মুআজ্জমায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই তিনি ৩০৩ হিজরী / ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইত্তিকাল করেন। সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মতান্তরে তাঁকে ফিলিস্তিনের রমলা নামক শহরে পৌঁছে দেয়া হয়। সেখানে তিনি ইত্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন খোদাভীরু ও সুন্যাহর প্রতি গভীর অনুরাগী। তিনি সওমে দাউদী পালন করতেন।

ইমাম নাসাঈ সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত আলিমগণের মন্তব্য

১. হাফিজ আলী ইবন উমর বলেন, "হাদীসের বিদ্যায় যারা পারদর্শী, ইমাম নাসাঈ তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন উলামা ও মুহাদ্দিসীন-এর নিকট অতি বিদ্বন্ত।"-(তাহযীবুল কামাল)
২. মুহাদ্দিস মামুন মিসরী বলেন : "আমরা একদা ইমাম নাসাঈ-এর সংগে তরসূস শহরে গমন করি। তাঁর নাম শুনে সেখানে অনেক মাশায়েখ সমবেত হলেন, তারা সকলেই ইমাম নাসাঈকে সে যুগের শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস হিসেবে মেনে নিলেন এবং লিখিত স্বীকৃতি প্রদান করলেন যে, ইমাম নাসাঈ যুগ শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস।"-(তাহযীবুল কামাল)
৩. হাকিম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র) বলেন : আমি আবু আলী নিশাপুরীকে বলতে শুনেছি- "মুসলমানদের মধ্যে চারজন হাফিজ রয়েছেন। ইমাম নাসাঈ তাঁদের অন্যতম।"-(তাহযীবুল কামাল)
৪. ইবনুল হাদ্দাদ শাফিঈ বলেন : "আল্লাহ ও আমার মধ্যে ইমাম নাসাঈকে আমি মাধ্যম বানিয়েছি।"-(তায়কিরাতুল হুফাজ)
৫. মানসুর ফকীহ ও আবু জাফর তাহাবী (র) বলেন : "নাসাঈ মুসলমানদের অন্যতম ইমাম।"-(তবকাতুশ শাফিয়্যাতিল কুবরা)
৬. হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে গ্রহণ-বর্জনের ব্যাপারে ইমাম নাসাঈ-এর শর্ত ছিল অতি কঠিন। এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবন তাহির মাকদিসী (র) বলেন : "একবার আমি সা'দ ইবন 'আলী যানজানীর নিকট জনৈক রাবীর অবস্থা জানতে চাইলাম। সে রাবী নির্ভরযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করলেন। আমি বললাম- ইমাম নাসাঈ তো সে রাবী যঈফ বলে মন্তব্য করেছেন। তখন তিনি বললেন : বৎস। শুন, হাদীসের রাবীদের সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ-এর শর্ত এত কঠিন যে, এ বিষয়ে তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম অপেক্ষাও এক ধাপ আগে রয়েছেন।"-(তায়কিরাতুল হুফাজ ও সিয়রু আ'লামিন নুবালা)

ইমাম নাসাঈ (র) প্রণীত গ্রন্থাবলী

ইমাম নাসাঈ (র) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. আস-সুনানুল কুবরা, ২. আল-মুজতাবা (সুনানে নাসাঈ) ৩. কিতাবুল খাসাইস ফী ফাদলি আলী ইব্ন আবী তালিব ওয়া আহলিল বায়ত, ৪. কিতাবুদ দুআফা ওয়াল মাতরুফীন, ৫. তাসমিয়াতু ফুকাহাইল আমসার মিন আসহাবি রসূলিল্লাহি সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়ামান বা'দাহম মিন আহলিল মাদীনা, ৬. ফাদাইলুস সাহাবা, ৭. তাফসীর, ৮. কিতাবু আ'মালিল য়াওমি ওয়াল লায়লা, ৯. তাসমিয়াতু মান লাম য়ারবি আনহু গায়রু রজুলিন ওয়াহিদিন।

সুনানু নাসাঈ-র পরিচয় ও গুরুত্ব

ইমাম নাসাঈ (র) প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাসাঈ শরীফ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থের কারণেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি সমসাময়িক কালের অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থের সরসংক্ষেপ। প্রথমত তিনি আস-সুনানুল কুবরা নামে একখানি বৃহদায়তনের হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে সহীহ ও যঈফ সব রকমের হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আস-সুনানুল কুবরার কলেবর হ্রাস করে এবং শুধু সহীহ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করে আস-সুনানুল কুবরার সংক্ষিপ্তসার স্বরূপ তিনি আল-মুজতাবা (আস-সুনানুস সুগরা) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্তমানে প্রচলিত আস-সুনান গ্রন্থটিই হলো সেই আল-মুজতাবা।

সিহাহ সিন্তাহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সুনানে নাসাঈর স্থান পঞ্চম এবং সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে তৃতীয়। অবশ্য মুহাম্মদ আবদুল আযীয খাওলী (র) তাঁর 'মিফাতাহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে সিহাহ সিন্তাহর মধ্যে এর স্থান তৃতীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে আলোচ্য বিষয় এবং হাদীসের দিক দিয়ে সুনানে নাসাঈ অধিকতর বিশদ ও ব্যাপক। এ গ্রন্থে ৫৭৬১টি হাদীস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুনানু নাসাঈ-র বৈশিষ্ট্যাবলী

ইমাম নাসাঈ (র)-এর সুনান গ্রন্থটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে এর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১. ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর এ সুনান গ্রন্থে জীবনের সকল দিক সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার হাদীস উল্লেখ করেছেন, এমনকি রুকু-সিজদার তাসবীহ ও দু'আ এবং অন্যান্য সর্ব প্রকারের দু'আ সম্পর্কিত বহু হাদীস এতে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. ইমাম নাসাঈ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী জ্ঞাত্যক নতুন প্রসঙ্গ ও শিরোনামকে 'কিতাব' বলে নামকরণ করেছেন। যথা- কিতাবুত তাহরাত, কিতাবুল জানাইয প্রভৃতি।

৩. মাসআলা প্রমাণের জন্য ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় তিনি এ গ্রন্থে একই রেওয়াজতকে একাধিক স্থানে উল্লেখ করেছেন।

৪. এ গ্রন্থে ইমাম নাসাঈ হাদীসের সূত্রগুলোকে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন।

৫. এ গ্রন্থে রাবীগণের নাম, উপনাম ও উপাধির অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।

৬. সুনানে নাসাঈ-র রচনা ও বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সুন্দর। হাকিম নিশাপুরী বলেন : "সুনানে নাসাঈ যে মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করবে সে এর অপূর্ব বাক সৌন্দর্যে অভিভূত হবে।"-(মিফাতাহুস সা'আদাহ ও সিয়াকু আ'লামিন নুবালা)

৭. এ গ্রন্থে হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানের ধারায় সনদ ও মতনের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৮. এ গ্রন্থে দুর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

৯. অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের তুলনায় ইমাম নাসাঈ-র এ সুনান গ্রন্থে অনেক বেশি বাব (باب) বা পরিচ্ছেদ

রয়েছে। এ গ্রন্থে প্রতিটি কিতাব (١٢٥) বা অধ্যায়ের অধীনে বিপুল সংখ্যক বাব আনা হয়েছে। এবং বাবগুলোও সূক্ষ্মভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

সুনানু নাসাঈ-র ভাষা ও টীকাগ্রন্থ

বিশুদ্ধতা ও বিন্যাসের দিক থেকে সুনানে নাসাঈ যে মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী সে অনুপাতে এর ভাষা ও টীকা গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম। এর প্রধান কারণ হল, এ সুনানের বর্ণনাভঙ্গি খুবই সহজ-সবল, এর অর্থ স্পষ্ট, সূত্র পরিষ্কার এবং শিরোনাম অনেক। এতদসত্ত্বেও সুনানে নাসাঈ-র কিছু ভাষা ও টীকা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমনঃ

১. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) 'যাহারুর রুবা আল-মুজতাবা' নামে এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এটি কায়রো, কানপুর ও দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।

২. মরক্কোর ফকীহ আলী ইব্ন সুলায়মান আদ-দামনাভী আল-বাজমাউবী (মৃ. ১৩০৬ হিঃ / ১৮৮৯) আস-সুয়ূতীর ভাষ্য গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সার 'উরফু যাহারির রুবা' নামে প্রস্তুত করেন। ১৩৯৯ হিজরীতে এটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল হাদী আস-সিন্দী (মৃ. ১১৩৮ হিঃ / ১৭২৬ খৃঃ) সুনানে নাসাঈ-র উপর টীকা লিখেন। ১৩৫৫ হিজরীতে এটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. আবু আবদির রহমান পাঞ্জাবী ও মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ আস-সুয়ূতীর ভাষ্য ও আস-সিন্দীর টীকাসহ সুনানে নাসাঈ প্রকাশ করেন দিল্লী থেকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে।

৫. আশ-শায়খ হাসান মুহাম্মাদ আল-মাসউদীর তত্ত্বাবধানে সুয়ূতীর ভাষ্য ও সিন্দীর টীকাসহ সুনানে নাসাঈ কায়রো থেকে ১৯৩০-৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৬. মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ ভূজিয়ানীকৃত 'আত-তালীকাতুস সালাফিয়া' সহ সুনানে নাসাঈ লাহোর থেকে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৭. আবুল হাসান আলী ইব্ন আবদিল্লাহ আল-আনসারী আল-আন্দালুসী (মৃ. ৭৫৬ হিঃ) الامعان في شرح سنن النسانية নামে তিনি একটি ভাষ্য গ্রন্থ লিখেন।

৮. হফিজ মুহাম্মাদ ইব্ন আলী দামিশকী (মৃ. ৭৬৫ হিঃ) সুনানে নাসাঈ-র একটি ভাষ্য গ্রন্থ সূচনা করেন।

৯. আল্লামা ইব্ন মুলাক্কিন (মৃ. ৮০৪ হিঃ) 'যাওয়াইদুন নাসাঈ' নামে একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

১০. আল্লামা ইশফাকুর রহমান কান্দালবী (র) সুয়ূতীর ভাষ্য ও সিন্দীর টীকা সংক্ষিপ্ত করে এবং আসমাউর রিজাল সংযোজন করে ১৩৫০ হিজরীতে সুনানে নাসাঈ দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন।

১১. সিহাহ সিত্তাহর উর্দু অনুবাদক মাওলানা নওয়াব ওয়াহীদুয যামান হায়দরাবাদী 'রাওদুর রুবা আন তারজামাতিল মুজতাবা' নামে সুনানু নাসাঈ-র একটি উর্দু অনুবাদ লাহোর থেকে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

সুনানু নাসাঈ শরীফ

পঞ্চম (শেষ) খণ্ড

অধ্যায়

কাসামাহ্

চুরির দণ্ডবিধি

ঈমান এবং এর আরকান

সাজসজ্জা

বিচারকের নিয়মাবলী

আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা

পানীয়

كِتَابُ الْقَسَامَةِ

অধ্যায় : কাসামাহ

ذِكْرُ الْقَسَامَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

যে সকল কাসামাহ জাহিলিয়া যুগে প্রচলিত ছিল

٤٧٠٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قُطَيْبُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْمَدَنِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَوَّلُ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ قَحْذٍ أَحَدِهِمْ قَالَ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي ابِلِهِ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جَوْ الْيَقِ فَلَمَّا نَزَلُوا وَعَقَلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَابْنُ عِقَالِهِ قَالَ مَرَّبِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جَوْ الْيَقِ فَاسْتَفْذَنِي فَقَالَ أَعِثْنِي بِعِقَالٍ أَشَدُّ بِهِ عُرْوَةَ جَوْ الْيَقِ لَا تَتَغَيَّرَ الْإِبِلُ فَأَعْطَيْتُهُ عِقَالًا فَحَدَفَهُ بَعْضًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمُ قَالَ مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُ قَالَ هَلْ أَتَيْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي رِسَالَةَ مَرَّةٍ مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذَا شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ هَاشِمٍ فَإِذَا أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ فَاخْبِرْهُ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ فَنَزَلْتُ فَدَفَنْتُهُ فَقَالَ كَانَ ذَا أَهْلٍ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكَتْ حِينًا إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَأَفَى الْمَوْسِمَ قَالَ يَا آلَ قُرَيْشٍ قَالُوا هَذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ قَالُوا هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ قَالَ

১. কাউকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে কসম করা হয়, সেই কসমকে শরীয়তে 'কাসামাহ' বলা হয়।

أَبْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ هَذَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ أَمْرُنِي فَلَانُ أَنْ أَيْلُغَكَ رِسَالَةً أَنْ فَلَانًا قَتَلْتَهُ فِي عَقَالٍ
فَاتَّاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ اخْتَرْمِينَا إِحْدَى ثَلَاثَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ
صَاحِبِنَا خَطَأً وَإِنْ شِئْتَ يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَإِنْ أَتَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ
فَاتَى قَوْمَهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالُوا نَحْلِفُ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ
قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِبٍ أَحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ وَلَا تُصْبِرْ
يَمِينَهُ فَفَعَلَ فَاتَّاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مِائَةً
مِنَ الْإِبِلِ يُصِيبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ فَهَذَانِ بَعِيرَانِ فَأَقْبِلْهُمَا عَنِّي وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ
تُصْبِرُ الْإِيمَانَ فَقَبِلْهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا حَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ غَمَا الَّذِي تَقْسِي
بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنْ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطُوفُ *

৪৭০৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র) - - - ইব্ন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম শপথ নেওয়ার প্রথা জাহিলীয়া যুগে এভাবে প্রবর্তিত হয় যে, কুরায়শের এক ব্যক্তি হাশিম গোত্রের এক ব্যক্তিকে অর্থের বিনিময়ে কাজ করার জন্য রেখেছিল। সে তার সাথে তার উটের স্থানে গেল, সেখানে অন্য এক লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যে বেশী হাশিমের সাথে সম্পর্ক রাখতো। যার পাত্রে রশি ছিড়ে গেলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন : একখানা রশি দ্বারা আমার সাহায্য করুন, যেন আমি আমার পাত্র বাঁধতে পারি। এমন না হয় যে, উট চলার সময় পাত্রে পড়ে যায়। সে ব্যক্তি তাকে একখানা রশি দিয়ে দিল। যখন তারা অবতরণ করলে সকল উট তো বাঁধা হলো কিন্তু একটি উট থেকে গেল, তা বাঁধা গেল না। যে ব্যক্তি তাকে চাকর রেখেছিল, সে জিজ্ঞাসা করলো : এই উটের কী হলো? একে বাঁধলে না কেন? চাকর বললো : এর বাঁধার রশি নেই। সে জিজ্ঞাসা করলো : রশি কোথায় গেল? চাকর বললো : বনী হাশিমের এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তার পাত্র বাঁধার রশি ছিড়ে গিয়েছিল, সে আমাকে বললো : একটি রশি দিয়ে আমার সাহায্য করুন, যা দ্বারা আমি আমার মুখ বন্ধ করতে পারি যাতে আমার উট পলাইয়া না যায়। আমি তাকে বাঁধার জন্য রশি দিয়ে দেই। একথা শুনেই মালিক চাকরকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ফলে চাকরটি মারা যায়। ইয়ামনী জনৈক ব্যক্তি সেই সময় তার নিকট দিয়া যাচ্ছিল, সে জিজ্ঞাসা করলো : আপনি হজ্জ যাবেন? সে বললো : পূর্বে গিয়েছিলাম এইবার নাও যেতে পারি। সে বললো : আপনি যখনই যাবেন, আমার একটি সংবাদ তখন পৌছাইতে পারবেন কি? লোকটি বললো : হ্যাঁ। সে বললো : আপনি হজ্জ মৌসুমে গেলে সেখানে হে কুরায়শ গোত্রের লোক বলে বলে ডাক দিবেন, তারা জবাব দিলে আবার ডাকবেন, হে হাশিম গোত্রের লোক! তারা জবাব দিলে আপনি আবু তালিব সম্পর্কে বলবেন : 'আমাকে অমুক ব্যক্তি একটি রশির কারণে হত্যা করেছে' এই বলে সে মৃত্যুবরণ করলো। মালিক ব্যক্তি মক্কা আসলে আবু তালিব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : আমাদের লোক কোথায়? সে বললো : তার অসুখ হয়েছিল, আমি তার উত্তমরূপে সেবা করি, কিন্তু সে মারা যায়। আমি অবতরণ করে তাকে দাফন করি। আবু তালিব বললেন : তুমি উত্তমরূপে রেখে তাকে দাফন করবে এটাই তোমার নিকট আশা করা যায়। কিছু দিন পর ইয়ামন হতে ঐ ব্যক্তি আগমন করলে, যাকে ঐ চাকর ব্যক্তি তার সংবাদ দেওয়ার ওসীয়াত করেছিল সে বললো : কুরায়শরা কে আছে? তারা বললো : এই যে আমরা। সে বললো, বনী হাশিমের লোক কোথায়? তারা বললো : এই যে বনু হাশিমের লোক। সে জিজ্ঞাসা করলো : আবু তালিব কোথায়? তারা বললো : এই যে

আবু তালিব। সে বললো : আমাকে অমুক ব্যক্তি ওসীয়াত করেছিল, আপনাকে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য যে, অমুক ব্যক্তি তাকে লাঠির আঘাতে হত্যা করেছে এক রশির জন্য। আবু তালিব সে ব্যক্তির নিকট গিয়ে বললেন, তুমি আমার গোত্রের লোককে হত্যা করেছ। এখন তিনটি প্রস্তাবের একটা গ্রহণ কর। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে দিয়াতের একশত উট দিয়ে দাও। কেননা, তুমি আমাদের লোককে ভুলবশত হত্যা করেছ। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর, তা হলে তোমার গোত্রের পঞ্চাশজন লোক কসম বেয়ে বলবে যে, তুমি তাকে হত্যা করনি, যদি তুমি এর কোন শর্ত গ্রহণ না কর, তবে আমরা তোমাকে ঐ ব্যক্তির পরিবর্তে হত্যা করবো। সে ব্যক্তি তার গোত্রের নিকট গিয়ে একথা বললো : তখন তারা বললো : আমরা শপথ করবো। এরপর বনু হাশিম গোত্রের এক নারী আবু তালিবের নিকট এসে বললো : হে আবু তালিব ! আমার ইচ্ছা আপনি পঞ্চাশজন লোকের একজনের পরিবর্তে আমার এই ছেলেকে গ্রহণ করুন। আর তার নিকট হতে শপথ নিবেন না। আবু তালিব ইহা মঞ্জুর করলেন। এরপর তাদের আর এক ব্যক্তি এসে বললো : হে আবু তালিব ! আপনি একশত উটের পরিবর্তে ৫০ লোকের শপথ নিতে চান, তাতে একজনের জন্য দুই উট পড়ে। অতএব এই দুই উট গ্রহণ করে আমাকে শপথ হতে রেহাই দিন। আবু তালিব এটাও গ্রহণ করলেন। পরে আট চল্লিশজন লোক এসে কসম করলো। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম ! এক বছর শেষ না হতেই ঐ আট চল্লিশজন লোকের সকলেই মারা গেল।

الْقَسَامَةُ

শপথ নেয়া

৪৭.৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَبُؤْسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُؤْسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَلِيمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ *

৪৭০৭. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ ও ইউনুস ইবন আব্দুল আল্লা (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাসামাহ বা শপথ নেয়াকে ঐরূপই প্রচলিত রাখেন যেকোন জাহিলীয়া যুগে এর প্রচলন ছিল।

৪৭.৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَلِيمَانِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقْرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ *

৪৭০৮. মুহাম্মদ ইবন হাশিম (র) - - - - সুলায়মান ইবন ইয়াসার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেন, কাসামাহ বা শপথ নেয়ার প্রথা জাহিলী যুগেও প্রচলিত ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ একে বহাল রাখেন।

৪৭.৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

أَبَى سَلَمَةَ وَسَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْقِسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَقْرَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَصَى بِهَا بَيْنَ أَنَسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى يَهُودٍ خَيْبَرَ خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ *

৪৭০৯. মুহাম্মদ ইবন হাশিম (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী হতে বর্ণিত। কাসামাত বা শপথ নেয়ার প্রথা জাহিলী যুগেও প্রচলিত ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ একে বহাল রাখেন। তিনি আনসারদের মোকদ্দমায় কাসামাহ-এর আদেশ দেন, যখন তারা খায়বরের ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে একটি হত্যার দাবী উত্থাপন করেছিল।

٤٧١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَتْ الْقِسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَقْرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَنْصَارِ الَّذِي وَجِدَ مَقْتُولًا فِي حُبِّ الْيَهُودِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْيَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا *

৪৭১০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র) - - - - ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহিলীয়া যুগে কাসামাহ প্রচলিত ছিল, পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ একে ঐ আনসারদের মোকদ্দমায় প্রবর্তন করেন, যার লাশ ইয়াহুদীদের কুপে পাওয়া গিয়েছিল, কেননা আনসার দাবী করে যে, ইয়াহুদীরা আমাদের লোককে হত্যা করেছে।

تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدِّمِّ فِي الْقِسَامَةِ

নিহতের ওয়ারিসদের প্রথমে শপথ করানো

٤٧١١. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حُثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحْيِصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمَا فَأَتَى مُحْيِصَةَ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي نَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَحُويصَةُ وَهُوَ أَخُوهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحْيِصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبُرَ كِبَرٌ وَتَكَلَّمَ حُويصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحْيِصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِمَّا أَنْ يَدُؤَا صَاحِبِكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُوَدَّنُوا بِحَرْبٍ فَكُتِبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَكُتِبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُويصَةَ وَمُحْيِصَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَتَحْلِفْ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا مُسْلِمِينَ

فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبِعَتْ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ *

৪৭১১. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবন সাহল এবং মুহাযিয়াসাহ তাঁদের কষ্টের দকন খায়বরের দিকে রওয়ানা হন। পরে মুহাযিয়াসাহ নিকট এক ব্যক্তি এসে বলে : আব্দুল্লাহ ইবন সাহল নিহত হয়েছে। আর তাকে এক অতি অন্ধকার কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। একথা শুনে মুহাযিয়াসাহ ইয়াহুদীদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো : আল্লাহর শপথ! তোমরা তাকে হত্যা করেছ। তারা বললো : আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। মুহাযিয়াসাহ সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। এরপর মুহাযিয়াসাহ এবং তার বড় ভাই হুযায়িয়াসাহ যিনি প্রথম গিয়েছিলেন খায়বরে তিনি আপে কথা বলতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বড়কে আপে কথা বলতে দাও। এরপর হুযায়িয়াসাহ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়াহুদীদের উচিত তোমার ভাইয়ের দিয়াত আদায় করা, অন্যথায় তাদেরকে যুদ্ধের জন্য বলা হবে। তারপর তিনি ইয়াহুদীদেরকে এ ব্যাপারে লিখলে তারা উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ! আমরা হত্যা করিনি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুযায়িয়াসাহ মুহাযিয়াসাহ এবং আব্দুর রহমানকে বললেন : আচ্ছা, এখন তোমরা শপথ করে তোমাদের ভাইয়ের হত্যার শ্রমাণ দাও। তখন তাঁরা বললেন : না, আমরা শপথ করবো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এখন ইয়াহুদীরা কসম করে বলবে যে, আমরা হত্যা করিনি, তারা বললেন : ইয়াহুদীরা তো মুসলমান নয়, তারা মিথ্যা কসম করবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাদেরকে দিয়াত স্বরূপ একশত উট দিয়ে দেন। তাঁরা উট নিয়ে তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করেন। সাহল (রা) বলেন : এদের একটি লাল উটনী আমাকে পদাঘাত করেছিল।

৪৭১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حُثَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ كَثِيرَاءُ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَبِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمْ فَاتَى مُحَبِّصَةَ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي قَبْرِ أَوْ عَيْنٍ فَاتَى يَهُودَ وَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَآخُوهُ حَوِصَّةً وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَبِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُحَبِّصَةَ كَبُرَ كِبَرُ يَرِيدُ السَّنَ فِتَكَلَّمَ حَوِصَّةً ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَبِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِمَّا أَنْ يَدُؤَا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤَدُّوْا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَوِصَّةَ وَمُحَبِّصَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ اتَّحِفُوا وَتَسْتَحِفُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَتَحَلَّفَ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبِعَتْ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارُ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ *

৪৭১২. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবন সাহল এবং মুহাযিয়াসা (রা) তাদের অভাবের দরুন খায়বর যান। এরপর মুহাযিয়াসা-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো : আব্দুল্লাহ ইবন সাহলকে হত্যা করা হয়েছে এবং একটি অন্ধকার কূপে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। একথা শুনে মুহাযিয়াসা ইয়াহুদীদের নিকট গিয়ে বললেন : আল্লাহর কসম! তোমরা তাকে হত্যা করেছ। তারা বললো : আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। মুহাযিয়াসা সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তাকে অবহিত করেন। এরপর মুহাযিয়াসা এবং তাঁর বড় ভাই হুওয়াযিয়াসাহ এবং আব্দুর রহমান ইবন সাহল মিলিত হয়ে আসেন। মুহাযিয়াসা (রা) খায়বরে প্রথম গমন করেন বিধায় তিনি প্রথম কথা বলতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বড় ভাইয়ের খেয়াল কর। পরে হুওয়াযিয়াসা সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের ভাইয়ের দিয়াত দিয়ে দেওয়া ইয়াহুদীদের কর্তব্য, অন্যথায় তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হবে। এরপর তিনি এ ব্যাপারে ইয়াহুদীদেরকে লিখলে তারা জবাব দেয় যে, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করি নাই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুওয়াযিয়াসা, মুহাযিয়াসাহ এবং আব্দুর রহমানকে বললেন : এখন তোমরা শপথ করে তোমাদের ভাইয়ের হত্যা প্রমাণিত কর। তাঁরা বললেন : আমরা শপথ করতে পারি না, (কারণ আমরা চাক্ষুষ দেখিনি) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে ইয়াহুদীরা তোমাদের বিপক্ষে শপথ করবে। তাঁরা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা তো মুসলমান নয়। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিয়াত নিজেই আদায় করেন এবং একশত উট তাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। যা নিয়ে তাঁরা তাদের ঘরে প্রবেশ করেন। সাহল বলেন : এদের একটি লাল উটনী আমাকে পদাঘাত করলো।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ سَهْلٍ فِيهِ

এই হাদীসের সাহল হতে বর্ণনাকারীর বর্ণনা পার্থক্য

৪৭১৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَشِيرٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أَبِي حَظْمَةَ قَالَ وَحَسِبْتُ قَالَ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ بْنُ زَيْدٍ وَمُحِيصَةُ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَاهُنَالِكَ ثُمَّ إِذَا بِمُحِيصَةَ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَقَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَحُويصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ اصْفَرَّ الْقَوْمُ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ قَبْلَ صَاحِبِيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ فِي السُّنِّ فَصَمَّتْ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ اتَّخِلْفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا رَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَتُبِّرَنَّكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا وَكَيْفَ نَقْبِلُ آيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ عَقْلَهُ *

৪৭১৩. কুতায়বা (র) - - - সাহল ইবন আবু হাছমা এবং রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন : আব্দুল্লাহ ইবন সাহল এবং মুহাযিয়াসা ইবন হাসউদ একত্রে বের হন। খায়বরে পৌছলে কোন এক স্থানে তাঁরা পরস্পর পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহাযিয়াসা (রা) আব্দুল্লাহ ইবন সাহলকে দেখলেন যে, তিনি মৃত অবস্থায়

পড়ে আছেন : তিনি তাঁকে দাফন করলেন, পরে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। তিনি নিজে এবং হুওয়ায়িসা ইব্ন মাসউদ এবং আব্দুর রহমান ইব্ন সাহল। আব্দুর রহমান সকলের মধ্যে বয়সে ছোট ছিলেন। তিনি প্রথমে কথা বলতে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যারা বয়সে বড় তাদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তখন তিনি চুপ হয়ে যান। তখন তাঁর সাথীদের কথা বলতে থাকেন এবং তিনিও তাদের সাথে কথা বলছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই স্থানের কথা বললো : যেখানে আব্দুল্লাহ ইব্ন সাহল নিহত হন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তোমরা পঞ্চাশ ব্যক্তি কি একথার শপথ করতে পারবে যে, তোমরা তোমাদের সাথীর রক্ত পেয়েছ, অথবা হত্যাকারীকে দেখেছ? তারা বলেন : যখন আমরা দেখিনি এবং আমরা উপস্থিতও ছিলাম না, তখন আমরা কী করে শপথ করতে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়াহুদীদের পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করলে রেহাই পাবে। তারা বললেন : আমরা কাফিরদের কসম কিরূপে বিশ্বাস করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা শুনে নিজে দিয়াত বা রক্ত বিনিময় বা রক্তপণ আদায় করে দেন।

৪৭১৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْنَا حَمَّادًا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ
يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ مُحَبِّصَةَ بِنْتُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ
اللَّهِ ابْنُ سَهْلٍ ابْنَا خَيْبَرَ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْتُ سَهْلٍ فَجَاءَ
أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَخُوَيْصَةُ وَمُحَبِّصَةُ ابْنَا عَمَّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَكَلَمَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْفَرُ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِبَرُ لِبَيْدٍ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمَا
فِي أَمْرِ صَاحِبَيْهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَذَكَّرَ كَلِمَةً مِنْهَاهَا يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ فَقَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتَبَرَّئْتُكُمْ يَهُودُ بِإِيمَانٍ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَبْلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَدَخَلْتُ مَرِيدًا لَهُمْ
فَرَكَضْتَنِي نَاقَةً مِنْ بِلَاقِ الْأَيْلِ *

৪৭১৪. আহমদ ইব্ন আবদা (র) - - - সাহল ইব্ন আবু হাছমা এবং রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত।
তারা বলেন : হুওয়ায়িসা ইব্ন মাসউদ এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন সাহল তাদের কোন প্রয়োজনে খায়বর গমন করেন।
এরপর খেজুর গাছের ব্যাপারে তারা পৃথক হয়ে যান। আব্দুল্লাহ ইব্ন সাহল নিহত হন। এরপর তাঁর ভাই আব্দুর
রহমান ইব্ন সাহল এবং তাঁর দুই চাচাতো ভাই হুওয়ায়িসা ও মুহাযিসা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত
হয়ে আব্দুর রহমান তাঁর ভাই সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেন। আর তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে বয়সে ছোট।
তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন : যারা বয়সে বড় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। পরে তারা দুইজন তাদের
সাথীর ব্যাপারে কথা বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যারা বয়সে বড় তাদের সম্মান কর। তখন তিনি
চুপ করেন এবং তার সাথীদের কথা বলতে লাগলেন। আর তিনিও তাদের সাথে কথা বললেন। তারা রাসূলুল্লাহ
ﷺ-এর নিকট আব্দুল্লাহ ইব্ন সাহলের নিহত হওয়ার স্থানের কথা জানালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :
তোমাদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন লোক কসম করবে। তখন তারা বললেন : আমরা যা প্রত্যক্ষ করিনি তার উপর
আমরা কিরূপ শপথ করবো? তিনি বলেন : অন্যথায় ইয়াহুদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে তোমাদের দাবী হতে
রেহাই পেয়ে যাবে। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা তো কাফির। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে দিয়াত

আদায় করে দেন। সাহল (রা) বলেন : আমি উট রাখার স্থানে গেলে যে উট আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল এ উটের একটি আমাকে পদাঘাত করেছিল।

৪৭১৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ أَتَاهُمَا أَتْيَا خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صَلَحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَانِجِهِمَا فَاتَى مُحَيِّصَةَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَذَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحَوِيصَةَ وَمُحَيِّصَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِتَكْلَمٍ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ سَبَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبُرَ الْكِبْرُ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ فَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَرَأَيْتُمْ قَاتِلَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرِ قَالَ تَبَرَّئْتُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ *

৪৭১৫. আমর ইবন আলী (রা) - - - সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবন সাহল এবং মুহাযিসা ইবন মাসউদ ইবন যায়দ খায়বর যাওয়ার পর নিজেদের কাজে উভয়ে পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহাযিসা আবদুল্লাহ ইবন সাহলের নিকট গিয়ে দেখতে পান যে, তিনি নিহত হয়েছেন এবং তার দেহ থেকে রক্ত বের হচ্ছে। তিনি তাঁকে দাফন করে মদীনা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। এসময় তাঁর সাথে হুওয়াযিসা ইবন মাসউদ এবং আব্দুর রহমান ইবন সাহল ছিলেন। আব্দুর রহমান ছিলেন সকলের ছোট। তিনিই প্রথম কথা বলতে আরম্ভ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে বয়সে বড় তাঁকে সম্মান কর। তিনি চুপ হয়ে গেলে অন্য সাথীদ্বয় কথা আরম্ভ করলেন এবং তিনিও তাদের সাথে কথায় শরীক ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঐ স্থানের কথা বলেন, যেখানে আবদুল্লাহ ইবন সাহল নিহত হন। তিনি বললেন : তোমাদের পঞ্চাশজন কি শপথ করে বলতে পারবে যে, তোমরা তার নিহত হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলে বা তোমরা তা দেখেছ? তারা বললেন : আমরা সেখানে ছিলাম না এবং আমরা দেখিনি, তখন আমরা কিভাবে তা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে ইয়াহুদীদের মধ্য হতে পঞ্চাশজন শপথ করবে। তারা বললেন : কাফিরদের শপথ আমরা কিরূপে মেনে নিতে পারি? এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

৪৭১৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرٌ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صَلَحٌ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَانِجِهِمَا فَاتَى مُحَيِّصَةَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَذَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحَوِيصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنًا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِتَكْلَمٍ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبِيرُ الْكِبَرِ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّحَلِفُونَ بِخَمْسِينَ يَمِينًا مِنْكُمْ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمَا أَوْصَابِكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ *

৪৭১৬. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ ইবন সাহল এবং মুহাযিয়া ইবন মাসউদ ইবন যায়দ খায়বর গমন করেন। সেখানে যাওয়ার পর তারা কাজে পৃথক হয়ে যান। এরপর মুহাযিয়া আব্দুল্লাহর নিকট এমন অবস্থায় গমন করেন যে, তাঁর শরীর রক্তাক্ত। তিনি মারা গেলে তাকে দাফন করে মদীনা ফিরে আসেন। এরপর আব্দুর রহমান ইবন সাহল এবং হুওয়ায়িয়াসা এবং মুহাযিয়া ইবন মাসউদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে আব্দুর রহমান কথা বলতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে বয়সে বড়, তাকে সম্মান কর। তিনি ছিলেন বয়সে ছোট। তিনি চুপ রইলেন। এরপর তারা দু'জন নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন। তখন নবী ﷺ বলেন : তোমরা পঞ্চাশজন শপথ করে কি একথা বলতে পারবে যে, তোমরা দেখেছ? তারা বললেন : আমরা যখন দেখিনি তখন আমরা কি করে শপথ করবো? তখন তিনি বললেন : তাহলে ইয়াহুদীদের পঞ্চাশজন কসম করে তোমাদের দাবী মিথ্যা প্রমাণ করবে। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাফিরদের শপথ আমরা কী করে বিশ্বাস করবো? তখন তিনি নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧١٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَبِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتَيْهِمَا فَقَتَلَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ فَجَاءَ مُحَبِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمُقْتُولِ وَحَوِيصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى آتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ الْكَبِيرُ الْكِبَرُ فَتَكَلَّمَ مُحَبِّصَةُ وَحَوِيصَةُ فَذَكَرُوا شَأْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحَلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضَرْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَبَرُّنَاكُمْ بِهَوْدٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ نَقْبِلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ قَالَ قَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ بُشَيْرُ قَالَ لِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَنْظَلَةَ لَقَدْ رَكَّضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَانِضِ فِي مَرَبَدٍ لَنَا *

৪৭১৭. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবন সাহল আনসারী এবং মুহাযিয়া ইবন মাসউদ খায়বর গমন করেন। পরে তারা উভয়ে তাদের কাজে পৃথক হয়ে যান। এবং আব্দুল্লাহ ইবন সাহল আনসারী নিহত হন। এরপর মুহাযিয়াসা এবং আব্দুর রহমান, নিহত বাকির ভাই এবং হুওয়ায়িয়াসা ইবন মাসউদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। আব্দুর রহমান কথা বলতে উদ্যত হলে নবী ﷺ তাকে বলেন : বয়সে যে বড় তার সম্মান কর। তখন মুহাযিয়াসা এবং হুওয়ায়িয়াসা আব্দুল্লাহ ইবন সাহলের

ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা পঞ্চাশ ব্যক্তি শপথ করে তোমাদের দাবী প্রমাণ কর। তারা বলেন : আমরা যখন দেখিনি এবং উপস্থিতও ছিলাম না, এমনভাবেই আমরা কী করে শপথ করতে পারি? তখন নবী ﷺ বলেন : তবে তো তারা পঞ্চাশজন শপথ করে তোমাদের দাবী নাকচ করে দিবে। তখন তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কাফিরদের শপথ আমরা কিভাবে মেনে নিতে পারি? নাবী বলেন : এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে দিয়াত আদায় করে দেন। সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) বলেন : ঐ সকল উটের একটি আমাকে আমাদের উট রাখার স্থানে পদাঘাত করেছিল।

৪৭১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ وَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فَجَاءَ أَخُوهُ وَعَمَاهُ حُوَيْصَةُ وَمُحَيِّصَةُ وَهُمَا عَمَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُبْرُ الْكُبْرُ قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ وَجَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلْبٍ مِنْ بَعْضِ قُلُوبِ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَتَّهِمُونَ قَالُوا نَتَّهِمُ الْيَهُودَ قَالَ افْتَقَسِمُوا خَمْسِينَ بَيْتًا أَنْ الْيَهُودَ قَتَلَهُ قَالُوا وَكَيْفَ تُقَسِّمُ عَلَى مَا لَمْ نَرِ قَالَ فَتَبَرَّئُكُمْ الْيَهُودُ بِخَمْسِينَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ قَالُوا وَكَيْفَ نَرْضَى بِإِيمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَوَدَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ *

৪৭১৮. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (রা) - - - সাহল ইবন আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবন সাহলকে মৃত্যুবস্থায় পাওয়া গেল, তখন তাঁর ভাই এবং দুই চাচা হুওয়ায়িসা এবং মুহাযিসা, যারা আব্দুল্লাহ (রা)-এরও চাচা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে আব্দুর রহমান কথা বলতে শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : বয়সে যে বড় তাকে সম্মান কর। তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমরা আব্দুল্লাহ ইবন সাহলকে মৃত্যুবস্থায় পেয়েছি। আর তাকে হত্যা করে ইয়াহুদীদের এক কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কাকে সন্দেহ কর? তারা বললেন : ইয়াহুদীদের উপরই আমাদের সন্দেহ হয়। তিনি বললেন : তোমরা কি কসম করে বলতে পার যে, ইয়াহুদীরা তাকে হত্যা করেছে? তাঁরা বললেন : আমরা যখন চোখে দেখিনি তখন আমরা কিরূপে কসম করতে পারি? তিনি বলেন : তা হলে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তখন তারা বললেন : আমরা তাদের শপথ কিরূপে বিশ্বাস করবো? কেননা তারা তো মুশরিক। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে তাদের দিয়াত আদায় করে দেন।

৪৭১৯. قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيْصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبُرَ كِبَرٌ فَتَكَلَّمَ حُوَيْصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَكَرُوا

شَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّحِلُّفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَى قَزَعَهُمْ بِشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ خَالَفَهُمْ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ *

৪৭১৯. হারিছ ইবন মিস্কীন (র) - - - - বুশায়র ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবন সাহল আনসারী এবং মুহাযিয়াসাহ ইবন মাসউদ খায়বর গমন করার পর নিজ নিজ কাজের জন্য পৃথক হয়ে যান। আবদুল্লাহ ইবন সাহল নিহত হন। মুহাযিয়াসাহ সেখান থেকে ফিরে আসেন। এরপর তিনি এবং তাঁর ভাই হুওয়াযিয়াসাহ এবং আব্দুর রহমান ইবন সাহল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে আব্দুর রহমান তাঁর ভাই হিসাবে প্রথমে কথা শুরু করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : বয়সে যে বড়, তাকে সম্মান কর। তখন হুওয়াযিয়াসাহ এবং মুহাযিয়াসাহ কথা বলতে শুরু করেন। তারা আব্দুল্লাহ ইবন সাহলের অবস্থা বর্ণনা করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলেন : তোমরা পঞ্চাশজন শপথ করে কি তোমাদের লোকের নিহত হওয়ার ঘটনা সাব্যস্ত করতে পারবে? ইমাম মালিক (র) বলেন : ইয়াহুইয়া বলেছেন : বুশায়র মনে করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে দিয়াত আদায় করে দেন।

٤٧٢. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بِشِيرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ تَفَرَّأَ مِنْ قَوْمٍ أَنْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا فَأَنْطَلَقُوا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَنْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدًا قَتِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُبَرُ الْكُبَرُ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قُتِلَ قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ قَالُوا لَا نَرْضَى بِإِسْنَانِ الْيَهُودِ وَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ فَوَدَاهُ مِائَةٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ خَالَفَهُمْ عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ *

৪৭২০. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - বুশায়র ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। সাহল ইবন আবু হাছমা নামক এক আনসারী তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর গোত্রের কয়েকজন খায়বর গমন করেন। সেখানে তাঁরা পৃথক হয়ে যান পরে তাঁরা তাদের একজনকে নিহত অবস্থায় পেলেন। পেছনে তাঁরা যে স্থানে নিহত ব্যক্তিকে পেলেন, সেখানকার কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি আমাদের লোককে হত্যা করেছ? তারা বললো : না, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং হত্যাকারীকে আমরা চিনিও না। এরপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা খায়বর গিয়েছিলাম, সেখানে আমরা আমাদের এক ব্যক্তিকে নিহত পেয়েছি। তিনি বললেন : বয়সে বড় ব্যক্তির সম্মান কর। বয়সে বড় ব্যক্তির সম্মান কর। তিনি বললেন : তোমরা কি সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে যে, কে হত্যা করেছে? তাঁরা বললেন : আমাদের কোন সাক্ষী নেই। তিনি বললেন : আমরা ইয়াহুদীর শপথ বিশ্বাস করি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঐ ব্যক্তির যত্ন বুখা যাওয়া পছন্দ হলো না। তিনি সাদকার উট থেকে একশত উট দিয়াত স্বরূপ তাদের দিয়ে দেন।

৪৭২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْقَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ ابْنَ مُحَيْصَةَ الْأَصْفَرَ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِمُ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَنْفَعَهُ الْيَكْمُ بِرُمْتِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبَ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِهِمْ قَالَ فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسَامَةً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَسْتَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسِينَ قَسَامَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمْ الْيَهُودُ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رِبْتَهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَانَهُمْ بِبَصْنِهَا *

৪৭২১. মুহাম্মদ ইবন মামার (র) - - - - আমর ইবন ওআয়ব তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, মুহায্যিসার ছোট ছেলে খায়বরে নিহত হন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তুমি নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে দুইজন সাক্ষী পেশ কর ; আমি তাকে তার রশিসহ তোমাদের নিকট সোপর্দ করবো। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি দুইজন সাক্ষী কোথা হতে আনবো ? এতো তাদের দুয়ারে মৃতাবস্থায় পতিত ছিল। তিনি বললেন : তোমরা পঞ্চাশজন কি শপথ করতে পারবে ? তিনি বললেন : আমি যা জানি না, তার কসম আমি কি করে করবো ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশজন শপথ করে বলুক ? তিনি বললেন : আমরা তাদের শপথে বিশ্বাস করবো তারা তো কাফির ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিয়াত তাদের মধ্যে ভাগ করে দেন : আর অর্ধেক দিয়াত নিজের পক্ষ হতে দিয়ে তাদের সাহায্য করেন।

بَابُ الْقَوْدُ

অনুচ্ছেদ : কিসাস

৪৭২২. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَرْوَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَنْ أَمْرِيءٌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبِ الزَّانِي وَالتَّارِكِ دِينَهُ الْمَفَارِقُ *

৪৭২২. বিশর ইবন খালিদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন মুসলমানকে হত্যা করা মুসলমানের জন্য হারাম, তিনটি কারণ ব্যতীত : প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, যে ব্যক্তি বিবাহের পরও ব্যভিচার করে ; এবং ঐ ব্যক্তি যে দীন ইসলাম হতে ফিরে যায়।

৪৭২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُفِعَ الْقَاتِلُ

إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمُقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَى الْمُقْتُولِ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ فَخَلَّى
سَبِيلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجْرُ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ *

৪৭২৩. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা ও আহমদ ইব্ন হারব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে, হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হয়। তিনি তাকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের নিকট দিয়ে দেন। তখন হত্যাকারী বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহর কসম! আমি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিনি। তিনি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে বললেন : যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয়, অতঃপর তুমি তাকে হত্যা কর, তবে তুমি জাহান্নামী হবে। তখন সেই ব্যক্তি তাকে ছেড়ে দিল। ঐ ব্যক্তি রশিতে বাঁধা ছিল, সে তার রশি টানতে টানতে চলে গেল, সেদিন হতে তাকে রশিওয়ালা ব্যক্তি বলা হতো।

٤٧٢٤. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَوْفِ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جِئْتُ بِالْقَاتِلِ الَّذِي قَتَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِهِ
وَلِيُّ الْمُقْتُولِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّعَفَوْا قَالَ لَا قَالَ أَنْتُمْ قُلْتُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبُ فَلَمَّا
ذَهَبَ دَعَاهُ قَالَ اتَّعَفَوْا قَالَ لَا قَالَ أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَالَ أَنْتُمْ قُلْتُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبُ فَلَمَّا
ذَهَبَ قَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَاتَّهَ بِبَرٍّ بِإِثْمِكَ وَإِنَّ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ فَأَرْسَلَهُ قَالَ
فَرَأَيْتَهُ يَجْرُ نِسْعَتَهُ *

৪৭২৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - ওয়ায়িল হাদ্রামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি হত্যা করলে, তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে? সে বললো : না। তিনি বললেন, তাকে হত্যা করবে? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন : যাও, তাকে হত্যা কর। সে রওয়ানা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন : যদি তুমি তাকে ক্ষমা কর, তবে সে তোমার গুনাহ এবং তোমার বন্ধু গুনাহ সমস্ত বহন করবে। তখন সে তাকে ক্ষমা করলো এবং তাকে ছেড়ে দিল। তখন সে ব্যক্তি তার রশি টানতে টানতে চলে গেল।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ فِيهِ

আলকামা ইব্ন ওয়ালের সাথে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

٤٧٢٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ
حَدَّثَنِي حُمْرَةُ أُمُّ عَمْرِو الْعَانِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
حِينَ جِئْتُ بِالْقَاتِلِ يَفُودُهُ وَلِيُّ الْمُقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَى الْمُقْتُولِ

اتَّعَفُوا قَالَ لَا قَالَ اتَّخَذُ الدِّيَّةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ فَوَلَّى
 مِنْ عِنْدِهِ نَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اتَّعَفُوا قَالَ لَا قَالَ اتَّخَذُ الدِّيَّةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ
 بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبْزُؤَ بِإِثْمِهِ وَأَنْتُمْ صَاحِبُكَ فَعَفَا
 عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَّا رَأَيْنَاهُ يَجْرُ يُسْعَتُهُ *

৪৭২৫. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস এক হত্যাকারীকে বশিতে বেঁধে টেনে আনে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো : না, এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন : দিয়াত নেবে ? সে বললো : না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে হত্যা করবে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তা হলে তাকে নিয়ে যাও। যখন সে তাকে নিয়ে চললো : তখন তিনি তাকে বললেন : তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবে ? সে বললো : না। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন : দিয়াত নেবে ? সে বললো : না। আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তাকে হত্যা করবে ? সে বললো : হ্যাঁ, তিনি বললেন : তাকে নিয়ে যাও। পরে তিনি বললেন : যদি তুমি তাকে ক্ষমা কর, তবে সে তোমার পাপ এবং নিহত ব্যক্তির পাপ সমস্ত তার ঘাড়ে নিবে। তখন সে তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিল। (রাবী বলেন) আমি দেখলাম, সে বশি টানতে টানতে যাচ্ছে।

৪৭২৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبِطِيُّ عَنْ
 عُلْفَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ يَحْيَى وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ *

৪৭২৬. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - আলকামা ইবন ওয়ায়িল (রা) তার পিতা থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৭২৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْحَوْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ
 بْنُ مَطَرٍ عَنْ عُلْفَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ فِي
 عُنُقِهِ نِسْفَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا وَآخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفَرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارُ فَضْرَبَ
 بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعَفُ عَنْهُ فَأَبَى وَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ هَذَا وَآخِي
 كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفَرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارُ فَضْرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَعَفُ عَنْهُ فَأَبَى
 ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا وَآخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفَرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ أَرَاهُ قَالَ
 فَضْرَبَ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَعَفُ عَنْهُ فَأَبَى قَالَ أَذْهَبَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ فَخَرَجَ بِهِ
 حَتَّى جَاوَزَ فَنَادَيْنَاهُ أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ
 قَالَ نَعَمْ أَعَفُ عَنْهُ فَخَرَجَ يَجْرُ يُسْعَتُهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْهَا *

৪৭২৭. আমর ইব্ন মানসূর (রা) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য একজনকে নিয়ে আসে। সে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই ব্যক্তি এবং আমার ভাই উভয়ে কুয়ায় কাজ করতো, হঠাৎ সে কোদাল উঠিয়ে আমার ভাইকে মারলে সে নিহত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে ক্ষমা করে দাও। সে ব্যক্তি অস্বীকার করলো। তিনবার এইরূপ বলার পর তিনি বললেন : যাও, যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তবে তুমিও এরূপ হবে। সে তাকে নিয়ে দূরে যাওয়ার পর আমরা চিৎকার করে বললাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে কি তা শুনছে না। সে ফিরে এসে বললো : যদি আমি তাকে হত্যা করি তবে কি আমিও এরূপ হবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাকে ক্ষমা কর। এরপর সে বের হলো রশি টানতে টানতে এবং আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

৪৭২৮. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ سِمَاكٍ ذَكَرَ أَنَّ عُلْفَةَ بْنَ وَائِلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يُقْوَدُ أُخْرَ بِنِسْعَةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ هَذَا أَخِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْتَلْتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ قَالَ نَعَمْ قَتَلْتُهُ قَالَ كَيْفَ قَتَلْتَهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ نَحْطِيبٌ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّيْنِي فَأَغْضَبَنِي فَضَرَبْتِ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي الْآفَاسِيُّ وَكِسَايُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ قَالَ أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَلِكَ فَرَمَى بِالنِّسْعَةِ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ دُونَكَ صَاحِبِكَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَأَذْرِكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا وَبَلَّكَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَأَذْرِكُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا وَيْلَكَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ إِنْ قَتَلْتَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ وَهَلْ أَخَذْتَهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ فَقَالَ مَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمَ صَاحِبِكَ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنْ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ كَذَلِكَ *

৪৭২৮. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (রা) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি অন্য আর এক ব্যক্তিকে রশিতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসে এবং বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি তাকে হত্যা করেছ ? ঐ ব্যক্তি বললো, যদি সে স্বীকার না করে তা হলে আমি সাক্ষী আনবো। তখন ঐ ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কিভাবে হত্যা করেছ ? সে বললো, আমি এবং তার ভাই এক গাছের নীচে লাকড়ি একত্রিত করছিলাম। সে আমাকে গালি দিলে আমার রাগ হয় এবং আমি তার মাথায় কুড়াল দিয়ে আঘাত করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নিকট কি মাল আছে, যা তুমি তোমার প্রাণের বিনিময়ে দিতে পার ? সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার নিকট তো

কিছুই নেই। হ্যাঁ, কবুল এবং কুড়াল আছে। তিনি বললেন : তুমি কি মনে কর, তোমার লোক তোমাকে দিয়াতের টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে ? সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার গোত্রের নিকট আমার এত মর্যাদা নেই যে, তারা আমাকে মালের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রশি ওয়ারিসের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন : তাকে নিয়ে যাও। যখন সে যেতে লাগলো : তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : যদি সে তাকে হত্যা করে, তবে সেও তার মত হবে। লোক দিয়ে তাকে বললো : তোমার সর্বনাশ হোক, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : যদি সে তাকে হত্যা করে তবে সেও এইরূপ হবে। তখন সে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : লোক বলছে, আপনি নাকি বলেছেন : আমি তাকে হত্যা করলে আমিও তার মত হবো। আমি তো তাকে আপনার আদেশেই নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন : তুমি কি চাও যে, সে তোমার এবং তোমার এই পাপ নিজের উপর নিয়ে যাক ? সে বললো : কেন চায় না ? তিনি বললেন : তাই হবে ? সে বললো : তবে তাই হোক।

৪৭২৭. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ بَحْيٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّ عُلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقْرُدُ آخِرَ نَحْوِهِ *

৪৭২৯. যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে টেনে আনে শেষ পর্যন্ত অনুরূপ হাদীস।

৪৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحْيٌ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ سَالِمٍ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحُجَلَاتِهِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي النَّارِ قَالَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجْرُ يُسْعِفُهُ حِينَ تَرَكَهُ يَذْهَبُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعٍ قَالَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الرَّجُلَ بِالْعَفْوِ *

৪৭৩০. মুহাম্মদ ইব্ন মাম্মার (র) - - - - ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তিকে আনা হলো, যে অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তিনি হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের কাছে সোপর্দ করে দিলেন তাকে হত্যা করার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাহাবীগণকে বললেন : নিহত ব্যক্তি এবং হত্যাকারী উভয়ে জাহান্নামে যাবে। এক ব্যক্তি ওয়ারিসদেরকে এই সংবাদ দিল যখন তাতে এ সংবাদ দেওয়া হলো, তখন সে হত্যাকারীকে ছেড়ে দিল। বর্ণনাকারী বলেন : আমি দেখলাম, তাকে ছেড়ে দেয়ার পর সে রশি টানতে টানতে প্রস্থান করল। রাবী ইসমাইল বলেন : আমি হাবীবের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বললেন : আমার নিকট এই হাদীস সাঈদ ইব্ন আশওয়া বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করার আদেশ দেন।

৪৭২১. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِقَاتِلٍ وَلَيْلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعَفَ عَنْهُ فَأَبَى فَقَالَ خُذِ الدِّيَةَ فَأَبَى قَالَ أَذْهَبُ فَأَقْتُلُهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَذَهَبَ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَقْتُلُهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَمَرَّ بِی الرَّجُلُ وَهُوَ يَجْرُ بُسْعَتَهُ *

৪৭৩১. ঈসা ইবন য়ুনুস (র) - - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার প্রিয়জনের হত্যাকারীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন। নবী ﷺ-এর তাকে বললেন : তাকে ক্ষমা করে দাও। সে ব্যক্তি তা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন : যাও তাকে হত্যা কর আর তুমিও তার মত হবে। সে প্রত্যাবর্তন করলে এক ব্যক্তি তার সাথে মিলিত হয়ে বললো : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তুমি তাকে হত্যা কর তবে তুমিও তার ন্যায় হবে। একথা শুনে ঐ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়। তখন সে আমার সামনে দিয়ে রশি টেনে নিয়ে চলে গেল।

৪৭২২. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ اسْتَحْوَقَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَتَلَ أَخِي قَالَ أَذْهَبُ فَأَقْتُلُهُ كَمَا قَتَلَ أَخَاكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اتَّقِ اللَّهَ وَأَعَفْ عَلَى فَاثَةٍ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ وَخَيْرٌ لَكَ وَلِأَخِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَخَلَّى عَنْهُ قَالَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ قَالَ فَاعْتَفَاهُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ خَيْرًا مِمَّا هُوَ صَانِعٌ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي *

৪৭৩২. হাসান ইবন ইসহাক মারওয়ী (র) - - - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার ভাইকে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যাও, তুমিও তাকে হত্যা কর, যেমন সে তোমার ভাইকে হত্যা করেছে। এক ব্যক্তি বললো : আল্লাহকে ভয় কর এবং ক্ষমা করে দাও, তোমার অনেক সওয়াব হবে, আর কিয়ামতের দিন তোমার এবং তোমার ভাই-এর জন্য উত্তম হবে। একথা শুনে সে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিল। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ একথা জানতে পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে যা করেছিল, তা বর্ণনা করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে মুক্ত করে দাও, ইহা তোমার জন্য ঐ ব্যবহার হতে উত্তম হবে, যা সে কিয়ামতের দিন তোমার সাথে করতো। কিয়ামতের দিন সে বলতো : আল্লাহ! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল?

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عِكْرَمَةٍ فِي ذَلِكَ

আয়াতের ব্যাখ্যা وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

৪৭৩৩. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا عَلَى وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَالِكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ أَتَى مِائَةَ وَسُقِيَ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بَعِثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلَهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَتَزَلَّتْ وَإِنْ حَكَمْتُ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ أَلْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَبْغُونَ *

৪৭৩৩. কাসিম ইবন যাকারিয়া ইবন দীনার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরাইযা ও নযীর ইয়াহুদীদের দুটি গোত্র। এদের মধ্যে বনু নযীর গোত্র বনু কুরাইযা গোত্র থেকে মর্যাদাশালী ছিল। বনু কুরাইযার কোন ব্যক্তি বনু নযীরের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা হতো। কিন্তু বনু নযীরের কোন ব্যক্তি বনু কুরাইযার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে, রক্তপণ স্বরূপ সে একশত ওসক খেজুর আদায় করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নব্বয়তের পর বনু নযীরের এক ব্যক্তি কুরাইযার এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। তখন বনু কুরাইযার লোকেরা বলে : হত্যাকারীকে আমাদের হাওলা কব, আমরা তাকে হত্যা করবো। বনু নযীরের লোকেরা বললো : তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে নবী ﷺ রয়েছেন। তারা তাঁর নিকট আসলে, তখন আয়াত নাযিল হলো, “যদি আপনি কাকিরদের মধ্যে মীমাংসা করেন, তবে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করবেন,” আর ইনসাফ হলো প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ নেয়া হবে। এরপর নাযিল হলো : “তারা কি অজ্ঞতার যুগের রেওয়াজ পছন্দ করছে?”

৪৭৩৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحَصِينِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْآيَاتِ النَّبِيَّ فِي الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ اعْرِضْ عَنْهُمْ إِلَى الْمُقْسِطِينَ إِثْمًا نَزَلَتْ فِي الدِّيَةِ بَيْنَ النَّضِيرِ وَبَيْنَ قُرَيْظَةَ وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ يُودُونَ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ كَانُوا يُودُونَ نِصْفَ الدِّيَةِ فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحَقِّ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَةَ سَوَاءً *

৪৭৩৪. উবারদুল্লাহ ইবন সা'দ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সূরা মায়িদার فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ এবং عَنْهُمْ এই আয়াত দুইটি বনু নযীর এবং বনু কুরাইযার রক্তপণের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। যেহেতু বনু নযীর গোত্র ছিল মর্যাদাশালী, কাজেই তাদের কোন ব্যক্তি নিহত হলে তারা পূর্ণ রক্তপণ আদায়

করতো, আর যদি কুরায়শের কোন ব্যক্তি নিহত হতো তবে তারা অর্ধ রক্তপণ পেত। এরপর তারা এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মীমাংসা প্রার্থী হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে সঠিক মীমাংসা করে দেন এবং দিয়াত সমান করে দেন।

بَابُ الْقَوْدُ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْمَمَالِكِ فِي النَّفْسِ

অনুচ্ছেদ : আযাদ ও দাসের মধ্যে কিসাস

৪৭৩৫. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْثَرُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْنَا هَلْ عَهْدُ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابٍ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَوْا دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ إِلَّا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ مَنْ أَخَذَتْ حَدَّثًا فَعَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَوْلى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *

৪৭৩৫. মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র) - - - - কায়স ইবন উবাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আশতার (র) আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে, জিজ্ঞাসা করলাম; রাসূলুল্লাহ ﷺ কি এমন কিছু আপনাকে বলেছেন : যা সাধারণভাবে কাউকে বলেন নি? তিনি বললেন : না, আমার এই কাগজে যা লিখিত আছে, তা ব্যতীত আর কিছুই তিনি বলেন নি। একথা বলে তিনি তাঁর তলোয়ারের খাপ হতে লিখিত এক টুকরা কাগজ বের করেন। তাতে লেখা ছিল : মুসলমানের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন, আর তারা অমুসলমানদের ব্যাপারে একটি হাতের মত। মুসলমানদের একজন সাধারণ লোকও যদি কোন অমুসলমানকে আশ্রয় দেয়, তবে মনে করতে হবে তাকে সকল মুসলমানই আশ্রয় দিয়েছে। জেনে রাখ, কোন মুসলমান কোন কাফিরের পরিবর্তে মারা যাবে, আর কোন যিম্মি, যিম্মি থাকাবস্থায় তাকে হত্যা করা যাবে না। যে ব্যক্তি ধর্মে কোন প্রকার বিদ'আত প্রতিষ্ঠা করবে, এর পাপ তার উপর বর্তাবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা এবং সকল লোকের অভিসম্পাত।

৪৭৩৬. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَوْا دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ *

৪৭৩৬. আবু বকর আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন, অমুসলমানদের ব্যাপারে তারা একটি হাতের ন্যায়, সাধারণ একজন মুসলমানের আশ্রয় দান, সকলের পক্ষ হতে মনে করা হবে। জেনে রাখ, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর যিম্মি, যিম্মি থাকাবস্থায় তাকে হত্যা করবে না।

الْقَوْدُ مِنَ السَّيِّدِ لِلْمَوْلَى

দাসের জন্য মনিবের থেকে কিসাস

৪৭৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتْلَهُ وَفَرَّ جَدْعَهُ جَدْعَتَهُ وَمَنْ أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ *

৪৭৩৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করবো। আর যদি কোন ব্যক্তি তার দাসের নাক কান কেটে দেয়, আমরা তার নাক কান কেটে দেব। যদি কোন ব্যক্তি তার দাসকে খসি করে দেয়, তবে আমরা তাকে খসি করে দেব।

৪৭৩৮. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتْلَهُ وَفَرَّ جَدْعَهُ جَدْعَتَهُ *

৪৭৩৮. নসর ইবন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করলে, আমরা তাকে হত্যা করবো। আর যদি দাসের নাক কান কাটে, আমরা তার নাক কান কেটে দেব।

৪৭৩৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتْلَهُ وَفَرَّ جَدْعَهُ جَدْعَتَهُ *

৪৭৩৯. কুতায়বা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ তার দাসকে হত্যা করলে, আমরা তাকে হত্যা করবো আর কেউ তার দাসের নাক কান কাটলে, আমরা তার নাক কান কেটে দেব।

قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ

নারীকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা

৪৭৪০. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَامَ حَمْلُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيْ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَعٍ فَقَتَلْتُهَا وَجَنَيْنَهَا فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقَتَلَ بِهَا *

৪৭৪০. যুসুফ ইব্ন সায়ীদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মীমাংসা কী ছিল, তা জানার জন্য তাঁর বাসনা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলে হামল ইব্ন মালিক দাঁড়িয়ে বলেন : আমি দুই নারীর বাসস্থানের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ছিলাম। এমন সময় একজন নারী অন্যজনকে তার তাবুর ডাঙা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করলো এবং তার পেটের বাচ্চাকেও হত্যা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাচ্চার বদলে এক দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ করেন এবং নারীর পরিবর্তে ঐ নারীকে হত্যা করার আদেশ দেন।

الْقَوْدُ مِنَ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ

নারীর পরিবর্তে নরকে হত্যা করা

৪৭৪১. أَخْبَرَنَا اسْتَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْنَا عُبَيْدَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَاتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهَا *

৪৭৪১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী একটি বালিকাকে তার রূপায় অলঙ্কারের জন্য হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ বালিকার কিসাস স্বরূপ ইয়াহুদীকে হত্যার আদেশ দেন।

৪৭৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا أَخَذَ أَوْضَاحًا مِنْ جَارِيَةٍ ثُمَّ رَضَخَ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَادْرَكُوهَا وَبِهَا رَمَقٌ فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ بِهَا النَّاسَ هَذَا هَذَا هَذَا قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৭৪২. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহুদী এক নারীর রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার কেড়ে নিল এবং পরে তাকে দুইটি পাথরের মাঝে রেখে তার মাথা চূর্ণ করলো। লোকজন এসে দেখলো, তার নিঃশ্বাস তখনও অবশিষ্ট রয়েছে। লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো : তোমাকে কি ঐ ব্যক্তি মেরেছে? ঐ ব্যক্তি মেরেছে? অবশেষে ঐ ইয়াহুদীর নাম আসতেই সে বললো : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটি পাথরের মধ্যে রেখে তার মাথা চূর্ণ করতে আদেশ দেন।

৪৭৪৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ هُرَاقَةَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْتُ جَارِيَةً عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ فَرَضَخَ رَأْسَهَا وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ فَادْرَكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَكَ فَلَانَ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فَلَانَ قَالَ حَتَّى سَمَى الْيَهُودِيَّ قَالَتْ بِرَأْسِهَا نَعَمْ فَأَخَذَ فَأَعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৭৪৩. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক বালিকা রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় বের হলে এক ইয়াহুদী তাকে ধরে তার মাথা দুটি পাথরের মাঝে রেখে

আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে এবং তার শরীরের অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। লোকজন এসে তাকে এমন অবস্থায় পায় যে, তখনও তার নিঃশ্বাস অবশিষ্ট আছে। তারা তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি বললেন : তোমাকে কে আঘাত করেছে? অমুক ব্যক্তি? সে বললো : না, আল্লাহর কসম! তিনি বললেন : অমুক ব্যক্তি? শেষ পর্যন্ত তিনি আঘাতকারী ইয়াহুদীর নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সে তার মাথার ইশারায় বললো : হ্যাঁ। ঐ লোকটি ধৃত হলে তা সে স্বীকার করলো। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলে দুই প্রস্তরের মধ্যে বেধে তার মাথা চূর্ণ করা হয়।

سُقُوطُ الْقَوْدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ

মুসলমান হতে কাফিরের কিসাস রহিত হওয়া

৪৭৪৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الْغَزِيرِ بْنِ رُقَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي أَحَدٍ ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَفٌ فَيُرْجَمُ وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا وَرَجُلٌ يَخْرُجُ الْإِسْلَامَ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ *

৪৭৪৪. আহমদ ইবন হাফস ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : তিন অবস্থার যে কোন একটি ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। প্রথমতঃ বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যদি সে ব্যভিচার করে, তখন তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, দ্বিতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যে কোন মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে, তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম হতে বের হয়ে যায়, এবং পরে আল্লাহ তা'আলা এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এরপর তাকে হত্যা করা হবে, বা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা দেশান্তর করা হবে।

৪৭৪৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَحِيفَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا فَقُلْنَا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ سِرِّي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَتَرَى النَّفْثَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فَهُمَا فِي كِتَابِهِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ فِيهَا الْعَقْلُ وَفِيكَ الْإِسِيرُ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ *

৪৭৪৫. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার নিকট কি কুরআন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন অন্য বাণী রয়েছে? তিনি বললেন : না, আল্লাহ তা'আলার শপথ! যিনি বীজ বিদীর্ণ করে অন্ধুর বের করে থাকেন, এবং জীবন দান করেন। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে তাঁর কিতাবের জ্ঞান দান করেন অথবা যা সহীফায় রয়েছে। আমি

জিজ্ঞাসা কবলাম : ঐ সহীফায় রয়েছে। তিনি বললেন : তাতে রয়েছে দিযতেব আহকাম, দাসমুক্ত করার বর্ণনা এবং আরো রয়েছে, কোন মুসলমানকে কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না।

৪৭৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ مَا عَهْدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ رَدُّونَ النَّاسَ إِلَّا فِي صَحِيفَةٍ فِي قِرَابٍ سَيْفِيٍّ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ فَإِذَا فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأَ بِمَوَاهِمِ يَدْمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَفَمَّ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُرٌّ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ *

৪৭৮৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আবু হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আলী (রা) বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কিছু বলেন নি যা তিনি অন্যান্য লোকের নিকট বলেন নি; তবে আমার তলোয়ারের খাণ্ডে যে এক কিতাব রয়েছে তা ব্যতীত। জনগণ তার কিছু ছাড়লেন না, পরে তিনি সেই কিতাব বের করলেন। দেখা গেল, তাতে লিখিত রয়েছে যে, মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন। একজন সাধারণ মুসলমানও কাউকে আশ্রয় দিতে পারে, মুসলিমগণ অমুসলিমদের ব্যাপারে এক হাতের ন্যায়, আর কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর নিজের ওয়াদার উপর স্থির কোন যিম্মিকে হত্যা করা যাবে না।

৪৭৮৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانٍ الْأَعْرَجِ عَنِ الْأَشْجَرِ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَفَشَّعَ بِهِمْ مَا يَسْتَمُفُونَ فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهْدَ إِلَيْكَ عَهْدًا فَحَدَّثْنَا بِهِ قَالَ مَا عَهْدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنْ فِي قِرَابٍ سَيْفِيٍّ صَحِيفَةٌ فَإِذَا فِيهَا الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأَ بِمَوَاهِمِ يَدْمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُرٌّ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ مُخْتَصَرٌ *

৪৭৮৭. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - মালিক আশতার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আলী (রা)-কে বললেন : মানুষের মধ্যে একথা প্রসিদ্ধ রয়েছে এবং যা তারা শুনেছে, তা হলো যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে খাস কিছু বলে থাকেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তখন আলী (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কিছু বলেন নি, যা অন্যান্য লোককে তিনি বলেন নি। তবে আমার তলোয়ারের খাণ্ডে যা রয়েছে তা ব্যতীত। এরপর দেখা গেল, তাতে রয়েছে : মুসলমানদের রক্ত সমমর্যাদা সম্পন্ন, একজন সাধারণ মুসলমান একজন কাফিরকে আশ্রয় দিতে পারে, আর কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, আর না ঐ যিম্মিকে হত্যা করা যাবে, যে তার ওয়াদার উপর স্থির রয়েছে।

تَعْظِيمُ قَتْلِ الْمَعَامِدِ

যিম্মিকে হত্যা করা গুরুতর পাপ

৪৭৪৮. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُيَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُنَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ *

৪৭৪৮. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে কোন কারণ ব্যতীত অথবা অসময়ে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেবেন।

৪৭৪৯. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُنَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشْمَ رِيحًا *

৪৭৪৯. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) - - - আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেবেন, এমনকি বেহেশতের সুগন্ধও।

৪৭৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَخِيْمَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ عَسِيرَةٍ سَبْعِينَ عَامًا *

৪৭৫০. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - কাসিম ইবন মুখায়মারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জায়েদ সাহাবী থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

৪৭৫১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَحِيمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُونُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا *

৪৭৫১. আব্দুর রহমান ইবন ইব্রাহীম দুহায়ম (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন যিম্মিকে হত্যা করবে, সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

سَقُوطُ الْقَوْدِ بَيْنَ الْمَهَالِكِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

দাসদের মধ্যে যখম ও অসহানির জন্য কিসাস নেই

৪৭৫১. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا مُعَاذَ بْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي تَمْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ غُلَامًا لِلنَّاسِ فَقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِلنَّاسِ اغْنِيَاءَ فَاتَّوُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا *

৪৭৫২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত যে, গরীব লোকদের একটি গোলাম ছিল, সে ধনীদের এক দাসের কান কেটে ফেলে। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি তার জন্য কিছুই সাব্যস্ত করেন নি।

الْقِصَاصُ فِي السَّنِّ

দাঁতের কিসাস

৪৭৫৩. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالْقِصَاصِ فِي السَّنِّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ *

৪৭৫৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁতের ব্যাপারে কিসাসের আদেশ দেন। তিনি বলেন : আল্লাহুর কিতাবের বিধান হলো দাঁতের বদলে দাঁতের কিসাস।

৪৭৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ *

৪৭৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে, আমরা তাকে হত্যা করবো ; আর যে ব্যক্তি তার দাসের অঙ্গ কাটবে, আমরা তার অঙ্গ কাটবো।

৪৭৫৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَصَى عَبْدَهُ حَصَيْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَاللَّفْظُ لِابْنِ يَشَارٍ *

৪৭৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দাসকে খাসি করবে, আমরা তাকে খাসি করে দেব, এবং যে ব্যক্তি তার দাসের কোন অঙ্গ কাটবে, আমরা তার অঙ্গ কাটবো।

৪৭৫৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا

ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتِ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْقُنْصُ مِنْ فُلَانَةٍ لَا وَاللَّهِ لَا يَقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمُّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا يَقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا فَمَا زَالَتْ حَتَّى قِيلَ لَهَا الدِّيَّةُ قَالَ إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِابْرَةِ *

৪৭৫৬. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রবী এর বোন- উম্মে হারিছা এক ব্যক্তিকে যবম করে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। তিনি বলেন : কিসাস নেয়া হবে। তখন উম্মে রবী বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার থেকে কী বদলা নেয়া হবে? আল্লাহর কসম! তার থেকে কখনও বদলা নেয়া যাবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সুবহানাল্লাহ! হে উম্মে রবী! কিসাস নেয়া তো আল্লাহর কিতাবের বিধান। সে বললো : আল্লাহর শপথ! তার নিকট হতে কখনও কিসাস নেয়া যাবে না; এরূপ বলতে থাকলো, এমনকি তারা দিয়াত কবুল করে নিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলার কিছু বান্দা এখনও রয়েছে যে, যদি সে আল্লাহর উপর ভরসা করে কোন শপথ করে বসে তবে আল্লাহ তা'আলা তার শপথ সত্যে পরিণত করে দেন।

الْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ

দাঁতের কিসাস সম্পর্কে

٤٧٥٧. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَخْوَهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسِرُ ثَنِيَّةَ فُلَانَةٍ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّةَ فُلَانَةٍ قَالَ وَكَانُوا قَبِيلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالْأَرْشَ فَلَمَّا حَلَفَ أَخْوَهَا وَهَرَّ عَمُ أَنَسٍ وَهَرَّ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِابْرَةِ *

৪৭৫৭. হুমায়দ ইবন মাস'আদা ও ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা) বলেছেন : তার ফুফু এক বালিকার দাঁত ভেঙেছিল ; তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিসাসের আদেশ দেন। তার ভাই আনাস ইবন নযর জিজ্ঞাসা করলো : অমুকের দাঁত কি ভাঙ্গা হবে? যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ করে বলছি : কখনও তার দাঁত ভাঙ্গা যাবে না। তারা এর পূর্বেই ঐ বালিকার ওয়ারিসদেরকে বলে রেবেছিল যে, তাকে ক্ষমা করে দাও, অথবা দিয়াত নাও। যখন তার ভাই আনাস ইবন নযরের চাচা, যিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন শপথ করলেন, তখন তার ওয়ারিসরা তাকে ক্ষমা করার জন্য রাজি হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার কোন কোন বান্দা এমন রয়েছে, যদি সে আল্লাহর উপর ভরসা করে শপথ করে বসে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার শপথ সত্যে পরিণত করে দেন।

৪৭৫৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَسَرَتْ الرُّبْعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ فَأَبَوْا فَأَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ يَأْسُؤُا لِلَّهِ تَكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبْعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَكْسَرُ قَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرْضِي الْقَوْمُ وَعَفْوُ فَقَالَ إِنْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ *

৪৭৫৮. মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুবাই এক বালিকার দাঁত ভেঙ্গে ফেলে, এবং তার ওয়ারিসদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো, কিন্তু ঐ বালিকার ওয়ারিসরা ক্ষমা করতে সম্মত হলো না, পরে দিয়ত দেওয়ার প্রস্তাব করলেও তারা সম্মত হলো না পরে তারা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি কিসাসের আদেশ দেন। তখন আনাস ইবন নযর বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কুবাই-এর কি দাঁত ভেঙে দেয়া হবে ? না, যিনি আপনাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ ! কখনও তার দাঁত ভাঙ্গা যাবে না। তিনি বললেন : হে আনাস ! আল্লাহর কিতাবের মীমাংসা তো কিসাস। পরে ঐ লোকেরা সম্মত হয়ে গেল এবং ক্ষমা করে দিল : তখন নবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলার কোন কোন বান্দা এমন রয়েছে, যদি সে আল্লাহর উপর ভরসা করে কোন শপথ করে, তবে তিনি তা সত্যে পরিণত কর দেন।

الْقَوْدُ مِنَ الْعِصَةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِ الْثَاقِلَيْنِ لِخَبْرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ

দাঁতে কাটার কিসাস

৪৭৫৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ أَبُو الْجَوَّاءِ قَالَ أَتَيْنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ابْنِ سَبْرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَصَرَ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ قَالَ ثَنِيَّاهُ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَأْمُرُنِي تَأْمُرُنِي أَنْ أَمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ إِنْ شِئْتَ فَأَدْفَعُ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضِمَهَا ثُمَّ انْتَرَعَهَا إِنْ شِئْتَ *

৪৭৫৯. আহমদ ইবন উছমান আবু জাওয়া (র) - - - - ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দেয়, সে তার হাত টেনে নেওয়ার ফলে তার একটি দাঁত অথবা তিনি বলেন, কয়েকটি দাঁত পড়ে যায়। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফরিয়াদ জানালো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে বললেন : তুমি আমাকে কী আদেশ দিতে বল। তুমি এই বল যে, আমি তাকে আদেশ করি এবং সে তার হাত তোমার মুখে দিয়ে দিক; আর তুমি তা চিবিয়ে দাও, যেমন জন্তু চিবিয়ে থাকে। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তোমার হাত তাকে চিবাতে দাও। এরপর যদি ইচ্ছা হয় বের করে নাও।

৪৭৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ أُخْرَى عَلَى ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ *

৪৭৬০. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নিজের দাঁত দ্বারা অন্য ব্যক্তির বাহুর উপর কামড় দিল। সে হাত টেনে নিলে ঐ ব্যক্তির দাঁত পড়ে যায়। পরে এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পেশ করা হলে তিনি দিয়ত বাতিল করে দেয়ার আদেশ দেন, এবং বলেন : তুমি জন্তুর ন্যায় নিজের ভাইয়ের মাংস চিবাতে চাও।

٤٧٦١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَاتَلَ يَعْلى رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَتَذَرَتْ ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَعْضُ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُ الْفَحْلُ لِأَبِيهِ لَهُ *

৪৭৬১. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াল্লা এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলো এবং তাদের একজন অন্যজনের হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দিল। সে অন্যের মুখ হাতে নিজের হাত টেনে নিতেই অন্যজনের দাঁত পড়ে গেল। পরে উভয়ে ঝগড়া করতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : তোমরা একে অন্যকে দাঁত দিয়ে কামড় দিয়েছ, আবার দিয়াতও চাইবে, তার জন্য কোন দিয়াত নেই।

٤٧٦٢. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ يَعْلى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَتَذَرَتْ ثَنِيَّتَهُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِيهِ لَكَ *

৪৭৬২. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, ইয়াল্লা এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে একজন অন্যজনের হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দেয়। সে ব্যক্তি তার হাত টেনে নিলে অন্য ব্যক্তি দাঁত পড়ে যায়। পরে তারা ঝগড়া করতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : তোমরা একে অন্যকে জানোয়ারের ন্যায় কামড়াবে আর পরে দিয়াত চাইবে? তোমার জন্য কোন দিয়াত নেই।

٤٧٦٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُرَّارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ فَأَبْطَلَهَا *

৪৭৬৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) - - - - ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি

অনা এক ব্যক্তির বাহু কামড়ে ধরে, ফলে তার দাঁত পড়ে যায়। সে নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তা বর্ণনা করলে তিনি বললেন : তুমি কি তোমার ভাইয়ের বাহু জানোয়ারের ন্যায় দাঁতে কাটতে চাচ্ছ এবং দিয়াতও চাচ্ছ। সে কোন দিয়াত পাবে না।

بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ

অনুচ্ছেদ : নিজের প্রাণ রক্ষা করা

৪৭৬৪. أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْبَةَ أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَاسْتَرْعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقُلِعَ ثَنِيَّتُهُ فَرَفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَعْضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْبُكَرُ فَأَبْطَلَهَا *

৪৭৬৪. মালিক ইবন খলীল (র) - - - ইয়ালা ইবন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। সে অনা এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে তাদের একজন অন্যজন দাঁত দিয়ে কামড়ায়। এই ব্যক্তি অন্যের মুখ হতে হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে এই মোকদ্দমা নবী ﷺ-এর নিক পেশ করা হলে তিনি বললেন : তোমাদের একজন নিজের ভাইয়ের দাঁত দিয়ে কামড়াবে, যেমন বুঝক উট দাঁত দিয়ে কাটে। তিনি তাকে দিয়াত দেয়ার আদেশ করেন নি।

৪৭৬৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْبَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَاسْتَرْعَاهَا فَالْقَى ثَنِيَّتَهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَعْضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُّ الْبُكَرُ فَأَبْطَلَهَا أَيْ أَبْطَلَهَا *

৪৭৬৫. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - ইয়ালা ইবন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, বনী তমীমের এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে তার হাতে কামড় দেয়। এই ব্যক্তি হাত টেনে নিলে তার দাঁত পড়ে যায়। তারা এই ঝগড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি বললেন : তোমাদের একজন তার ভাইকে উটের ন্যায় দাঁত দিয়ে কামড়িয়েছে। আর তিনি তাকে দিয়াত দিতে বলেন নি।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

আতা (র)-এর হাদীস ও এই হাদীসের রাবীদের মতবিরোধ

৪৭৬৬. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ أَتَيْنَا أَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ سَلَمَةَ وَيَعْلَى ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ

الرَّجُلُ ذِرَاعُهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ فَقَالَ
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعْضُهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا فَايْطُلْهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪৭৬৬. ইমরান ইবন বাক্বার (র) - - - - - সালামা এবং ইয়াল্লা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন :
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে বের হলাম। আমাদের সাথে এক ব্যক্তি ছিল, সে এক মুসলমান
ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে, সে তার হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দিল। ঐ ব্যক্তি তার মুখ হতে হাত টেনে নিলে
তার দাঁত পড়ে যায়। তখন ঐ ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে দিয়াতের জন্য আবেদন করলো। তিনি
বললেন : তোমাদের এক ব্যক্তি বের হয়ে জানোয়ারের নায় নিজের ভাইকে দাঁত দিয়ে কামড়ায়, পরে সে
দিয়াতের জন্য আগমন করে। সে দিয়াত পাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়াত বাতিল বলে ঘোষণা করেন।

৪৭৬৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ
فَأَهْدَرَهَا *

৪৭৬৭. আব্দুল জব্বার ইবন 'আলা (র) - - - - - ইয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাতে
কামড় দিলে, তাতে তার দাঁত পড়ে যায়। পরে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি দাঁতের
দিয়াত দিতে বলেন নি।

৪৭৬৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى
عَنْ يَعْلَى وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا
فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَأَنْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَيْدُعُهَا بِقُضْمِهَا
كَقُضْمِ الْفَحْلِ *

৪৭৬৮. আব্দুল জব্বার (র) - - - - - ইয়াল্লা (রা) হতে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে চাকর রাখেন, সে অন্য
ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করে তার হাতে কামড় দেয়। ফলে তার দাঁত পড়ে যায়। ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ
-এর নিকট নালিশ করলে, তিনি বললেন : ঐ ব্যক্তি তার হাত দেবে যাতে সে পশুর ন্যায় চিবিয়ে দেবে।

৪৭৬৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا سُفْيَانَ بْنَ أَبِي جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرْتُ
أَجِيرًا فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ الْأُخْرَى فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ
فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ *

৪৭৬৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - - ইয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ

-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে গমন করি। সেখানে আমি একজন লোককে চাকর হিসাবে রাখি। সেখানে আমার চাকর অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে, সে তাকে দাঁত দিয়ে কামড়ায়। এতে তার দাঁত পড়ে যায়। সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে সকল ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি একে দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করেন।

৪৭৭. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ عَزَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ الْغُسْرَةُ وَكَانَ أَرْتَقَ عَمَلِي لِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَغَضَّ أَحَدَهُمَا أَصْبَغَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ أَصْبَغَهُ فَأَنْدَرْتُ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرْتُ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفِيدْعُ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْضِمُهَا *

৪৭৭০. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - ইয়াল্লা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে শরীক হই। আমার ধারণা মতে তা ছিল সবচেয়ে উত্তম নেক কাজ। আমার এক চাকর ছিল, সে একজন লোকের সাথে ঝগড়া করে একে অন্যের আঙ্গুলে দাঁত দিয়ে কামড় দেয়। সে ব্যক্তি আঙ্গুল টেনে বের করলে তার দাঁত পড়ে যায়। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নালিশ করলে, তিনি তার দাঁতকে দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করেন এবং বলেন : সে কি তোমার মুখে দাঁত রেখে দেবে, আর তুমি তা চিবিয়ে ফেলবে ?

৪৭৭১. أَخْبَرَنَا سُورِيدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ قَتَدَرْتُ ثَنِيَّتَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا بَيَّةَ لَكَ *

৪৭৭১. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - ইয়াল্লা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি তদ্রূপ বলেন, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এতে রয়েছে : নবী ﷺ বললেন : তোমার জন্য কোন দিয়াত নেই।

৪৭৭২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَدِيلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنِيَّةَ أَنَّ أَجِيرًا لِبَعْطَى بْنِ مُنِيَّةَ عَضَّ أَخْرُ ذِرَاعَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَيْدِعُهَا فِي فَيْكِ تَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ *

৪৭৭২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - সাকুওয়ান ইবন ইয়াল্লা ইবন মুনইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াল্লা ইবন মুনইয়ার চাকর এক ব্যক্তির হাতে দাঁত দ্বারা কামড় দিলে, ঐ ব্যক্তি নিজের হাত টেনে নিল তার মুখ হতে। এই ঘটনা নবী ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলো। কেননা, যে কামড় দিয়েছিল তার দাঁত পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ একে দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বলেন : সে কি তার হাত তোমার মুখে রেখে দিবে, আর তুমি তা পশুর মত চিবাইতে থাকবে ?

৪৭৭৩. أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ اسْمَاقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَنَعَضَ الرَّجُلُ رِأْسَهُ فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَتْ نَيْتَهُ فَرَقَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فَيَنْعَضُ أَخَاهُ كَمَا يَنْعَضُ الْفَحْلُ فَيُطْلُ شَيْئُهُ *

৪৭৭৩. আবু বকর ইবন ইসহাক (র) - - - - সাফওয়ান ইবন ইয়াল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তারুকের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি সেখানে একজন লোককে চাকর হিসাবে রাখেন। সে এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করলে ঐ ব্যক্তি তার হাতে দাঁত দিয়ে কামড় দেয়। যখন সে ব্যথা অনুভব করে, তখন হাত টেনে বের করলে তার দাঁত পড়ে যায়। এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন : তোমাদের একজন নিজের ভাইকে দাঁত দিয়ে জন্তুর মত দংশন করবে এরপর তিনি তার দাঁত দিয়াতের অযোগ্য সাব্যস্ত করেন।

الْقَوْدُ فِي الطَّعْنَةِ

খোঁচা দেওয়ার কিসাস

৪৭৭৪. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مَسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَسَّمُ شَيْئًا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَأَكْبَّ عَلَيْهِ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَالِ فَلَسْتُ قَدْ قَالَ بَلْ قَدْ عَفَوْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ *

৪৭৭৪. ওহাব ইবন বায়ান (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বণ্টন করছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি সামনের দিক হতে এসে তার উপর ঝুঁকে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তাঁর হাতের কাঠি দ্বারা খোঁচা দেন। এতে ঐ ব্যক্তি বের হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এসো, প্রতিশোধ নাও। সে ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

৪৭৭৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَنَّنَا ابْنُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مَسَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَسَّمُ شَيْئًا إِذْ أَكْبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ فَصَاحَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَالِ فَلَسْتُ قَدْ قَالَ بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ *

৪৭৭৫. আহমদ ইব্ন সাঈদ রিবাতী (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বণ্টন করছিলেন ; তখন এক ব্যক্তি সামনের দিক থেকে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হস্তস্থিত কাঠি দ্বারা তাকে খোঁচা দিলে সে ব্যক্তি চিৎকার দিয়ে উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : এসো, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

الْقَوْدُ مِنَ اللُّطْمَةِ

চড়ের কিসাস

৪৭৭৬. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁর জাহিলী যুগের কোন বাপ দাদাকে গালি দিলে আব্বাস তাকে চড় মারেন। তখন সে ব্যক্তির লোকজন এসে বলতে লাগলো : এই ব্যক্তিও তাঁকে চড় মারবে, যেমন তিনি তাকে চড় মেরেছেন। তখন তার হাতিয়ার মজুদ হলো। এখবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি মিসরে আরোহণ করে বললেন : হে লোক সকল! তোমরা কি জান বিশ্ববাসীর মধ্যে কে আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক সম্মানিত? তারা বললো : আপনি। এরপর বললেন : আমি আব্বাসের হতে এবং আব্বাসও আমা হতে। তোমরা আমাদের মৃতদেরকে মন্দ বলো না। এতে আমাদের জীবিতদের দুঃখ হয় তখন একদল লোক আসলো। তারা একথা শুনে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা আপনার অসন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

الْقَوْدُ مِنَ الْجَبْدَةِ

টানা-হেঁচড়া করার কিসাস

৪৭৭৭. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁর জাহিলী যুগের কোন বাপ দাদাকে গালি দিলে আব্বাস তাকে চড় মারেন। তখন সে ব্যক্তির লোকজন এসে বলতে লাগলো : এই ব্যক্তিও তাঁকে চড় মারবে, যেমন তিনি তাকে চড় মেরেছেন। তখন তার হাতিয়ার মজুদ হলো। এখবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি মিসরে আরোহণ করে বললেন : হে লোক সকল! তোমরা কি জান বিশ্ববাসীর মধ্যে কে আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক সম্মানিত? তারা বললো : আপনি। এরপর বললেন : আমি আব্বাসের হতে এবং আব্বাসও আমা হতে। তোমরা আমাদের মৃতদেরকে মন্দ বলো না। এতে আমাদের জীবিতদের দুঃখ হয় তখন একদল লোক আসলো। তারা একথা শুনে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা আপনার অসন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

مَرَاتِ كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ ذَلِكَ يَقُولُ لَا وَاللَّهِ لَا أَتَيْدُكَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الْأَعْرَابِيِّ أَقْبَلْنَا إِلَيْهِ سِرَاعًا فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَزَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَامِي أَنْ لَا يَبْرَحَ مَقَامَهُ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ يَأْتِلَانِ أَحْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى بَعِيرٍ نَمْرًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفُوا *

৪৭৭৭. মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মসজিদে উপবিষ্ট থাকতাম। তিনি যখন দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়াতাম। একদিন তিনি দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। যখন তিনি মসজিদের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁর চাদর ধরে তাঁর পিছন দিকে টানলো। তাঁর চাদরখানা ছিল মোটা, এতে তাঁর ঘাড় লাল হয়ে গেল। সেই ব্যক্তি বললো : হে মুহাম্মদ ! আমার এই উষ্ট্রদ্বয়কে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা বোঝাই করে দিন। কেননা, আপনি তো আপনার মাল হতে বা আপনার পিতার মাল হতে দিচ্ছেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : না, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি তোমাকে কখনও দেব না, যতক্ষণ না তুমি আমার ঘাড় টানা-হেঁচড়া করার বদলা না দাও। তখন ঐ গ্রামা লোকটি বললো : আল্লাহর শপথ! আমি কখনও তোমাকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ তিনবার বললেন : আর ঐ গ্রামা লোকটিও বলতে থাকলো যে, আল্লাহর কসম! আমি এর বদলা নিতে দেব না। আমি যখন লোকটির কথা শোনলাম, তখন আমরা দৌড়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : যে আমার কথা শুনেছে, তাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, কেউ যেন ততক্ষণ নিজ স্থান হতে না নড়ে, যতক্ষণ না আমি আদেশ দেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের একজনকে বলেন : হে অমুক! তুমি তার এক উটকে যব এবং অন্য উটকে খেজুর দ্বারা বোঝাই করে দাও। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা চলে যাও।

الْقِصَاصُ مِنَ السُّلَاطِينِ

বাদশাহদের নিকট হতে কিসাস

٤٧٧٨. أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْجَرِيرِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي قُرَاسٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْصُ مِنْ نَفْسِهِ *

৪৭৭৮. মুআম্মাল ইবন হিশাম (র) - - - আবু ফিরাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) বলেছেন : আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ হতেও প্রতিশোধ আদায় করতেন।

السُّلْطَانُ يُصَابُ عَلَى يَدِهِ

বাদশাহর কাজে বাধা প্রদান

٤٧٧٩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْزِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمَ بْنَ حَذِيفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاحَةَ رَجُلٍ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمَ فَأَتَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ الْقَوْدُ يَأْرُسُوكَ اللَّهُ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرْضَوْا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوْدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرْضَوْا قَالُوا لَا فَهَمَّ الْمُهَاجِرُونَ بِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْفُؤُوا فَكَفُّوا ثُمَّ دَعَاهُمْ قَالَ أَرْضَيْتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَتَى خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ أَرْضَيْتُمْ قَالُوا نَعَمْ *

৪৭৭৯. মুহাম্মদ ইবন রাফে' (র) - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী আবু জাহম ইবন হযায়ফাকে সাদকা আদায় করার জন্য পাঠান। এক ব্যক্তি সাদকা দেয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে ঝগড়া করলে, আবু জাহম তাকে প্রহার করেন। তখন সে তাঁর লোক নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কিসাস দিন। তিনি বললেন : আচ্ছা, তোমরা এত পরিমাণ নাও। তারা তাতে সন্তুষ্ট হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আচ্ছা এত পরিমাণ নাও। তারা তাতে রাযী হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি লোকের সামনে খুতবা দানের সময় তোমাদের রাযী হওয়ার কথা উল্লেখ করবো। তারা বললো : ঠিক আছে। পরে নবী ﷺ খুতবা দিতে গিয়ে বললেন : এই সকল লোক আমার নিকট কিসাস নিতে এসেছিল। আমি তাদের সামনে এত, এত মাল পেশ করায়, তারা রাযী হয়ে গেছে। তখন তারা বললো : না, আমরা রাযী হয়নি। তখন মুহাজির লোকেরা তাদের প্রহার করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে থামতে বললো। তারা থেমে যায়। এরপর তিনি তাদেরকে ডেকে বলেন : তোমরা কি রাযী হও নি? তখন তারা বললো : হ্যাঁ, আমরা রাযী হলাম। তিনি বললেন : আমি লোকের মধ্যে খুতবা দেয়ার সময় তাদেরকে কি তোমাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দেব। তারা বললো : হ্যাঁ। এরপর তিনি ভাষণ দানকালে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা রাযী হলে তো? তারা বললো : হ্যাঁ।

الْقَوْدُ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ

তলোয়ার ব্যতীত কিসাস নেয়া

٤٧٨. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَأَى عَلَى جَارِيَةٍ أَوْضَاحًا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ أَقْتُلْكَ فَلَاَنْ فَاشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا فَقَالَ أَقْتُلْكَ فَلَاَنْ فَاشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ لَا قَالَ أَقْتُلْكَ فَلَاَنْ فَاشَارَ شُعْبَةُ بِرَأْسِهِ يَحْكِيهَا أَنْ نَعَمْ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ *

৪৭৮০. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী এক বালিকাকে রৌপ্য

নির্মিত অনংকার পরিহিত অবস্থায় দেখে প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করে। পরে লোকেরা ঐ বালিকাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসে, আর তখনও তার প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে? সে মাথাব ইঙ্গিতে জানায়, না। পরে তিনি ঐ ইয়াহুদীর নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : তোমাকে কি ঐ ব্যক্তি মেরেছে? তখন সে মাথাব ইঙ্গিতে বলে : হ্যাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ইয়াহুদীকে ডেকে পাঠান, এবং তার মাথাকে দুটি পাথরের মধ্যে রেখে প্রস্তর আঘাতে তাকে হত্যা করেন।

٤٧٨١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ اسْتَعْمِيلَ عَنْ قَبِيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَتَمٍ فَاسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلُوا فَتَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا *

৪৭৮১. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - কায়স (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাছ'আম গোত্রের দিকে একটি ছোট সেনাদল পাঠালেন তারা তাদেরকে সিজদাবনত দেখতে পেল, যা তারা প্রাণ রক্ষার জন্য করেছিল। কিন্তু তারা হত্যা করলো। তিনি ঐ সকল কাফিরকে অর্ধ দিয়াত দিতে আদেশ করলেন এবং বললেন : যে মুসলিম মুশরিকদের সাথে থাকে, আমি ঐ সকল মুসলমানের পক্ষ হতে জওয়াবদিহী করি না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : দেখ, মুসলমান মুশরিকদের সাথে বসবাস করতে পারে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি কাফির-মুশরিকদের অগ্নিরূপ দেখ না?

تَاوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

আয়াতের ব্যাখ্যা

٤٧٨٢. أَخْبَرَنَا الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَّةُ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ عَفَى مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَغْفَلَ الدِّيَّةَ فِي الْعَمْدِ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ وَيُؤَدَّى هَذَا بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَّةُ *

৪৭৮২. হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাসের বিধান ছিল, কিন্তু দিয়াতের বিধান ছিল না, তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى إِلَى

تَوَمَّادَهُرِ الْوِطَرِ كِيسَاسَ فَرِوَرِ كَرَّا هَلَّوَا اِئِ سَمَسْتُ
লোকের বাপারে যারা নিহত হয়, আযাদের বদলে আযাদ এবং দাসের পরিবর্তে দাস, নারীর পরিবর্তে নারী,
ক্ষমাকারী রীতি-নীতি অনুযায়ী চলবে। আর যাকে ক্ষমা করা হয়, সে যেন উত্তমরূপে দিয়াত আদায় করে। ক্ষমা
করার অর্থ এই যে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত গ্রহণ করবে, আর ক্ষমাকারীগণ আইনমত
চলবে। আর হত্যাকারী উত্তমরূপে দিয়াত আদায় করবে। এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে, সহজপস্থা এবং
রহমত। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর কিসাস ছিল, দিয়াত ছিল না।

٤٧٨٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَقِصٍ قَالَ حَدَّثَنَا
وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو قَالَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ قَالَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ
عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَّةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَّةَ فَجَعَلَهَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ تَخْفِيفًا
إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ *

৪৭৮৩. মুহাম্মদ ইবন ইসামঈল ইবন ইব্রাহীম (র) - - - মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী :
তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের পরিবর্তে কিসাস ফরয করা হলো, আযাদের পরিবর্তে আযাদ এবং দাসের পরিবর্তে
দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিসাসের বিধান ছিল, দিয়াত ছিল না, আল্লাহ
তা'আলা তোমাদের উপর দিয়াতের বিধান দিয়েছেন। একে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের পরিপ্রেক্ষিতে
সহজতর করে দিয়েছেন।

الْأَمْرُ بِالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

কিসাস ক্ষমা করার আদেশ

٤٧٨٤. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ
بَكْرِ بْنِ الْمُرْنِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ فِيهِ
بِالْعَفْوِ *

৪৭৮৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট
কিসাসের মোকদ্দমা পেশ করা হলে, তিনি তাতে ক্ষমা করার আদেশ দিয়েছেন।

٤٧٨٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَسَدٌ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ
قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ الْمُرْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ
أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ *

৪৭৮৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর
নিকট কিসাসের মোকদ্দমা পেশা হলে তিনি তাতে ক্ষমা করার আদেশ দিতেন।

هَلْ يُؤْخَذُ مَنْ قَاتَلَ الْعَمَدَ الدِّيَّةَ إِذَا عَفَا وَلِيَ الْمُقْتُولِ عَنِ الْقَوْدِ

কিসাস ক্ষমা করা হলে

৪৭৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ أَتَيْنَا الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى *

৪৭৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আশআছ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি নিহত হয়, তখন তার ওয়ারিসের জন্য কিসাস ও ফিদইয়ার মধ্যে মধ্য ইখতিয়ার থাকবে।

৪৭৮৭. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ مَزِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى *

৪৭৮৭. আব্বাস ইব্ন ওলীদ ইব্ন মারীদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তির কোন লোক নিহত হয়, তখন সে দুইটির যে কোন একটি বেছে নিতে পারে, হয় কিসাস, না হয় দিয়াত।

৪৭৮৮. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ عَاتِقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ مُرْسَلٌ *

৪৭৮৮. ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার কোন লোক নিহত হয়, সে কিসাস অথবা দিয়াত-এ থেকে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে।

عَفْوُ النِّسَاءِ عَنِ الدَّمِ

নারীকেও ক্ষমা করা

৪৭৮৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ح وَأَتَيْنَا الْحُسَيْنَ بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَعَلَى الْمُقْتَلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً *

৪৭৮৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসের উচিত ক্ষমা করা, যে ওয়ারিস নিকটাত্মীয় হয়। এরপর যে তার আত্মীয় হয় ; যদিও সে নারী হয়।

مَنْ قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ

প্রস্তর অথবা কোড়ার আঘাতে নিহত ব্যক্তি

৪৭৯০. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَيْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ فِي عَمِيٍّ أَوْ رَمِيٍّ تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ بِعَصَا فَعَقَلَهُ عَقْلُ خَطَاٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَقَرَدَ يَدَهُ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ *

৪৭৯০. হিলাল ইবন 'আলা ইবন হিলাল (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন দাস-হাস্তামায় নিহত হয়, অথবা সে পাথর কিংবা কোড়া অথবা লাঠির আঘাতে নিহত হয়, তবে এতে দিয়াত দিতে হবে আর যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা হয়, তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যদি কেউ এর মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে তার উপর আল্লাহর, ফিরিশতাদের এবং সকল লোকের অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কিছুই কবুল হবে না।

৪৭৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ فِي عَمِيٍّ أَوْ رَمِيٍّ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَا فَعَقَلَهُ عَقْلُ الْخَطَاٍ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَرَدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا *

৪৭৯১. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন দাস-হাস্তামায় নিহত হয়, অথবা যদি পাথর কিংবা কোড়ার আঘাতে বা লাঠির আঘাতে নিহত হয়, যা তাদের মধ্যে চলছিল তবে তাতে দিয়াত দিতে হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা বা নিহত হয়, তবে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি কিসাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতাগণ এবং সকল লোকের অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই হবে না।

كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف على ايوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه

ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যার দিয়াত

৪৭৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَتِيلُ الْخَطَاءِ شِبْهُ الْعَمْدِ بِالسُّوْطِ أَوْ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْأَيْلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بَطُونِهَا أَوْ لَدُهَا *

৪৭৯২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত এর ন্যায় ভুলবশত কোড়া, লাঠি ইত্যাদিতে নিহত হয়, তবে এর দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি গর্ভবতী হতে হবে।

৪৭৭৩. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ مُرْسِلٌ *

৪৭৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - কাসিম ইব্ন রবীআ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দিতে গিয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ الْحَذَاءِ

খালিদ হায্যা এর উপর বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

৪৭৭৪. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ قَالَ أَتَيْنَا حَمَّادًا عَنْ خَالِدِ بْنِ يَنْفَى الْحَذَاءِ عَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَوْ إِنْ قَتِيلُ الْخَطَاءِ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْأَيْلِ أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْ لَدُهَا *

৪৭৯৪. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শিব্হে আমাদ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যায়, বেত্রাঘাত বা লাঠি ইত্যাদির আঘাতে নিহত হয়, তবে তার দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি গর্ভবতী হতে হবে।

৪৭৭৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ أَوْ إِنْ قَتِيلُ الْخَطَاءِ شِبْهُ الْعَمْدِ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةً مِنَ الْأَيْلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَارِزٍ عَامِهَا كُلُّهُنَّ خَلْفَةٌ *

৪৭৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন কামিল (র) - - - - উকবা ইব্ন আওস (র) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী তাঁকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ ভাষণে বলেন : তনে রাখ, যে ব্যক্তি বেত্রাঘাত কিংবা লাঠি অথবা পাথরের আঘাতে ভুলক্রমে নিহত হয়, তার দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি হবে ছয় বছর হতে নয় বছর বয়সের বোঝা বহনের উপযুক্ত।

৪৭৭৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَدَى عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَقِيَّةَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِلَّا أَنْ قَتِيلَ الْخَطَاءِ قَتِيلَ السُّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْأَيْلِ مَغْلُظَةٌ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - উকবা ইবন আওস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শুনে রাখো ! ভুলক্রমে নিহত ব্যক্তি বেত্রাঘাত, লাঠি ইত্যাদি দ্বারা নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, যার চল্লিশটি এমন, যেগুলোর পেটে বাচ্চা থাকবে।

৪৭৭৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ إِلَّا وَأَنْ كُلَّ قَتِيلٍ خَطَاءٍ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السُّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - ইয়াকুব ইবন আওস (র) নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একজন থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি বলেন : শুনে রাখো, যে ব্যক্তি বেত্রাঘাত, কাঠ অথবা পাথর ইত্যাদির দ্বারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিহত হয়, তার দিয়াত একশত উট। এগুলোর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

৪৭৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ إِلَّا وَأَنْ قَتِيلَ الْخَطَاءِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السُّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইয়াকুব ইবন আওস (র) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সাহাবী তাঁকে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি বলেন : শুনে রাখো, বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

৪৭৭৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ إِلَّا وَأَنْ قَتِيلَ الْخَطَاءِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السُّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৭৯৯. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইয়াকুব ইবন আওস (র) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

একজন সাহাবী তাঁকে বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি বলেন : শুনে রাখো, বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

১৮০০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُدْعَانَ سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَّقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ إِلَّا أَنْ قَتَلَ الْعَمِدَ الْخَطَّاءَ بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا شَبَّهَ الْعَمِدَ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْأَيْلِ مُغْلَظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৮০০. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা শরীফের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার হামদ-ছানা বর্ণনা করে বলেন : সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্যই, যিনি স্বীয় অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছেন এবং স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু সৈন্যকে পরাস্ত করেছেন। তোমরা শুনে রাখ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভুলের দরুন নিহত হয়, বেত্রাঘাত অথবা কাষ্ঠাঘাতে একে শিবাহে আমাদ বলে। এতে একশত উটের দিয়াত রয়েছে। এদের চল্লিশ উট এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

১৮০১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَطَّاءُ شَبَّهَ الْعَمِدَ يَعْنِي بِالسُّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْأَيْلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا *

৪৮০১. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - কাসিম ইব্ন রবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : শুনে রাখো, বেত্রাঘাত বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তির দিয়াত একশত উট, এর চল্লিশটি এমন হবে, যাদের পেটে বাচ্চা থাকবে।

১৮০২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أُنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُرْسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ خَطَا فِدْيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْأَيْلِ ثَلَاثُونَ بَنَتْ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ بَنَتْ لَبُونٍ وَثَلَاثُونَ حَقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنَى لَبُونٍ ذُكُورٍ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُهَا عَلَى أَهْلِ الْغُرَى أَرْبَعِمِائَةَ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيَقُومُهَا عَلَى أَهْلِ الْأَيْلِ إِذَا غَلَّتْ رَفَعَ فِي قِيَمَتِهَا وَإِذَا هَانَتْ تَقْصَرُ مِنْ قِيَمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ قَبْلَ قِيَمَتِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ قَالَ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ

مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَا نَتَى بَقَرَةً وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ الْفَى شَاةٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَانِصِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصْبَةِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ يَعْقِلَ عَلَى الْغَرَاةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا *

৪৮০২. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইবন শুআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ভুলক্রমে নিহত হয় তার দিয়াত একশত উটনী যাদের ত্রিশটি এক বছর বয়সের হতে হবে, আর ত্রিশটি উট দুই বছর বয়সের হতে হবে, আর ত্রিশটি চার বছর বয়সের হতে হবে আর দশটি উট হবে দুই বছর বয়সের নর বাচ্চা। বর্ণনাকারী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাম গ্রাম্য লোকদের মূল্যের অনুরূপ নির্ধারণ করতেন- চারশত দীনার অথবা ঐ মূল্যের রৌপ্য। আর তিনি উটের মূল্য নির্ধারণ করতেন যখন উটের মূল্য বৃদ্ধি পেত, তখন এর মূল্যও বৃদ্ধি পেত; আর যখন সস্তা হতো, তখন এর দামও কম হতো; সময়ানুপাতে তাই হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ঐ সকল উটের মূল্য চারশত দীনার হতে আটশত পর্যন্ত পৌছতো। অথবা অনুরূপ মূল্যের রৌপ্য। বর্ণনাকারী বলেন : গাভী দেওয়ার আদেশ দিতেন। আর ছাগলের মালিকদের দুই হাজার ছাগল। আর তিনি আদেশ করেছেন যে, দিয়াতের মাল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে ফরায়েয অনুযায়ী বন্টন করা হবে, যা যাবীল ফুরুযকে দেওয়ার পর উদ্ধৃত থাকবে, তা পাবে আসাবাগণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের পক্ষ হতেও দিয়াত দেওয়ার আদেশ করেছেন যে, আর তার আসাবাগণ নারীর দিয়াত পাবে না। হ্যাঁ, যদি যাবীল ফুরুযকে দেওয়ার পর কিছু উদ্ধৃত থাকে, তবে তা পাবে আর এরাই তার হতাকারী হতে কিসাস আদায় করবে।

ذَكَرُ اسْتَنْزِ بِيَةِ الْخَطَا

লক্ষ্যভ্রষ্ট হত্যার দিয়াত

٤٨٠٣. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خُشْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْخَطَا عِشْرِينَ بَنَتْ مُحَاضٍ وَعِشْرِينَ ابْنِ مُحَاضٍ ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بَنَتْ لَبُونٌ وَعِشْرِينَ جَذَاعٌ وَعِشْرِينَ حَقَّةٌ *

৪৮০৩, আলী ইবন সা'য়ীদ ইবন মাসরুক (র) - - - - খাশফ ইবন মালিক (রা) বলেন, আমি মাসউদকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লক্ষ্যভ্রষ্ট হত্যার দিয়াত ধার্য করেছেন বিশটি। বিনতে মাখায^১ এবং বিশটি ইবন মাখায^২ এবং বিশটি বিনতে লবুন^৩ এবং বিশটি জাযআ^৪ এবং বিশটি হিক্বাহ^৫।

১. এক বছর বয়সের বিশটি মাদী উট।

২. এক বছর বয়সের বিশটি নর উট।

৩. দু'বছর বয়সের বিশটি মাদী উট।

৪. পাঁচ বছর বয়সের বিশটি মাদী উট।

৫. চার বছর বয়সের বিশটি মাদী উট।

ذِكْرُ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرَقِ

রৌপ্য দ্বারা দিয়াত দেয়া

৪৮.৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ح وَآخِبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيْنَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَذَكَرَ قَوْلَهُ إِلَّا أَنْ اغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فِي أَخْذِهِمُ الدِّيَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ *

৪৮০৪. মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে তিনি তার দিয়াত নির্ধারিত করেন বার হাজার দিরহাম। তিনি বলেন : আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তাদেরকে স্বীয় দান দ্বারা দিয়াত গ্রহণের মাধ্যমে খনবান করলেন।

৪৮.৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِعْنَاهُ مَرَّةً يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِأَثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا يَغْنَى فِي الدِّيَةِ *

৪৮০৫. মুহাম্মদ ইবন মায়মুন (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়াতে বার হাজার দিরহাম ধার্য করেছেন।

عَقْلُ الْمَرْأَةِ

নারীর দিয়াত

৪৮.৬. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ظَهْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثَّلَاثَ مِنْ دِيْنِهَا *

৪৮০৬. ইসা ইবন য়ুনুস (র) - - - আমর ইবন শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারীর দিয়াত নরের দিয়াতের ন্যায় ; এমনকি এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত।

كَمْ دِيَةِ الْكَافِرِ

কাফিরের দিয়াত

৪৮.৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ مُوسَى وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى *

৪৮০৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যিশি কাফিরের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক আর তারা হলো ইয়াহুদী এবং নাসারা।

৪৮০৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَقْلُ الْكَافِرِ لِيَصْفَ عَقْلَ الْمُؤْمِنِ *

৪৮০৮. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফিরের দিয়াত মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক নির্ধারণ করেন।

بَيَّةُ الْمُكَاتِبِ

মুকাতাব দাসের দিয়াত

৪৮০৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتِبِ يُقْتَلُ بِبَيَّةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى *

৪৮০৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন : মুকাতাব যদি নিহত হয়, তা হলে সে যতটুকু কিতাবের মূল্য আদায় করেছে, তার দিয়াত মুসলমানদের সামনে দিতে হবে।

৪৮১০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْمُكَاتِبِ أَنْ يُؤَدَّى بِقَدْرِ مَا عَقَّ عَنْهُ بَيَّةُ الْحُرِّ *

৪৮১০. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুকাতাব দাসের দিয়াত এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, তাকে এত পরিমাণ দিয়াত দেয়া হবে, যে পরিমাণ সে কিতাবের বদলে আদায় করেছে : তার দিয়াত আযাদের সমপরিমাণ দেয়া হবে।

৪৮১১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتِبِ يُؤَدَّى بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مَكَاتِبِهِ بَيَّةُ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ بَيَّةُ الْعَبْدِ *

৪৮১১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুকাতাব দাসের দিয়াতে এই মীমাংসা দিয়েছেন যে, তাকে যতটুকু দিয়াত দেওয়া হবে, যতটুকু সে

কিতাবের পরিবর্তে আদায় করেছে, আযাদের সমপরিমাণ। আর অবশিষ্টের মধ্যে দাসের ন্যায় দিয়াত আদায় হবে।

৪৮১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ النُّقَاشِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هُرُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُكَاتَبُ يَعْتَقُ بِقَدْرِ مَا آتَى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ *

৪৮১২. মুহাম্মদ ইবনু ইয়া ইবনু নাক্বাশ (র) - - - - ইবনু আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : মুকাতাব অতটুকু আযাদ হবে, যতটুকু সে আদায় করেছে। তার উপর অতটুকু হদ জারি করা হবে, যতটুকু সে আযাদ হয়েছে।

৪৮১৩. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُكَاتَبًا قُتِلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ أَنْ يُؤَدَّى مَا آتَى دِيَةَ الْحُرِّ وَمَالًا دِيَةَ الْمَمْلُوكِ *

৪৮১৩. কাসিম ইবনু যাকারিয়া (র) - - - - ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় এক মুকাতাব দাস নিহত হলে তিনি আদেশ দেন যে, সে যতটুকু আযাদ হয়েছে, ততটুকুর দিয়াত আযাদের মত দেওয়া হবে। আর যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে, ততটুকুর দিয়াত দাসের ন্যায় আদায় করা হবে।

بَابُ دِيَةِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ : গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত সম্পর্কে

৪৮১৪. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ صَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتْ امْرَأَةً فَاسْقَطَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رُلْدِهَا خَمْسِينَ شَاةً وَتَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْحَذَفِ أَرْسَلَهُ أَبُو نَعِيمٍ *

৪৮১৪. ইয়াকুব ইবনু ইব্রাহীম ও ইব্রাহীম ইবনু যুনুস (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী অন্য নারীকে প্রস্তুতাব্যত করলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। এই বোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি তার সন্তানের দিয়াত পঞ্চাশটি ছাগল নির্ধারণ করেন। আর তিনি সে দিন হতে পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন।

৪৮১৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ صَهْبٍ قَالَ

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتْ امْرَأَةً فَاسْقَطَتْ الْمُدَوَّقَةَ فَرُرَ بِذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ عَقْلٌ وَلَدَهَا خَمْسِمِائَةَ مِنَ الْغُرِّ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْخَذَفِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا وَهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِائَةَ مِنَ الْغُرِّ وَقَدْ رَوَى النَّبِيُّ عَنِ الْخَذَفِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ *

৪৮১৫. আহমদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন বুয়াদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী অন্য এক নারীর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলে, এতে তার গর্ভস্থ বাচ্চা পড়ে যায়। এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি তার সন্তানের দিয়াত পাঁচ শত ছাগল নির্ধারণ করেন এবং সে দিন হতে তিনি পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করে দেন। এটা বর্ণনাকারীর সন্দেহ, প্রকৃত ছাগলের সংখ্যা একশত হবে।

৪৮১৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَتَيْنَا كَهْمَسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بِخَذَفٍ فَقَالَ لَا تَخْذَفْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذَفِ أَوْ يَكْرَهُ الْخَذَفَ شَكَّ كَهْمَسُ *

৪৮১৬. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে পাথর মারতে দেখে তাকে বলেন : পাথর নিক্ষেপ করো না, কেননা নবী ﷺ পাথর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন।

৪৮১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُمَرُو عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ عُمَرَ أَسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ فَقَالَ حُطْلُ بْنُ مَالِكٍ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً قَالَ طَاوُسٌ إِنَّ الْفَرَسَ غُرَّةٌ *

৪৮১৭. কুতায়বা (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) গর্ভস্থ বাচ্চার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন, তখন হামল ইবন মালিক (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে দাস অথবা দাসী দিতে আদেশ করেছেন। তাউস (র) বললেন : ঘোড়া ও দাসী।

৪৮১৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تَوَفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَنْ مِيرَاشَهَا لِبَنِيهَا وَرَوَّجَهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصْبَتِهَا *

৪৮১৮. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ লেহইয়ান গোত্রের এক মহিলার উদরস্থ বাচ্চার ব্যাপারে আদেশ করেন, যে বাচ্চা মৃত অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল, এর বিনিময়ে এক দাস বা এক দাসী দেওয়া হবে। তিনি যে মহিলাকে তা দিতে আদেশ করেন। মারা গেলে

রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেন যে, তার মীরাস তার পুত্রদের এবং স্বামীকে দেওয়া হবে এবং তার দিয়াত আদায় করবে তার আত্মীয় আসাবাগণ।

৪৮১৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَقْتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذِيلٍ فَرَمَتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حُطُّ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهَذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُعْرِمُ مَنْ لَا شَرْبَ وَلَا أَكْلَ وَلَا نَطْقَ وَلَا أُسْتَهْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُفَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ *

৪৮১৯. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের দুই নারী ঝগড়া করলে তাদের একজন অন্যজনের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে সে মারা যায় এবং তার পেটের বাচ্চাও মারা যায়। ঐ লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফরিয়াদ করলে, তিনি বলেন : বাচ্চার দিয়াত এক দাস বা দাসী, আর ঐ মহিলার দিয়াত তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়স্বজন থেকে আদায় করে দেন। আর সেই দিয়াত পায় ঐ নারীর ছেলে, যে নারী নিহত হয়েছিল। একথা শুনে হামল ইবন মালিক ইবন নাবিগা হুযালী (র) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি ঐ ব্যক্তির দিয়াত কেন দিব, যে না বেয়েছে, না কোন পাপ করেছে, না কথা বলেছে ? এই খুন তো বৃথা যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই ব্যক্তি গণকদের ভাই যে ছন্দযুক্ত কথা বলে।

৪৮২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذِيلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ *

৪৮২০. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে হুযায়ল গোত্রের দুই নারীর একজন অন্যজনের পাথর মারে। এতে তার গর্ভস্থিত সন্তান পড়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য একটি দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ জারী করেন।

৪৮২১. قَالَ الْحُرْثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ كَيْفَ أُعْرِمُ مَنْ لَا شَرْبَ وَلَا أَكْلَ وَلَا أُسْتَهْلَ وَلَا نَطْقَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْكُفَّانِ *

৪৮২১. হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বাচ্চাকে তার মাতৃগর্ভে হত্যা করা হয়, তার দিয়াত এক দাস বা এক দাসী দেওয়ার আদেশ জারী করেন। তিনি যার বিরুদ্ধে এ আদেশ দেন, সে বললো, আমি কিরূপে দিয়াত দেব, অথচ সে খায় নি, পান করে নি, কথা বলে নি- ইত্যাদি, এই হত্যা বৃথা যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এই ব্যক্তি তো গণকদের অন্তর্গত।

৪৮২২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفٌ وَهُوَ ابْنُ تَمِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضِيلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْ ضَرْبَتَهَا بِعَمُودٍ فَسَطَّاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حَبْلَى فَأَتَى فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالْذِّبَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَبِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاغَ فَاسْتَهَلَ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اسْجِعْ كَسَجِعِ الْأَعْرَابِ *

৪৮২২. আলী ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, এক নারী তাঁর সতীনকে তাঁবুর কাঠ দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে, আর সে নারী ছিল গর্ভবতী। এই মোকদ্দমা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে, তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়-স্বজনের থেকে দিয়াত আদায়ের ফয়সালা দেন আর বাচ্চা বদলে এক দাস অথবা দাসী দেওয়ার আদেশ দেন। সেই আত্মীয়-স্বজনেরা বললো : আমরা এই বাচ্চা দিয়াত কেন দিব, যে এখনও খায় নি, পান করে নি, না চিৎকার করেছে, না কান্নাকাটি করেছে? এরকম খুন তো বৃথা যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এতো গ্রামা লোকদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা বলছে।

صَفَةِ شِبْهِ الْعَمَدِ وَعَلَى مَنْ دِيَةِ الْأَجْنَةِ وَشِبْهِ الْعَمَدِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِ الْخَافِلِينَ
لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضِيلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ
গর্ভস্থ বাচ্চা দিয়াত কে দিবে?

৪৮২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضِيلَةَ الْخَزَاعِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةً ضَرْبَتَهَا بِعَمُودٍ الْفُسْطَاطِ وَهِيَ حَبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةٌ لِمَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ انْقَرَمَ دِيَةُ مَنْ لَا أَكُلُ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْجِعْ كَسَجِعِ الْأَعْرَابِ فَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ *

৪৮২৩. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক রমণী তার সতীনকে তাঁবুর কাঠ দ্বারা হত্যা করলো, সে ছিল গর্ভবস্থায় এবং সে মারা গেল। এ মামলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়কে দিয়াত দিতে আদেশ করেন : আর বাচ্চা বদলে এক দাস আর দাসী দেওয়ার আদেশ দেন। তখন তার আত্মীয়রা বললো : আমরা এই বাচ্চা বদলা কী করে দিব, যে না খেয়েছে, না পান করেছে, না জন্মন করেছিল? এরকম খুনতো বাতিল বলে গণ্য হবে। তখন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এতো গ্রাম্য লোকদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা বলছে। তিনি তাদের উপর দিয়াত সাব্যস্ত করে দেন।

৪৮২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ أَحَدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَسَطَّاطٌ فَقَتَلَتْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأُتَيْةِ عَلَى عَصِيَةِ الْقَاتِلَةِ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ تُغْرِمُنِي مَنْ لَا أَكَلٌ وَلَا شَرِبٌ وَلَا صَاحٌ فَاسْتَهْلُ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْلُ فَقَالَ سَجْعُ كَسَجِعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ *

৪৮২৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, দুই সতীনের একজন অন্যজনকে তাঁবুর লাঠি দ্বারা হত্যা করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াত দেওয়ার আদেশ জারি করেন; আর তার গর্ভস্থ শিশুর বদলে একটি দাস বা দাসী দিতে বলেন। আত্মীয়গণ বললো : আমরা এ বাচ্চার দিয়াত কেন দেব, যে বাচ্চা না খেয়েছে, না পান করেছে, না কান্নাকাটি করেছে, না চিৎলাইয়াছে? সে তো তার নিজের রক্ত হারিয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এতো জাহিলী যুগের লোকদের ন্যায় ছন্দপূর্ণ কথা। তিনি গর্ভস্থ সন্তানের জন্য একজন দাস বা দাসী দেয়ার ফয়সালা দেন।

৪৮২৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ابْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحْيٌ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ نُسَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ ضَرَّتَهَا بِعَمُودٍ فَسَطَّاطٌ فَقَتَلَتْهَا وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَصِيَةِ الْقَاتِلَةِ بِالْأُتَيْةِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ *

৪৮২৫. আলী ইবন সা'ঈদ ইবন মাসরুক (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, বনী লেহইয়ানের এক নারী তার সতীনকে তাঁবুর লাঠি দ্বারা আঘাত করলে সে মারা যায় আর সে ছিল গর্ভবতী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ পেশ হলে তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়দেরকে দিয়াত আদায়ের ফয়সালা দেন এবং শিশুর বদলে এক দাস অথবা দাসী দেয়ার আদেশ দেন।

৪৮২৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هَذِيلٍ فَرَمَتْ أَحَدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَسَطَّاطٌ فَاسْقَطَتْ فَاحْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا كَيْفَ نَدَى مَنْ لَا صَاحَ وَلَا أَسْتَهْلُ وَلَا شَرِبٌ وَلَا أَكَلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَسْجَعُ كَسَجِعِ الْأَعْرَابِ فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ *

৪৮২৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - মুগীরা ইবন শু'বা (রা) বলেন, হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির বিবাহে

দুই নারী ছিল, তাদের একজন অন্যজনকে তাঁবুর কাঠ দ্বারা আঘাত করলে, তার উদরস্থ বাচ্চা পড়ে যায়। তারা উভয়ে নবী ﷺ-এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করে। আত্মীয়রা বলে : আমরা ঐ সন্তানের দিয়াত কিরূপে আদায় করবো; যে খায়নি পান করেনি, কাঁদেনি, চীৎকার করে নি। নবী ﷺ বলেন : তুমি তো গ্রাম্য লোকদের ন্যায় ছন্দযুক্ত বাক্য বলছো। তিনি ঐ নারীর হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াতের ফয়সালা করেন।

৪৮২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسَيْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ هَذِيلٍ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَرَمَتْ أَحَدَاهُمَا الْآخَرَى بِعَمُورٍ الْفُسْطَاطِ فَاسْقَطَتْ فَقِيلَ أَرَأَيْتَ مَنْ لَا أَكْلَ وَلَا شَرْبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهْلُ فَقَالَ اسْجَعْ كَسَجِعِ الْأَعْرَابُ فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَجُعِلَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ أَرْسَلَةُ الْأَعْمَشِ *

৪৮২৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - মুগীরা ইবন ও'বা (রা) বলেন, হযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল, একজন অপর নারীর উপর একটি তাঁবুর কাঠ নিক্ষেপ করলে তার বাচ্চা গর্ভ হতে পড়ে যায়। তখন বলা হয় : আমরা ঐ বাচ্চার পরিবর্তে কী দিয়াত দিব, যে খায়নি, পান করে নি, আর না কাঁদতে গিয়ে চিৎকার করেছে ? তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ব্যাপারে এক দাস বা দাসী দেওয়ার ফয়সালা দেন। আর তিনি হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর দিয়াতের ফয়সালা দেন।

৪৮২৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ صُرِبَتْ امْرَأَةٌ صُرْتُهَا بِحَجَرٍ وَهِيَ حَبْلَى فَقَتَلَتْهَا فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصِيئَتِهَا فَقَالُوا نَغْرُمُ مَنْ لَا شَرْبَ وَلَا أَكْلَ وَلَا أَسْتَهْلُ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطْلُ فَقَالَ اسْجَعْ كَسَجِعِ الْأَعْرَابُ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ *

৪৮২৮. মুহাম্মদ ইবন রাফে' (র) - - - - ইব্রাহীম (র) বলেন, এক নারী তার সতীনকে তার গর্ভবস্থায় প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার গর্ভস্থ সন্তানের জন্য দিয়াতের ফয়সালা দেন, আর তার দিয়াত হত্যাকারিণীর আত্মীয়দের উপর সাব্যস্ত করেন। তখন তারা বললো : যে বাচ্চা পান করেনি, খায়নি এবং ক্রন্দনও করেনি। আমরা এমন বাচ্চার দিয়াত কী করে দিব ? এরূপ বাচ্চার হত্যা তো বৃথা যাবে। তিনি বললেন : এতো বেদুইন লোকদের ন্যায় ছন্দযুক্ত কথা বলছে ! আমি তোমাদেরকে যা বলছি, এটাই সঠিক।

৪৮২৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ اسْبَاطٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ امْرَأَتَانِ جَارَتَانِ كَانَتْ يَبْتِئُهُمَا صَخْبٌ فَرَمَتْ أَحَدَاهُمَا الْآخَرَى بِحَجَرٍ فَاسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ تَبَتِ شَعْرُهُ مَيْتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا إِنَّهَا قَدْ اسْقَطَتْ بِأَرْسُولِ اللَّهِ ﷺ غُلَامًا قَدْ تَبَتِ شَعْرُهُ فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا أَسْتَهْلُ وَلَا شَرْبَ وَلَا أَكْلَ فَمِثْلُهُ يُطْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

أَسْجَعُ كَسَجِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَيْهَانَتِهَا إِنَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَلِيكَةً
وَالْأُخْرَى أُمَّ غَطِيفٍ *

৪৮২৯. আহমদ ইবন উসমান ইবন হাকীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) বলেন, দুই প্রতিবেশী, নারীর মধ্যে
ঝগড়া হয়। তখন তাদের একজন অপরজনকে প্রস্তরাঘাত করলে সে মারা যায়। এবং তার গর্ভের বাচ্চাও পড়ে
যায়, যার মাথার চুল উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হত্যাকারিণীর আত্মীয়ের উপর দিয়াত সাব্যস্ত করেন। তখন
তার চাচা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! বাচ্চা পড়ে গেছে যার মাথায় চুল উঠেছে। হত্যাকারিণীর পিতা বললো :
এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, আল্লাহর শপথ ঐ বাচ্চা চিৎকার দেয়নি, খায়নি, পান করেনি এরূপ বাচ্চাকে তো বাতিল
সাব্যস্ত করা হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : গণকদের ন্যায়, গ্রাম্য লোকদের ন্যায় ছন্দ কথা বলছে।
নিশ্চয় বাচ্চার পরিবর্তে এক দাস বা দাসী দিতে হবে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : তাদের একজনের নাম ছিল
মুলায়কা, আর অপরজনের নাম ছিল উম্মু গাতীফা। এদের থেকে এত দূরে অবস্থান করবে, যেন একে অন্যের
আশুন দেখতে না পায়।

৪৮৩০. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو
الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ مَقُولَةً وَلَا يَحِلُّ لِمَوْلَى أَنْ
يَتَوَلَّى مُسْلِمًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ *

৪৮৩০. আব্বাস ইবন আব্দুল আযীয (র) - - - - জাবির (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক গোত্রের উপর
দিয়াত ফরয করেছেন। আর কোন আযাদকৃত দাসের জন্য জায়েয নেই আযাদকৃত মনিবের অনুমতি ব্যতীত
অন্য কাউকে মাওলা বা মনিব স্থির করা।

৪৮৩১. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفًّى قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَطَيَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ
قَبِلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ *

৪৮৩১. আমর ইবন উছমান এবং মুহাম্মদ ইবন মুসাফ্ফা (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার
মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি লোকের চিকিৎসা
করে, অথচ সে চিকিৎসা বিদ্যা জানে না, সে ব্যক্তি যিহাদার হবে।

৪৮৩২. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ سِوَاءَ *

৪৮৩২. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

هَلْ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِجُرَيْرَةٍ غَيْرِهِ

একজনের অপরাধে অন্যজনকে ধোঁয়া করা

৪৮৩৩. أَخْبَرَنِي هُرُوثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِجَرَ عَنْ
إِبَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ أَبِي فَقَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ قَالَ ابْنِي
أَشْهَدُ بِهِ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ *

৪৮৩৩. হারুন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতার
সাথে নবী ﷺ-এর নিকট আসলে, তিনি বললেন : তোমার সাথে এ কে ? তিনি বললেন : আমার পুত্র,
আপনি এর ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার অপরাধের জন্য সে দায়ী হবে না, আর না
তুমি তার অপরাধের জন্য দায়ী হবে।

৪৮৩৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زُهْدَمٍ الْيَرْبُوعِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي
أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا فُلَانًا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ إِلَّا لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الْأُخْرَى *

৪৮৩৪. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - ছালাবা ইব্ন যাহদাম যারবুঈ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ
আনসার গোত্রের কিছু লোককে সম্বোধন করে বক্তৃতা দেন। তখন তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এরা ছালাবা
ইব্ন যারবু এর সন্তান, এরা জাহিলীর যুগে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। তখন নবী ﷺ উচ্চস্বরে বলেন :
শুনে রাখ, একজনের অপরাধ অন্যজনের উপর বর্তায় না, আহমদ ইব্ন সূলায়মান (র) - - - ছালাবা ইব্ন
যাহদাম (র) বলেন; ছালাবা গোত্রের লোকেরা নবী (সা)-এর নিকট যান, যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন এক
ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এরা বনু ছালাবা গোত্রের লোক। এরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, যিনি
নবী ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। তখন নবী ﷺ বললেন : কেউ কারোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

৪৮৩৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ
أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَشْعَثَ
بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زُهْدَمٍ قَالَ أَنْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ قَتَلُوا
فُلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৫. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - ছালাবা ইব্ন যাহদাম যারবু গোত্রের এক ব্যক্তির বর্ণনা করেন, তিনি
বলেন, একদা ছালাবা গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে : ইয়া
রাসূলুল্লাহ ! এরা বনু ছালাবা ইব্ন যারবু-এর লোক, তারা নবী (সা)-এর সাহাবীদের একজনকে হত্যা করেছে।
একথা শুনে নবী (সা) বললেন : কেউ কারোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

৪৮৩৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي

الشُّعْبَاءُ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ قَتَلُوا فَلَانًا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - ছালাবা ইব্ন য়ারবু গোত্রের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা ছালাবা গোত্রের লোকেরা নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এরা বনু ছালাবা ইব্ন য়ারবু-এর লোক, তারা নবী ﷺ-এর সাহাবীদের একজনকে হত্যা করেছে। একথা শুনে নবী (সা) বললেন : কেউ কারোর অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٧. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَارَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ قَتَلَتْ فَلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى قَالَ شُعْبَةُ أَيْ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ وَاللَّهِ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪৮৩৭. আবু দাউদ (র) - - - - আসওয়াদ ইব্ন হিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে ছিলেন। তিনি ছালাবা ইব্ন য়ারবু গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তাদের কিছু লোক নবী ﷺ-এর একজন সাহাবীকে হত্যা করে। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٣٨. أَخْبَرَنَا عُثَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ الَّذِينَ أَصَابُوا فَلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْنَى لَاتَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৮. কুতায়বা (র) - - - - বনী ছালাবা ইব্ন য়ারবু এর এক ব্যক্তি বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হই, যখন তিনি কথা বলছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এরা ছালাবা ইব্ন য়ারবু গোত্রের লোক, যারা অমুককে হত্যা করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : কোন লোক অন্যের অপরাধে অপরাধী হবে না।

٤٨٣٩. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو فَلَانٍ الَّذِينَ قَتَلُوا فَلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى *

৪৮৩৯. হান্নাদ ইব্ন সারী (র) - - - আশআস (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ছালাবা ইব্ন যারবু গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলেছেন : আমরা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম যখন তিনি লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। তখন কিছু লোক দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এরা অমুক গোত্রের লোক যারা অমুককে হত্যা করেছে। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হয়েছে।

৪৮৪০. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَتَيْنَا الْفَضْلَ بْنَ مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ الَّذِينَ قَتَلُوا قُلَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخَذْنَا بِثَارِنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِيهِ وَهُوَ يَقُولُ لَا تَجْنِي أُمُّ عَلَى وَلَدِ مَرَّتَيْنِ *

৪৮৪০. যুসুফ ইব্ন ইসা (র) - - - তারিক মুহারিবী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এরা ছালাবা গোত্রের লোক, যারা জাহিলী যুগে অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। আপনি আমাদের বদলা নিয়ে দিন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করেন, এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করি। এসময় তিনি বলেন : মায়ের অপরাধে পুত্র অপরাধী হবে না, তিনি এটা দু'বার বলেন।

الْعَيْنُ الْعُورَاءُ السَّادَةُ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ

দৃষ্টি শক্তিহীন চক্ষু

৪৮৪১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ عَائِذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ الْحُرَيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعُورَاءِ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلْثِ دِينَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلَاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلْثِ دِينَتِهَا وَفِي السِّنِّ السُّودَاءِ إِذَا تَزَعَتْ بِثُلْثِ دِينَتِهَا *

৪৮৪১. আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - আমর ইব্ন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃষ্টিহীন চক্ষু যা নিজ স্থানে রয়েছে, এর ব্যাপারে মীমাংসা দেন যে, যদি তা উপড়ে ফেলা হয়, তবে এর জন্য এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে। আর যে হাত অবশ হয়ে গেছে, তা কেটে ফেললে হাতের এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে। যে দাঁত কালো হয়ে গেছে, তা উপড়ে ফেললো, তার জন্য এক তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হবে।

عُقْلُ الْأَسْنَانِ

দাঁতের দিয়াত

৪৮৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَادُ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَسْنَانِ خُمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ *

৪৮৪২. মুহাম্মদ ইবন মুআবিয়া (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক দাঁতের পরিবর্তে পাঁচ উট দিয়াত দিতে হবে।

৪৮৪৩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ مَطْرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَسْتَنْ سِوَاءُ خَمْسًا خَمْسًا *

৪৮৪৩. হুসায়ন ইবন মানসুর (র) - - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক দাঁত সমান, প্রত্যেক দাঁতের জন্য পাঁচ পাঁচ উট দিয়াত দিতে হবে।

بَابُ عَقْلِ الْأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ : আঙ্গুলের দিয়াত

৪৮৪৪. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৮৪৪. আবুল আশ'আছ (র) - - - - আবু মূসা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ দশটি উট দিয়াত দিতে হবে।

৪৮৪৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ غَالِبِ التَّمَارِ عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَصَابِعُ سِوَاءُ عَشْرًا *

৪৮৪৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ উট দিয়াতের বেলায় সমান।

৪৮৪৬. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ غَالِبِ التَّمَارِ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ الْأَصَابِعَ سِوَاءُ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الْأَيْلِ *

৪৮৪৬. হুসায়ন ইবন মানসুর (র) - - - - আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালা যে, প্রত্যেক আঙ্গুল সমান, প্রত্যেকটির জন্য দশ উট।

৪৮৪৭. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّهُ لَمَّا وَجِدَ الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدَ آلِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ الَّذِي ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ لَهُمْ وَجَدُوا فِيهِ وَفِيْمَا هُنَالِكَ مِنَ الْأَصَابِعِ عَشْرًا عَشْرًا *

৪৮৪৭. হুসায়ন ইবন মানসুর (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, তিনি লিখিত কাগজ পান, যা আমর ইবন হাযাম-এর সন্তানদের নিকট ছিল। তারা বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য লিখেছেন এবং তাতে লেখা ছিল : আঙ্গুলের পরিবর্তে দশ উট দিয়াত।

৪৮৪৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فُذِّدَ وَهَذِهِ سَوَاءٌ بَعْضُ الْخِنْصَرِ وَالْأَيْهَامِ *

৪৮৪৮. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : বৃদ্ধ আঙ্গুল এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুল উভয়ই সমান।

৪৮৪৯. أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ الْأَيْهَامِ وَالْخِنْصَرُ *

৪৮৪৯. নসর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এটা এবং ওটা সমান- বৃদ্ধাঙ্গুল এবং কনিষ্ঠ।

৪৮৫০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৮৫০. আমর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস বলেন : আঙ্গুলের জন্য দশ-দশ উট দিয়াত দিতে হবে।

৪৮৫১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا أَفْتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ *

৪৮৫১. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা জয় করেন, তখন তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : আঙ্গুলের জন্য দশ-দশটি উট দিয়াত দিতে হবে।

৪৮৫২. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهَرَهُ إِلَى الْكُعْبَةِ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ *

৪৮৫২. আব্দুল্লাহ ইবন হাযাহাম (র) - - - - আমর ইবন শু'আযব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন, যখন তিনি কা'বার দিকে পিঠ হেলান দিয়েছিলেন : আঙ্গুলসমূহ সমান।

الْمَوَاضِعُ

যে যখম হাঁড় পর্যন্ত পৌছে

৪৮৫৩ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا أَفْتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَفِي الْمَوَاضِعِ خَمْسٌ خَمْسٌ *

৪৮৫৩, ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা জয় করেন, তিনি তাঁর ভাষণে বলেন : যে যখমে হাঁড় বেরিয়ে যায়, তাতে পাঁচ পাঁচটি উট দিয়াত দিতে হবে।

ذِكْرُ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ وَاخْتِلَافِ الثَّقَلَيْنِ لَهُ

দিয়াত বিষয়ে আমর ইব্ন হাযমের হাদীস এবং এতে বর্ণনাকারীদের পার্থক্য

৪৮৫৪ أَخْبَرَنَا عَمْرٍو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي الرَّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالْدِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ تُسَخَّطُهَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَتُعْتَمِدُ عَلَى عَبْدِ كَلَالٍ وَالْحَرْثُ بْنُ عَبْدِ كَلَالٍ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَافِرٍ وَهَمْدَانٍ أَمَا بَعْدُ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ أَعْتَبِطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْتَةٍ فَإِنَّهُ قَوْلُ الْأَنْفِ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعِبَ جَذْعَةُ الدِّيَّةِ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّفْطَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الذِّكْرِ الدِّيَّةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ وَفِي الثَّيْتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجُلِ الْوَاحِدَةِ تُصَفُّ الدِّيَّةُ وَفِي الْمَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَانِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسُ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنَ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجُلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ *

৪৮৫৪. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - আমর ইব্ন হাযাম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ামানবাসীদেরকে এক চিঠি লেখেন, যাতে ফরয, সুন্নত এবং দিয়াত সম্বন্ধে লিখছিল। আর তিনি তা আমর ইব্ন হাযমের মাধ্যমে পাঠান তা ইয়ামানবাসীদেরকে পড়ে শুনানো হয়। তাতে

লেখা ছিল : এটা মুহাম্মদ নবী ﷺ-এর পক্ষ হতে গুরাহবিল ইবন আবদে কুলাল, নুআয়েম ইবন আবদে কুলাল এবং হারিছ ইবন আবদে কুলালকে যারা যীকু আয়ন, মুআফির এবং হামদানের অধিপতি, তাতে লেখা ছিল : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করবে, আর সাক্ষ্য প্রমাণে তা প্রমাণিত হবে, তবে বদলা নেয়া হবে। তবে যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস ক্ষমা করে দেয়, তবে ক্ষমা হবে, তোমাদের জানা দরকার যে, প্রাণের বিনিময় হলো একশত উট, আর যদি সম্পূর্ণ নাক কাটা যায়, তবুও একশত উট। এইভাবে জিহবা, ঠোঁট, পুরুষাঙ্গ, পেট এবং হাড়েরও পূর্ণ দিয়াত রয়েছে। আর চক্ষুদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত রয়েছে। এক পায়ে অর্ধ দিয়াত কিন্তু পদদ্বয়ের পূর্ণ দিয়াত দিতে হবে। এভাবে মস্তিষ্কে পৌছেছে এমন যখমের জন্য অর্ধ দিয়াত। যে যখম পেট পর্যন্ত পৌছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত, যে যখমে হাড় ভেঙে যায়, তাতে পনের উট। আর হাত পায়ে অঙ্গুলে দশ উট, আর এক দাঁতে পাঁচ উট। যে যখমে হাড় নাড়ে যায়, তাতে পাঁচ উট। আর পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করা হবে, এবং যাদের নিকট স্বর্ণ রয়েছে, তাদের উপর এক হাজার দীনার মুহাম্মদ ইবন বাক্কার ইবন বিলাল (র) এতে মতভেদ করেন।

৪৮৫৫. أَخْبَرَنَا بَنُ الْهَيْثَمِ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالذِّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقَرَأَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الرَّجُلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصُّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَسُلَيْمَانُ ابْنُ أَرْقَمٍ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا *

৪৮৫৫. হাযযাম ইবন মারওয়ান (র) - - - আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাযম (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়ামানবাসীদের নিকট একখানা পত্র লিখেন, যাতে ফরয, সুন্নত এবং দিয়াতের কথা ছিল। তিনি আমর ইবন হাযম এর মাধ্যমে তা পাঠান। ইয়ামানবাসীদের নিকট তাঁর এই পত্র পড়ে গুনানো হয়। তাতে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ আছে। তবে তাতে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে যে, তিনি বলেছেন : এক চক্ষুতে অর্ধ দিয়াত, এক হাতে অর্ধ দিয়াত, এক পায়ে অর্ধ দিয়াত। রাবী আবু আব্দুর রহমান বলেন : ইহা সহীহ হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আগ্রাহ অধিক অবহিত।

৪৮৫৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي كَتَبَ لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى تَجْرَانٍ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا بَيَانًا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَكَتَبَ آيَاتٍ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ أَنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ثُمَّ كَتَبَ هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ فِي التَّفْسِيرِ مِائَةٌ مِنَ الْآيِلِ نَحْوُهُ *

৪৮৫৬. আহমদ ইবন আমর ইবন সাব্বহ (র) - - - - ইবন শিহাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঐ পত্রখানা পাঠ করেছি, যা তিনি আমার ইবন হাযমের জন্য লিখেছিলেন, যখন তিনি ভাকে নাজরানে প্রেরণ করেছিলেন। ঐ পত্র আবু বকর ইবন হাযমের নিকট রয়েছে। সে বলেছিল, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখেছিলেন : ইহা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনা : হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর এর পরবর্তী কয়েক আয়াত ইনাশ্বাখা সর্বীউল হিসাব অর্থাৎ আল্লাহ জলদি হিসাব নেবেন পর্যন্ত। এরপর তিনি লিখেন : প্রাণের উপর আঘাত হানলে একশত উট ইত্যাদি।

৪৮৫৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَمْرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فَمِنْهَا آيَاتٌ ثُمَّ قَالَ فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْمَامُومَةِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَانِفَةِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسُ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ وَفِي الْمَوْضِعَةِ خَمْسٌ *

৪৮৫৭. আহমদ ইবন আব্দুল ওয়াহিদ (র) - - - - যুহরী (র) বলেন, আবু বকর ইবন হাযম (র) আমার নিকট একটি পত্র নিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে যা চামড়া খণ্ডে লিখিত ছিল : “ইহা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে বর্ণনা : হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এরপর তিনি কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন। তারপর তিনি বলেন : প্রাণের বিনিময়ে একশত উট। আর চক্ষুতে পঞ্চাশ উট। হাতের বদলে পঞ্চাশ উট, পা-এর পরিবর্তে পঞ্চাশ উট। আর যে যখম হাঁড়ের মগজ পর্যন্ত পৌছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত। আর যে যখম পেটের ভিতর পৌছে, তাতে এক তৃতীয়াংশ, আর যে যখমে হাঁড় স্থানচ্যুত হয়, তাতে পনের উট, আর আব্দুলে দশ-দশটি উট, আর দাঁতে পাঁচ উট। আর যে যখমে হাঁড় দেখা দেয়, তাতে পাঁচ উট।

৪৮৫৮. قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُودِ إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِيَ جَدْعًا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَامُومَةِ ثَلَاثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَانِفَةِ مِثْلُهَا وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِثْلُ هَذَاكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمَوْضِعَةِ خَمْسٌ *

৪৮৫৮. হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ইবন হাযম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : যে পত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ইবন হাযমের জন্য লিখেন কিসাসের

সম্মুখে, তাতে ছিল : প্রাণের পরিবর্তে এক শত উট। আর পূর্ণ নাকের জন্য একশত উট। আর যে যখন মগজ পর্যন্ত পৌঁছে, তা যে এক তৃতীয়াংশ এবং যে যখন পেট পর্যন্ত পৌঁছে, তাতেও তদ্রূপ। আর হাতের জন্য পঞ্চাশ উট, আর চোখের জন্য পঞ্চাশ, আর পায়ের জন্য পঞ্চাশ। আর প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশ উট, আর দাঁতের জন্য পাঁচ উট এবং যে যখন হাড় প্রকাশ পায়, তাতে পাঁচ উট।

৪৮৫৭. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَتْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بِأَبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خَصَاصَةً الْيَابِ فَتَصَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ عَوْدٍ لِيَقْفَأَ عَيْنَهُ فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ انْقَمَعَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِنَّكَ لَوُثِّيتٌ لَفَقَاتُ عَيْنِكَ *

৪৮৫৯. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজায় এসে ছিদ্রে চক্ষু লাগিয়ে দেখতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখতে পেয়ে একখণ্ড কাঠ অথবা লোহা নিয়ে তার চোখ ফুঁড়ে দিতে ইচ্ছা করলেন। সে তা দেখে নিজের চোখ সারিয়ে নেয়। এ রপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তুমি সেখানে চোখ রাখতে, তবে আমি তা ফুঁড়ে দিতাম।

৪৮৬০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ مِنْ جَحْرِ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرَى يَحْكُ بِهَا رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جَعَلَ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ *

৪৮৬০. কুতায়বা (র) - - - - সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরের ছিদ্রপথে দেখছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একখণ্ড কাঠ ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকে দেখলেন, তখন বললেন : যদি আমি জানতে পারতাম যে, তুমি আমাকে দেখছো, তবে আমি তোমার চোখে এই কাঠ ঢুকিয়ে দিতাম। দেখার সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে এইজন্য যেন এভাবে উঁকি মেরে দেখতে না হয়।

بَابُ مَنْ اقْتَصَرَ وَأَخَذَ حَقَّهُ دُونَ السُّلْطَانِ

অনুচ্ছেদ : নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

৪৮৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُنَازِلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بَغِيرَ إِذْنِهِمْ فَفَنُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ *

৪৮৬১. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি কারো ঘরে তার বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে, আর ঘরের মালিক তার চোখ ফুঁড়ে দেয়, তবে যে উঁকি দিয়ে দেখে, সে দিয়াত এবং বদলা কিছুই পাবে না।

১৪৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ أَمْرًا أُطْلِعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ فُفَقَاتَ عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى جُنَاحٌ *

৪৮৬২. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ব্যতীত তোমার দিকে উকি মারে তবে যদি তুমি পাথর নিক্ষেপ করে এ ব্যক্তির চোখ ফুটা কর, তবে তাতে তোমার কোন পাপ হবে না।

১৪৬৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيُ فَلَمَّا بَازَى لِمَرْوَانَ يَمْرُؤَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَرَاهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرِبَهُ فَخَرَجَ الْغُلَامُ يَبْكِي حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي سَعِيدٍ لِمَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ قَالَ مَاضِرِيَّتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمْرُؤَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرُوهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ *

৪৮৬৩. মুহাম্মদ ইবন মুসআব (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা তিনি নামায পড়ছিলেন, এমন সময় মারওয়ানের পুত্র তাঁর সম্মুখে দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি নিষেধ করা সত্ত্বেও সে মানলো না। তখন আবু সাঈদ (রা) তাকে মারলেন। সে কঁদতে কঁদতে মারওয়ানের নিকট গেল। মারওয়ান আবু সাঈদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো : আপনি আপনার ভাইয়ের ছেলেকে কেন মারলেন? আবু সাঈদ (রা) বললেন : আমি তাকে মারিনি বরং শয়তানকে মেরেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যদি তোমাদের কারো নামায পড়ার সময় তোমাদের সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে চায়, তবে যতটুকু সম্ভব তাকে বাধা দেবে। যদি সে না মানে, তবে তার সাথে যুদ্ধ করবে; কেননা সে শয়তান।

مَاجَاءَ فِي كِتَابِ الْقِصَاصِ مِنَ الْمَجْتَبَى مِمَّا لَيْسَ فِي السَّنَنِ تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ خَالِدًا فِيهَا

এর ব্যাখ্যা আল্লাহর বাণী وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ خَالِدًا فِيهَا

১৪৬৪. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقْظًا قَالَ إِسْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِيزٍ أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَسَأَلْتُهُ لِمَ يَنْسَخُهَا شَرٌّ وَعَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ تَزَلَّتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكَ *

৪৮৬৪. আবু আব্দুর রহমান (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন সাঈদ ইবন জুবায়র (রা)-এর নিকট এ দু'টি **مُؤْمِنًا** আয়াতের তফসীল জিজ্ঞাসা করি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এই আয়াত রহিত হয়নি। আমি দ্বিতীয় যে আয়াত সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তা ছিল : **وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا** আয়াত। তিনি বললেন : এই আয়াত মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে।

৪৮৬৫. أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ بْنُ جَيْمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُنْبِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ تَزَلَّتْ فِي آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ *

৪৮৬৫. আযহার ইবন জামীল (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন : কুফাবাসীরা **وَمَنْ يَقْتُلْ** আয়াতে মতবিরোধ করলো তা রহিত হওয়াব ব্যাপারে। আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এই আয়াতটি তো শেষে নাযিল হয়েছে। একে কোন আয়াতই রহিত করেনি।

৪৮৬৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي يَزَافَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا وَقُرَأَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ قَالَ هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ *

৪৮৬৬. অমর ইবন আলী (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলাম : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার তাওবা কবুল হবে কি ? তিনি বললেন : ফুরকানের **وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ** এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে তিনি বললেন : এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে।

৪৮৬৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ الدَّاهِنِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِنِّي لَهُ التَّوْبَةُ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ يَجِيءُ مُتَعَلِّقًا بِالْقَاتِلِ تَشْخِبُ أَوْدَاجُهُ وَمَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلْتَنِي ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أُنْزِلَتْهَا وَمَا نَسَخَهَا *

৪৮৬৭. কুতায়বা (র) - - - - সালিম ইবন আবুল জা'দ (রা) বলেন, কেউ ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো : যদি কেউ কোন মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, পরে তাওবা করে, দৈমান আনে এবং সং কাজ করে, সোজা পথে আসে, তবে কি তাঁর তাওবা কবুল হবে ? ইবন আব্বাস (রা) বললেন : তার তাওবা

কীরূপে কবুল হবে? আমি তোমাদের নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে ধরে আনবে, তখনও তার ধমনী হতে রক্তধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। সে বলবে : হে আল্লাহ ! একে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করেছিল? ইবন আব্বাস বলেন : এই আদেশ আল্লাহ্ নাযিল করেছেন, তিনি তা রহিত করেন নি।

৪৮৬৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا النَّضْرَ بْنَ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكِبَائِرُ الشُّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّوْرِ *

৪৮৬৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : কবীরা গুনাহগুলো হলো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা।

৪৮৬৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَتَيْنَا فِرَاسًا قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكِبَائِرُ الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ *

৪৮৬৯. আবদা ইবন আব্দুর রহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : কবীরা গুনাহ হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা, এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।

৪৮৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৪৮৭০. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন সাল্লাম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা ঈমানদার অবস্থায় ব্যতিচার করে না, আর যখন সে মদ্য পান করে, তখন ঈমানদার অবস্থায় মদ্য পান করে না, মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না, আর মু'মিন অবস্থায় কাউকে হত্যা করে না।

ফুরকানের الخ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ الخ আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে তিনি বললেন : এই আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। এতো মদীনায নাযিল হয়েছে। الخ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا الخ আয়াত রহিত করেছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ

অধ্যায় : চোরের হাত কাটা

تَعْظِيمُ السَّرْقَةِ

চুরি কঠিন পাপ

৪৮৭১. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عُجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْيَهُ ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৪৮৭১. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তিচারী ব্যভিচার করে, তখন ঈমান তার সাথে থাকে না, যখন চোর চুরি করে, তখনও ঈমান তার সাথে থাকে না, যখন কোন মদাপায়ী মদ পান করে, তখন ঈমান তার সাথে থাকে না, আর যখন কোন ডাকাত লোক চক্ষুর সামনে ডাকাতি করে, তখনও তার সাথে ঈমান থাকে না।

৪৮৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ ح وَأَثْبَانَ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حُمَيْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ *

৪৮৭২. মুহাম্মদ ইবন মুহান্না ও আমহদ ইবন সায্যর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন তার সাথে ঈমান থাকে না, আর যখন চোর চুরি করে তখন তার সাথে ঈমান থাকে না, আর যখন কোন মদাপায়ী মদ পান করে তখন তার সাথে ঈমান থাকে না। আর যখন কোন ডাকাত ডাকাতি করে, তখন তার সাথে ঈমান থাকে না। এরপরও তওবা করলে তা কবুল হবে।

৪৮৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ يَزِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَرَ رَابِعَةً فَتَسْبِيحُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ *

৪৮৭৩. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া মারওয়াযী আবু আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন কোন ব্যক্তি ব্যক্তিচ্যারে লিপ্ত হয় তখন সে ঈমানদার থাকে না। আর যখন সে চুরি করে, তখনও তার সাথে ঈমান থাকে না, যখন সে মদ পান করে তখনও সে মু'মিন থাকে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চতুর্থ একটি কথা বলেন, যা আমি ভুলে গিয়েছি। যখন সে এসব গুনাহে লিপ্ত হয় তখন সে তার ঘাড় হতে ইসলামের বন্ধন বের করে ফেলে। যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।

৪৮৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَآثِبَانَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقَطُّعُ يَدُهُ *

৪৮৭৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ মুবারক মুখাররমী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চোরের উপর আল্লাহর লানত। সে একটি ডিম চুরি করে, যার বিনিময়ে তার হাত কাটা যায় এবং একটি রশি^১ চুরি করে, আর তার হাত কাটা হয়।

بَابُ امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ

অনুচ্ছেদ : চুরি স্বীকার করানোর জন্য চোরকে মারা বা বন্দী করা

৪৮৭৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرَارِيُّ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ يَسِيرٍ أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْكَلَابِئِ أَنْ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا خَلِّتْ سَبِيلَ هَؤُلَاءِ بِلَا امْتِحَانٍ وَلَا ضَرْبٍ فَقَالَ الثُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ أَنْ شِئْتُمْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَهُ قَالُوا هَذَا حُكْمُكَ قَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ ﷺ *

১. এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা হয় না, ডিম রূপের হলে, রশি নৌকা বাঁধার মূল্যবান রশি হলে অনুরূপ পরিমাণ মালের চুরিতে হাত কাটার বিধান রয়েছে।

৪৮৭৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - নু'মান ইব্ন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন কালায়ী গোত্রের লোক তার নিকট এসে বললো : কতিপয় তাঁতী আমাদের মালপত্র চুরি করেছে। তিনি কয়েকদিন তাদেরকে বন্দি করে রেখে ছেড়ে দেন। কালায়ী লোকেরা তাঁর নিকট এসে বললো : আপনি ঐ সকল লোককে কোন প্রকার শাস্তি বা পরীক্ষা না করে ছেড়ে দিলেন? নু'মান (রা) বললেন : তোমরা কী বলো, আমি কি তাদের মারব? কিন্তু যদি তোমাদের মাল তাদের নিকট পাওয়া যায় : তবে তো ভাল, আর তা না হলে, আমি ঐরূপ তোমাদের পিঠে আঘাত করবো! তারা বললো : এটা কি আপনার আদেশ? তিনি বললেন : এটা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর হুকুম।

৪৮৭৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَهْزَبِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَبَسَ نَاسًا فِي تَهْمَةٍ *

৪৮৭৬. আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম (র) - - - - বহয ইব্ন হাকীম (রা) পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অভিযোগের ভিত্তিতে কোন কোন লোককে বন্দি করেন।

৪৮৭৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَهْزَبِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ *

৪৮৭৭. আলী ইব্ন সাঈদ ইব্ন মাসরুক (র) - - - - বহয ইব্ন হাকীম (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে অভিযোগের ভিত্তিতে বন্দি করে পরে তাকে ছেড়ে দেন।

تَلْقَيْنُ السَّارِقِ

চোরকে ভাল কথা শিক্ষা দান

৪৮৭৮. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اسْحَقَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْخُرَوْمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِلَصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يَرْجُدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى قَالَ أَزْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِئْتُمُ بِهِ فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتُوبَ إِلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتُوبَ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ *

৪৮৭৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবু উমায়রা মাখযুমী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এমন এক চোরকে উপস্থিত করা হয় যে তাঁর অপরাধ স্বীকার করে, কিন্তু তার নিকট কোন মাল পাওয়া যায়নি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আমি তো মনে করি না যে, তুমি চুরি করেছে। সে বললো : আমি চুরি

করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই ব্যক্তিকে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও, পরে আমার নিকট নিয়ে এসো লোকেরা তাকে নিয়ে গিয়ে হাত কেটে দিল, এবং আবার নিয়ে আসলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি বল, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি। সে ব্যক্তি বললো : আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তওবা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন : আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।

الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرَقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامُ وَذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ فِي

বিচারকের নিকট আনার পর ক্ষমা করলে

٤٨٧٩ أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ فَقَالَ أَبَا وَهْبٍ أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪৮৭৯. হিলাল ইবন 'আলা (র) - - - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর চাদর চুরি করলে তিনি চোরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন। তিনি তাঁর হাত কাটার আদেশ দেন। তখন সাফওয়ান বলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবু ওয়াহাব ! আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি কেন তাকে ক্ষমা করলে না ? পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত কেটে দেন।

٤٨٨٠ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ مَرْقَعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৪৮৮০. আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর চাদর চুরি করলে তিনি চোরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দিলে সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আবু ওয়াহাব ! তুমি এখানে আনার পূর্বে কেন তাকে ক্ষমা করলে না ? তিনি সেই লোকের হাত কাটার আদেশ দেন।

٤٨٨١ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ نَعِيمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ رَبَاحٍ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْبًا فَأَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ قَالَ فَهَلْ قَبِلَ الْآنَ *

৪৮৮১. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন নু'আয়ম (র) - - - - আতা ইবন আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি কাপড় চুরি করে। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হলে তিনি তার হাত কাটার আদেশ দেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তাকে তা দান করলাম। তিনি বললেন : এইখানে আসার আগে তোমরা কেন দিয়ে দিলে না ?

مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لَا يَكُونُ

রক্ষিত ও অরক্ষিত মাল সম্পর্কে

৪৮৮২. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ابْنُ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَاءَهُ لَهُ مِنْ بَرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَاتَّاهُ لَصٌّ فَاسْتَلَّهَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اسْرِقْتِ رِدَاءَ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتُهَبَا بِهِ فَأَنْطَعَا يَدَهُ قَالَ صَفْوَانُ مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تَقْطَعَ يَدَهُ فِي رِدَائِي فَقَالَ لَهُ فَلَوْ مَا قَبِلَ هَذَا خَالَفَهُ اشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ *

৪৮৮২. হিলাল ইবন 'আলা (র) - - - - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কা'বা শরীফ তওয়াফ করলেন এবং নামায পড়ে তিনি তাঁর চাদর ভাঁজ করে মাথার নীচে রেখে শুয়ে পড়লেন, চোর এসে চাদর টান দিলে তিনি চোরকে ধরে ফেললেন এবং তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই ব্যক্তি আমার চাদর চুরি করেছে। তিনি চোরকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি চাদর চুরি করেছ ? সে বললো : হ্যাঁ, তিনি বললেন : একে নিয়ে যাও এবং তার হাত কেটে দাও। তখন সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার এই নিয়ত ছিল না যে, মাত্র একটি চাদরের জন্য তার হাত কাটা যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার নিকট বিচার আনার পূর্বে যদি তুমি ক্ষমা করতে, তবে হতো, এখন আর হবে না।

৪৮৮৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِي ابْنَ الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اشْعَثُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسَرَقَ فَقَامَ رَجُلٌ فَادْرَكَهُ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يَقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ قَالَ هَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْعَثُ ضَعِيفٌ *

৪৮৮৩. মুহাম্মদ ইবন হিশাম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সাফওয়ান তাঁর চাদর মাথার নীচে রেখে নিদ্রা গেলেন। এক ব্যক্তি তা চুরি করলো, সাফওয়ান, উঠে দেখেন চোর তা নিয়ে উধাও হচ্ছে। তিনি দৌড় দিয়ে চোরকে ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন, তিনি তার হাত কাটার আদেশ দান করলে সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার চাদর এমন নয় যে, এর বিনিময়ে একজনের হাত কাটা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একথা আগে কেন মনে করনি ?

৪৮৮৪. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خُمِيصَةٍ لِي ثَمَّهَا ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأَخَذَ الرَّجُلُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيَقْطَعَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأَنْسِيَهُ ثَمَّهَا قَالَ فَهَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ *

৪৮৮৪. আহমদ ইবন উছমান ইবন হাকীম (র) - - - - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মসজিদে নিদ্রিত ছিলাম একটি চাদরের উপরে। যার মূল্য ত্রিশ দিরহাম হবে। এক ব্যক্তি এসে তা উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং পরে সে ধরা পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাত কাটার আদেশ করলে আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ত্রিশ দিরহামের পরিবর্তে আপনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন ? আমি চাদর তার নিকট বিক্রি করছি আর এই মূল্য তার নিকট বাকি রাখলো। তিনি বললেন : আমার নিকট আনার পূর্বে তুমি কেন একপ করলে না ?

৪৮৮৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا اسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَذَكَرَ حُمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَارُسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَرَقَتْ خُمِيصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ اللَّصُّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقِطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ أَتَقْطَعُهُ نَالٍ فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ *

৪৮৮৫. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহীম (র) - - - - সাফওয়ান ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর একখানা চাদর মাথার নীচ হতে চুরি হয়ে গেল, তিনি মসজিদে নববীতে নিদ্রিত ছিলেন, চোর ধৃত হলে, তিনি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি আদেশ করলেন যে, তার হাত কাটা হবে। তখন সাফওয়ান বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি তার হাত কাটবেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে তুমি এর পূর্বে তাকে ছেড়ে দিলে না কেন ?

৪৮৮৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَغَافَرُوا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُوَنِي بِهِ فَمَا أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ *

৪৮৮৬. মুহাম্মদ ইবন হাশিম (র) - - - - আমর ইবন ও'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন অপরাধীকে আমার নিকট আনার পূর্বে ক্ষমা করে দেবে। যখন আমার নিকট কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তখন শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়।

৪৮৮৭. قَالَ الْحَرْثُ بْنُ مِسْكِينَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ

يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَغَافَوُا
الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا يَلْغِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ *

৪৮৮৭. হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
কোন অপরাধের বিচার বিচারকের নিকট আসার পূর্বে ক্ষমা করে দেবে। কেননা কোন বিচার আমার নিকট
আসলে এর শাস্তি অবধারিত হয়।

৪৮৮৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْمَرًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مَخْرُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدَيْهَا *

৪৮৮৮. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী লোকদের
থেকে ধারে মালপত্র নিত। পরে সে অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত কাটার আদেশ দেন।

৪৮৮৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْمَرًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ أَمْرَأَةً مَخْرُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى السَّنَةِ
جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَطْعِ يَدَيْهَا *

৪৮৮৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাখযুম গোত্রের
এক মহিলা তার পড়শী মহিলাদের থেকে জিনিসপত্র চেয়ে আনতো এ পরে অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ
তার হাত কাটার জন্য আদেশ দেন।

৪৮৯০. أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ أَبُو سَالِكٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
أَمْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْخَلِيَّ لِلنَّاسِ ثُمَّ تُمْسِكُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتَبْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَرَهُ مَتَّاعًا عَلَى الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُمْ يَا بِلَالُ فَخُذْ بِيَدَيْهَا
فَاقْطَعْهَا *

৪৮৯০. উছমান ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী লোকদের থেকে অলঙ্কার
ধার করতো এবং নিজের কাছে রেখে দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই নারীর উচিত আল্লাহ এবং তাঁর
রাসূল ﷺ-এর নিকট তওবা করা। এরপর তিনি বললেন : হে বিলাল ! ওঠো এবং এই মহিলার হাত ধরে
কেটে ফেল।

৪৮৯১. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَمْرَأَةً

كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ
أَمْسَكَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَتَتَّبِ هَذِهِ الْمَرَأَةُ وَتَوْدِي مَا عِنْدَهَا مِرَارًا فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ
بِهَا فَقُطِعَتْ *

৪৮৯১. মুহাম্মদ ইবন খলীল (র) - - - - নাফি' (র) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় এক নারী
অলঙ্কার ধারে এনে তা রেখে দিত। একবার তার অলঙ্কার রাখার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই মহিলা
তওবা করবে এবং তার নিকট যা আছে তা তাকে ফেরৎ দিতে হবে। তিনি কয়েকবার এরূপ বললেন : কিন্তু
সেই মহিলা তা মান্য না করায় তিনি তার হাত কাটার আদেশ দেন।

৪৮৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَاتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ
يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقُطِعَتْ يَدَاهَا فَقُطِعَتْ يَدَاهَا *

৪৮৯২. মুহাম্মদ ইবন মা'দান ইবন ইসা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি
করার পর সে উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট আশ্রয় নিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি
ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও এরূপ করতো, তা হলে তার হাত কাটার আদেশ দিতাম। পরে তার হাত কাটা হয়।

৪৮৯৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًا عَلَى
لِسَانِ أَتَاسٍ فَجَحَدَتْهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُطِعَتْ *

৪৮৯৩. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - সাদ্দ ইবন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত, মাখযুম গোত্রের এক নারী
লোকের মারফত ধারে অলঙ্কার এনে নিজের কাছে রেখে দিল এবং অস্বীকার করলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ
তার হাত কাটার আদেশ দেন।

৪৮৯৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَهُ نَحْوَهُ *

৪৮৯৪. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - সাদ্দ ইবন মুসাইয়্যাব (র) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ذِكْرُ اخْتِلَافِ الْفَاطِ الْتَاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ

মাখযুমী নারীর হাদীসে যুহরী (র) হতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বর্ণনা পার্থক্য

৪৮৯৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَيْبَانَا سَفْيَانُ قَالَ كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا
وَتَجَحِّدُهُ فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُلَّمْ فِيهَا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقُطِعَتْ يَدَاهَا

قِيلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى *

৪৮৯৫. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মাখযুম গোত্রের এক নারী লোকদের নিকট হতে নানা ধরনের জিনিষ এনে পরে তা অস্বীকার করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে এ তিনি বললেন : যদি ফাতিমা (রা)-ও হতো তা হলে তার হাত কাটা যেত।

৪৮৯৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتْ فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُسَامَةُ فَكَلَّمُوا أُسَامَةَ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أُسَامَةُ إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ الْحَدَّ تَرَكَوهُ وَلَمْ يَقِيمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ نَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন মানসুর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক নারী চুরি করলে লোক তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলো। লোকেরা বললো : এরজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উসামা ইব্ন যায়দ ব্যতীত কে সুপারিশ করতে পারবে? তারা এই ব্যাপারে উসামা (রা)-কে বললো। উসামা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরম্ভ করলে তিনি বললেন : হে উসামা ! বনী ইসরাঈল এই জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যদি কোন আমীর লোক কোন অপরাধ করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত, শাস্তি দিত না। আর যখন কোন গরীব লোক কোন অপরাধ করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও এই অপরাধ করতো, তবুও আমি তার হাত কাটার আদেশ দিতাম।

৪৮৯৭. أَخْبَرَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ قَالُوا مَا كُنَّا نُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا قَالَ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৭. রিয়কুল্লাহ ইব্ন মুসা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি তার হাত কাটান। লোক আরম্ভ করলো : আপনি এতটা করবেন, তা আমরা আশা করিনি। তিনি বললেন : যদি ফাতিমাও হতো, তবুও আমি তার হাত কাটাতাম।

৪৮৯৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا مَا كَلَّمَهُ فِيهَا فَمِنْ أَحَدٍ يَكَلَّمُهُ إِلَّا حَبَّهٗ أُسَامَةُ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَنْ بَنَى إِسْرَائِيلَ هَلَكُوا بِمِثْلِ هَذَا كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِنْ سَرَقَ فِيهِمُ الدُّوْنُ قَطَعُوهُ وَأَنْهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا *

৪৮৯৮. আলী ইবন সাদ্দ ইবন মাসরক (র) - - - - আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে এক নারী চুরি করলো। লোক বললো : আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কথা বলতে পারবো না। তাঁর প্রিয় ব্যক্তি উসামা ব্যতীত আর কেউ-ই এই ব্যাপারে তাঁর সাথে কথা বলতে পারবে না। উসামা (রা) তাঁর সাথে কথা বললে তিনি বললেন : হে উসামা ! বনী ইসরাঈল এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের কোন সম্মানী ব্যক্তি অপরাধ করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন গরীব লোক অপরাধ করলে তারা তাকে শাস্তা করতো। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও হতো আমি তার হাত কাটতাম।

৪৮৯৯. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَبَارَتْ أُمْرَأَةً عَلَى السِّنَةِ أَنْاسٍ يُعْرِفُونَ وَهِيَ لَا تُعْرِفُ حَلِيًّا فَبَاعَتُهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَنَلَّوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّشَفِعْ إِلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حَدُودِ اللَّهِ فَقَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّتَيْنِ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْجِدَّةَ وَالْقِيَّ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ *

৪৮৯৯. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক নারী এমন লোকের দ্বারা অলংকার ধার করতো, যাদেরকে তারা চিনতো, কিন্তু ঐ নারীকে তারা চিনতো না, এরপর সে তা বিক্রি করে টাকা রেখে দিত। পরে ঐ নারীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হলো। তার আত্মীয়গণ উসামা ইবন যায়দকে সুপারিশ করতে বললেন। উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরম্ভ করলে তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল, অথচ উসামা (রা) আরম্ভ করতেই থাকলেন, এরপর তিনি বললেন : তুমি কি আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির বিরুদ্ধে সুপারিশ করছো? উসামা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সেই সন্ধ্যায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর হামদ এমনভাবে আদায় করলেন, যেসকল তাঁর হক আছে। এরপর তিনি বললেন : তোমাদের পূর্বকার লোক এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন ধনী লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন গরীব লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিও। মহান ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার জীবন। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো তবে আমি তার হাত কাটার আদেশ দিতাম। পরে ঐ মহিলার হাত কাটা হয়।

৪৯০০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهْنَمَهُمْ شَأْنَ الْمَخْرُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِبُنِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

اتَشَفَّعَ فِي حَدٍّ مِنْ حَدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّمَا هَٰلِكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَتَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيُّمُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৯০০. কুতায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরায়শরা জনৈক মাখযুমী নারীর ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে, যে চুরি করেছিল। তারা বললো : এর ব্যাপারে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলবে? তারা আরো বললো : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয় উসামা ইবন যায়দ ব্যতীত আর কে এ ব্যাপারে সাহস করবে? এরপর উসামা (রা) তাঁর সঙ্গে কথা বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে গিয়ে বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী যারা ধ্বংস হয়েছে তাদের মধ্যে যখন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। পক্ষান্তরে তাদের কোন দুর্বল লোক যখন চুরি করতো তখন তারা তার উপর হদ কার্যকর করত। আল্লাহর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।

৪৯. ১. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَرَقَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا مَنْ يَكْلَمُ فِيهَا قَالُوا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَزَيَّرَهُ وَقَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَعُوهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا *

৪৯০১. আবু বকর ইবন ইসহাক (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরায়শদের মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি করলে তাকে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করা হলো। তারা বলে : এ ব্যাপারে তাঁর নিকট কে কথা বলবে? তারা বললো : তাঁর নিকট এ সাহস কে করবে? তারা বললো : উসামা (রা)। উসামা তাঁর নিকট এসে কথা বললে, তিনি তাকে ধমক দিয়ে বললেন : বনী ইসরাঈল যখন তাদের মধ্যে কোন ভদ্র লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত; আর যখন কোন গরীব লোক চুরি করতো তখন তারা তার হাত কেটে দিত। মুহাম্মদ-এর প্রাণ যার হাতে তাঁর শপথ! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, আমি তার হাতও কাটার নির্দেশ দিতাম।

৪৯. ২. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يَكْلَمُ فِيهَا قَالُوا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَٰلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ

الشَّرِيفُ تَرْكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيَمُ اللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ
بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৯০২. মুহাম্মদ ইব্ন জাবালা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযুমী নারীর ব্যাপারে কুরায়শরা ব্যথিত হলো। কেননা, সে তাদের বংশের ছিল। তারা বললো : এই মামলায় নবী ﷺ-এর নিকট কে কথা বলবে? লোক বললো : এই দুঃসাহস কে করতে পারে, উসামা ব্যতীত, যিনি তাঁর প্রিয়। উসামা তাঁর নিকট কথা বললে তিনি বললেন : তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়েছে এ জন্য যে, যখন তাদের কোন ধনী লোক চুরি করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করতো তখন তারা তার উপর হদ জারী করতো, আল্লাহর কসম! ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও যদি চুরি করতো, তা হলে আমি তার হাতও কাটার নির্দেশ দিতাম।

৪৯.২. قَالَ الْحَرِثُ ابْنُ مِسْكَيْنٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا سَمِعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْفَتْحِ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهَا فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا كَلَّمَهَا
تَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْفَعُ قِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ
أُسَامَةُ أَسْتَغْفِرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَانِي عَلَى اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ
الشَّرِيفُ تَرْكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا *

৪৯০৩. হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুগে মজ্জা বিজয়ের সময় এক নারী চুরি করলো। লোক তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলো। উসামা (রা) তার ব্যাপারে নবী ﷺ-এর সাথে কথা বললেন, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হলো। তিনি বললেন : হে উসামা! তুমি আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছো? উসামা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ বর্ণনার পর বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী লোক এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোন ধনী লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন গরীব লোক চুরি করলে, তারা তাকে শাস্তি দিত। তিনি বললেন : ঐ মহান সন্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ চুরি করতো, তবে আমি তার হাত কাটার নির্দেশ দিতাম।

৪৯.২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ
الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ مُرْسَلٌ فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى
أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفَعُونَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهَا أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فَقَالَ أَتَكْلُمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حَدَرِ اللَّهِ قَالَ أَسَامَةُ أَسْتَغْفِرُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا يَعْدُ فَاثِمًا هَٰذَا النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الصَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيدِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقَطَّعَتْ فَحَسَنَتْ تَوْبَتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَانَتْ تَاتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৪৯০৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - উরওয়া ইবন যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মক্কা বিজয়ের সময় এক নারী চুরি করলো। তার গোত্রের লোকেরা ভীত হয়ে উসামা ইবন যায়দ এর নিকট সুপারিশ প্রার্থী হলো। উরওয়া (রা) বলেন : উসামা (রা) এ ব্যাপারে নবী ﷺ সঙ্গে কথা বললে, তাঁর চেহারা বিবর্ণ হলো। তিনি বললেন : তুমি কি আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে আমার নিকট সুপারিশ করতে চাও? উসামা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ বর্ণনা করে বললেন : তোমাদের পূর্ববর্তী লোক এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের কোন ধনী লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন গরীব লোক চুরি করতো, তখন তারা তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম! যদি ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদও চুরি করতো, আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর তাঁর আদেশে ঐ নারীর হাত কাটা হলো। পরে ঐ নারী উত্তমরূপে তাওবা করলো। আয়েশা (রা) বলেন : ঐ নারী পরে আমার নিকট আসতো এবং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তার প্রয়োজনের কথা পৌঁছাতাম।

الترغيب في إقامة الحد

হদ বা শাস্তি বিধানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

১৯.৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عَيْسَى بْنِ يَزِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ يَزِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرٍو بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدُّ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لَأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا *

৪৯০৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পৃথিবীতে একটি হদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পৃথিবীবাসীদের জন্য ত্রিশ দিন বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া হতে উত্তম।

১৯.৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَتَيْنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِمَامَةُ حَدِّ بَارِضٍ خَيْرٌ لَأَهْلِهَا مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً *

৪৯০৬. আমর ইব্ন যুরারা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কোন স্থানে হুদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ঐ এলাকাবাসীর উপর চল্লিশ দিন বৃষ্টি হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

الْقَدْرُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قَطَعَتْ يَدَهُ

কত মূল্যের মাল চুরিতে হাত কাটা যাবে

৪৯০৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ كَذَا قَالَ *

৪৯০৭. আব্দুল হামীদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ঢাল যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম, চুরি করায় চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

৪৯০৮. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ *

৪৯০৮. যুনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিরহাম মূল্যের ঢাল চুরি করায় চোরের হাত কেটে দেন।

৪৯০৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمٍ *

৪৯০৯. কুতায়বা (র) - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঢাল চুরির জন্য হাত কেটে দেন। যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

৪৯১০. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ ثَرَسًا مِنْ صَفَةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمٍ *

৪৯১০. যুনুস ইব্ন সাঈদ (র) - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক চোরের হাত কেটে দেন যে, সুফ্যাতুন নিসা নামক স্থান হতে একটি ঢাল চুরি করেছিল, যার মূল্য তিন দিরহাম ছিল।

৪৯১১. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُوسَى بْنُ عُقَيْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمٍ *

৪৯১১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ঢাল চুরিতে হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

৪৯১২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ *

৪৯১২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাক্বাহ (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ঢাল চুরির জন্য হাত কাটার নির্দেশ দেন।

৪৯১৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مِجَنٍّ فَقِيمَتُهُ خَمْسَةٌ دَرَاهِمُ هَذَا الصَّوَابُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَوْمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمٍ فَقَطَعَ *

৪৯১৩. আহমদ ইব্ন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রা) একটি ঢাল চুরি করার জন্য হাত কেটে দেন, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম।

৪৯১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَوْمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمٍ فَقَطَعَ *

৪৯১৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুহান্না (র) - - - - কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি : আবু বকর (রা)-এর সময় এক লোক একটি ঢাল চুরি করে, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম। এ কারণে তার হাত কাটা হয়েছিল।

ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

যুহরীর হতে বর্ণনাকারীদের মতপার্থক্য

৪৯১৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رُبْعٍ دِينَارٍ *

৪৯১৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দীনারের ১/৪ (চার ভাগের এক ভাগ) ভাগের জন্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

৪৯১৬. أَنبَأَنَا هُرُؤُنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ بَزَّازٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقْطَعُ الْيَدَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثَلَاثَ دِينَارٍ أَوْ نِصْفَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৬. হারুন ইবন সাঈদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একটি চালের মূল্য এক দীনারের তিনভাগের একভাগ, অর্ধ দীনার বা এর অধিক না হলে চোরের হাত কাটা যাবে না ।

৪৯১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَيَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ *

৪৯১৭. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত । দীনারের চার ভাগের এক ভাগের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে ।

৪৯১৮. أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৮. হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীনারের এক চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে ।

৪৯১৯. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمَنِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯১৯. হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে ।

৪৯২০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে ।

৪৯২১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২১. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে ।

৪৯২২. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُتَيْبَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২৩. أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ أَتَيْنَا مُسْلِمَ بْنَ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৩. ইয়াযীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى *

৪৯২৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আমরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৫. মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدُ رَبِّهِ وَرَزِيقُ صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৬. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯২৭. أَخْبَرَنَا الْحَرْثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا طَالَ عَلِيٌّ وَلَا تَسِيَتْ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৭. হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অনেক দিন অতিবাহিত হয়নি আর আমি ভুলে যাইনি যে, দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধের জন্যই চোরের হাত কাটা যাবে।

ذَكَرُ إِخْتِلَافِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

এই হাদীসে 'আমর (র) থেকে বর্ণনাকারী আবু বকর ইবন মুহাম্মদ ও আব্দুল্লাহ ইবন আবু বকর (র)-এর বর্ণনা পার্থক্য

৪৯২৮. أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯২৮. আবু সালিহ মুহাম্মদ ইবন যানবুর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : চোরের হাত কাটা হবে না দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিক ব্যতীত।

৪৯২৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ الْأَوَّلِ *

৪৯২৯. আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র) - - - - আয়েশা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রথম হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হয়েছে।

৪৯৩. قَالَ الْخُرَيْثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩০. হরিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : চোরের হাত কাটা যাবে দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিকের জন্য।

৪৯৩১. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرُّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمَجْنُ وَثَمَنِ الْمَجْنِ رُبْعُ دِينَارٍ *

৪৯৩১. ইব্রাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চোরের হাত কাটা যাবে ঢালের মূল্যে, আর ঢালের মূল্য হলো দীনারের চতুর্থাংশ।

৪৯৩২. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩২. ইয়াহইয়া ইব্ন দুরুসূত (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুর্ধ্বের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ চোরের হাত কাটতেন।

৪৯৩৩. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْطَعُ الْيَدَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ *

৪৯৩৩. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯৩৪. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ أَبُو عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَقْطَعُ الْيَدَ فِي الْمِجَنِّ *

৪৯৩৪. আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল তাবারানী (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঢালের চুরির জন্য চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯৩৫. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ بَكِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْعَثِ حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِيهَا دُونُ الْمِجَنِّ قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا تَمْنُ الْمِجَنُّ قَالَتْ رُبْعُ دِينَارٍ *

৪৯৩৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাদ ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটতেন না। জিজ্ঞাসা করা হলো ঢালের মূল্য কত? তিনি বললেন : দীনারের চতুর্থাংশ।

৪৯৩৬. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا *

৪৯৩৬. আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : দীনারের চতুর্থাংশ বা ততোধিক ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯২৭. أَخْبَرَنِي هُرُوثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَتَيْنَا مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْتَسِيِّنَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمَجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ *

৪৯৩৭. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : ঢালের জন্য অথবা এর মূল্যের কমে হাত কাটা যাবে না।

৪৯২৮. أَتَيْنَا أَبَا بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمَجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ الْمَجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمٍ قَالَ وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ *

৪৯৩৮. আবু বকর ইবন ইসহাক (র) - - - - উরওয়া ইবন যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঢাল অথবা এর মূল্যের কোন দ্রব্য চুরি করা ব্যতীত হাত কাটা যাবে না। উরওয়া (রা) বলেন : ঢাল চার দিরহামের হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইবন ইয়াসারকে বলতে শুনেছি, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : দীনারের চতুর্থাংশ বা তদুপরে জন্য ব্যতীত চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯২৯. أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَا تُقَطَّعُ الْخُمْسُ إِلَّا فِي الْخُمْسِ قَالَ هَمَامٌ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَا تُقَطَّعُ الْخُمْسُ إِلَّا فِي الْخُمْسِ *

৪৯৩৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পাঁচ দিরহামের জন্য চোরের হাতের পাঁচ আঙ্গুল কাটা যাবে।

৪৯৪০. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تُقَطَّعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَقْفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ *

৪৯৪০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঢালের মত মূল্যবান দ্রব্যের চুরিতেই চোরের হাত কাটা যাবে।

৪৯৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَيْسَى عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي قِيَمَةِ خُمْسَةِ دَرَاهِمٍ *

৪৯৪১. মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ দিরহাম মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেন।

৪৯৪২. وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ يَقْطَعْ النَّبِيُّ ﷺ السَّارِقَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنِ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪২. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটতেন, আর সে সময় ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

৪৯৪৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيَمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি আর তখন ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

৪৯৪৪. أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَقْطَعْ الْيَدُ فِي رَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيَمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪৪. আবুল আযহার নিশাপুরী (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি। আর সে সময় ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

৪৯৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ لَمْ تَقْطَعْ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْعِمْنِ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ঢালের মূল্যের কমে হাত কাটা হয়নি আর তখন ঢালের মূল্য ছিল এক দীনার।

৪৯৪৬. أَخْبَرَنَا هُرُوثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَتَيْنَا الْحَسَنَ بْنَ حِزَّامٍ

عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيُّمَنْ قَالَ يَقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا أَوْ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৪৬. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর
সময়ে ঢালের মূল্যের জন্য চোরের হাত কাটা হতো, যা ছিল এক দীনার বা দশ দিরহাম।

৪৯৪৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْنَا شَرِيكَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيُّمَنْ بَنٍ
أَمْ أَيُّمَنْ يَرْقَعُهُ قَالَ لَا تَقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ *

৪৯৪৭. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আয়মন ইবন ডায়ে আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
ঢালের মূল্য ব্যতীত হাত কাটা যাবে না। আর তখন এর মূল্য ছিল এক দীনার।

৪৯৪৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ أَيُّمَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ
السَّارِقُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ *

৪৯৪৮. কুতাইব (র) - - - - আয়মন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ঢালের মূল্যের কমে চোরের হাত কাটা
যাবে না।

৪৯৪৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَعْدٍ بَنُ إِسْرَاهِيمَ بَنُ شُعَيْبٍ أَنَّ عَطَاءَ بَنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بَنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৪৯. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি
বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে ঢালের দাম হতো দশ দিরহাম।

৪৯৫০. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ يَقُومُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৫০. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি
বলতেন : সে সময় ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

৪৯৫১. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ
عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ يَقُومُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৫১. ইয়াহুইয়া ইবন মুসা বলখী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ
-এর সময়ে ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

৪৯৫২. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ مَرْسَلٌ *

৪৯৫২. মুহাম্মদ ইবন ওহব (র) - - - - আতা (র) থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত।

৪৯৫৩. أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ سَفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ الْعُرْزَمِيِّ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ
بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَدْنَى مَا يَقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمَجْنُونِ قَالَ وَثَمَنُ الْمَجْنُونِ يَوْمَئِذٍ
عَشْرَةُ دَرَاهِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَيُّمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ أَنْ لَهُ صُحْبَةً
وَقَدْ رَوَى عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرٌ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا *

৪৯৫৩. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কমপক্ষে যাতে হাত কাটা
যাবে, তা হলো ঢালের মূল্য। আর তখন এর মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

৪৯৫৪. حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْمَلِكِ ح وَآثِبَانَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَنبَأَنَا إِسْحَاقُ هُوَ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا
بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيُّمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ
ثُبَيْعٍ عَنْ كُثَيْبٍ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ
الْآخِرَةَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَاتَمَّ وَقَالَ سَوَّارٌ يَتِمُّ رُكُوعُهُنَّ وَسُجُودُهُنَّ وَيَعْلَمُ
مَا يَقْتَرِي وَقَالَ سَوَّارٌ يَقْرَأُ فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ *

৪৯৫৪. সওওয়ার ইবন আব্দুল্লাহ (র) ও আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - ইবন যুবায়র (রা)-এর
আযাদকৃত দাস আত্মন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তুবাই সূত্রে কা'ব (রা) হতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি উত্তমরূপে
উযু করে সালাত আদায় করে; রাবী আব্দুর রহমান বলেন, এশার সালাত আদায় করে এবং পরে চারি রাকআত
সালাত আদায় করে পূর্ণরূপে। রাবী সওওয়ার (র) বলেন : রুকু সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে আর যা পড়ে তা
বুঝে পড়ে, তবে তা শবে কদরের ইবাদতের ন্যায় হবে।

৪৯৫৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ حَمِيدٍ مُحَمَّدٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَاتَمَّ وَقَالَ سَوَّارٌ يَتِمُّ رُكُوعُهُنَّ وَسُجُودُهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِي وَقَالَ سَوَّارٌ يَقْرَأُ
فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ *

৪৯৫৫. আব্দুল হামিদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যে ব্যক্তি
উত্তমরূপে উযু করে এশার সালাতের জামাআতে শরীক হয় এবং এরপর অনুরূপ চার রাকআত সালাত আদায়
করে এতে কুরআন পড়ে এবং রুকু সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে তবে তা তার জন্য শবে কদরের সওয়াবের
মত হবে।

৪৯৫৬. أَخْبَرَنَا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمَجْنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ *

৪৯৫৬. খালাদ ইব্ন আসলাম (র) - - - আমর ইব্ন ওআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

الثَّمَرُ الْمُعْلَقُ يُسْرَقُ

ফল গাছে থাকতে চুরি হওয়া

৪৯৫৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَخْطَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كَمْ تُقَطَّعُ الْيَدُ قَالَ لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعْلَقٍ فَإِذَا صَمَّ الْجَرَيْنِ قَطِيعَتْ فِي ثَمَنِ النَّجْنِ وَلَا تُقَطَّعُ فِي حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَوَى الْمُرَّاحُ قَطِيعَتْ فِي ثَمَنِ الْمَجْنِ *

৪৯৫৭. কুতায়বা (র) - - - আমর ইব্ন ওআয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো কী পরিমাণ মাল চুরি করলে হাত কাটা যাবে? তিনি বললেন : যে ফল গাছে ঝুলছে, ঐ ফল চুরি হলে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যখন তা গাছ থেকে নামিয়ে একত্রে রাখা হয়, আর সেখান হতে চুরি হয় এ পরিমাণ ফল যার মূল্য ঢালের মূল্যের সমান হয়, তখন এর বিনিময়ে হাত কাটা যাবে। এভাবে যে জন্তু পাহাড়ের চারণভূমিতে চরে, তাতে হাত কাটা যাবে না। কিন্তু যখন তা থাকার স্থানে আসে, তখন চুরি করলে এবং তার মূল্য ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হলে, চোরের হাত কাটা যাবে।

الثَّمَرُ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُوْزِيَهُ الْجَرَيْنِ

তুপে ফল রাখার পর চুরি হলে

৪৯৫৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعْلَقِ فَقَالَ مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خَبْنَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُوْزِيَهُ الْجَرَيْنِ فَبَلَغَ ثَمَنُ الْمَجْنِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ بَوْنٌ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ *

৪৯৫৮. কুতায়বা (র) - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, গাছে ঝুলান ফল চুরির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : যে ব্যক্তি প্রয়োজনের তাগিদে ফল নেয়, কিন্তু লুকিয়ে কাপড়ে বেঁধে না নেয়, তবে তার কোন শাস্তি হবে না। যদি কেউ এরূপ ফল নিয়ে বের হয়, তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা হবে, এবং তার আলাদা শাস্তি হবে। গাছ হতে ফল নামিয়ে রাখার পর যদি কেউ চুরি করে আর এর

মূল্য ঢালের মূল্যের পরিমাণ হয়, তবে তার হাত কাটা যাবে। যদি কোন ব্যক্তি ঢালের মূল্যের চেয়ে কম মূল্যের বস্তু চুরি করে, তবে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে, আর শাস্তি পৃথক হবে।

৪৯০৭. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهَيْشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَقَالَ هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنُّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيهَا أَرَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَقَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَقَفِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَجَلَدَاتُ نِكَالٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنُّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا فِيهَا أَوَاهُ الْجَرِيرَيْنِ فَمَا أَخَذَ مِنَ الْجَرِيرَيْنِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَقَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَقَفِيهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَجَلَدَاتُ نِكَالٍ *

৪৮৫৯. হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! পাহাড়ে চরে বেড়ায় এমন জন্তুর ব্যাপারে আপনি কী আদেশ করেন? তিনি বললেন : যদি কেউ এরূপ জন্তু চুরি করে তবে সে যেন তা ফেরৎ দেয় এবং এরূপ অন্য একটি জন্তুও দিবে, আর শাস্তি পৃথক হবে, তার হাত কাটা যাবে না। ঐ ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! গাছে ঝুলান ফল সম্বন্ধে আপনি কী বলেন? তিনি বলেন : চোর ঐ ফল এবং আরও ঐ পরিমাণ ফল আদায় করবে এবং শাস্তি পৃথক হবে, তবে তার হাত কাটা যাবে না। ফল গাছ থেকে নামিয়ে স্তুপ করে রাখা হয়েছে। আর তা থেকে এত ফল চুরি হয়েছে, যার মূল্য ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হয়, তবে তা চুরি করলে হাত কাটা যাবে। আর যদি ঐ পরিমাণের চাইতে কম হয়; তবে দ্বিগুণ জরিমানা দিবে, আর শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাত থাকবে।

بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

অনুচ্ছেদ : যা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না

৪৯৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ عَنْ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ *

৪৯৬০. মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন খলী (র) - - - রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯৬১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ يَقُولُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

سَعِيدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ *

৪৯৬১. আমর ইবন আলী (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٢. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنُ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ *

৪৯৬২. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ইবন আরাবী (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٣. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ *

৪৯৬৩. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٤. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ الشَّيْءِ ﷺ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ *

৪৯৬৪. আব্দুল হামীদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٥. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ *

৪৯৬৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

٤٩٦٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ

سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَمِّهِ رَافِعٍ عَنْ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ *

৪৯৬৬. আহমদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের তৈলাক্ত রস জাতীয় পদার্থ চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯৬৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ وَالْكَثْرُ الْجَمَارُ *

৪৯৬৭. কুতায়বা (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَا أَبُو مَيْمُونٍ لَا أَعْرِفُهُ *

৪৯৬৮. মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৯৬৯. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ *

৪৯৬৯. হুসায়ন ইবন মানসুর (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

৪৯৭০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ لَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرَ *

৪৯৭০. আমর ইবন আলী (র) - - - - রাফে' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ফল এবং খেজুর গাছের রস চুরি করলে চোরের হাত কাটা যাবে না।

৪৭৭১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَخْلَدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ لَمْ يَسْمَعْهُ سَفْيَانُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ *

৪৯৭১. আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুস সামাদ ইবন আলী (র) - - - - জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমানতে খিয়ানতকারী, প্রকাশ্যে লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

৪৭৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَقَرِيُّ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ *

৪৯৭২. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমানতে খিয়ানতকারী লুণ্ঠনকারী এবং ছোঁ মেরে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

৪৭৭৩. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ *

৪৯৭৩. ইব্রাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমানতে খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে না।

৪৭৭৪. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُرْسَى وَابْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ بَصْرِيُّ ثِقَةٌ قَالَ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ كَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ وَلَا أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪৯৭৪. ইব্রাহীম ইবন হাসান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমানতে খিয়ানতকারীর হাত কাটা যাবে না। প্রকাশ্যে মাল লুণ্ঠন করা এবং ছোঁ মেরে মাল নিয়ে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

৪৭৭৫. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ رُوْحٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُبَابَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ *

৪৯৭৫. খালিদ ইব্ন রওহ দামেশকী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমানতে খিয়ানতকারী, প্রকাশ্যে মাল লুণ্ঠন করা এবং ছোঁ মেরে মাল নিয়ে পলায়নকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না।

৪৯৭৬. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ رَوْحٍ الدُّمَشَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ *

৪৯৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খিয়ানতকারী ব্যক্তির হাত কাটা যাবে না। ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, আশআছ ইবনে সাওয়াব দুর্বল রাবী।

بَابُ قَطْعِ الرَّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ

অনুচ্ছেদ : চোরের হাত কাটার পর পা কাটা

৪৯৭৭. أَخْبَرَنَا سَلِيمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَتَانَا يُونُسُ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِلَصْرَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ أَقْطَعُوا يَدَهُ قَالَ ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِيسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ أَقْتُلُوهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَقْتُلُوهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَكَانَ يُحِبُّ الْإِمَارَةَ فَقَالَ أَمَرُونِي عَلَيْكُمْ فَأَمَرُوهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرْبَةً حَتَّى قَتَلُوهُ *

৪৯৭৭. সুলায়মান ইব্ন সালম মাসহিফী বলখী (র) - - - - হারিছ ইব্ন হাতিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেতো চুরি করেছে। তিনি আবার বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার হাত কেটে ফেল, পরে এই লোকটি আবার চুরি করলে তার পা কাটা হলো। এরপর আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে সে আবার চুরি করলে তার সমস্ত হাত পা কাটা হলে পরে সে পঞ্চমবার চুরি করলে আবু বকর (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তার অবস্থা অবগত ছিলেন বলেই তিনি বলেছিলেন, তাকে হত্যা কর। এরপর হযরত আবু বকর (রা) তাকে কুরাইশদের যুবকদের হাতে দিয়েছেন, যেন তারা তাকে হত্যা করে ফেলে। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবারর। তিনি নেতৃত্ব পছন্দ করতেন। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে তোমাদের দলপতি নিযুক্ত কর। তারা তাঁকে দলপতি নিযুক্ত করলেন। যখন তিনি মারা শুরু করলেন, তখন তারা ঐ ব্যক্তিকে মারতে মারতে মেরেই ফেললো।

بَابُ قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ

অনুচ্ছেদ : চোরের পদদ্বয় ও হস্তদ্বয় কেটে ফেলা

৪৭৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ بَرِّ عَفِيلٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُصَنَّبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِئْتُ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ أَقْطَعُوهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ أَقْطَعُوهُ فَقُطِعَ فَأَتَى بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ فَقَالَ أَقْطَعُوهُ ثُمَّ أَتَى بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ أَقْطَعُوهُ فَأَتَى بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ أَقْتُلُوهُ قَالَ جَابِرٌ فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مَرْبِدِ النِّعَمِ وَحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَشَرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَأَنْصَدَعَتِ الْأَيْلُ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَقَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بَيْتٍ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَمُصَنَّبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৪৯৭৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক চোরকে আনা হলে তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সেতো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার হাত কেটে ফেল। তখন তার হাত কাটা হলো। পরে আবার তাকে চুরির কারণে ধরে আনা হলে তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার পা কেটে ফেল। তখন তা কাটা হলো তৃতীয়বারও তাকে আনা হলো। বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ ব্যক্তি তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার বাম হাত কেটে ফেল। তাকে চতুর্থবারও আনা হলে তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর। লোকজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! লোকটি তো চুরি করেছে। তিনি বললেন : তবে তার (ডান) পা কেটে ফেল। এরপর তাকে পঞ্চমবারও আনা হলে তিনি বললেন : এবার তাকে হত্যা কর। জাবির (রা) বলেন : আমরা ঐ চোরকে মরবদ নামক স্থানের দিকে নিয়ে গেলাম। তাকে উঠাতে গেলে সে চিত হয়ে পেল। এরপর সে তার হাত পা কাটা অবস্থায় দৌড়াতে শুরু করলো। উট তার দৌড় দেখে ভয় পেল। তাকে আবার উঠানো হলো কিন্তু সে পুনরায় ঐরূপ করলো, আবার তাকে উঠানো হলো তৃতীয়বার। পরে আমরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করি এবং তাকে এক কূপে নিক্ষেপ করি। এরপর উপর হতে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।

الْقَطْعُ فِي السَّفَرِ

সফরে হাত কাটা

৪৭৭৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي

حَيَّوَةُ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي
أَرْطَاةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَقْطَعُ الْيَدَيْنِ فِي السَّفَرِ *

৪৯৭৯. আমর ইবন উছমান (র) - - - - বুসর ইবন আবু আরতাত (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : সফরে হাত কাটা যাবে না।

٤٩٨٠. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ
وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيعَهُ وَلَوْ
بِنَشْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ *

৪৯৮০. হাসান ইবন মুদরিক (র) - - - - আবু ছরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্রীতদাস যদি চুরি করে, তবে তাকে বিক্রি করে ফেলবে বিশ দিরহামের বিনিময়ে হলেও।

حَدُّ الْبُلُوغِ وَذِكْرُ السِّنِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أَقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ
বালেগ হওয়ার বয়স

٤٩٨١. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ وَكَانَ يُنْظَرُ فَمَرُّ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قُتِلَ
وَمَنْ لَمْ تَخْرُجْ أَسْتَحْيَى وَلَمْ يُقْتَلْ *

৪৯৮১. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনু কুরায়যার বন্দীদের মধ্যে ছিলাম। তারা পর্যবেক্ষণ করতো, যার (নাভির নীচের) চুল গজাত তাকে হত্যা করতো, আর যার গজায় নি তাকে ছেড়ে দিত, হত্যা করতো না।

تَغْلِيْقُ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ
চোরের হাত ঘাড়ে ঝুলানো

٤٩٨٢. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي يَكْرَبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ
مَكْحُولٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَغْلِيْقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ قَالَ
سُنَّةٌ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ *

৪৯৮২. সুওয়ায়দ ইবন নসর (র) - - - - ইবন মুহায়রীয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুযালা ইবন উবায়দকে জিজ্ঞাসা করলাম। চোরের হাত তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন : এটা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক চোরের হাত কেটে তার ঘাড়ে লটকে দিয়েছিলেন।

٤٩٨٣. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ

مَكْحُولٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ مُحَيْثِرٍ قَالَ قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَرَأَيْتَ تَعْلِيْقَ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ نَعَمْ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَّارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهُ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَّاجُ ابْنُ أَرْطَاةٍ ضَعِيفٌ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ *

৪৯৮৩. মুহাম্মদ ইবন রাশশার (র) - - - আব্দুর রহমান ইবন মুহায়রীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফুযালা ইবন উবায়দকে জিজ্ঞাসা করলাম : চোরের হাত কেটে তা ঝুলিয়ে দেয়া কি সুন্নত ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক চোরকে আনা হলে, তিনি তার হাত কেটে তার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

৪৯৮৪. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمِسْوَرِيِّ بْنِ أَبِرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَغْرَمُ صَاحِبُ سَرْقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا مُرْسَلٌ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ *

৪৯৮৪. আমর ইবন মানসূর (র) - - - আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : চোরের উপর তার শাস্তি কার্যকর করা হলে চোরাই মালের জন্য তাকে জরিমানা দিতে হবে না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْإِيمَانِ وَشَرَائِعِهِ

অধ্যায় : ঈমান এবং এর আরকান

ذِكْرُ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ

উত্তম আমলের বর্ণনা

৪৯৮৫. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ لَفْظِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئل أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ *

৪৯৮৫. আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুআয়ব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো : কোন আমল উত্তম ? তিনি বললেন : আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনা।

৪৯৮৬. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِشٍ الْخَثْعَمِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سئل أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ لَا شَكَّ فِيهِ وَجِهَادٌ لَا غُلُولَ فِيهِ وَحُجَّةٌ مَبْرُورَةٌ *

৪৯৮৬. হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন হাবশী খাছআমী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রশ্ন করা হলো : কোন আমল উত্তম ? তিনি বললেন : এমন ঈমান যাতে সন্দেহ না থাকে, এবং এমন জিহাদ যাতে খিয়ানত না থাকে আর এমন হজ্জ যা মকবুল হয়।

طَعْمُ الْإِيمَانِ

ঈমানের মিষ্টতা

৪৯৮৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ

أَنَسِ ابْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ وَطَعْمَهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَأَنْ تُوَقَّدَ نَارُ عَظِيمَةٍ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا *

৪৯৮৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা পেয়েছে। (১) যার নিকট আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অধিক প্রিয়, অন্য সব কিছুর চাইতে (২) সে নেক লোকদের সাথে আল্লাহর জন্য ভালবাসা রাখে এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করে, (৩) আর যদি বৃহৎ আগুন প্রজ্জলিত করা হয়, তবে তাতে প্রবেশ করা তার নিকট অধিক পছন্দনীয় হয় আল্লাহর সাথে কারো শরীক করার চাইতে।

حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ

ঈমানের স্বাদ

٤٩٨٨. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ أَحَبَّ الْمَوْتَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ *

৪৯৮৮. সুওয়ায়দ ইবন নসর (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে; সে ঈমানের স্বাদ পাবে; ১. যদি সে কাউকে ভালবাসে, তবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালবাসবে। ২. আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তার কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্র হবে, অন্য সব কিছুর চাইতে, আল্লাহ তাকে কুফর হতে পরিত্রাণ করার পর পুনঃ কুফরীতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ হওয়া তার নিকট পছন্দনীয়।

حَلَاوَةُ الْإِسْلَامِ

ইসলামের স্বাদ

٤٩٨٩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ الْمَوْتَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ *

৪৯৮৯. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে সে ইসলামের স্বাদ প্রাপ্ত হবে। ১. আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল তার নিকট অন্য সমস্ত কিছু হতে প্রিয় হবে; ২. সে কাউকে ভালবাসলে তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসবে; ৩. আর সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে ঐরূপই ঘৃণা করবে, যে রূপ সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে ঘৃণা করে।

بَابُ نَعْتِ الْإِسْلَامِ

অনুচ্ছেদ : ইসলামের সংজ্ঞা

৪৯৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ أَتَيْنَا كَهْمَسَ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ أَسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجَبْنَا إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتَقْدِرَ كُلَّهُ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَيْثَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الثَّعْرَاءَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَنْطَاطِرُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ عُمَرُ فَلَيْسَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مِنَ السَّائِلِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ *

৪৯৯০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করলেন, যার কাপড় অত্যধিক সাদা ছিল এবং চুল অধিক কাল ছিল, বুঝা যাচ্ছিল না যে, তিনি সফর হতে এসেছেন; আর আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতে পারিনি। তিনি তাঁর হাটু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাটুর সাথে লাগিয়ে বসলেন, তাঁর হস্তদ্বয় তাঁর উভয় উরুর উপর রাখলেন এবং বললেন : হে মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন : ইসলাম কি ? তিনি বললেন : একথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, শালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা, পথ খরচের শক্তি থাকলে হজ্জ করা ; সে লোকটি বললো :

আপনি সত্যই বলেছেন : আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, তিনি প্রশ্ন করলেন এবং বললেন : আপনি সত্য বলেছেন। এরপর তিনি বললেন : ইমান কী, আমাকে বলুন ? তিনি বললেন : আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণে এবং কিয়ামত দিবসের বিশ্বাস, ভালমন্দের নির্ধারণে বিশ্বাস করা। তখন তিনি বললেন : আপনি সত্য বলেছেন। এরপর সে ব্যক্তি বললেন : ইহসান কি ? তিনি বললেন : এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে না দেখতে পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন। পরে সে ব্যক্তি বললেন : কিয়ামত কখন হবে ? তিনি বললেন : যার নিকট প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারী হতে অধিক জ্ঞাত নয়। সে ব্যক্তি বললেন : কিয়ামতের চিহ্নসমূহ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, নগ্ন পদ এবং উলঙ্গ লোক, গরীব, বকরীর রাখালরা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করবে। উমর (রা) বলেন, আমি তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : হে উমর ! তুমি কি অবগত আছ, এই প্রশ্নকারী, এ ব্যক্তি কে ? আমি বললাম : আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই সমধিক অবগত। তিনি বললেন : তিনি ছিলেন জিব্রাঈল (আ), তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে আগমন করেন।

صِفَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

ইমান ও ইসলামের বৈশিষ্ট্য

৪৭৭। أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرٍّ قَالَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلَا يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يُسْأَلَ فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَنَاهُ فَبَيَّنَّاهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ كَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسِهِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَطْيَبَ النَّاسِ رِيحًا كَانَ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ حَتَّى سَلَّمَ فِي طَرَفِ الْبَسَاطِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ادْنُ يَا مُحَمَّدُ قَالَ ادْنُ فَمَا زَالَ يَقُولُ ادْنُ مِرَارًا وَيَقُولُ لَهُ ادْنُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَلَمْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ صَدَقْتَ انْكُرْنَاهُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أُمِنْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ قَالَ فَتَنُكْسُ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا ثُمَّ أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا ثُمَّ أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ لَهَا عِلَامَاتٌ تَعْرِفُ بِهَا إِذَا رَأَيْتَ الرَّعَاءَ إِلَيْهِمْ
يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُشَيَّانِ وَرَأَيْتَ الْحُقَافَةَ الْعُرَاةَ مَلُوكَ الْأَرْضِ وَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا خَمْسَ
لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَ
مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ هَدَى وَيَسْئِرًا مَا كُنْتُ بِاعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَأَنْتَ لَجِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
نَزَلَ فِي صُورَةٍ دَحِيَّةٍ الْكَلْبِيِّ *

৪৯৯১. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - আবু হুরায়রা এবং আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বসতেন; নবাগত লোক এসে তাকে চিনতে পারতো যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করতো। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর জন্য একটি বসার স্থান নির্মাণের জন্য অনুমতি চাইলাম। যাতে নবাগত লোক তাঁকে সহজে চিনতে পারে, আমরা তাঁর জন্য মাটির একটি উঁচু স্থান তৈরী করলাম। তিনি তাঁর উপর উপবেশন করতেন। একদা আমরা বসাছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক নবাগত ব্যক্তির আগমন হলো যার মুখমণ্ডল সকলের চেয়ে সুন্দর ছিল এবং যার শরীরের সুগন্ধি ছিল সকলের চেয়ে উত্তম এবং তাঁর বস্ত্রে একটু ময়লাও ছিল না। সে ব্যক্তি বিছানার কিনারা হতে সালাম করে বললেন : হে মুহাম্মদ ! আপনাকে সালাম। তিনি তাঁর সালামের উত্তর দিলে তিনি বললেন : আমি কি নিকটে আসবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ এভাবে কয়েকবার বললেন, তিনিও কয়েকবার উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, নিকটে আসুন। এমনকি তিনি নিকটে এসে নিজ হাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাঁটুর উপর হাত রাখলেন এবং বললেন : হে মুহাম্মদ ! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন : ইসলাম হলো তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, সালাত কয়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে, কা'বা শরীফের হজ্জ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। তিনি বললেন : আমি যদি এটা করি, তবে কি আমি মুসলমান হয়ে যাব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। ঐ ব্যক্তির 'আপনি সত্য বলেছেন' বাক্য শুনে আমাদের বিস্ময় জাগল। এরপর বললেন : ইয়া মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন, ঈমান কি ? তিনি বললেন : আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের, নবীগণের এবং কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, এবং কদরে বিশ্বাস করা। তিনি বললেন : আমি যদি এরূপ করি, তবে কি আমি মু'মিন হয়ে যাব ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ। তখন সে ব্যক্তি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। এরপর তিনি বললেন : হে মুহাম্মদ ! আমাকে বলুন, ইহসান কি ? তিনি বললেন : তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখছো। কেননা যদিও তুমি তাঁকে দেখছো না, তিনি তো তোমাকে দেখছেন। তিনি বললেন : আপনি সত্যই বলেছেন। তিনি আবার বললেন : ইয়া মুহাম্মদ ! কিয়ামত কবে হবে ? তিনি কিছু বললেন না, বরং মাথা নিচু করলেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন : তুমি যার নিকট জিজ্ঞাসা করছো, তিনি প্রশ্নকারী হতে অধিক জ্ঞাত নন। কিন্তু এর অনেক আলামত রয়েছে। তুমি তা জানতে পার। যখন তুমি দেখবে পশুপালের রাখালরা সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করবে, আর তুমি দেখবে, নগ্ন পদ ও নগ্ন দেহ লোকেরা ভূখণ্ডের বাদশাহ হবে, আরো তুমি দেখবে যে, দাসী তার মালিককে প্রসব করবে। তখন মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী। পাঁচটি বস্তু আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ অবগত নয়। এরপর তিনি 'عَلَيْكُمْ خَيْرٌ' হতে 'إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ' পর্যন্ত পাঠ করলেন। এরপর তিনি বললেন : ঐ সত্তার কসম ! যিনি মুহাম্মদকে সত্য সহকারে হাদী ও বশীর হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁকে তোমাদের চাইতে অধিক জানি না। তিনি ছিলেন জিব্রারীল (আ) যিনি দিহুইয়া কালবীর রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

تَارِيْلُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَتْ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

আল্লাহর বাণী : قَالَتْ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا এর ব্যাখ্যা

৪৯৯২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَلَمْ يُعْطِ رَجُلًا مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَلَمْ تُعْطِ فُلَانًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ مُسْلِمٌ حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلَاثًا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّى لَأَعْطِيَ رَجُلًا وَأَدْعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ لَا أَعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُكْبَرُوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ *

৪৯৯২. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - সা'দ ইবন আবু ওয়াহ্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন লোককে কিছু দান করলেন; আর কোন কোন লোককে দান করলেন না, সা'দ (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি অমুক, অমুককে দান করলেন, কিন্তু অমুককে দান করলেন করলেন না, অথচ সে মুসলমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে কি মুসলিম ? সা'দ (রা) তিনবার তা বললেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবারই প্রশ্ন করলেন : সে কি মুসলমান ? পরে তিনি বললেন : আমি কোন কোন লোককে দান করি, আর কাউকে দান করি না, অথচ আমার নিকট অধিক প্রিয় এই ভয়ে যে, তাকে দোষখে উপভুক্ত করে নিক্ষেপ করা হবে।

৪৯৯৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ أَبِي مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَسَمَ قَسَمًا فَأَعْطَى نَاسًا وَمَنْعَ آخَرِينَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَيْتَ فُلَانًا وَمَنْعْتَ فُلَانًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ لَا تَقُلْ مُؤْمِنٌ وَقُلْ مُسْلِمٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ الْأَعْرَابُ أَمَّا *

৪৯৯৩. আমর ইবন মানসূর (র) - - - - সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু মাল বণ্টন করলেন। তিনি কোন লোককে মাল দান করলেন, আর কাউকেও দান করলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি অমুক অমুককে দান করলেন অমুককে দান করলেন না, অথচ সেও মু'মিন ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মু'মিন বলো না, বরং বলো, মুসলমান। এরপর রাবী ইবন শিহাব (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন।

৪৯৯৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَحِيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ الشَّرِيقِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشَرْبِ *

৪৯৯৪. কুতায়বা (র) - - - - বিশর ইবন সুহায়ম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আইয়ামে তশরীকে এই কথা ঘোষণা করতে বললেন যে, জান্নাতে শুধু মু'মিনই প্রবেশ করবে।

صِفَةُ الْمُؤْمِنِ

মু'মিনের পরিচয়

১৯৯৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَانِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ *

৪৯৯৫. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত ও রসনা হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মু'মিন ঐ ব্যক্তি যার থেকে অন্য লোক নিজের জ্ঞান ও মালকে নিরাপদ মনে করে।

صِفَةُ الْمُسْلِمِ

মুসলিমের পরিচয়

১৯৯৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ *

৪৯৯৬. আমর ইবন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও রসনা হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে, আর মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকে।

১৯৯৭. أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَتَصُورٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَأَسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَآكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ *

৪৯৯৭. হাফস ইবন উমর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আর আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবাহকৃত পশু খায়, সে মুসলমান।

حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ

মানুষের উত্তম ইসলাম

৪৭৭৮. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَرْزَلَهَا وَمُحِبَّتٍ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَرْزَلَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَلَّ عَنْهَا *

৪৭৭৮. আহমদ ইবন মুআল্লা (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে মুসলমান হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তার ঐ সকল নেকী লিখে নেন, যা সে করেছিল আর তার কৃত পাপ মুছে ফেলেন। এরপর তার হিসাব এইভাবে লিখিত হয় যে, তার প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব লেখা হয়। আর প্রত্যেক পাপ শুধু অতটুকুই লেখা হয়, যা সে করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছা করলে ঐ পাপ লেখা হয় না।

أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ

কোন ইসলাম উত্তম ?

৪৭৭৭. أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَمَوِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَرْدَةَ وَهُوَ يُرِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ *

৪৭৭৭. সাঈদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কোন ইসলাম উত্তম ? তিনি বললেন : যার রসনা হতে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ

কোন ইসলাম ভাল ?

৫০০০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ *

৫০০০. কুতায়বা (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো : কোন ইসলাম ভাল ? তিনি বললেন : খাদ্য দান করা, পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম করা।

عَلَى كَم بَنَى الْإِسْلَامُ

ইসলামের বুনয়াদ কয়টি ?

৫০০১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ يَعْنَى ابْنُ عِمْرَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ أَلَا تَعْرِزُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ *

৫০০১. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁকে বললো : আপনি কি যুদ্ধ করেন না ? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : ইসলাম পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, এই কথার সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং হজ্জ করা ।

الْبَيْعَةُ عَلَى الْإِسْلَامِ

ইসলামের উপর বায়আত গ্রহণ করা

৫০০২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي ابْنِ أَبِي الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ تَبَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا قَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسْتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذِّبُهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ *

৫০০২. কুতায়বা (র) - - - উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি আমার নিকট একথার উপর বায়আত করছো যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না । পরে তিনি তিলাওয়াত করলেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভুলে না যায়, আল্লাহর নিকট তার প্রতিদান রয়েছে । আর যদি কেউ তা করে ফেলে, আর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে তা ঢেকে রাখেন, তবে আখিরাতে তা আল্লাহর ইচ্ছা উপর নির্ভরশীল । তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন ।

عَلَى مَا يُقَاتِلُ النَّاسَ

যার উপর লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে

৫০০৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ نَعِيمٍ قَالَ أَتَيْنَا حَبَّانُ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا شَهِدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَسْتَقْبَلُوا قَبِيلَتَنَا وَآكَلُوا ذَبِيحَتَنَا وَصَلُّوا صَلَاتَنَا فَقَدْ حَرَمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَالُ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ *

৫০০৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এই সাক্ষ্য দেয় এবং আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের যবাহকৃত পশু খায়, আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, তখন তাদের জ্ঞান মাল আমাদের উপর হারাম করা হয়েছে, তবে এর হক ব্যতীত। অন্যান্য মুসলমানের যে হক রয়েছে তাদের জন্যও তা রয়েছে। আর তাদের উপর সে শান্তি রয়েছে, ওদের উপরও সেই শান্তি।

ذِكْرُ شُعَبِ الْإِيمَانِ

ইমানের শাখা-প্রশাখার বর্ণনা

৫০০৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ *

৫০০৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : ইমানের শাখা সত্তর হতেও অধিক, লজ্জা-শরমও ইমানের একটি অংশ।

৫০০৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سَفْيَانَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ *

৫০০৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সত্তরের উপরেও ইমানের শাখা রয়েছে। এর সর্বোত্তমটি হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আর এর সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, আর লজ্জাও ইমানের অংশ।

৫০০৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُرَيْثِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ *

৫০০৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : লজ্জা ঈমানের অংশ বিশেষ।

تَفَاضُلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ

ঈমানদারদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ

৫০০৭. ৫. ৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلَى عَمَّارٌ إِيْمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ *

৫০০৭. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) - - - - নবী করীম ﷺ -এর এক সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের অস্থিমজ্জা ঈমানে পরিপূর্ণ।

৫. ৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ *

৫০০৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যখন তোমাদের কেউ কোন অপকর্ম দেখতে পায়, তখন সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে, যদি ততটুকু শক্তি তার না থাকে, তবে সে যেন মুখে তা দূর করতে তৎপর হয়, যদি এই শক্তিও তার না থাকে, তবে সে যেন উক্ত মন্দ কাজকে মনে মনে ঘৃণা করে। আর এ হলো ঈমানের নিম্নতম পর্যায়।

৫. ৯. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَيُغَيِّرُهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَيُغَيِّرُهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِيَ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ *

৫০০৯. আব্দুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ; তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন মন্দ কাজ দেখতে পায় তবে সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে। যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে যেন মুখে এর বিরোধিতা করে, তবে সে নিস্তার বা অব্যাহতি পেতে পারে। যদি সে মুখে এর বিরোধিতা করার ক্ষমতা না রাখে, তবে সে যেন মনে মনে এর বিরুদ্ধাচরণ করে, এতে হয়তো সে নিস্তার পাবে ; আর এ হলো দুর্বলতর ঈমান।

زِيَادَةُ الْإِيمَانِ

ঈমানের বৃদ্ধি পাওয়া

১০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مُجَادَلَةٌ أَحَدِكُمْ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدِّ مُجَادَلَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَيَاثُوتُهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُورِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبِيهِ فَيَخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ أَمْرَتِنَا قَالَ وَيَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزَنْ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزَنْ نِصْفِ دِينَارٍ حَتَّى يَقُولَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزَنْ ذَرَّةً قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِلَى عَظِيمًا *

৫০১০. মুহাম্মদ ইবন রাফে' (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের পার্থিব কোন ঝগড়া এত অধিক হবে না, যা মু'মিন তার দোষখী ভাইদের জন্য আল্লাহর তা'আলার সাথে করবে। তিনি বলেন, তারা বলবে : ইয়া আল্লাহ! আমাদের ভাইগণ আমাদের সাথে সালাত আদায় করতো, আমাদের সাথে রোযা রাখতো এবং আমাদের সাথে হজ্জ করতো, আর আপনি তাদেরকে দোষখে দাখিল করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তোমরা গিয়ে যাকে চিনতে পার তাকে বের করে নাও। তিনি বললেন : তারা এসে তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের চেহারা দেখে। তাদের মধ্যে এমন লোক হবে, যাকে আগুন তার পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত ধরেছে, কাউকে হাঁটু পর্যন্ত, তারা তাদেরকে বের করবে এবং বলবে : হে আমাদের রব ! আপনি যাদেরকে বের করার আদেশ দিয়েছেন, আমরা তাদেরকে বের করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তাদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে। এরপর বলবেন : ঐ সকল লোকদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান রয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত বলবেন : এমন লোকদেরকেও বের কর যাদের অন্তরে জাররা পরিমাণ ঈমান রয়েছে। আবু সাঈদ (রা) বলেন : যার বিশ্বাস না হয়, সে এই আয়াত : **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে পারে।

১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْبَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ ابْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَنَا أَنْفَاتُكُمْ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَى وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدَى وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ قَالَ فَمَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدِّينُ *

৫০১১. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি নিদ্রিত অবস্থায় দেখলাম, কোন কোন লোককে আমার নিকট উপস্থিত করা হচ্ছে এবং তারা সকলেই আমা পরিহিত। কারো জামা বুক পর্যন্ত, আর কারো তা অপেক্ষা নীচে। এরপর আমার নিকট উমর ইবন খাত্তাবকে আনা হলে দেখলাম, তাঁর গায়ের জামা, তিনি মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এর রহস্য কী ? তিনি বললেন : দীন।

৫. ১২. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمِيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَأُ وَنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيْ آيَةٌ قَالَ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ وَالْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَرَفَاتٍ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ *

৫০১২. আবু দাউদ (র) - - - তারিক ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদী এক ব্যক্তি উমর ইবন খাত্তাবের নিকট এসে বললো : হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনাদের কুরআনে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, যদি ঐ আয়াতটি ইয়াহুদীদের উপর নাখিল হতো, তবে আমরা ঐ দিনকে ঈদের দিন হিসাবে ধার্য করতাম। তিনি বললেন : তা কোন আয়াত ? সে বললো : তা হলো الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا উমর (রা) বললেন : যে স্থানে, যে সময় ঐ আয়াত নাখিল হয়েছে, তা আমার জ্ঞানা আছে। ঐ আয়াত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আরাকতে শুক্রবারে নাখিল হয়।

عَلَامَةُ الْإِيمَانِ

ঈমানের চিহ্ন

৫. ১২. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَوْمُنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *

৫০১৩. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউই পূর্ণ মুমিন হবে না, যতক্ষণ না আমি তার সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা এবং সকল লোক হতে তার নিকট অধিক প্রিয় হই।

৫. ১৪. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَتَيْنَا إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ح وَاتَّبَعْنَا عُمَرَ بْنَ

بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *

৫০১৪. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) ও ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পরিবার-পরিজন এবং মাল-সম্পদ এবং সকল লোক হতে অধিক প্রিয় না হই।

৫. ১৫. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمَزٍ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ *

৫০১৫. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ঐ সন্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার সন্তান ও পিতা হতে অধিক প্রিয় হই।

৫. ১৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ح وَأَنبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَشْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ *

৫০১৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না সে স্বীয় ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

৫. ১৭. أَخْبَرَنَا مُوسَى ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ الْمَعْلَمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ *

৫০১৭. মুসা ইবন আব্দুর রহমান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রাণ যার হাতে তাঁর কসম! তোমাদের কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ না করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে থাকে।

৫. ১৮. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرٍّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَعَنَهُ النَّبِيُّ الْأُمِيُّ ﷺ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ *

৫০১৮. যুসুফ ইব্ন সীসা (র) - - - - যির (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) বলেছেন : আমার নিকট উম্মী নবী ﷺ অঙ্গীকার হচ্ছে, যে মু'মিন লোকই তোমাকে ভালবাসবে, আর মুনাফিক ব্যতীত তোমার সাথে কেউ শত্রুতা পোষণ করবে না।

৫. ১৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَرِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُ الْأَنْصَارِ آيَةُ النِّفَاقِ *

৫০১৯. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আনসারের সাথে ভালবাসা ইমানের চিহ্ন আর আনসারের সাথে শত্রুতা নিফাকের চিহ্ন।

عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ মুনাফিকের চিহ্ন

৫. ২. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ *

৫০২০. বিশর ইব্ন খালিদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি অভ্যাস থাকবে, সে মুনাফিক। আর যদি ঐ চারটি অভ্যাসের একটি অভ্যাস থাকে, তবে তার মধ্যে একটি নিফাকের অভ্যাস হলো। যতক্ষণ না তা পরিত্যাগ করে : সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, কোন ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করে না, যখন কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে এবং কারো সাথে ঝগড়া করার সময় গালি দেয়।

৫. ২১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ النِّفَاقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اتَّخَذَ خَانَ *

৫০২১. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি : সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে তা পূর্ণ করে না এবং তার নিকট আশ্রয় রাখা হলে তার স্থিতিশীল করে।

৫. ২২. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زُرَّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَهْدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ *

ব্যাখ্যাত কি আরও আমার উপর ফরয আছে ? তিনি বললেন : না, তবে নফল রোযা । এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললেন, সে বললো : এটা ব্যাখ্যাত আরও কি আমার উপর ফরয আছে ? তিনি বললেন : না, তবে তুমি নফল সাদকা করতে পার । তারপর ঐ ব্যক্তি প্রত্যাবর্তনকালে বলতে লাগলো : আমি এর চাইতে আর কিছু বেশিও করবো না এবং এর চাইতে কমও করবো না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি এই ব্যক্তি সত্য বলে থাকে, তবে সে কৃতকার্য হয়ে গেল ।

الْجِهَاد জিহাদ

৫. ২৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْثَاءٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ فِي وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِي أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بَأَيِّهِمَا كَانَ إِمَّا يَقْتُلُ وَإِمَّا وَفَاةٌ أَوْ أَنْ يَرْدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِثَالٍ مَائِلٍ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ *

৫০২৯. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, আর আল্লাহ বলেন : তাকে আমার উপর ঈমান এবং আমার রাস্তায় জিহাদ করা ব্যাখ্যাত আর কিছুই বের করেনি । আল্লাহ তাআলা তাকে বেহেশতে দাখিল করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন । সে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত হোক অথবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করুক, যেভাবেই মৃত্যু হোক না কেন, অথবা তাকে ঐ ঘরে প্রত্যাবর্তন করান, যে ঘর হতে সে বের হয়েছিল, সওয়াব এবং যুদ্ধলব্ধ মালসহ ।

৫. ২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَضَمَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِي وَإِيمَانٌ بِي وَتَصَدِّيقٌ بِرَسُولِي فَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ ثَالٍ مَائِلٍ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ *

৫০৩০. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হয় । আল্লাহ বলেন : তাকে আমার রাস্তায় জিহাদ, আমার উপর ঈমান এবং আমার রাসূলের উপর বিশ্বাস বের করে অথবা তাকে ঐ ঘরে প্রত্যাবর্তন করানো হয়, যে ঘর হতে সে বের হয়েছিল, সে যে সওয়াব ও গণীমতপ্রাপ্ত হয়, তা সহ ।

أَدَاءُ الْخُمْسِ

খুমুস আদায় করা

৫. ৩১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَادُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ

وَقَدْ عَهِدَ الْفَيْسَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِّيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ
إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمَرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا فَقَالَ أَصْرُكُمْ يَارَبِّعُ
وَأَنهَاجُكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى خُمْسِ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنهَاجُكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ
وَالْمَقِيرِ وَالْمَرْقُتِ *

৫০৩১. কুতায়বা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল
বাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমরা রবীআ গোত্রের লোক। আর আমরা 'মাহে হারাম' ব্যতীত
আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমরা আপনার নিকট
হতে শিখে যেতে পারি এবং আমাদের অন্যান্য লোককে এর প্রতি আহ্বান করতে পারি, তিনি বললেন : আমি
তোমাদেরকে চারটি বস্তুর প্রতি আদেশ করছি এবং চারটি বস্তু হতে নিষেধ করছি। যে চার বস্তুর আদেশ করছি,
তা হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। এরপর তিনি তাদের জন্য এর ব্যাখ্যা দিলেন যে, "আল্লাহ ব্যতীত কোন
ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল" এই সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায়
করা, তোমরা যে গনীমতের মাল পাও, তার পঞ্চমাংশ আমার নিকট আদায় করা। আর আমি তোমাদেরকে
নিষেধ করছি : দুব্বা, (কদুর খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র), হান্তম (মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ), নকীর (কাঠের পাত্র
বিশেষ) এবং মুযাকফাত (তেলাক্ত পাত্র বিশেষ) নামক পাত্র হতে।

شَهَادَةُ الْإِيمَانِ

জানাযায় উপস্থিত হওয়া

৫.২২ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ
الْأَزْرَقِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ
جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَإِحْسَانًا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يُوَضَعَ فِي قَبْرِهِ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ
طَنَانٍ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ *

৫০৩২. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়ার লাভের নিয়তে কোন মুসলমানের জানাযায় গমন করে এবং তার জানাযার
সালাত আদায় করে, এরপর তাকে কবরে রাখা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, সে দুই কীরাত সওয়ার প্রাপ্ত হবে। এক
কীরাত হলো উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায় করেই চলে আসে, সে এক কীরাত পাবে।

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ

৫.২৩ أَخْبَرَنَا هُرَيْرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ

قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ مَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعَا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ *

৫০৩৩. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিল। তিনি বললেন : তাকে ছাড়, লজ্জা সমানের অংশ।

الدِّينُ يُسْرٌ

দীন সহজ

৫০৩৪. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلِبَهُ فَسَدُّوا رِقَابَهُمْ وَأَبْشَرُوا وَيُسْرُوا وَأَسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ شَيْءٌ مِنَ الدَّلْجَةِ *

৫০৩৪. আবু বকর ইবন নাফি' (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দীন পালন অতি সহজ, কিন্তু যে ব্যক্তি একে কঠিন করবে, তা তার উপরই বর্তাবে। অতএব তোমরা সোজা পথে চল, একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাক, সুসংবাদ দাও, সহজ পন্থা অবলম্বন কর, সকাল সন্ধ্যা এবং কিছু রাত পর্যন্ত ইবাদতে থেকে সাহায্য প্রার্থনা কর।

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় দীন

৫০৩৫. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ لَأَتْنَامُ تَذَكُّرُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ *

৫০৩৫. শুআয়ব ইবন যুসুফ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট আসলেন, তখন তাঁর নিকট একজন মহিলা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এই মহিলা কে ? তিনি বললেন : অমুক মহিলা। এই মহিলা সারারাত সালাত আদায় করে, শয়ন করে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরূপ করো না, অতটুকু ইবাদত করবে, যতটুকু তোমার শক্তিতে কুলায়। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা (সওয়াব দিতে) অসমর্থ হন না, তোমরা কাজ করতে করতে অসমর্থ হয়ে পড়। আল্লাহর নিকট ঐ আমল সর্বোত্তম, যা সदा সর্বদা করা হয়।

الْفِرَارُ بِالْدينِ مِنَ الْفِتَنِ

ফিতনা থেকে দীন রক্ষার্থে পলায়ন করা

৫০৩৬. أَخْبَرَنَا هُرُوثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ مُسْلِمٍ غَنِمَ يَتَّبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفْرِيْدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ *

৫০৩৬. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বেশী দিন দূরে নয়, যখন বকরী হবে মানুষের উত্তম মাল, যা সে পাহাড়ের উপর পানির নিকট নিয়ে যায়, আর নিজের দীনকে ফিতনা হতে রক্ষা করবে।

مَثَلُ الْمُنَافِقِ

মুনাফিকের উদাহরণ

৫০৩৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَابِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَغِيرُ فِي هَذِهِ مَرَّةً وَفِي هَذِهِ مَرَّةً لَا تَدْرِي أَيُّهَا تَتَّبِعُ *

৫০৩৭. কুতায়বা (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুনাফিকের উদাহরণ ঐ বকরীর ন্যায়, যে দুই বকরীর পালের মধ্যস্থলে রয়েছে। কখনও এই পালের দিকে আসে, কখনও ঐ পালের দিকে যায়, সে বুঝতে পারে না, সে কোন দলের সাথে থাকবে।

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ مُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ

কুরআন তিলাওয়াতকারী মু'মিন ও মুনাফিক

৫০৩৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرَجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الثَّمَرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحٌ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحٌ لَهَا *

৫০৩৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ যেন কমলালেবু, এর স্বাদ ও ঘ্রাণ উত্তম, আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না, তার উদাহরণ যেন খুরমা, এবং স্বাদ উত্তম, কিন্তু এর কোন ঘ্রাণ নেই। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে, সে যেন রায়হানা ফুল, এর ঘ্রাণ তো উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে যেন হানযালা নামক ফল, এর স্বাদও তিক্ত, ঘ্রাণ নেই।

عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ

মু'মিনের চিহ্ন

৫.৩৭. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ *

৫০৩৯. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

৫.৪. قَالَ الْقَاضِيُ يَعْنِي ابْنَ الْكَسَّارِ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الَّذِي يَرَوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَقَطَ الْوَأْوُ مِنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الرَّبَالِيُّ الْمَشْهُورُ بِالرَّوَايَةِ عَنِ الْبَصْرِيِّينَ وَهُوَ ثِقَةٌ ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي حَدِيثٍ مِنْصُورٍ بِنِ سَعْدٍ فِي بَابِ صِفَةِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ رَوَى حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَرْفُوعُ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ وَأَسْتَقْبِلُوا قِبَلَتَنَا وَآكَلُوا ذَبِيحَتَنَا وَصَلُّوا صَلَاتَنَا عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى ابْنَ أَيُّوبَ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ فِي هَذَا الْجُزْءِ فِي بَابِ مَا يُقَاتِلُ النَّاسَ *

৫০৪০. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الزَّيْنَةِ

অধ্যায় : সাজসজ্জা

مِنَ السُّنَنِ الْفِطْرَةِ

স্বাভাবিক (ফিত্রাতী) সুন্নতসমূহ

৫০৪১. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَأَعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسُّوَاكُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَتَنْفُ الْأَيْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَاتِّقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَةُ *

৫০৪১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দশটি কাজ স্বভাবগত নিয়মাধীন : মোচ কাটা, নখ কাটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোত করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসৃওয়াক করা, নাকে পানি দেওয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নীচের পশম কামানো, পেশাবের পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা এবং শৌচ কর্ম করা। মুসআব ইবন শায়বা (রা) বলেন : আমি দশম কথাটি ভুলে গেছি, সম্ভবত তা হলো কুল্লি করা।

৫০৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ طَلْقًا يَذْكُرُ عَشْرَةً مِنَ الْفِطْرَةِ السُّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَأَنَا شَكَّكْتُ فِي الْمَضْمَضَةِ *

৫০৪২. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - তাল্ক (র) থেকে বর্ণিত, দশটি কাজ জনগত নিয়মাধীন : মিসৃওয়াক করা, মোচ কাটা, নখ কাটা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোত করা, নাভির নীচের চুল কাটা, নাকে পানি দেওয়া, রাবী বলেন, আমার সন্দেহ হয় যে, তিনি কুল্লি করার কথাও বলে থাকবেন।

৫০৪৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ عَشْرَةٌ مِنَ السُّنَّةِ السُّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَتَوْفِيرُ اللَّحْيَةِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ

وَتَنَفُّ الْأَبْطِ وَالْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَغَسْلُ الدُّبْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ
التَّمِيمِيِّ وَجَعْفَرِ بْنِ أَيَّاسٍ أَشْبَهُهُ بِالصَّوْرَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَمُصْعَبٍ مُنْكَرُ
الْحَدِيثِ *

৫০৪৩. কুতায়বা (র) - - - - তাল্ক ইব্ন হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : দশটি কাজ সুন্নত :
মিসওয়াক করা, মোচ কাটা, কুন্ডি করা, নাকে পানি দেওয়া, দাড়ি লম্বা করা, নখ কাটা, বগলের চুল উপড়ে
ফেলা, খাৎনা করা, নাভির নীচের চুল কামানো, মলদ্বার ধোত করা।

৫.৪৪. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ
الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ
وَتَنَفُّ الضَّمَامِ وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ وَقَفَهُ مَالِكٌ *

৫০৪৪. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
বলেছেন : পাঁচটি কাজ ফিতরাতে অস্তর্গত : খাৎনা করা, নাভির নীচের চুল কাটা, বগলের নীচের চুল উপড়ে
ফেলা, নখ কাটা, মোচ কাটা।

৫.৪৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ
الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَنَفُّ الْأَبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ *

৫০৪৫. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : পাঁচটি কাজ ফিতরাতে অস্তর্ভুক্ত:
নখ কাটা, মোচ কাটা, বগলের চুল উঠিয়ে ফেলা, নাভির নীচের চুল কামানো, খাৎনা করা।

إِحْفَاءُ الشَّارِبِ

মোচ কাটা

৫.৪৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ بَنِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى *

৫০৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা
মোচ কেটে ফেলবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

৫.৪৭. أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عُلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَعْفُوا اللَّحَى
وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ *

৫০৪৭. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :
তোমরা মোচ ছোট করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

৫০৪৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ صَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَةً فَلَيْسَ مِنَّا *

৫০৪৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মোচ কাটে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

الرُّخْصَةُ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

মাথা মুড়ানোর অনুমতি

৫০৪৯. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى صَبِيًّا خَلَقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَ فَتَنَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ أَحْلَقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرْكُوهُ كُلَّهُ *

৫০৪৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি ছেলেকে দেখলেন যে তার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডিত আর কিছু অংশ অমুণ্ডিত। তিনি এইরূপ করতে নিষেধ করে বললেন : তোমরা হাত্তো পূর্ণ মাথা মুড়াবে অথবা পূর্ণ মাথায় চুল রাখবে।

النَّهْيُ عَنْ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

নারীর মাথার চুল মুণ্ডন করা নিষেধ

৫০৫০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرْشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَلَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا *

৫০৫০. মুহাম্মদ ইবন মুসা হারাসী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنِ الْقَزَعِ

মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রেখে দেয়া

৫০৫১. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَهَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقَزَعِ *

৫০৫১. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তাআলা আমাকে মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে নিষেধ করেছেন।

৫০৫১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
ثَاقِبٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ قَالَ أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ أَوْلَى بِالصَّرَافِ *

৫০৫২. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে নিষেধ করেছেন।

الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ চুল কাটা

৫০৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخُو قَيْسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهَشَامُ قَالَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
وَلِيَّ شَعْرٍ فَقَالَ ذَبَابٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي لَمْ أَعْنِكَ
وَهَذَا أَحْسَنُ *

৫০৫৩. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) বলেন, আমি আমার মাথা ভরা চুল নিয়ে
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন : এতো অশুভ লক্ষণ! আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে
বলছেন। আমি চুল কেটে আবার তাঁর নিকট গেলে তিনি বললেন : আমি তো তোমাকে চুল কেটে ফেলতে
বলিনি তবে চুল কেটে ছেঁটে রাখা উত্তম।

৫০৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعُثْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ
قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ شَعْرًا رَجُلًا لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبْطِ
بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقَيْهِ *

৫০৫৪. মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মাদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল
ছিল মধ্যম রকমের, অত্যধিক সোজাও ছিল না, আর অধিক ফোঁকড়াও ছিল না।

৫০৫৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْحُمَيْرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ
نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ *

৫০৫৫. কুতায়বা (র) - - - - হুমায়দ ইবন আব্দুর রহমান হিমইয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন
এক ব্যক্তির সাথে, আমার সাক্ষাৎ হলো, যিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর মত চার বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংসর্গ
লাভ করেছিলেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে রোজ চিরকনী করতে নিষেধ করেন।

الْتَرَجُلُ غِيَا

একদিন পরপর চিরুণী করা

৫০৫৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُلِ إِلَّا غِيَا *

৫০৫৬. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন পর একদিন ব্যতীত চিরুণী করতে নিষেধ করেছেন।

৫০৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّرَجُلِ إِلَّا غِيَا *

৫০৫৭. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন পর একদিন ব্যতীত চিরুণী করতে নিষেধ করেছেন।

৫০৫৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَشْرُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ فَلَا التَّرَجُلَ إِلَّا غِيَا *

৫০৫৮. কুতায়বা (র) - - - - হাসান এবং মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন : এক দিন পর এক দিন চিরুণী করতে হবে।

৫০৫৯. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخُرَيْثِ عَنْ كَثْمَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَامِلًا بِمِصْرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَإِذَا هُوَ شَعْبُ الرَّأْسِ مُشْفَعَانُ قَالَ مَالِي أَرَأَيْكَ مُشْفَعَانَا وَأَنْتَ أَمِيرٌ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاءِ قُلْنَا وَمَا الْإِرْفَاءُ قَالَ التَّرَجُلُ كُلُّ يَوْمٍ *

৫০৫৯. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর এক সাহাবী মিসরের শাসক ছিলেন। তাঁর এক সঙ্গী তাঁর নিকট এসে দেখলো যে, তাঁর চুল এলোমেলা রয়েছে। তিনি বললেন : আপনার চুল এলোমেলা কেন? অথচ আপনি একজন শাসক। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে 'ইরফা' করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'ইরফা' কী? তিনি বললেন : প্রতিদিন চিরুণী করা।^১

১. আরবী শিরোনামে - "الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ" রয়েছে যার অর্থ মোচ কাটা কিন্তু কিতাবের অন্য সংস্করণে "الْأَخْذُ مِنَ الشَّعْرِ" "চুল কাটা" রয়েছে শিরোনামের অধীনে পরিবেশিত হাদীসসমূহ চুল কাটার কথারই উল্লেখ রয়েছে; মোচ কাটার কথা নয়, তাই শিরোনামের অনুবাদ করা হয়েছে "চুল কাটা"।

التَّيَّامُنُ فِي التَّرَجُّلِ

ডান দিক হতে চিরুণী করা

৫.৬০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَادِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَّامُنَ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَيَنْطِئُ بِيَمِينِهِ وَيُحِبُّ التَّيَّامُنَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ *

৫০৬০. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - আযোশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ডান দিক হতে আরম্ভ করাকে পছন্দ করতেন। তিনি ডান হাতে গ্রহণ করতেন, ডান হাতে দান করতেন, প্রত্যেক অবস্থায় তিনি ডান দিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

اتِّخَاذُ الشُّغْرِ

মাথায় লম্বা চুল রাখা

৫.৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَاوِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَمَّتْهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ *

৫০৬১. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - বারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে অধিক সুন্দর এবং সুপুরুষ আর কাউকে দেখিনি, বিশেষত যখন তিনি লাল কাপড় পরিধান করতেন, আর তাঁর মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়তো।

৫.৬২. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أذُنَيْهِ *

৫০৬২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাথার চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত পড়তো।

৫.৬৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَرَأَيْتُ لَهُ لِمَةً تَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ *

৫০৬৩. আব্দুল হামিদ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - বারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি কোন লোককে এমন সুন্দর ও সুপুরুষ দেখিনি, যে রূপ দেখেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর চুল কাঁধের নিকটবর্তী থাকতো।

الدُّوَابَّةُ

চুলের গুচ্ছ

৫০৬৪. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ تَأْمُرُونِي أَقْرَأُ لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضَعُهَا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَإِنْ زَيْدٌ لَصَاحِبُ ذَوَابَّتَيْنِ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَّانِ *

৫০৬৪. হাসান ইবন ইসমাইল (র) - - - - ছাযরাহ ইবন যারিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন : তোমরা আমাকে কার মত করে কুরআন পড়তে বল, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সত্তর -এরও অধিক সূরা পাঠ করেছি। আর যায়দ (রা)-এর মাথায় দু'টি চুলের গুচ্ছ ছিল আর তিনি ছেলেদের সাথে খেলা করতেন।

৫০৬৫. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُونِي أَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ مَا قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضَعُهَا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَإِنْ زَيْدًا مَعَ الْغُلَّامِ لَهُ ذَوَابَّتَانِ *

৫০৬৫. ইব্রাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - - আবু ওয়ায়িল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন মাসউদ (রা) আমাদেরকে খুৎবা দিলেন, তিনি বললেন : তোমরা কি আমাকে যায়দ ইবন ছাবিত (রা)-এর মত কুরআন পড়তে বল? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে শুনে সত্তরেরও অধিক সূরা পাঠ করেছি, অথচ যায়দ (রা) তখন ছেলেদের সাথে চলাফেরা করতো এবং তার মাথায় ছিল দু'টি চুলের গুচ্ছ।

৫০৬৬. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الْأَعْرَبِيِّ حُصَيْنُ بْنُ النَّهْشَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي زَيْدُ بْنُ الْحَصِينِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذْنُ مِئِي قَدْ نَأْمَنُ مِنْهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذَوَابَّتَيْهِ ثُمَّ أَجْرَى يَدَهُ وَسَمَّتْ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ *

৫০৬৬. ইব্রাহীম ইবন মুস্তামির উরুকী (র) - - - - হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মদীনায় আগমন করলেন, তখন তিনি বললেন : তুমি আমার নিকটবর্তী হও। তিনি তার নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর মাথার চুল গুচ্ছ হাত রেখে হাত বুলাতে বুলাতে আল্লাহর নাম নিয়ে দু'আ করলেন।

تَطْوِيلُ الْجُمَّةِ

চুল লম্বা করা

৫.৬৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلِيَّ جُمُعَةٍ قَالَ ذُبَابٌ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَغْنِيَنِي فَأَنْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي فَقَالَ أَنَّى لَمْ أَغْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ *

৫০৬৭. আহমদ ইবন হারব (র) --- ওয়ায়িল ইবন হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন আমার মাথায় ছিল লম্বা চুল। তিনি বললেন : কুলক্ষণ। আমি মনে করলাম, তিনি আমাকে বলছেন। আমি গিয়ে চুল ছোট করছিলাম। তিনি বললেন : আমি তো তোমাকে বলিনি, যা হোক, তুমি ভালই করেছ।

عَقْدُ الْحَيَةِ

দাড়িতে গিট লাগানো

৫.৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقَتَبَانِيِّ أَنَّ شَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَارُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ يَغْدِي فَاخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرَى مِنْهُ *

৫০৬৮. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) --- রুমায়ফে ইবন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে রুমায়ফে, হয়তো তুমি আমার পর দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে, তুমি লোকদেরকে বলে দিবে : যে ব্যক্তি দাড়িতে গিট দিবে, বা ঘোড়ার গলায় কালাদা লাগাবে বা পতর গোবর বা হাঁড় দ্বারা ইস্তিজা করবে, মুহাম্মদ ﷺ তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না।

النَّهْيُ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

সাদা চুল উঠানো নিষেধ

৫.৬৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةٍ عَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ *

৫০৬৯. কুতায়বা (র) --- আমর ইবন শু'আয়ব (রা) তাঁর পিতার মাধ্যমে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদা চুল উঠাতে নিষেধ করেছেন।

الْأَذْنُ بِالْخِصَابِ

খিযাব লাগানোর অনুমতি

৫.৭০. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ

ابْنُ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبِغُ نَخَالِفُوهُمْ *

৫০৭০. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'আদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধীতা করবে।

৫.৭১. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ *

৫০৭১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫.৭২. أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَتَيْنَا الْفَضْلَ بْنَ مُوسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبِغُ فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ فَاصْبِغُوا *

৫০৭২. হুমায়দ ইবন হুরায়হ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, তোমরা তাদের বিরোধীতা করবে।

৫.৭৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا تَصْبِغُ فَخَالِفُوهُمْ *

৫০৭৩. আলী ইবন খাশরাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী ও নাসারা খিযাব লাগায় না, তোমরা তাদের বিরোধীতায় খিযাব লাগাবে।

৫.৭৪. أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ الشَّيْبِ وَلَا تَشْبِهُوْا بِالْيَهُودِ *

৫০৭৪. উছমান ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বার্বক্যকে পরিবর্তন কর, আর ইয়াহুদের অনুকরণ করো না।

৫.৭৫. أَخْبَرَنَا حَمِيدُ بْنُ مَخْلَدٍ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ

بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَكِلَاهُمَا غَيْرٌ مَحْفُوظٌ *

৫০৭৫. হুমায়দ ইবন মাখলাদ (র) - - - - - যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা বার্বাক্যকে পরিবর্তন কর, এবং ইয়াহুদের অনুকরণ করো না।

الْثَّهْيُ عَنِ الْخِصَابِ بِالسُّوَادِ

কালো খিযাব লাগানো নিষেধ

৫০৭৬. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السُّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ *

৫০৭৬. আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ হালাবী (র) - - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ যমানে এমন কতক লোক হবে, যারা কালো খিযাব লাগাবে কবুতরের বকের মত, তারা বেহেশতের গন্ধও পাবে না।

৫০৭৭. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى يَابِيَّ قَحَافَةَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُوا هَذَا بَشْيٌ وَأَجْتَنِبُوا السُّوَادَ *

৫০৭৭. যুনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফাকে আনা হলে তাঁর মাথা সাদা ঘাসের ফুল এবং সাদাবর্ণের ফলের মত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই রংকে অন্য রং দ্বারা পরিবর্তিত করে দাও, কিন্তু কালো রং হতে পরহেয করবে।

الْخِصَابُ بِالْحِنَاءِ وَالْكُثْمِ

মেহেদী ও কাতম দ্বারা খিযাব লাগানো

৫০৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ أَبِي عَنْ غِبْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الشَّيْبِيِّ ﷺ قَالَ أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمَطَ الْحِنَاءُ وَالْكُثْمُ *

৫০৭৮. মুহাম্মদ ইবন মুসলিম (র) - - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্বাক্যকে পরিবর্তন করে থাক, এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম।^১

৫.৭৭. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَجَلِجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتَمُ *

৫০৭৯. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে থাক এর মধ্যে মেহেদী এবং কাতম হলো সর্বাধিক সুন্দর।

৫.৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْأَجَلِجِ فَلَقِيتُ الْأَجَلِجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتَمُ *

৫০৮০. মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি : তোমরা যা দিয়ে বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে থাক, এর মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম।

৫.৮১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْثُرُ عَنْ الْأَجَلِجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتَمُ خَالِفَةُ الْجُرَيْرِي وَكُھْمَسُ *

৫০৮১. কুতায়বা (র) - - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যত কিছু দ্বারা বার্ধক্য পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে উত্তম হলো মেহেদী এবং কাতম।

৫.৮২. أَخْبَرَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتَمُ *

৫০৮২. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যে সকল বস্তু দ্বারা বার্ধক্য পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতম হলো সর্বোত্তম।

৫.৮৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ كُھْمَسًا يَحْدُثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَ مَاغَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكُتَمُ *

৫০৮৩. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আলা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন বুয়ায়দা থেকে বর্ণিত, তাঁর নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যা দ্বারা তোমরা বার্বকোর চিহ্ন পরিবর্তন করে থাক, তন্মধ্যে মেহেদী এবং কাতম উত্তম।

৫.৮৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رَمَثَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا وَابِي النَّبِيِّ ﷺ وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَاءِ *

৫০৮৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা নবী ﷺ-এর নিকট এমন সময় আসলাম, যখন তিনি তাঁর দাড়িতে মেহেদী লাগচ্ছিলেন।

৫.৮৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رَمَثَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا وَابِي النَّبِيِّ ﷺ وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ *

৫০৮৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু রিমছা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে তাঁর দাড়ি হলুদ রং-এ রঞ্জিত দেখলাম।

الْخِضَابُ بِالصُّفْرَةِ

হলুদ রং এর খিযাব

৫.৮৬. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَمْرٍو يُصْفِرُ لِحْيَتَهُ بِالْخُلُقُوقِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ تُصْفِرُ لِحْيَتَكَ بِالْخُلُقُوقِ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصْفِرُ بِهَا لِحْيَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنَ الصَّبْغِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَلَقَدْ كَانَ يَصْبِغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوَّلَى بِالصُّوَابِ مِنْ حَدِيثِ قَتَيْبَةَ *

৫০৮৬. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - যায়দ ইবন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবন উমর (রা)-কে দেখলাম তিনি তাঁর দাড়ি খালুক^১ নামক সুগন্ধি যুক্ত দ্বারা রঞ্জিত করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : হে আবু আব্দুর রহমান ! আপনি আপনার দাড়ি খালুক দ্বারা রঞ্জিত করছেন ? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দ্বারা তাঁর দাড়ি রঞ্জিত করতে দেখেছি। তাঁর নিকট এর চাইতে অধিক কোন রং পছন্দনীয় ছিল না। তিনি এর দ্বারা তাঁর সকল কাপড় রং করতেন, এমনকি তাঁর পাগড়ীও।

৫.৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صَدْعِهِ *

৫০৮৭. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) হতে বর্ণিত, কাতাদা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

১. যাকদান ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত একটি খোশবু দ্রব্য, এতে লাল ও হলুদ বর্ণের প্রাধান্য থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কি খিযাব লাগিয়েছিলেন ? তিনি বললেন : না, তাঁর খিযাব-এর প্রয়োজনই হয়নি। তাঁর তো চুলের শুভ্রতা কিছু ছিল কানের নিকট।

৫০৮৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ بِخَضِيبٍ إِنَّمَا كَانَ الشَّنَطُ عِنْدَ الْعِنْفَةِ يَسِيرًا وَفِي الصَّدْعَيْنِ يَسِيرًا وَفِي الرَّأْسِ يَسِيرًا *

৫০৮৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ খিযাব লাগাতেন না। তাঁর চুলের শুভ্রতা কিছু ছিল কানের নিকট আর মাথায় ছিল অল্প।

৫০৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنِ يُحَدِّثُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِصَالٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخُلُقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرُّ الْأَزَارِ وَالتَّخْتُمَ بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكَعَابِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزَّيْنَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ وَتَغْلِيْقَ التَّمَامِيمِ وَعَزْلَ الْحَاءِ بِغَيْرِ مَحَلٍّ وَافْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُجَرِّمِهِ *

৫০৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ দশটি কাজ অপছন্দ করতেন : ১. খালুক ব্যবহার করা ২. বার্বক্য পরিবর্তন করা ৩. লুঙ্গি টেনে হেঁচড়ে চলা, ৪. সোনার আংটি পরিধান করা ৫. দাবা খেলা ৬. বেগানা পুরুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা ৭. মুআওয়াযাত^১ ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ঝাড় ফুঁক করা ৮. তাবিজ বুলানো ৯. অপাত্রে বীর্ষপাত করা এবং ১০. স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

الْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ

নারীদের জন্য খিযাব

৫০৯০. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَصَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَكْتُابُ فَقَبِضَ يَدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ يَكْتُابُ فَلَمْ تَأْخُذْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرِ أَيْدِ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ بِالْحَبَاءِ *

৫০৯০. আমর ইব্ন মনসূর (র) - - - - আয়েশা (রা) বর্ণিত, এক নারী কোন লিখিত কাগজ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে হাত প্রসারিত করলে, তিনি তাঁর হাত সংবুচিত করলেন। ঐ নারী বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আপনার দিকে লিখিত কাগজ বাড়িয়ে দিলাম আর আপনি তা গ্রহণ করলেন না ! তিনি

বললেন : এটা কি পুরুষের হাত, না নারীর হাত, তা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন : যদি তুমি নারী হতে তা হলে তোমার হাতের নখসমূহ মেহেদীর দ্বারা রং করতে।

كَرَاهِيَةُ رِيحِ الْحِنَاءِ

মেহেদীর গন্ধ অপছন্দ

৫.৯১. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ سَمِعْتُ كَرِيمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخَضَابِ بِالْحِنَاءِ قَالَتْ لَا يَأْسُرُ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا لِأَنَّ حَبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ *

৫০৯১. ইব্রাহীম ইবন ইয়াকুব (র) - - - আয়েশা (রা)-এর নিকট এক নারী মেহেদী রং সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি তা অপছন্দ করি। কেননা, আমার মাহবুব ﷺ এর গন্ধ অপছন্দ করতেন।

النَّثْفُ

পাশচুল উৎপাটন করা

৫.৯২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو الْأَسْوَدِ التَّمُرِيُّ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ قُضَالَةَ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقَتَبَانِيِّ عَنْ الْحَصِينِ التَّهَيْمِيِّ عَنْ شَقْفَى وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ شَفَى إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبُ لِي يُسَمَّى أَبَاعَامِرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُعَافِرِ لِنُصَلِّيَ بِأَيُّلِيَاءَ وَكَانَ قَاصِئُهُمْ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَنْحَافَةَ مِنَ الصُّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحَصِينِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَذْرَكْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَلْ أَذْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَنْحَافَةَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَشْرِ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّثْفِ وَعَنْ مُكَامِعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامِعَةَ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا أَمْثَالَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ التَّهَيْمِيِّ وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَلِبُؤُسِ الْخَوَاتِيمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ *

৫০৯২. আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - আবুল হুসায়ন ইবন হায়দাম ইবন ওআয়ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইয়ামানের মাতাফির নামক স্থানের বাসিন্দা আবু আমির নামক আমার এক বন্ধু বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হলাম। সেইখানে উপদেশ দাতা বা বক্তা ছিলেন সাহাবী

আবু রায়হানা আযদ গোত্রের এক ব্যক্তি। আবু হুসায়ন বলেন, আমার সফরসঙ্গী আমার আগে মসজিদে গমন করলেন, আমি পরে গিয়ে তাঁকে পেলাম এবং তাঁর পাশেই বসলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি আবু রায়হানার কিসসা শুনতে পেয়েছে? আমি বললাম : না। তিনি বললেন : আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন : ওয়াশর^১, ওয়াশম^২, নাতক^৩ চাদর বা আবরণ ব্যতীত এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির সাথে একই বিছানায় শয়ন করা, অনুরূপ কোন মহিলার অন্য মহিলার সঙ্গে চাদর বা আবরণ ব্যতীত শয়ন করা, অনাববদের মত কোন ব্যক্তির পোষাকের রেশমী কাপড় ব্যবহার করা অথবা কাঁধে রেশম ব্যবহার করা, দৌড়ে বাজী ধরা, চিত্তা বাঘের চামড়া ব্যবহার করা, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো আংটি ব্যবহার করা।

وَمَلَّ الشُّعْرَ بِالْخَرْقِ

চুলে জোড়া লাগানো

৫.৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ *

৫০৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চুলে জোড়া লাগাতে নিষেধ করেছেন।

৫.৭৪. أَخْبَرَنَا نُسَيْدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ رَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرُمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ كُتَيْبِ النِّسَاءِ شَفَرٍ فَقَالَ مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَمْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ *

৫০৯৪. নাদ ইব্ন আমর (র) - - - - সাঈদ আলমাকবুরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ানকে মিন্বরের উপর দেখেছি, তখন তাঁর হাতে নারীদের চুলের এক গুচ্ছ ছিল। তিনি বললেন : মুসলমান নারীদের উপর আফসোস ! তারা এমন কাজ করে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে নারী নিজের মাথায় চুল বাড়ায়, যা তার মাথার নয়, সে মিথ্যাকে বৃদ্ধি করে।

الرَّاصِلَةُ

চুলে জোড়া দানকারিণী

৫.৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

১. বুকা মহিলারা যুবতী সাজবার জন্য দাঁতকে চোঁচে পাতলা ও মসৃণ করা। একে ওয়াশর বলা হয়।
২. সূঁচ দিয়ে শরীরে দাগ বা চিহ্ন করে একে কাল বা সবুজ বর্ণ দ্বারা চিত্রিত করাকে ওয়াশম বলা হয়।
৩. নাতক- দাড়ি, মাথা হাতে সাদা চুল উঠিয়ে ফেলা অথবা বিপদের সময় শরীরের যে কোন অংশের চুল উঠিয়ে ফেলা।

هَيْشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَمْرَاتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫০৯৫. মুহাম্মদ ইবন ইসমাদিন (র) - - - আসমা বিনত আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চুলে জোড়া লাগাতে এবং জোড়া দানকারিণী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

الْمُسْتَوْصِلَةَ

যে চুলে জোড়া দেওয়ায়

৫.৯৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْسِمَةَ وَالْمُؤْتَشِمَةَ أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هَيْشَامٍ *

৫০৯৬. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চুলে জোড়া দানকারিণী এবং যার চুলে জোড়া দান করা হয় এবং শরীরে দাগ দানকারিণী এবং যার শরীরে দাগ দেয়া হয়, সকলের উপর অভিসম্পাত করেছেন।

৫.৯৭. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هَيْشَامٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ بَلَّغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْسِمَةَ وَالْمُؤْتَشِمَةَ *

৫০৯৭. আব্বাস ইবন আব্দুল আজিম (র) - - - নাজে' (র) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ চুলে জোড়া দানকারিণী এবং যার জন্য জোড়া দেওয়া হয় এবং শরীরে দাগ দানকারী এবং যার শরীরে দাগ দেওয়া হয়, সকলের প্রতি লানত করেছেন।

৫.৯৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫০৯৮. মুহাম্মদ ইবন ওহাব (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা চুলে জোড়া দানকারিণী এবং যার চুলে জোড়া দেওয়া হয় সকলকে লানত করেছেন।

৫.৯৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْعُرْنِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ أَمْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ إِنِّي أَمْرَأَةٌ زَعْرَاءُ أَيُصْلَحُ أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِي فَقَالَ لَأَقَالَتْ أَشْيَاءُ سَمِعْتُهُ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسَأَقِ الْحَدِيثَ *

৫০৯৯. আমরা ইবন মানসূর (র) - - - - মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। এক নারী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : আমার মাথায় চুল খুব স্বল্প। আমি কি আমার মাথার চুলে জোড়া দিতে পারি ? তিনি বললেন : না। ঐ নারী বললো : আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছেন ? না এটা আব্দুল্লাহর কিতাবে রয়েছে? আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটও শুনেছি এবং আব্দুল্লাহর কিতাবেও আমি এরপ পেয়েছি।

الْمُتَنَمِّصَاتُ

দাঁতে ফাঁক করা

৫১০০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِئَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمَغْيِرَاتِ *

৫১০০. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতে দাগ দানকারী এবং যে দাগায়, চুল উপড়ায় এমন নারীকে এবং দাঁতে ফাঁক করে এমন নারী, যে আব্দুল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাকে লানত করেছেন।

৫১.১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعَشَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَفَلِّجَاتِ وَسَأَقِ الْحَدِيثَ *

৫১০১. আহমদ ইবন হারব (র) - - - - ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন : দাঁতে ফাঁককারীকে লানত করেছেন। হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

৫১.২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ صُمُعَةَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوَاشِئَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالنَّامِصَةِ *

৫১০২. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শরীয়ে দাগ লাগাতে এবং দাগ দেওয়া চুলে নিজে জোড়া লাগাতে বা কারো দ্বারা লাগাতে এবং চুল নিজে উপড়াতে বা কারো দ্বারা উপড়াতে নিষেধ করেছেন।

الْمُوتَشِمَاتُ وَذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَةَ وَالشُّعْبِيُّ فِي هَذَا

যে চুলে জোড়া লাগায়

৫১.৩. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَرْثَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَكَلَ الرَّبَا وَمَوْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ وَالْأَوَى الصَّدَقَةُ وَالْمُرْتَدُ أَغْرَابِيًّا بَعْدَ الْهَجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫১০৩. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুদখোর, সুদ দাতা, সুদের লেখক যে তা জানে এবং চূলে যে জোড়া লাগায়, যার জন্য জোড়া লাগানো হয়, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, সাদকা দিতে অস্বীকারকারী, যে হিজরতের পর মুর্তাদ হয়ে মরুতে বসবাস করে, এরা সকলেই কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ -এর মুখে অভিশাপপ্রাপ্ত।

৫১.৪. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَبْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَرِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ أَكَلَ الرَّبَا وَمَوْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْجِ أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ *

৫১০৪. যিয়াদ ইবন আয়্যুব (র) - - - আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদখোর, সুদ দাতা, এর লেখক সাদকা দানে অস্বীকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি মৃত ব্যক্তির উপর উচ্চ শব্দে ক্রন্দন করতে নিষেধ করেছেন।

৫১.৫. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَرِثِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرَّبَا وَمَوْكِلُهُ وَشَاهِدُهُ وَكَاتِبُهُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشِمَةُ قَالَ الْإِمَامُ دَاؤُ قَالَ نَعَمْ وَالْحَالُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْجِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ *

৫১০৫. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - হারিছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ লা'নত করেছেন সুদখোর, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের লেখক এবং যে শরীরে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয়, রোগের জন্য ব্যতীত ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আর যে অন্যের জন্য তার স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, যার জন্য এটা করা হয়, এবং সাদকা দানে অস্বীকারকারীর উপর লা'নত করেছেন, আর তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু তিনি লা'নত করেন নি।

৫১.৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ الرَّبَا وَمَوْكِلُهُ وَشَاهِدُهُ وَكَاتِبُهُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشِمَةُ وَنَهَى عَنِ النَّوْجِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ صَاحِبُ *

৫১০৬. কুতায়বা (র) - - - শা'বী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদখোর, সুদ দাতা, এর সাক্ষী, এর লিখক

এবং যে শরীরে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয় সকলের উপর লানত করেছেন। আর তিনি মৃতের উপর বিলাপ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু লানত করেন নি।

৫১.৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُنَاةٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى عُمَرُ بِأَمْرَةٍ تَشِيمُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُهُ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَشِيمَنَّ وَلَا تَسْتَوْشِعَنَّ *

৫১০৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, উমর (রা)-এর নিকট এক মহিলাকে আনা হলো, যে শরীরে দাগ লাগাতো। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি : তোমরা কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছ ? তখন আবু হুরায়রা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি শুনেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কি শুনেছ ? আমি বললাম : তিনি বলেছেন : তোমরা নিজেরাও এরূপ দাগ লাগাবে না এবং অন্যের দ্বারাও দাগ দেয়াবে না।

الْمُتَفَلِّجَاتِ

দাঁতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী

৫১.৮. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْغُرَيَّانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ الْآتَى يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১০৮. আবু আলী মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লানত করতে- যে সকল মহিলা চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং যারা শরীরে দাগ লাগায়, যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয় তাদের উপর করেছেন।

৫১.৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْغُرَيَّانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ الْآتَى يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১০৯. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লানত করতে শুনেছি, ঐ সকল মহিলার উপর যারা চুল উপড়ে ফেলে, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং শরীরে দাগ লাগায়, তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে।

৫১১. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَتَيْنَا الْحُسَيْنَ بْنَ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمِيرٍ عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَعْنُ اللَّهِ الْمُتَشَمَّاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللَّائِي يَغَيِّرْنَ خُلُقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫১১০. ইব্রাহীম ইবন ইয়া'কুব (র) - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ্ লা'নত করেন ঐ সকল মহিলার উপর যারা চুল উপড়ে ফেলে, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে এবং শরীরে দাগ লাগায়, এভাবে যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।

تَحْرِيمُ الْوَشْرِ

দাঁত ঘষে চিকন করা অবৈধ হওয়া

৫১১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقُتَيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَمِيرِيِّ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رِيحَانَةَ يَتَقَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رِيحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّثْفَ *

৫১১১. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - আবুল হুসায়ন হিমইয়ারী (র) থেকে বর্ণিত যে, তার এক সাথী আবু রায়হানার সাথে থাকতেন, তার নিকট হতে ভাল কথা শিক্ষা করার জন্য। আবুল হুসায়ন (র) একদিন বলেনঃ আমার সাথী একদিন আমার নিকট উপস্থিত হয়ে বললোঃ সে আবু রায়হানাকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁত ঘষে চিকন করা, শরীরে দাগ লাগানো এবং চুল উপড়ে ফেলাকে হারাম করেছেন।

৫১১২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ أَبِي رِيحَانَةَ قَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ *

৫১১২. আহমদ ইবন আমর (র) - - - আবু রায়হানা (র) থেকে বর্ণিত যে, আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁত চিকন করা এবং শরীরে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

৫১১৩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحَمِيرِيِّ عَنْ أَبِي رِيحَانَةَ قَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ *

৫১১৩. কুতায়বা (র) - - - আবু রায়হানা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁত চিকন করা এবং শরীরে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

الْكُحْلُ

সুরমা লাগানো

৫১১৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَمَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْأَيْمَدُ إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ لَيْتَ الْحَدِيثَ *

৫১১৪. কুতায়বা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের উত্তম সুরমা হলো ইছমিদ নামক সুরমা। কেননা তা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে এবং চুল উৎপন্ন করে।

الذَّهْنُ

তেল লাগানো

৫১১৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سَأَلَ عَنْ شَيْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ إِذَا أَذِنَ رَأْسَهُ لَمْ يَرْمِئْهُ وَإِذَا لَمْ يَذْهَنْ رَأَى مِنْهُ *

৫১১৫. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি জাবির ইবন সামুরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তেল লাগাতেন তখন শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো না, আর যখন তেল লাগাতেন না, তখন তা দৃষ্টিগোচর হতো।

الزُّعْفَرَانُ

যা'ফরান

৫১১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ثِيَابَهُ بِالزُّعْفَرَانِ فَقِيلَ لَهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ *

৫১১৬. মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা) নিজের কাপড় যা'ফরান দ্বারা রঙ করতেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ রঙ করতেন।

الْعَنْبَرُ

আম্বর

৫১১৭. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبِيدَةَ بْنُ أَبِي السُّفْرِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ الْمَزْلُوقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْهَاشِمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْطِيبُ قَالَتْ نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطَّيِّبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ *

৫১১৭. আবু উবায়দা ইবন আবু সফর (র) - - - - মুহাম্মদ ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি সুগন্ধি লাগাতেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি পুরুষদের উপযোগী মিসক এবং আম্বর ব্যবহার করতেন।

الْفَصْلُ بَيْنَ طِيبِ الرِّجَالِ وَطِيبِ النِّسَاءِ

নর ও নারীর সুগন্ধির মধ্যে পার্থক্য

৫১১৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْجُرَيْرِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طِيبُ الرِّجَالِ مَظْهَرُ رِيحِهِ وَخَفِيُّ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَظْهَرُ لَوْنِهِ وَخَفِيُّ رِيحُهُ *

৫১১৮. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার সুগন্ধি থাকবে কিন্তু রঙ থাকবে না, আর নারীদের সুগন্ধি হলো যার রঙ থাকবে, কিন্তু গন্ধ থাকবে না।

৫১১৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنِ مَيْمُونِ الرُّقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرِّيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْجُرَيْرِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ الطَّفَّارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ طِيبُ الرِّجَالِ مَظْهَرُ رِيحِهِ وَخَفِيُّ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَظْهَرُ لَوْنِهِ وَخَفِيُّ رِيحُهُ *

৫১১৯. মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের সুগন্ধি হলো যার গন্ধ থাকবে, কিন্তু রঙ থাকবে না আর মহিলাদের সুগন্ধি হলো যার রং থাকবে, কিন্তু গন্ধ থাকবে না।

أَطِيبُ الطَّيِّبِ

উত্তম সুগন্ধি

৫১২. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَلِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ

أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَمْرًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَتَّخَذَتْ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْهُ مِسْكًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَطْيَبُ الطَّيِّبِ *

৫১২০. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈল গোত্রের এক মহিলা একটি সোনার আংটি বানাবে এবং তাতে কস্তুরী ভরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইহা উত্তম সুগন্ধি।

التَّزَعُّفُ وَالْخُلُوقُ

যাফরান ও খলুক

৫১২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ سَفِيَّانُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظُهْيَانَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِهِ رَدْعٌ مِنْ خُلُوقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَذْهَبَ فَأَنْهَكَ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَذْهَبَ فَأَنْهَكَ ثُمَّ لَا تَعُدْ *

৫১২১. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো, আর তখন তার কাপড় খালুক মিশ্রিত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : যাও, তা ধুয়ে ফেল, সে তা ধুয়ে আসলো। তিনি আবার বললেন : যাও, ধুয়ে ফেল; পুনরায় সে আসলে, তিনি বললেন : যাও ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না।

৫১২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ بْنَ عَمْرٍو وَقَالَ عَلَى ابْنِهِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَا تَعُدْ *

৫১২২. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইয়ালা ইবন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বের হন, যখন তার গায়ে খালুক লাগানো ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার কি স্ত্রী আছে? আমি বললাম : না; তিনি বললেন : যাও, তা ধুয়ে ফেল; আর কখনও লাগাবে না।

৫১২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ابْتَصَرَ رَجُلًا مُتَخَلِّقًا قَالَ أَذْهَبَ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلَا تَعُدْ *

৫১২৩. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইয়ালা ইবন মুররা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন যার কাপড়ে খালুকের চিহ্ন ছিল। তিনি তাকে বললেন : যাও, ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আর কখনো লাগাবে না।

৫১২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ

عَمْرُو عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَعْلَى نَحْوَهُ خَالِفَةُ سَفْيَانَ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَقِصٍ عَنْ يَعْلَى *

৫১২৪. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - ইয়াল্লা (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

[illegible]

৫১২৫. মুহাম্মদ ইবন নায়র (র) - - - - ইয়াল! ইবন মুররা ছাকফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এমন অবস্থায় দেখলেন, যখন আমার গায়ে খালুকের চিহ্ন ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে ইয়াল! তোমার কি স্ত্রী আছে? আমি বললাম : না, তিনি বললেন : ইহা ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না; আবার ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না, আবার ধুয়ে ফেল, পুনরায় লাগাবে না। তিনি বলেন : আমি তা ধুয়ে ফেললাম, আর তা লাগাই নি। আবার ধুয়ে ফেলি, আর লাগাই নি আবার ধুয়ে ফেলি, আর লাগাই নি।

٥١٢٦. أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبْحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى يَعْغِي مُحَمَّدًا قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْغِي قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ أَيُّ يَعْغِي هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لَاتَعْدُ قَالَ فَذَهَبْتُ فَاغْسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ *

৫১২৬. ইসমাঈল ইবন ইয়াকুব সাব্বী (র) - - - ইয়ালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম; তখন আমায় গায়ে ছিল খালুক। তখন তিনি আমাকে বললেন : হে ইয়ালা ! তোমার স্ত্রী আছে কি ? আমি বললাম : না, তিনি বললেন : যাও ইহা ধুয়ে ফেল, ইহা ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আবার ধুয়ে ফেল, আর লাগাবে না। ইয়ালা (রা) বলেন : আমি ফিরে গিয়ে তা ধুয়ে ফেললাম : আবার ধুয়ে ফেললাম, আবার ধুইলাম, এরপর আর তা লাগাই নি।

مَا يَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطُّيْبِ

নারীদের জন্য কোন সুগন্ধি ব্যবহার করা অনুচিত

٥١٢٧. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ ابْنِ قَبِيصٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ *

৫১২৭. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে এই উদ্দেশ্যে লোকের মধ্যে গমন করে যে, তারা যেন তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পায়, সে ব্যাভিচারিণী।

اِغْتِسَالُ الْمَرْأَةِ مِنَ الطِّيبِ

মহিলাদের সুগন্ধি ধুয়ে ফেলা

৫১২৮. আখবরনা মুহম্মদ বনু ইব্রাহিম قال حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله ابن الغساس الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال سمعت صفوان بن سليم ولم أسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة مختصرة *

৫১২৮. মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন নারী মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হয়, তখন যদি তার গায়ে সুগন্ধি লাগানো থাকে, তবে সে এমনভাবে তা ধুয়ে ফেলবে, যেন সে জানাবাতের গোসল করেছে।

الْنَهْيُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلَاةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبُخُورِ

নারীর সুগন্ধি মাথাবস্থায় জামাআতে আসা নিষেধ

৫১২৯. আখবরনা মুহম্মদ বনু হিশাম বনু عيسى البغدادي قال حدثنا أبو علفمة القروي عبد الله ابن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ أيضا امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج رواه عن زينب الثقفية *

৫১২৯. মুহাম্মদ ইবন হিশাম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে নারী সুগন্ধি লাগায়, সে যেন আমাদের সাথে এশার জামাআতে উপস্থিত না হয়।

৫১৩০. আখবরনি হাল বনু العلاء بن هلال قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله ﷺ إذا شهدت أحدا كن صلاة العشاء فلا تمس طيبا *

৫১৩০. হিলাল ইবন আ'লা (র) - - - আব্দুল্লাহর স্ত্রী যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা এশার জামাআতে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।

১২১. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا جَرِيرَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدْتَ احْدَاكُنْ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسْ طَيْبًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ يَحْيَى وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصُّوَابِ مِنْ حَدِيثِ وَهَبِ بْنِ خَالِدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৩১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের স্ত্রী যায়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা এশার জামাতাতে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।

১২২. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَعْقُوبَ الْحِمَاصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيْتُكُمْ خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَيْنَ طَيْبًا *

৫১৩২. আহমদ ইবন সাঈদ (র) - - - - যায়নব ছাকফী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে মহিলা মসজিদে আসতে চায়, সে যেন সুগন্ধির নিকটে না যায়।

১২৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ لَا تَمَسَّ الطَّيِّبَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ *

৫১৩৩. আমর ইবন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের স্ত্রী যায়নব ছাকফী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আদেশ দেন যে, যখন সে এশার সালাতের জন্য বের হয়, তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

১২৪. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلَا تَمَسْ طَيْبًا *

৫১৩৪. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - যায়নব ছাকফী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন নারী এশার নামাযের জন্য বের হয়, তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

১২৫. أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ بُسَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدْتَ احْدَاكُنْ الصَّلَاةَ فَلَا تَمَسْ طَيْبًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ *

৫১৩৫. যুসুফ ইবন সায়ীদ (র) - - - - য়ায়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন এশার নামাযে আসে, তখন সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

الْبُخُورُ

ধোয়ার সুগন্ধি

৫১৩৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَبُو طَاهِرٍ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرِ مُطْرَأَةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫১৩৬. আহমদ ইবন উমর (র) - - - - নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (রা) যখন সুগন্ধি লাগাতেন, তখন তিনি ধোয়া নিতেন এবং এর সাথে আর কোন সুগন্ধি মিশ্রিত করতেন না। আর তিনি কোন কোন সময় উলুওয়ার সাথে কর্পুর মিশ্রিত করতেন এবং বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করতেন।

الْكِرَاهِيَةُ لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ وَالذَّهَبِ

মহিলাদের অলঙ্কার এবং স্বর্ণ পরিধান করে প্রকাশ করা নিষেধ

৫১৩৭. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَتَيْنَا عَمْرُو بْنَ الْحَرِثِ أَنْ أَبَا عَشَّانَةَ هُوَ الْمُعَافِرِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُفَيْةَ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ الْحُلِيَّةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُونَهَا فِي الدُّنْيَا *

৫১৩৭. ওহাব ইবন বয়ান (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরের মহিলাদেরকে অলঙ্কার এবং রেশম পরিধান করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন : যদি তোমরা বেহেশতের অলঙ্কার এবং রেশম পছন্দ কর, তবে পৃথিবীতে তা পরিধান করো না।

৫১৩৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَأَبْنَانَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ أُمِّ رَاتِهِ عَنْ أُخْتِ حَدِيفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَاتَحْلِينَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أُمْرَأَةٍ تَحُلَّتْ ذَهَبًا تُظْهِرَهُ إِلَّا عُدَّتْ بِهِ *

৫১৩৮. আলী ইবন হুজর (র) - - - - হুযায়ফা (রা)-এর বোন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে খুৎবা দেয়ার সময় বললেন : হে নারী সমাজ ! তোমরা কি রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার বানাতে পার না ? দেখ, তোমাদের মধ্যে যে নারী সোনার অলঙ্কার পরিধান করে (পর পুরুষকে) দেখায়, তার শাস্তি হবে।

৫১৩৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنْ رَبِّهِ عَنْ أَمْرَاتِهِ عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ خُطِبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُمْ فِي الْفِضَةِ مَاتَحِلِّينَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ أَمْرَاءٌ تَحِلُّ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُدْنَتْ بِهِ *

৫১৩৯. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - - ছায়াফা (রা)-এর বোন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে খুৎবা দেয়ার সময় বললেন : হে নারী সমাজ ! তোমরা কি রৌপ্য দ্বারা অলংকার বানাতে পার না ? দেখ, তোমাদের যে নারী স্বর্ণের অলংকার বানিয়ে তা (পর পুরুষকে) দেখায়, এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

৫১৪০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيْمَا أَمْرَاءٍ تَحَلَّتْ يَغْنَى بِقِلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ وَأَيْهَا أَمْرَاءُ جُعِلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ عِزُّ وَجَلٌّ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫১৪০. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - - আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে নারী সোনার হার ব্যবহার করে, তার গলায় কিয়ামতের দিন ঐরূপ আগুনের হার পরিয়ে দেয়া হবে। আর যে নারী এভাবে বানে সোনার রিং পরে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে ঐরূপ আগুনের রিং পরাবেন।

৫১৪১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَتْ بِنْتُ هَبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَحٌ فَقَالَ كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي آيَ خَوَاتِمٍ صِيحَامٍ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْتَرَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَيَّ أَبُو حَسَنٍ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَيَعْرُكُ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَأَشْتَرَتْ بِشَمْنِهَا غُلَامًا وَقَالَ مَرَّةً عَبْدًا وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَاغْتَفَتْهُ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ *

৫১৪১. উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্ত ক্রীতদাস ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে হুবায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল মোটা চওড়া আংটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতে আঘাত করতে আরম্ভ করলেন। এরপর তিনি হযরত ফাতিমা যাহরার নিকট উপস্থিত হলেন, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে যে ব্যবহার করেন, তার উল্লেখ করলেন। তা শুনে হযরত ফাতিমা (রা) তার গলা থেকে স্বর্ণের হার খুলে বললেন : আবুল হাসান (আলী) ইহা আমাকে হাদিয়া দিয়েছেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন। তখন ফাতিমা (রা)-এর হার ছিল তাঁর হাতে। তিনি বললেন : ফাতিমা! তুমি কি পছন্দ কর যে, লোক বলাবলি করবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা, তাঁর হাতে আঙনের হার রয়েছে। এ কথা বলে তিনি আর কিছু না বলে বের হয়ে গেলেন। ফাতিমা (রা) তখনই হারখানা খুলে বাজারে পাঠিয়ে তা বিক্রি করালেন এবং তা দ্বারা একজন ক্রীতদাসকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এ খবর শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর শোকর, যিনি ফাতিমাকে দোযখ হতে রক্ষা করলেন।

৫১৪২. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهَا فَتَحٌ مِنْ ذَهَبٍ أَيْ خَوَاتِيمٍ صِبْخَامٍ نَحْوَهُ *

৫১৪২. সুলায়মান ইব্ন সালাম বলখী (র) - - - - সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হুবায়রার কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর হাতে ছিল মোটামোটা আংটি বাকী অংশ পূর্ববৎ।

৫১৪৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَتَيْنَا خَالِدَ بْنَ مَطْرَفٍ وَآثِبَانَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْبَاطُ عَنْ مَطْرَفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِوَارِينَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ (طُوقٌ) مِنْ ذَهَبٍ قَالَ طُوقٌ مِنْ نَارٍ قَالَتْ قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِبَاسَهَا صَلَفَتْ عِنْدَهُ قَالَ مَا يَنْفَعُ أَحَدًا كُنْ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرُهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ يَغْيِيرُ اللَّفْظُ لِابْنِ حَرْبٍ *

৫১৪৩. ইসহাক ইব্ন শাহীন ওয়াসিতী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার নিকট দুইটি সোনার কাঁকন রয়েছে। তিনি বললেন : দুইটি আঙনের কাঁকন। সেই মহিলা বললো : একটি সোনায় হার রয়েছে। তিনি বললেন : আঙনের একটি হার? সেই মহিলা বললো : সোনার দুইটি বালা রয়েছে। তিনি বললেন : আঙনের দুইটি বালা। বর্ণনাকারী বলেন : ঐ মহিলার নিকট দুইটি কাঁকন ছিল। সে তা খুলে দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি মহিলারা নিজেদের স্বামীর সামনে নিজেকে সাজিয়ে না রাখে, তবে তাঁরা তাদের নিকট বোঝা হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের মহিলারা কি রূপার বালা বানাতে পারে না? যাকে পরে আঙ্গুর অথবা যাকরান দ্বারা হলুদ বর্ণের করে নেয়।

৫১৪৪. أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَكْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَرِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَنِيَّ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَخْبِرَكَ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا لَوْ نَزَعْتَ هَذَا وَجَعَلْتَ مَسَكَنَيْنِ مِنْ وَرَقٍ ثُمَّ صَفَرْتَهُمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتْمَا حَمْنَتَيْنِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ *

৫১৪৪. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সোনার খাড়া পায়ে পরা অবস্থায় দেখে বললেন : আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম জিনিসের খবর দেব না ? তুমি ইহা খুলে ফেল এবং রূপার খাড়া বানিয়ে নাও এবং এনে যা'ফরান দ্বারা রং করে নাও, তা হলে এই দু'টি ঐ দু'টি অপেক্ষা উত্তম হবে। আল্লাহ সম্যক অবগত।

تَحْرِيمُ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম

৫১৪৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي أَفْلَحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي *

৫১৪৫. কুতায়বা (র) - - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু রেশমী কাপড় ডান হাতে নিলেন এবং কিছু স্বর্ণ বাম হাতে নিলেন, এরপর বললেন : এই দুইটি আমার পুরুষ উম্মতদের জন্য হারাম।

৫১৪৬. أَخْبَرَنَا عَيْسَى ابْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّغْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي *

৫১৪৬. ইসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে বলতে শুনেছেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাতে কিছু রেশমী কাপড় এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন : আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দু'টি বস্তু হারাম।

৫১৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّغْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ عَنْ ابْنِ

أَبِي حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الصَّغْبَةِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ عَنْ ابْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ إِلَّا قَوْلَهُ أَفْلَحُ فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৪৭. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিছু রেশমী কাপড় তাঁর ডান হাতে নিলেন এবং কিছু স্বর্ণ তাঁর বাম হাতে নিয়ে বললেন : আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এই দু'টি বস্তু হারাম।

৫১৪৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَتَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَرِيرِ بْنِ أَبِي الصَّغْبَةِ عَنْ أَبِي أَفْلَحٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْخَافِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي *

৫১৪৮. আমর ইবন আলী (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাতে স্বর্ণ এবং বাম হাতে রেশম নিয়ে বললেন : এ দু'টি আমার পুরুষ উম্মতদের জন্য হারাম।

৫১৪৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّرَهْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَجَلُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ لَأَنَاتِ أُمَّتِي وَحَرْمٌ عَلَى ذُكُورِهَا *

৫১৪৯. আলী ইবন হুসায়ন (র) - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

৫১৫০. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ *

৫১৫০. হাসান ইবন কাযা'আ (র) - - - মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী কাপড় এবং সোনা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে টুকরা করা ব্যতীত।

৫১৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيْثَرِ *

৫১৫১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশুশার (র) - - - মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ টুকরা টুকরা হওয়া ব্যতীত সোনা ব্যবহার করতে এবং লাল শরীর উপর বসতে নিষেধ করেছেন।

৫১৫২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي شَيْخٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدَهُ جَمْعَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اتَّعَلَّمُونَ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ *

৫১৫২. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - আবু শায়খ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে সাহাবায়ে কিরাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় বলতে শুনেছেন : তোমরা কি জান যে, নবী ﷺ টুকরা টুকরা করা ব্যতীত সোনা পরতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন : হে আল্লাহ! হ্যাঁ।

৫১৫৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَتَيْنَا أَسْبَاطَ عَنْ مُغْبِرَةَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي شَيْخٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ حِجَابِهِ إِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ لَهُمُ السَّمُّ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ *

৫১৫৩. আহমদ ইব্ন হার্ব (র) - - - আবু শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর এক হজ্জের সময় আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি একদল সাহাবীকে একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বললেন : তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা অতি ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড ব্যতীত পরতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন : ইয়া আল্লাহ! হ্যাঁ।

৫১৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ الْهَنَائِيُّ عَنْ أَبِي حِمَّانٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجِّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَأَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنْ أَخِيهِ حِمَّانٍ *

৫১৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - আবু হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত, যে বছর মু'আবিয়া (রা) হজ্জ করেন, তিনি নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীকে বা'বা শরীফে একত্রিত করেন, এবং তাঁদেরকে বললেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি সোনা পরতে নিষেধ করেছেন? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও একথা সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৫৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ عَنْ أَخِيهِ حِمَّانٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجِّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ أُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَنْ يُوسُفَ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ خَالَفَهُ الْأَوْرَاعِيُّ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيهِ *

৫১৫৫. মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র) - - - - হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত, যে বছর মুআবিয়া (রা) হজ্জ করেন। তিনি নবী ﷺ -এর কয়েকজন সাহাবীকে কা'বা শরীফে একত্রিত করেন এবং তাঁদের বলেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি সোনা পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও একথা সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৫৬. أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الْأَوْرَاعِيِّ عَنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ قَالَ حَدَّثَنِي حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَتَشَدُّكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ *

৫১৫৬. শুআয়ব ইবন শুআয়ব (র) - - - - হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) একবার হজ্জ গমন করলেন, তিনি আনসারদের একদলকে কা'বায় একত্রিত করে বললেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি : আপনারা কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা, সোনার তৈরী জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৫৭. أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ الْأَوْرَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي حِمَّانُ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَتَشَدُّكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ *

৫১৫৭. নুসায়র ইবন ফারহ (র) - - - - হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জ গমন করে আনসারদের একদলকে কা'বায় একত্রিত করে বললেন : আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি আপনারা কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৫৮. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَقِيْبَةَ عَنْ الْأَوْرَاعِيِّ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ حِمَّانٍ قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكُعْبَةِ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ *

৫১৫৮. আব্বাস ইবন ওলীদ (র) - - - - ইবন হিম্মান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করতে গিয়ে আনসারদের একদলকে কা'বার ভেতর ডেকে বললেন : আপনারা কি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৫৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي حِثَّانُ قَالَ حَجُّ مُدَاوِيَةَ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ انْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عِمَارَةُ أَحَقُّظُ مِنْ يَحْيَى وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ *

৫১৫৭. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - হিমান (র) বলেন, মুআবিয়া (রা) হজ্জ করতে গিয়ে আনসারদের একদলকে কা'বার ভেতর ডেকে বললেন : আপনারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বর্ণ হতে নিষেধ করতে শুনেছেন ? তাঁরা বললেন : ইয়া আল্লাহ ! হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

৫১৬. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا النَّضْرَ بْنَ شَمِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْهَنْزَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُدَاوِيَةَ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمْ اتَّعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْخَرِيرِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقْطَعًا قَالُوا نَعَمْ خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسَ عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنْ ابْنِ عُمر *

৫১৬০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবুল শায়খ হুনাযী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া (রা)-কে তাঁর চারদিকে আনসার ও মুহাজির পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁদেরকে বলতে শুনেছি : আপনারা কি জানেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন ? তাঁরা বললেন : ইয়া আল্লাহ, হ্যাঁ। তিনি বললেন : আর তিনি সোনা পরতেও নিষেধ করেছেন, তবে টুকরা টুকরা সোনা ব্যতীত ? তাঁরা বললেন : হ্যাঁ।

৫১৬১. أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا شَيْخٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقْطَعًا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৬১. যিয়াদ ইবন আযুব (র) - - - - আবুল শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমরকে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণ পরতে নিষেধ করেছেন, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা ব্যতীত।

مَنْ أَصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

যার নাকন হয়েছে, সে সোনার নাক বানাতে পারে কি?

৫১৬২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ زُرَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ ابْنُ طَرْقَةَ عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ *

৫১৬২. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - আরফাজাহ ইবন আসআদ (রা) থেকে বর্ণিত, জাহিলী যুগে কুলাব যুদ্ধের দিন তাঁর নাকে আঘাত লেগে নষ্ট হয়ে যায়। তিনি রূপার একটি নাক বানিয়ে নেন, কিন্তু তা দুর্গন্ধময় হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানাতে আদেশ দেন।

৫১৬৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرْقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ ابْنِ أَسْعَدَ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ وَكَانَ جَدُّهُ قَالَ حَدَّثَنِي قَالَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى جَدَّهُ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ *

৫১৬৩. কুতায়বা (র) - - - - আরফাজাহ ইবন আসআদ (রা) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুলাব যুদ্ধে তাঁর নাকে আঘাত লেগে নষ্ট হয়ে যায়। তখন তিনি রূপার নাক বানিয়ে নেন। কিন্তু তা তাঁর নিকট দুর্গন্ধময় হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সোনার নাক বানিয়ে নিতে বলেন।

الرُّخْصَةُ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ

পুরুষদের সোনার আংটির অনুমতি

৫১৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ خَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عِيْسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِصَهْبِهِ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ قَالَ قَدْ رَأَاهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعْبهُ قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫১৬৪. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। উমর (রা) সুহায়ব (রা)-কে স্বর্ণের আংটি পরতে দেখে বললেন : কী ব্যাপার, আমি যে সোনার আংটি পরতে দেখছি ? তিনি বললেন : আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি তো তা দেখেছেন কিন্তু তিনি কিছু বলেন নি। উমর (রা) বললেন : তিনি কে ? সুহায়ব (রা) বললেন : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ।

خَاتَمُ الذَّهَبِ

সোনার আংটি

৫১৬৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أُتِيَ

১. সম্ভবত এ সময় সোনার আংটি ব্যবহার করা সকলের জন্য বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ বা বাতিল হয়েছে। (সম্পাদক)

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمُ الذَّهَبِ فَلَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ الْبَسْرَ هَذَا الْخَاتَمُ وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ *

৫১৬৫. আলী ইবন হুজর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সোনার আংটি বানিয়ে পরলেন, পরে লোকেরাও সোনার আংটি বানাতে। তখন তিনি বললেন : আমি এই আংটিটি পরতাম। এরপর তিনি ঐ আংটি ফেলে দিয়ে বললেন : আমি আর তা কখনও পরবো না। তখন লোক সকল তাদের সোনার আংটি ফেলে দিল।

৫১৬৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بِنِ بَرِيمٍ قَالَ قَالَ عَلَىُّ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِيِّ وَعَنِ الْمَبَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَنِ الْجِعَةِ *

৫১৬৬. কুতায়বা (র) - - - - হুবায়রা ইবন বারীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সোনার আংটি ও রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন এবং লাল গদীতে বসতে, আর যব এবং গমের নাবীজ বা শরবত পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৬৭. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلَىُّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِيِّ وَعَنِ الْمَبَاثِرِ الْحُمْرِ *

৫১৬৭. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং লাল গদীতে বসতে নিষেধ করেছেন।

৫১৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَلَىٍّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمَيْثَرَةِ الْحُمْرَاءِ وَعَنِ الثِّيَابِ الْقَسِيئَةِ وَعَنِ الْجِعَةِ شَرَابَ بَصْنَعٍ مِنَ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَذَكَرَ مِنْ شِدْبِهِ خَالِقَةَ عُمَارَ بْنَ رَزِيْقٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صَعْصَعَةَ عَنْ عَلَىٍّ *

৫১৬৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি পরতে, লাল গদীতে বসতে, রেশমী কাপড় পরতে এবং যব ও গমের নাবীজ (গম ও যব ভেজা পানি) পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৬৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارُ بْنُ رَزِيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ عَنْ عَلَىٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِيِّ وَالْمَيْثَرَةِ وَالْجِعَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُهُ بِالصُّوَابِ *

৫১৬৯. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশমী কাপড় পরতে এবং লাল গদীতে বসতে, আর যব ও গম প্রস্তুত নারীজ পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৭. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اَتَيْنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ مُوسَى قَالَ اَتَيْنَا اِسْرَاطِيلَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِعَلَى اَنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَانِيْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْثَمِ وَحَلْفَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالْقَسْيِ وَالْمَيْثَرَةِ الْحُمْرَاءِ *

৫১৭০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - সা'সা'আ ইবন সূহান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বললাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে যা নিষেধ করেছেন, আপনি তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন : তিনি আমাকে দুব্বা, হান্তাম এবং সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল গদী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৭১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ نَحِيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ سَمِيعٍ الْحَنْفِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ اِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ اَنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْثَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْجِعَةِ وَتَهَانَا عَنْ حَلْفَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَلُبْسِ الْقَسْيِ وَالْمَيْثَرَةِ الْحُمْرَاءِ *

৫১৭১. আব্দুর রহমান ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - মালিক ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'সা'আ ইবন সূহান (র) আলী (রা)-এর নিকট এসে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে যে সকল বস্তু হতে নিষেধ করেছেন, আপনি আমাদের সে সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, দুব্বা, হান্তাম এবং নকীর নামক মদ্যপাত্র হতে, যব এবং গমের নারীজ হতে এবং তিনি নিষেধ করেছেন সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল গদী ব্যবহার করতে।

৫১৭২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاحِدِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ سَمِيعٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ لِعَلَى يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْثَمِ وَالْجِعَةِ وَعَنِ حَلْقِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَعَنِ الْمَيْثَرَةِ الْحُمْرَاءِ قَالَ اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيْثُ مَرْوَانَ وَعَبْدُ الرَّاحِدِ اَوَّلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيْثِ اِسْرَاطِيْلَ *

৫১৭২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) - - - - মালিক ইবন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'সা'আ ইবন সূহান (র) আলী (রা)-কে বললেন : হে আমিরুল মু'মিনীন ! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু হতে নিষেধ

করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে যা হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন দুকা, হাত্তাম নামক মদ্যপাত্র ব্যবহার করতে এবং যব এবং গমের নাবীজ পান করতে, সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল গদী ব্যবহার করতে।

৫১৭৩. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّمَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي حَبِيبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ثَلَاثٍ لَا أَقُولُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِي عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ الْمُعْصَفْرِ الْمُقَدَّمَةِ وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلَا رَاكِعًا تَابِعَهُ الضُّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ *

৫১৭৩. আবু দাউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, তিনটি বস্তু হতে আমি এ বলি না যে, তিনি অন্যান্য লোকদেরকেও নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন : সোনার আংটি, রেশমী কাপড় এবং লাল কুসুম রঙের পোশাক ব্যবহার করতে। আর রুকু এবং সিজ্দা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৭৪. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُتَكِدِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ الضُّحَّاكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُقَدَّمِ وَالْمُعْصَفْرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا *

৫১৭৪. হাসান ইবন দাউদ মুতকদিরী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি বলি না যে, তিনি আমাদেরকেও নিষেধ করেছেন সোনার আংটি বানাতে, রেশমী কাপড় পরতে, লাল কুসুম রংয়ের কাপড় করতে এবং রুকুতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

৫১৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعْصَفْرِ *

৫১৭৫. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন রুকু অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে সোনার আংটি ও কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে।

৫১৭৬. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِيِّ وَالْمُعْصَفْرِ وَأَنْ لَا أَقْرَأُ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫১৭৬. হাসান ইব্ন কাযাআ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন আমি বলি না যে, তোমাদেরকেও নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন : রুকু অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে এবং সোনা ও কুসুম রংয়ের কাপড় ব্যবহার করতে।

৫১৭৭. أَخْبَرَنِي هُرُؤُنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكَّارٍ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سَمِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ رَاقِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمُعْصَفَرِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ *

৫১৭৮. হারুন ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন সোনার আংটি তৈরী করতে, কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে, রেশমী কাপড় পরতে, রুকুতে কুরআন পড়তে।

৫১৭৯. أَخْبَرَنِي أَبُو يَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعْصَفَرِ وَتَخْتُمِ بِالذَّهَبِ *

৫১৮০. আবু বকর ইব্ন আলী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রেশমী কাপড়, কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৮১. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْنَوْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعْصَفَرِ وَوَافَقَهُ أَيُّوبُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلَى *

৫১৮২. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে চার বস্তু থেকে - সোনার আংটি ব্যবহার করতে, রেশমী কাপড় পরতে, রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে এবং কুসুম রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

৫১৮৩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَى لِعَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْمُعْصَفَرِ وَعَنِ الْقَسِيِّ وَعَنِ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ وَأَنَّ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫১৮৪. হুসায়ন ইব্ন মানসূর (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কুসুম রংয়ের কাপড়, রেশমী কাপড় পরতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে, আর রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

الْإِخْتِلَافُ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ

ইয়াহুয়া ইবন আবু কাছীর বর্ণিত হাদীসে মতপার্থক্য

৫১৮১. أَخْبَرَنِي هُرُوثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الْفَدَكِيُّ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَأَيْتُ خَالَفَةَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ *

৫১৮১. হাকন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কুসুম রংয়ের কাপড়, সোনার আংটি, রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

৫১৮২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بَعْضِ مَوَالِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَالْثِيَابِ الْقَسِيَّةِ وَعَنْ أَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَأَيْتُ *

৫১৮২. কুতায়বা (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুসুম রংয়ের লাল কাপড়, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

৫১৮৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَاقِ الْحَدِيثِ *

৫১৮৩. মাহমুদ ইবন হালিদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

حَدِيثُ عُبَيْدَةَ

উবায়দা (র) থেকে বর্ণিত হাদীস

৫১৮৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَمَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَسِيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ رَأَيْتُ خَالَفَةَ هِشَامَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ *

৫১৮৪. উবায়দুল্লাহ ইবন সায়ীদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে রেশমী কাপড়, সোনার আংটি ব্যবহার করতে এবং রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

৫১৮৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَتَانَا هِشَامُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى عَنْ مِيَاثِرِ الْأَرْجَوَانِ وَلُبْسِ الْقَسِيِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৫. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ লাল গদী, রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৮৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ نَهَى عَنْ مِثَاقِ الْأَرْجَوَانِ وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৬. কুতায়বা (র) - - - - উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাল গদী, সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْإِخْتِلَافُ عَلَى قَتَادَةَ

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে কাতাদা (র)-এর মতপার্থক্য

৫১৮৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْحَجَّاجِ هُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ *

৫১৮৭. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

৫১৮৮. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ اللَّيْثِيِّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَيْسِ الْحَرِيرِ وَعَنْ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ *

৫১৮৮. যুসুফ ইবন হাম্মাদ মা'আনী (র) - - - - ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী কাপড় পরতে, সোনার আংটি ব্যবহার করতে, হাত্তাম পাত্র হতে পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫১৮৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الشَّرَحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّكَ جِئْتَنِي وَلِي يَدِكَ جُمْرَةٌ مِنْ نَارِ *

৫১৮৯. আহমদ ইবন আমর (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজরানের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলো, তার হাতে ছিল সোনার আংটি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : তুমি আমার নিকট এসেছ, অথচ তোমার হাতে রয়েছে আগুনের অঙ্গার।

৫১৯০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَتَصَرِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمٌ مِنْ

ذَهَبَ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِخْصَرَةٌ أَوْ جَرِيدَةٌ فَضْرَبَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ اِصْبَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا تَطْرَحْ هَذَا الَّذِي نَبِيٌّ اِصْبَعُكَ فَاتَّخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَى بِهِ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ مَا فَعَلَ الْخَاتِمُ قَالَ رَمَيْتُ بِهِ قَالَ مَا بِهِذَا أَمَرْتُكَ إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ فَتَسْتَعِينُ بِثَمَنِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُتَّكِرٌ *

৫১৯০. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সোনার আংটি হাতে পরে বসে ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে ছিল একটি ছড়ি। তিনি ঐ ছড়ি দিয়ে তার আঙ্গুলে আঘাত করলেন। তখন ঐ ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি অপরাধ করেছি? তিনি বললেন : শোন, তোমার আঙ্গুল হতে ইহা খুলে ফেল। ঐ ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দিল। পরে তিনি তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার আংটি কোথায়? লোকটি বললো : আমি তা ফেলে দিয়েছি। তিনি বললেন : আমি তোমাকে তা ফেলে দিতে বলিনি। আমি বলেছিলাম, তুমি তা বিক্রি করে নিজের কাজে লাগাও।

৫১৯১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابْصَرَ فِي يَدِهِ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيْبٍ مَعَهُ فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْقَاهُ قَالَ مَا أَرَأَانَا الْاَقْدُ أَوْ جَعْنَاكَ وَاغْرَمْنَاكَ. خَلْفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي اِدْرِيسَ مَرْسَلًا *

৫১৯১. আমর ইবন মানসুর (র) - - - - আবু ছালাবা খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার তার হাতে সোনার আংটি দেখিলেন। তখন তিনি তাঁর লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করতে লাগলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য মনস্ত্ব হলেন, তখন তিনি তা ফেলে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তখন তিনি তা ফেলে দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাকে কষ্ট দিলাম এবং তোমার ক্ষতি করলাম।

৫১৯২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ رَجُلًا مَعِنَ اِذْ رَكَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحْدَيْتُ يُونُسَ اَوَّلَى بِالصُّوَابِ مِنْ حَدِيثِ الثَّعْمَانِ *

৫১৯২. আহমদ ইবন আমর (র) - - - - আবু ইদরিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের একজন সোনার আংটি পরলেন- অনুরূপ বর্ণিত।

৫১৯৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدُّمَشْقِيُّ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ قِرَاءَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي اِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ *

৫১৯৩. আহমদ ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আবু ইদরিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। অনুরূপ বর্ণিত।

৫১৯৪. أَخْبَرَنِي أَبُو يَكْرُبُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَضَرَبَ إصْبَعَهُ بِقَضِيْبٍ كَانَ مَعَهُ حَتَّى رَمَى بِهِ *

৫১৯৪. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - আবু ইদরিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে তার আঙ্গুলে আঘাত করলে সে তা খুলে ফেলে দেয়।

৫১৯৫. أَخْبَرَنِي أَبُو يَكْرُبُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُرُوزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَرَكَاتِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ رَسُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمَرَّاسِيُّ أَشْبَهُهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ *

৫১৯৫. আবু বকর আহমদ ইবন আলী মারওয়াযী (র) - - - ইবন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

مِقْدَارُ مَا يَجْعَلُ فِي الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ

আংটিতে রূপার পরিমাণ

৫২৯৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَةَ أَبُو طَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبِّهِ فَقَالَ مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَخَذَهُ قَالَ مِنْ وَرَقٍ وَلَا تُثِمَّةٌ مِثْقَالًا *

৫২৯৬. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তি আসলো, যার হাতে ছিল একটি লোহার আংটি। তিনি বললেন : তোমার হাতে দোযখীদের পোষাক দেখছি কেন ? তখন সে ব্যক্তি তা খুলে ফেলে দিল। দ্বিতীয়বার যখন সে আসলো, তখন তার হাতে ছিল পিতলের আংটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমার নিকট হতে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি। তখন সে তা ফেলে দিল এবং বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! ইহা কোন্ বস্তু দিয়ে তৈরী করবো ? তিনি বললেন : রূপার আংটি তৈরী কর, আর তা যেন সাড়ে চারি মাশা হতে কম হয়।

صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটির বিবরণ

৫১৭৭. أَخْبَرَنَا الْغَيْثُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ فَصَّهَ حَبَشِيًّا وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ *

৫২৯৭. আব্বাস ইবন আব্দুল আজীম আনবারী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরী করান যার নগীনা ছিল হাবশীর তৈরী, আর তাতে "মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ" নকশা করা ছিল।

৫১৭৮. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عِبَادُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمٌ فَضَةٌ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ فَضَةً حَبَشِيًّا يَجْعَلُ فَضَةً مِمَّا يَلِي كَفَّهُ *

৫২৯৮. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত। তিনি তা ডান হাতে পরতেন, এর নগীনা ছিল হাবশার তৈরী তিনি তার নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

৫২৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ خَلِيٍّ الْحَمَصِيُّ وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمَصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ بْنُ حَى عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فَضَّةٍ وَكَانَ فَضَةً مِنْهُ *

৫২৯৯. মুহাম্মদ ইবন খালিদ (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং এর নগীনাও ছিল রৌপ্য নির্মিত।

৫২০০. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمَهُ مِنْ وَرَقٍ فَصَّهَ مِنْهُ *

৫২০০. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং এর নগীনাও ছিল রৌপ্যের।

৫২০১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فَضَّةٍ فَضَةً مِنْهُ *

৫২০১. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রূপার এবং নগীনাও ছিল রূপার।

৫২০২. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ بِشْرِ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا أَنَّهُمْ لَا يَفْرُقُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَأَتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنُقُوشٍ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২০২. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোমের বাদশাহুর নিকট পত্র লিখতে মনস্থ করলেন, লোকেরা তাঁর নিকট বললেন : রোমের লোকেরা সিল মোহর ব্যতীত কোন পত্র পাঠ করে না। এরপর তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন। যেন আমি এখনও তার হস্তস্থিত শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। যাতে ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ অঙ্কিত ছিল।

৫২.৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِنَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ *

৫২০৩. আহমদ ইবন উছমান আবু জাওয়া (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এশার সালাতে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত দেবী করলেন, পরে তিনি বের হয়ে আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন। আমি যেন এখনও তাঁর হস্তস্থিত রৌপ্য নির্মিত আংটির শুভ্রতা অবলোকন করছি।

مَوْضِعُ الْخَاتَمِ مِنَ الْيَدِ. ذَكَرُ حَدِيثُ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ

কোন হাতে আংটি পরবে?

৫২.৪. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكَ هُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ شَرِيكَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ *

৫২০৪. রবী ইবন সুলায়মান (র) - - - - আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

৫২.৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِينِهِ *

৫২০৫. মুহাম্মদ ইবন মা মার বাহুরানী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

لَبَسَ خَاتَمَ حَدِيدٍ مَلَوِيَّ عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ

লোহার আংটিতে রূপার গিলটি

৫২.৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَتَّابٍ سَهْلٍ بْنِ حَمَّادٍ وَآثِمَانَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ الْخُرَيْثِ بْنِ الْمُعَيْقِبِ عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِبٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيدًا مَلُوبًا عَلَيْهِ فِضَّةٌ قَالَ وَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدَيْ فَكَانَ مُعَيْقِبٌ عَلَى خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *

৫২০৬. আমর ইবন আলী (র) - - - মু'আয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটি ছিল লোহার যাতে রূপার গিলটি করা ছিল। তিনি বলেন : কোন সময় তা আমার হাতেও থাকতো। মু'আয়কীব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটির রক্ষক ছিলেন।

لَيْسَ خَاتَمُ صَفَرٍ

কাঁসের আংটি

৫২.৭. أَخْبَرَنِي عَلَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ الْمُصَيِّصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ شَعْرِثَةَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْخُرَيْثِ عَنْ يَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَجُبَّةٌ خَرِيرٌ فَالْفَاهِمَا ثُمَّ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْتُكَ أَنْفًا فَأَعْرَضْتَ عَنِّي فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ قَالَ لَقَدْ جِئْتُ إِذَا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ قَالَ إِنْ مَا جِئْتُ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ فَمَاذَا أَتَخْتُمُ قَالَ حَلَقَةً مِنْ حَدِيدٍ أَوْ وَرَقٍ أَوْ صَفَرٍ *

৫২০৭. আলী ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাহরায়েন থেকে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলো। সে সালাম করলে, তিনি তার সালামের জবাব দেননি, তার হাতে সোনার আংটি ছিল এবং পরনে ছিল রেশমী জুব্বা। সে উভয়টি খুলে ফেলে এসে সালাম করলে তিনি তার সালামের জবাব দেন। সে ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এই মাত্র আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আমার প্রতি ক্রক্ষেপ করেন নি। তিনি বললেন : তখন তোমার হাতে ছিল একটি অঙ্গার। সে বললো : এখন আমি অনেক অঙ্গার এনেছি। তিনি বললেন : তুমি যা এনেছ, তা আমাদের নিকট হারবার পাথর খণ্ড হতে উত্তম নয়। তবে হ্যাঁ, তা পার্থিব সম্পদ বটে। সে বললো : তবে আমি দিয়ে কি আংটি বানাব? তিনি বললেন : লোহা, রূপা বা কাঁসার একটি আংটি বানাবে।

৫২.৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حُسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَخَذَ حَلَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ *

৫২০৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাশুশার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বের হলে দেখা গেল, তাঁর হাতে একটি রূপার আংটি রয়েছে। তিনি বললেন : যার ইচ্ছা হয়, সে এইরূপ আংটি বানাতে পারে; কিন্তু এর উপর যে নকশা করা আছে, এরূপ নকশা যেন না করে।

৫২.৯. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُرُورُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا وَنَقَشَ عَلَيْهِ نَقْشًا قَالَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيَصِهِ فِي يَدِهِ *

৫২০৯. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন সাযফ হাররানী (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি তৈরী করান এবং তাতে কিছু নকশা করান। এরপর তিনি বললেন : আমি আংটি তৈরী করায় তাতে নকশা করিয়েছি। তোমাদের কেউ যেন এরূপ নকশা না করায়। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন যেন তাঁর হাতে তার গুঁজতা এখনও দেখতে পাচ্ছি।

قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا

নবী ﷺ-এর নির্দেশ তোমরা আংটিতে আরবী নকশা করো না

৫২১. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْخَوَارِزْمِيُّ بِإِسْنَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْتَصَيِّتُوا بَيِّنَاتِ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا *

৫২১০. মুজাহিদ ইব্ন মুসা খাওয়ারযমী (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা মুশরিকদের আঙুন হতে আলো গ্রহণ করবে, আর তোমরা তোমাদের আংটিতে আরবী নকশা করবে না।

النُّهْيُ عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَابَةِ

তর্জনী আসুলে আংটি পরা নিষেধ

৫২১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي رَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَلِيُّ سَلِ اللَّهَ الْهُدَى وَالسُّدَادَ وَتَهَابِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ وَأَشَارَ يَعْْنِي بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى *

৫২১১. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন : আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট হিদায়ত এবং কার্য নির্বাহের তওফীক কামনা কর। আর তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন এই আসুলে আংটি পরতে। এরপর তিনি ইঙ্গিত করলেন, তর্জনী ও মধ্যমা আসুলের দিকে।

৫২১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ عَنْ أَبِي بُرَّةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوَسْطَى وَاللَّفْظَ لِابْنِ الْمُثَنَّى *

৫২১২. মুহাম্মদ ইবন মুহান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলে।

৫২১৩. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كَلْبٍ عَنْ أَبِي بُرَّةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَنَهَانِي أَنْ أَضَعُ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ وَأَشَارَ بِبِشْرٍ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى قَالَ قَالَ عَاصِمٌ أَحَدَهُمَا *

৫২১৩. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : ইয়া আল্লাহ ! আমাকে হিদায়ত দান কর এবং আমার কার্য নির্বাহি করে দাও। আর তিনি আমাকে এই এই আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইঙ্গিত করলেন, তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের প্রতি।

نَزْعُ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

পায়খানায় প্রবেশের সময় আংটি খুলে রাখা

৫২১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ.

৫২১৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর আংটি খুলে রাখতেন।

৫২১৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا الْمُعْتَمِرَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فُصَّهُ مِنْ قَبْلِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَالْقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَهُ وَقَالَ لَا الْبَيْسَةَ أَبَدًا وَالْقَى النَّاسَ خَوَاتِيمَهُمْ *

৫২১৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি হাতে দিয়ে এর নগীনার দিক স্বীয় হস্ত তালুর দিকে রাখেন। পরে সোনার আংটি বানালে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আংটি খুলে ফেলে দিয়ে বললেন : আমি তা আর কখনও পরবো না। তখন লোকজন তাদের আংটি খুলে ফেললো।

৫২১৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فِيهِ مِثْلَ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ فَطَرَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ لَا لِبَيْسَةٍ أَبَدًا *

৫২১৬. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ সোনার আংটি বানিয়ে এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখলেন। লোকজনও এরূপ আংটি বানালো। নবী ﷺ তাঁর আংটি খুলে ফেলে বললেন : আমি তা আর কখনও পরবো না।

৫২১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ تَخْتَمُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَيْسَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَتَنْقُشُ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ بِطْنِ كَفِّهِ *

৫২১৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি বানিয়েছিলেন, পরে তা বাদ দিয়ে রূপার আংটি হাতে দেন। যাতে তিনি “মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ” শব্দ নকশা করিয়ে নেন। তিনি বলেন : আমার এই আংটিতে যে নকশা রয়েছে, এরূপ নকশা কারো জন্য করানো উচিত নয়। এরপর তিনি তাঁর নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

৫২১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الْمُعَمَّرِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا رَأَاهُ أَصْحَابُهُ فَشَبَّ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ فَرَمَى بِهِ فَلَا تَدْرِي مَا فَعَلَ ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ أَنْ يَنْقُشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتُّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ بِخَاتَمٍ بِهِ فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ فَمَعَّقَ فَاتَّخَذَ قَلَمٌ يُوجَدُ فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২১৮. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন দিন ধরে একটি সোনার আংটি পরলেন, তাঁর সাহাবীগণ তা দেখে তাঁরাও সোনার আংটি বানানো আরম্ভ করলেন। এরপর তিনি তাঁর আংটি খুলে ফেলে দিলেন, পরে তার কি হয়েছে আমি জানি না। এরপর তিনি একটি রূপার আংটি বানাতে বললেন এবং তাতে “মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ” নকশা করতেও আদেশ দিলেন। এই আংটি তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত হাতে ছিল। পরে আবু বকর (রা)-এর হাতে ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। এরপর উমর (রা)-এর হাতে ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। পরে এই আংটি উসমান (রা)-এর হাতে ছয় বৎসর পর্যন্ত ছিল। যখন তাঁর সময় বহু চিঠিপত্র লেখার প্রয়োজন হলো, তখন তিনি তা এক আনসার সাহাবীকে দেন যা দ্বারা সিল মোহর করা হতো। একদিন ঐ ব্যক্তি উসমান (রা)-এর কূপের নিকট গমন করলে তা কূপে পড়ে যায়; বহু তালাশের পরও তা পাওয়া যায়নি। পরে উসমান (রা) অনুরূপ আর একটি আংটি তৈরীর আদেশ দেন; যাতে “মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ” অঙ্কিত ছিল।

৫২১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ فِصَّةُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَأَتَخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَأَتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ *

৫২১৭. কুতায়বা (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সোনার আংটি পরলেন, আর এর নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখলেন। পরে অন্য লোকজন সোনার আংটি তৈরি করে পরতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আংটি ফেলে দিলে, তারাও তাদের আংটি ফেলে দিল, পরে তিনি রূপার একটি আংটি বানিয়ে নেন এবং তা দিয়ে সিল মোহর করাতেন, আর তিনি তা পরতেন না।

الْجَلَجُلُ

ঘন্টা

৫২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي النَّاصِرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الرَّزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْخٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ لَأُمِّ الْبَنِينِ مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ فَحَدَّثَ نَافِعًا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَكْبًا مَعَهُمْ جَلَجُلٌ كَمْ نَرَى مَعَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْجَلَجُلِ *

৫২২০. মুহাম্মদ ইব্ন উছমান (র) - - - - আবু বকর ইব্ন আবু শায়খ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় উম্মুল বনীনের কাফেলার আমাদের পাশ থেকে বের হলো। তাদের সাথে ছিল অনেক ঘন্টা। তখন সালিম (রা) নাফের নিকট তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করলেন যে, ফিরিশতা ঐ কাফেলার সাথে থাকেন না, যার সাথে ঘন্টা থাকে। আর এদের সাথে তো বহু ঘন্টা রয়েছে।

৫২২১. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامٍ الطُّرْسُوْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَتَيْنَا نَافِعَ بْنَ عُمَرَ الْجُمَحِيَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُوسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَلَجُلٌ *

৫২২১. আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আবু বকর ইব্ন মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহর সাথে ছিলাম, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : যে কাফেলার সাথে ঘন্টা থাকে, ফিরিশতা তাদের সাথে থাকে না।

৫২২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

ثَانِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مُرْسَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا جُلُجُلٌ *

৫২২২. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - সালিম তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন : যে কাফেলার সাথে ঘন্টা থাকে, ঐ কাফেলায় ফিরিশতা থাকে না।

৫২২৩. أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِيهِ مَوْلَى آلِ نُوْفَلٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُلُجُلٌ وَلَا جَرَسٌ وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ *

৫২২৩. যুসুফ ইব্ন সাঈদ (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ঘরে জুলজুল ঘন্টা থাকে, ঐ ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। আর ফিরিশতা ঐ সকল কাফেলার সাথেও থাকে না, যাদের মধ্যে ঘন্টা থাকে।

৫২২৪. أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حُمَيْدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُ رَثَ الثِّيَابِ فَقَالَ أَلَيْكَ مَالٌ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَثَرُهُ عَلَيْكَ *

৫২২৪. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র) - - - - আবুল আহুওয়াস (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বসে ছিলাম, তখন তিনি আমার কাপড় দেখলেন পুরাতন ছেঁড়া। তিনি বললেন : তোমার কি ধন-সম্পদ আছে ? আমি বললাম : হ্যাঁ। ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সব ধরনের মাল রয়েছে। তিনি বললেন : আল্লাহ যখন তোমাকে মাল দান করেছেন, তখন এর চিহ্ন তোমার মধ্যে থাকা উচিত।

৫২২৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي ثَوْبٍ دُونَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَلَيْكَ مَالٌ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَالَ مِنْ أَيِّ الْمَالِ قَالَ قَدْ آتَانِي اللَّهُ مِنَ الْأَيْلِ وَالْفُتَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ قَالَ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ *

৫২২৫. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আবুল আহুওয়াস (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নিম্নমানের কাপড় পরে নবী ﷺ -এর নিকট গেলে তিনি তাকে বললেন : তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? তিনি বললেন, জি হ্যাঁ, প্রত্যেক রকমের মালই আমার রয়েছে। তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা আমাকে উট, বকরী,

ঘোড়া এবং গোলাম দান করেছেন। নবী ﷺ বললেন : যখন আল্লাহু তোমাকে সম্পদ দান করেছেন, তখন আল্লাহর রহমত ও দানের চিহ্ন তোমার মধ্যে বাহ্যিকভাবেও প্রকাশ পাওয়া উচিত।

ذِكْرُ الْفِطْرَةِ

ফিতরাত বা দীনের সার্বজনীন বিধান

৫২২৬. أَخْبَرَنَا ابْنُ السُّنِّيِّ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ لَفْظًا قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُمْسُ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصْرُ الشَّارِبِ وَتَنْفُ الْإِبِطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَالِاسْتِحْدَادُ وَالْخَبْتَانُ *

৫২২৬. ইবন সুন্নী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : পাঁচটি কাজ ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। মোচ কর্তন করা, বগলের চুল উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, নাভীর নীচের চুল কামানো এবং খতনা করা।

إِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ وَأَعْفَاءُ اللَّحْيَةِ

গোঁফ কাটা, দাড়ি লম্বা করা

৫২২৭. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْفَؤُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحْيَ *

৫২২৭. উবায়দুল্লাহ ইবন সায়ীদ (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা গোঁফ ছোট করবে এবং দাড়ি লম্বা করবে।

حَلْقُ رُؤُسِ الصَّبْيَانِ

বাচ্চাদের মাথা মুড়ান

৫২২৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَمَهَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُلَّ جَعْفَرٍ ثَلَاثَةَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا إِلَى بَيْتِي أَخِي فُجَيْ، بِنَا كَانُوا أَفْرَحَ فَقَالَ ادْعُوا إِلَى الْخَلَاقِ فَأَمَرَ بِحَلْقِ رُؤُسِنَا مُخْتَصَرٌ *

৫২২৮. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জাফর পরিবারকে তিন দিনের সময় দিলেন শোক করার জন্য, এরপর তিনি তাদের নিকট এসে বললেন :

আমার ভাই-এর জন্য আজকের দিনের পর আর ক্রন্দন করো না। পরে তিনি বললেন : আমার ভ্রাতৃপুত্রদেরকে আমার নিকট ডাক। তখন আমাদেরকে পাখীর বাক্যের ন্যায় আনা হলো। তিনি বললেন : নাপিত ডেকে আন। তিনি আমাদের মাথা মুড়াবার জন্য বললেন। (সংক্ষিপ্ত)

ذَكَرُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَحْلُقَ بَعْضُ شَعْرِ الصَّبِيِّ وَيَتْرَكَ بَعْضَهُ

মাথার কিছু অংশ মুড়ান নিষেধ

৫২২৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَتَيْنَا حَمَّادًا قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَرْعِ *

৫২২৯. আহমদ ইবন আবদা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে কিছু মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

৫২২৮. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ

اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَرْعِ *

৫২৩০. ইবরাহীম ইবন হাসান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মাথার কিছু চুল রেখে মাথা মুড়াতে নিষেধ করতে শুনেছি।

৫২৩১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ

بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَرْعِ *

৫২৩১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে কিছু অংশ মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

৫২৩২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ

بْنُ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَرْعِ *

৫২৩২. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মাথায় কিছু চুল রেখে বাকী অংশ মুড়াতে নিষেধ করেছেন।

إِتِّخَاذُ الْجُمَةِ

মাথায় চুল রাখা

৫২৩৩. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أُمِّئَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَرْيُوعًا عَرِيضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ كَثُ اللَّحْيَةِ تَغْلُوهُ حُمْرَةٌ جُمْتُهِ

إِلَى شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ خَرَاءَ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ *

৫২৩৩. আলী ইব্ন হুসায়ন (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অবয়ব ছিল মধ্যম ধরনের। তাঁর কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান ছিল প্রশস্ত, তাঁর দাঁড়ি ছিল অতি ঘন, যার উপরিভাগে রক্তিমাবা বিরাজ করতো। তাঁর মাথার চুল কানের নতি পর্যন্ত ছিল। আমি তাঁকে লাল জোড়া কাপড় পরতে দেখেছি। আমি কাউকে তাঁর চাহিতে সুশ্রী ও সুন্দর দেখিনি।

৫২৩৪. أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَكَيْعٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَبِيٍّ لِمَّةً أَحْسَنَ فِي حَلَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مِنْكَبَيْهِ *

৫২৩৪. হাজিব ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - বারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কোন কেশ বিশিষ্ট, জোড়া-কাপড় পরিহিত ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সুশ্রী ও সুন্দর দেখিনি। তাঁর মাথার চুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৫২৩৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْنَا إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ *

৫২৩৫. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর মাথায় চুল কানের অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৫২৩৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ إِلَى مَنْكَبَيْهِ *

৫২৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর মাথায় চুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল।

تَسْكِينُ الشَّعْرِ

চুল বিন্যস্ত রাখা

৫২৩৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَتَيْنَا عِيْسَى عَنِ الْأَرَزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَى رَجُلًا تَأْتِرُ الرَّأْسَ فَقَالَ أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يَسْلُنُ بِهِ شَعْرُهُ *

৫২৩৭. আলী ইব্ন খাশরাম (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের নিকট আগমন করে এক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার মাথার চুল এলোমেলো। তিনি বললেন : এ ব্যক্তি কি এমন কিছু পায় না, যা দিয়ে সে তার মাথার চুল বিন্যস্ত করে নেয় ?

৫২৩৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ *

৫২৩৮. আমর ইবন আলী (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর মাথায় অধিক চুল ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : কেশ বিন্যস্ত করে রাখবে এবং প্রত্যহ চিরুনী করবে।

فَرَقَ الشَّعْرَ

চুলের সিঁথি কাটা

৫২৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ شَعْوَرَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ *

৫২৩৯. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চুল আঁচড়িয়ে ছেড়ে দিতেন, আর মুশরিকরা তাদের চুলে সিঁথি কাটতো। যে সকল ব্যাপারে কোন আদেশ করা হয়নি, এমন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলে কিতাবদের মত চলতে পছন্দ করতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চুলে সিঁথি কাটতেন।

الْتَّرَجُلُ

চুল আঁচড়ানো

৫২৪০. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ عَبِيدٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَّهِى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَرْفَافِ سَمِعْتُ ابْنَ بُرَيْدَةَ عَنِ الْأَرْفَافِ قَالَ مِنْهُ التَّرَجُلُ *

৫২৪০. ইয়াকুব ইবন ইব্বাহীম (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। উবায়দ নামক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একজন সাহাবী বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যধিক আরাম আশ্রয় করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলেন : চুল আঁচড়ানোও এর অন্তর্গত।

الْتِّيَامَنُ فِي التَّرَجُلِ

ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ানো

৫২৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التِّيَامَنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنْعِيلِهِ وَتَرْجُلِهِ *

৫২৪১. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়ূ করতে, জুতা পরতে এবং চুল আঁচড়াতে যথাসম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।

الْأَمْرُ بِالْخِضَابِ

খেঁচাব লাগানোর আদেশ

৫২৪২. أَخْبَرَنَا اسْحَقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ *

৫২৪২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু সালামা এবং সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রা) তাঁরা উভয়ে আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদ-নাসারা চুলে রং করে না, অতএব তোমরা তাদের বিরোধীতা করবে।

৫২৪৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الطَّرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَّا النَّبِيُّ ﷺ يَا بِي قُحَافَةٌ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ غَيِّرُوا أَوْ اخْضِبُوا *

৫২৪৩. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু কুহাফাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হলে দেখা গেল তাঁর চুল দাড়ি সবই ছুগামা ঘাসের ন্যায় শুভ্র। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একে পরিবর্তন করে দাও, অথবা খেঁচাব লাগিয়ে দাও।

تَصْفِيرُ اللَّحْيَةِ

দাড়ি সোনালী রং করা

৫২৪৪. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ *

৫২৪৪. ইয়াহইয়া ইবন হাকীম (র) - - - - উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে সোনালী রং-এ দাড়ি রং করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

تَصْفِيرُ اللَّحْيَةِ بِالْوَرَسِ وَالزُّعْفَرَانِ

যা'ফরান এবং ওয়ারস দ্বারা দাড়ি রং করা

৫২৪৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَو بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ أَبِي رَوَاحٍ

عَنْ شَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ التَّعَالَ السَّيْتِيَّةَ وَيَصْفُرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرَسِ وَالزَّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ *

৫২৪৫. আবদা ইব্ন আব্দুর রহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ চামড়ার জুতা পরতেন এবং ওয়ারস (ঘাস) ও যা'ফরান দ্বারা তাঁর দাঁড়ির রং লাগাতেন। আর ইব্ন উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

الْوَصْلُ فِي الشَّعْرِ

চুলে পরচুলা লাগানো

৫২৪৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُمَرَ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمَنَبَرِ بِالْمَدِينَةِ وَأَخْرَجَ مِنْ كُمِهِ قِصَّةً مِنْ شَعْرِ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيُّنَ عِلْمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَقَالَ إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذُوا نِسَاؤَهُمْ مِثْلَ هَذَا *

৫২৪৬. কুতায়বা (র) - - - - হুমায়দ ইব্ন আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া (রা)-কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি ছিলেন মদীনায়ে মিসরে। তিনি তাঁর আত্মন হতে এক গুচ্ছ চুল বের করে বললেন : হে মদীনাবাসী ! তোমাদের আলিমগণ কোথায় ? আমি নবী ﷺ -কে হতে নিষেধ করতে শুনেছি তিনি বললেন : বনী ইসরাঈলের মহিলারা বহন এরূপ পরচুলা লাগানো আরম্ভ করেছিল, তখন তারা ধ্বংস হয়েছিল।

৫২৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَآخَذَ كُبَّةً مِنْ شَعْرِ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَّغَهُ فَنَسَاهُ الزُّوْرَ *

৫২৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) মদীনায়ে এসে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি হাতে একগুচ্ছ চুল নিয়ে বললেন : আমি ইয়াহুদীদের ব্যতীত আর কাউকে এরূপ করতে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি একে মিথ্যা বলেছিলেন।

وَصْلُ الشَّعْرِ بِالْخَرِقِ

ওড়না দ্বারা চুলে জোড়া দেওয়া

৫২৪৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ الْخُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ

الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاكَمُ عَنِ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ هُوَ هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرَأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ *

৫২৪৮. আমর ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : হে লোক সকল ! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে যুর বা মিথ্যা হতে নিষেধ করেছেন। এরপর তিনি কালো কাপড়ের এক টুকরা বের করে লোকদের সামনে রেখে বলেন, সেই 'যুর' বা মিথ্যা হলো ইহা। একে মহিলারা মাথার উপর রেখে এর উপর ওড়না পরে থাকে।

৫২৪৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْرِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا اسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عُبَيْرِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ وَالزُّورَ الْمَرَأَةُ تَلْفُ عَلَى رَأْسِهَا *

৫২৪৯. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - মু'আবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুর বা মিথ্যা হতে নিষেধ করেছেন : সেই মিথ্যা এই যে, নিজের চুল অস্বাভাবিক লম্বা দেখানোর জন্য মাথায় পরচূলা ইত্যাদি কিছু লাগিয়ে নেয়।

لَعْنُ الْوَاصِلَةِ

পরচূলা ব্যবহারকারিণীর উপর লা'নত

৫২৫০. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعْنُ الْوَاصِلَةِ *

৫২৫০. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চূলে জোড়া দেয় এমন মহিলার উপর লা'নত করেছেন।

لَعْنُ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

যে পরচূলা নিজে লাগায় বা অন্যের দ্বারা লাগিয়ে নেয় তাদের উপর লা'নত

৫২৫১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْعَاءَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسٌ وَإِنَّهَا أَشْتَكْتُ فَنَمَزْتُ شَعْرَهَا فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ فَقَالَ لَعْنُ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ *

৫২৫১. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার এক কন্যার বিবাহ হয়েছে। অসুস্থ হওয়ার পর তার মাথার চুল উঠে গেছে। এখন আমি যদি তার মাথায় পরচুলা জাতীয় কিছু মিলাই, তবে আমার কি গুনাহ হবে ? তিনি বললেন : যে নিজের চুলের সাথে কিছু মিলায় বা অন্যের দ্বারা কিছু মিলিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তার উপর লা'নত করেন।

لَعْنُ الْوَاشِمَةِ وَالْمُوتِشِمَةِ

যে শরীরে সুরমা, নীল ভরে সুঁই দিয়ে দাগ দেয়, তার উপর লা'নত

৫২৫২. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَسْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوتِصِلَةَ وَالْمُوتِشِمَةَ *
৫২৫২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ সকল রমণীকে লা'নত করেছেন, যারা নিজেরা চুলের সাথে পরচুলা জাতীয় কিছু মিশায় বা অন্যের দ্বারা মিশিয়ে নেয়, আর যে হাতে বা শরীরের অন্য কোন স্থানে নীল, সুরমা সুঁই দ্বারা নিজে দাগ লাগায় বা অন্যের দ্বারা লাগিয়ে নেয়।

لَعْنُ الْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

তার উপর লা'নত যে নারী চেহারার চুল ভুলে ফেলে এবং দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে

৫২৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعْنُ اللَّهِ الْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ إِلَّا الْعَنْ مَنْ لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *
৫২৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র) - - - - আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে নারী চেহারার চুল ভুলে ফেলে এবং যে নারী দাঁতে ফাঁক সৃষ্টি করে, তাদের উপর আল্লাহ্ লা'নত করেছেন। জেনে রাখ ! যাদের উপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লা'নত করেছেন, আমিও তাদের উপর লা'নত করি।

৫২৫৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ الْمُغْفِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ *
৫২৫৪. আহমদ ইব্ন সায়ীদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী এবং যারা মুখের চুল ভুলে ফেলে, আর এভাবে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের উপর লা'নত করেছেন।

৫২৫৪. আহমদ ইব্ন সায়ীদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী এবং যারা মুখের চুল ভুলে ফেলে, আর এভাবে যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের উপর লা'নত করেছেন।

৫২৫৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَوَشَّمَاتِ الْغُفْرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَاتَتْهُ أُمْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذًا وَكَذَا قَالَ وَمَالِي لَا أَقُولُ مَا قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া (র) - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ তা'আলা চেহারার নরম চুল উৎপাদনকারিণী, দাঁতে ফাঁক সৃষ্টিকারিণী এবং শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, যারা আব্দুল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়, তাদের উপর লা'নত করেছেন। এক রমণী তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো : আপনি কি এরূপ বলেন? তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, আমি কি তা বলবো না?

৫২৫৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ مَيْدُ اللَّهِ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشَّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ إِلَّا لَعَنَ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলতেন : আব্দুল্লাহ তা'আলা শরীরে দাগ সৃষ্টিকারিণী, চেহারার চুল উৎপাদনকারিণী এবং দাঁতে ফাঁকে সৃষ্টিকারিণী রমণীর উপর লা'নত করেছেন। শুনে রাখ! রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদেরকে লা'নত করেছেন, আমিও তাদের লা'নত করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আব্দুল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে নারীদের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং তা পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন।

الْتَزَعْفَرُ

যা'আফরানী রং লাগানো

৫২৫৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَزَعْفَرُ الرَّجُلُ *

৫২৫৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদেরকে যা'ফরানী রং লাগাতে নিষেধ করেছেন।

৫২৫৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مِقْدَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنُ عَمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَحْبِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ جِلْدُهُ *

৫২৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদেরকে তাদের শরীরে যা'ফরানী রং লাগাতে নিষেধ করেছেন।

৫২৫৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ابْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى بِطَبِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ *

৫২৫৯. ইসহাক (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ এর নিকট সুগন্ধি পেশ করা হলে, তিনি তা ফেরত দিতেন না।

৫২৬০. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ عَرِضَ عَلَيْهِ طَبِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَبِيبُ الرَّاحَةِ *

৫২৬০. উবায়দুল্লাহ ইবন কাযালা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারোর সামনে সুগন্ধি পেশ করা হলে, সে যেন তা ফেরত না দেয়। কেননা, তা ওজনে হালকা হলেও ঘ্রাণে উত্তম।

৫২৬১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدْتَ

إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمْسُ طَبِيبًا *

৫২৬১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন মহিলা এশার জামাআতে আসতে ইচ্ছা করলে, সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

৫২৬২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدْتَ

إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمْسُ طَبِيبًا *

৫২৬২. আহমদ ইবন সা'ঈদ (র) - - - - আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নব ছাকফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন : যখন তুমি এশার জামাআতের উদ্দেশ্যে বের হবে, তখন সুগন্ধি স্পর্শ করবে না।

৫২৬৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا شَهِدْتَ

عَنْ يُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْنَبِ التَّافِيَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّكُمْ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرُبُنْ طَيْبًا *

৫২৬৩. কুতায়বা (র) - - - - যয়নব ছাকায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ মসজিদে গমনের ইচ্ছায় বের হলে সে যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করে।

৫২৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرَزِيُّ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حُصَيْنَةَ عَنْ يُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ يَحْوَرًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ *

৫২৬৪. মুহাম্মদ ইবন হিশাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে রমণী সুগন্ধি-ধোয়া নিয়েছে, সে যেন আমাদের সাথে এশার জামাআতে শরীক না হয়।

ذِكْرُ أَطْيَبِ الطَّيِّبِ

উত্তম সুগন্ধি সম্পর্কে

৫২৬৫. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ قَالَ أَتَيْنَا شُعْبَةَ عَنْ خَلِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالثَّمُثَمِرِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ فَقَالَ وَهُوَ أَطْيَبُ الطَّيِّبِ *

৫২৬৫. আবু বকর ইবন ইসহাক (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিষার কথা উল্লেখ করেন, যে তার আংটিতে মৃগনাভি ভরে রেখেছিল। তিনি বলেন : এটা উত্তম সুগন্ধি।

تَحْرِيمُ لِبَسِ الذَّهَبِ

স্বর্ণ পরিধান করা হারাম হওয়া

৫২৬৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَيَزِيدُ وَمُعْتَمِرٌ وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَجَلَ لِبَاسَاتِ أُمَّتِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَحَرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا *

৫২৬৬. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মধ্যে নারীদের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ হালাল করেছেন এবং তা পুরুষদের জন্য হারাম করেছেন।

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা নিষেধ

৫২৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَيْتُ عَنِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫২৬৭. মুহাম্মদ ইবন ওলীদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাল রং-এর কাপড়, স্বর্ণের আংটি এবং রুকুতে কুরআন তিলাওয়াত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

৫২৬৮. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ تَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنِ الْمُعْصَفِرِ *

৫২৬৮. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে আংটি পরতে, রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে, রেশমী কাপড় পরতে এবং কুসুম রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

২৫৬৯. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حُمَادٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعْصَفِرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫২৬৯. ইসা ইবন হাম্বাদ (র) - - - - আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সোনার আংটি পরতে, কুসুম রংয়ের কাপড়, রেশমী কাপড় পরতে এবং রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

৫২৭০. قَالَ الْخُرَيْثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا سَمِعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ *

৫২৭০. হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রুকু অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।

৫২৭১. أَخْبَرَنِي هُرُوثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْفَدَكِيُّ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ حَدَّثَنِي بْنُ حُنَيْنٍ أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ قَالَ تَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثِيَابِ الْمُعْصَفِرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلِبْسِ الْقَسِيِّ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫২৭১. হাক্কন ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কুসুম রং-এর কাপড় ব্যবহার করতে, সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

৫২৭২. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ وَعَنْ التَّخْتُمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِيَّةِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫২৭২. ইয়াহুইয়া ইবন দুরস্ত (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে চারটি বস্তু অর্থাৎ কুসুম রং-এর কাপড় পরতে, সোনার আংটি ব্যবহার করতে, রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং রুকূতে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন।

৫২৭৩. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ أَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَأَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫২৭৩. ইব্রাহীম ইবন ইয়া'কুব (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুসুম রংয়ের কাপড়, রেশমী কাপড়, রুকূতে কুরআন তিলাওয়াত এবং সোনার আংটি পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

৫২৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّضَرَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ *

৫২৭৪. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

৫২৭৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ *

৫২৭৫. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَقْشِهِ

নবী ﷺ-এর আংটি ও এর নকশা সম্পর্কে

৫২৭৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَ الذَّهَبِ قَلْبِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ الْبَسْرَ هَذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ الْبَسْرَ أَبَدًا فَتَبَذَهُ فَتَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ *

৫২৭৬. আলী ইবন হুজর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে তাঁর হাতে পরলেন। অন্যান্য লোকেরাও পরে সোনার আংটি বানায়। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি এই আংটিটি পরিধান করতাম, কিন্তু এখন হতে আমি আর কখনও তা পরিধান করবো না। এই বলে তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, পরে অন্যান্য লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

৫২৭৭. أَخْبَرَنَا اسْتَحْقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ نَقَشَ خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৭৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটির নকশা ছিল- “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”।

৫২৭৮. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَنبَأَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَقِصَّةُ حَبَشِيٍّ وَنَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৭৮. আব্বাস ইবন আব্দুল আযীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ একটি রূপার আংটি তৈরি করান যার নগীনা ছিল হাবশার তৈরি এবং তাতে নকশা ছিল “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”।

৫২৭৯. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مُسْعِدَةَ عَنْ بَشْرِ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ نِصْفَةِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫২৭৯. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোমের বাদশাহকে লিখতে ইচ্ছা করলে লোকজন বললো : তারা সিল মোহর ব্যতীত কোন চিঠির প্রতি গুরুত্বারোপ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করান আমি যেন তার ওজ্রতা তাঁর হাতে এখনও দেখছি। তাতে নকশা করা হয়েছিল : “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ”।

৫২৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَقِصَّةُ حَبَشِيٍّ *

৫২৮০. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি তৈরি করান রূপা দিয়ে। তার নগীনা ছিল হাবশায় তৈরি।

৫২৮১. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَفِصَّةٌ مِنْهُ *
৫২৮১. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং এর নগীনাও ছিল রূপার।

৫২৮২. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ *
৫২৮২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও আলী ইবন হুজর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তাতে নকশা করিয়েছি। অতএব এখন যেন কেউ এরূপ নকশা না করায়।

مَوْضِعُ الْخَاتَمِ

আংটি পরার স্থান

৫২৮৩. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَصْطَنَعَ خَاتَمًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصِرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ *
৫২৮৩. ইমরান ইবন মুসা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ একটি আংটি তৈরি করালেন এবং বললেন : আমি একটি আংটি তৈরি করিয়েছি এবং তার উপর নকশাও করিয়েছি; অতএব কেউ যেন এরূপ নকশা না করায়। আর আমি এখনও যেন ঐ আংটির ঔজ্জ্বল্য তাঁর কনিষ্ঠা আঙ্গুলে দেখছি।

৫২৮৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ *
৫২৮৪. মুহাম্মদ ইবন আমির (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ তাঁর ডান হাতে আংটি পরতেন।

৫২৮৫. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْبِسْطَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ قَتَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ أَنْظَرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى *
৫২৮৫. হুসায়ন ইবন ইসা বিস্‌তামী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর আংটির শুভ্রতা তাঁর বাম হাতের আঙ্গুলে যেন এখনও দেখছি।

৫২৮৬. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَهُزُّ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانِي أَنْظِرُ إِلَى وَيَبْيَضُ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَرَفَعَ أَمِيعَةَ الْيَسْرَى الْخِنْصَرَ *

৫২৮৬. আবু বকর ইবন নাকি' (র) - - - - ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, লোকেরা আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটির ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন : আমি যেন এখনও তাঁর রূপার তৈরি চাকচিক্য অবলোকন করছি। এই বলে তিনি তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী উঠালেন।

৫২৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْخَاتَمِ فِي السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى *

৫২৮৭. মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - আবু বুরদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

৫২৮৮. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَلْبَسَ فِي إصْبَعِي هَذِهِ وَفِي الْوُسْطَى وَالثَّلَاثِي تَلِيهَا *

৫২৮৮. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তর্জনী, মধ্যমা এবং এর নিকটবর্তী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন।

مَوْضِعُ الْفَقْصِ

নগীনার স্থান

৫২৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَنَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبَسَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَنُقِشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْتَبِئِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ *

৫২৮৯. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সোনার আংটি পরতেন। পর তিনি ঐ আংটি ফেলে দিয়ে রূপার আংটি পরলেন এবং তাতে তিনি “মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” নকশা করালেন। এরপর তিনি বললেন : কারো জন্য উচিত হবে না যে, সে আমার আংটির নকশার ন্যায় তার আংটি নকশা করায়। আর তিনি ঐ আংটির নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন।

طَرَحَ الْخَاتَمَ وَتَرَكَ لِبَسَهُ

আংটি ফেলে দেয়া এবং এর ব্যবহার ত্যাগ করা

৫২৭৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ خَاتَمًا فَلَيْسَهُ قَالَ شَفَلْنِي هَذَا عَنْكُمْ مِنْذُ الْيَوْمِ إِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ ثُمَّ الْقَامَ *

৫২৯০. মুহাম্মদ ইবন আলী (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আংটি বানিয়ে তা হাতে দিয়ে বললেন : আজ থেকে আমি এই আংটির কারণে তোমাদের থেকে অন্য মনষ্ক হয়ে পড়ছিলাম। কখনো এর দিকেও আমার দৃষ্টি পড়ে আবার কখনো তোমাদের দিকে। পরে তিনি তা খুলে ফেলেন।

৫২৭১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبِسُهُ فَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَمَنْعَ النَّاسَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَتَزَعَهُ وَقَالَ إِنِّي كُنْتُ الْبَسَرُ هَذَا الْخَاتَمُ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا الْبَسَرُ أَبَدًا فَتَبَتِ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ *

৫২৯১. কুতায়বা (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে তিনি তা পরতেন। তিনি এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতেন। পরে অন্যান্য লোক তাঁর মত করতে লাগলো। তখন তিনি মিস্বরে আরোহন করে আংটি খুলে ফেললেন এবং বললেন : আমি এই আংটিটি পরতাম এবং এর নগীনা হাতের তালুর দিকে রাখতাম। পরে তিনি তা ফেলে দিয়ে বললেন : আল্লাহর শপথ! আমি তা আর কখনও পরবো না। পরে অন্য লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

৫২৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قِرَاءَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا وَاحِدًا فَصَنَعُوهُ فَلَيْسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ وَطَرَحَ النَّاسُ *

৫২৯২. মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে রৌপ্য নির্মিত আংটি দেখলেন, অন্য লোকেরাও তদ্রূপ আংটি তৈরি করিয়ে তা পরতে লাগলো। পরে নবী ﷺ তা ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটি ফেলে দিল।

৫২৭৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَأَخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبِسُهُ *

৫২৯৩. কুতায়বা (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করান; আর তিনি তার নগীনা রাখতেন হাতের তালুর দিকে। পরে অন্যান্য লোকও সোনার আংটি তৈরি করায়। তখন

রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খুলে ফেললে অন্যান্য লোকেরাও তাদের আংটি খুলে ফেলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একটি আংটি বানান। তিনি তা দ্বারা সিল মোহর করতেন, পরতেন না।

৫২৯৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فِيهِ مِثْلَ يَلِيٍّ بَطْنُ كَفٍّ فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ فَالْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا النَّبِيُّ أَبَدًا ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ فَادْخَلَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى هَلَكَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ *

৫২৯৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সোনার আংটি তৈরি করান। আর তিনি তার নগীনা তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন। এরপর অন্য লোকও আংটি তৈরি করায়। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খুলে ফেলেন এবং বললেন : আমি আর কখনও তা পরবো না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রৌপ্য নির্মিত আংটি পরেন। এই আংটি পরে আবু বকর (রা)-এর হাতে ছিল, পরে তা উমর (রা)-এর হাতে ছিল, উমর (রা)-এর পর তা উছমান (রা)-এর হাতে ছিল; পরে তা আরীস নামক কূপে পড়ে হারিয়ে যায়।

ذِكْرُ مَا يَسْتَحِبُّ مَنْ لَبَسَ الثِّيَابَ وَمَا يَكْرَهُ مِنْهَا

কোন কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব, আর কোনটি মাকরুহ

৫২৯৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُ سَبْيَةَ الْهَيْثَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرْ عَلَيْكَ *

৫২৯৫. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবুল আহওয়াস (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে পুরাতন মলিন কাপড় পরিহিত খারাপ অবস্থায় দেখে বললেন : তোমার কি কোন মাল-সম্পদ আছে ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা আমাকে সর্বপ্রকার সম্পদই দান করেছেন। তখন তিনি বললেন : যখন তোমাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন, তখন এর চিহ্ন তোমার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لَبَسِ السَّيَرَاءِ

সোনালী ডোরা বিশিষ্ট রেশমী চাদর ব্যবহার নিষেধ

৫২৯৬. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَتَيْنَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةَ سَيِّرَاءَ تَبَاعَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذَا لَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَقْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ قَالَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ فَكَسَانِي مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَكْسُهَا لِتَلْبِسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُهَا لِتَكْسُوهَا أَوْ لِتَبِيعَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَاهُ مِنْ أُمِّهِ مُشْرِكًا *

৫২৯৬. ইসহাক ইবন মানসুর (র) - - - - উমর ইবন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মসজিদের দরজায় সোনালী ডোরাদার রেশমী জোড়া বিক্রি হতে দেখলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহু ! যদি আপনি জুমুআর দিনের জন্য এবং আপনার নিকট কোন বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে পরার জন্য এরূপ এক জোড়া খরিদ করতেন। তখন রাসূলুল্লাহু ﷺ বললেন : এতো ঐ ব্যক্তি পরিধান করবে, আখিরাতে যার কোন অংশ থাকবে না। এরপর তা হতে রাসূলুল্লাহু ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে, তা হতে এক জোড়া আমাকে দান করলেন। উমর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহু ! আপনি আমাকে তা দিচ্ছেন, আর একটু আগে আপনি এব্যাপারে বললেন ? নবী ﷺ বললেন : আমি তা তোমাকে পরার জন্য দেইনি। আমি এজন্য দিয়েছি যে, তুমি তা অন্য কাউকে পরতে দেবে বা বিক্রি করে অন্য কাজে লাগাবে এরপর উমর (রা) তা তাঁর এক খালাতো ভাইকে দান করেন, যে মুশরিক ছিল।

ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لِبْسِ السَّيِّرَاءِ

ডোরাদার রেশমী কাপড় নারীদের ব্যবহারের অনুমতি

৫২৯৭. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصَ حَرِيرٍ سَيِّرَاءَ *

৫২৯৭. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কন্যা যয়নাবের পরিধানে ডোরাদার রেশমী চাদরে নির্মিত একটি কমিজ দেখেছি।

৫২৯৮. أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةِ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَ سَيِّرَاءَ وَالسَّيِّرَاءُ الْمُضْلَعُ بِالْقَرِّ *

৫২৯৮. আমর ইবন উছমান (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহু ﷺ-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের পরিধানে সোনালী ডোরাদার রেশমী কাপড়ের চাদর দেখেছেন।

৫২৯৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا النُّضْرَ وَأَبُو عَامِرٍ فَلَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي

عَوْنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْخَيْفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءً فَبِعْتُ بِهَا إِلَى فَلَيْسَتْهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أُعْطِكُهَا لِتَلْبِسَتْهَا فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي *

৫২৯৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি ভোরাদার রেশমী কাপড় পেশ করা হলে তিনি তা আমার নিকট পাঠিয়ে দেন। আমি তা পরিধান করলে, তাঁর চেহারা বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন : আমি তা তোমাকে পরতে দেইনি। এরপর তিনি আমাকে আদেশ করলে, আমি তা আমাদের নারীদেরকে বন্টন করে দিলাম।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْأَسْتَبْرَقِ

ইস্‌তাব্রাক বা রেশমী কাপড় পরিধান করা নিষেধ

৫৩০০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْخُرَيْثِ الْمُخَزُومِيَّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةً اسْتَبْرَقَ تَبَاعَ فِي السُّوقِ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا فَالْبِسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِينَ يَقْدُمُ عَلَيْكَ الْوُقُوفُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ ثُمَّ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً فَاتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَيَّ فَقَالَ بَعْثَا وَأَقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ أَوْ شَفَّقْهَا خُمْرًا بَيْنَ نِسَائِكَ *

৫৩০০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) একবার বের হয়ে দেখলেন, বাজারে ইস্‌তাব্রাক বা রেশমী জোড়া বিক্রি হচ্ছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাজির হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এটা ক্রয় করুন এবং জুমুআর দিন এবং আপনার নিকট বিদেশী প্রতিনিধিদল আসলে পরিধান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটা ঐ ব্যক্তিই পরবে, যার কোন অংশ আখিরাতে নেই। পরে এর তিন জোড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি এর একজোড়া উমর (রা)-কে, একজোড়া আলী (রা)-কে এবং এক জোড়া উসামা (রা)-কে দিলেন। তখন উমর (রা) তাঁর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এর পূর্বে এ ব্যাপারে যা বলার তা বলেছিলেন আর এখন তা আমাকে দান করলেন? তিনি বললেন : তুমি তা করে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ কর অথবা তা টুকরা করে তোমার মহিলাদের ওড়না বানিয়ে দাও।

صِفَةُ الْأَسْتَبْرَقِ

ইস্‌তাব্রাকের বর্ণনা

৫৩০১. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهْرُ بْنُ أَبِي

إِسْحَاقُ قَالَ قَالَ سَالِمٌ مَا الْإِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غُلَظٌ مِنَ الدِّيَبَاجِ وَخَشْنٌ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ حُلَّةً سُنْدُسٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِ هَذِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৫৩০১. ইমরান ইব্ন মুসা (র) - - - ইয়াহইয়া ইব্ন আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালিম (র) বলেন, ইস্তারাক কি বস্তু? আমি বললামঃ রেশমী কাপড়ের মধ্যে যা শক্ত এবং মোটা হয় তাই ইস্তারাক। সালিম বললেনঃ আমি আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ উমর (রা)-এক ব্যক্তি নিকট রেশমী কাপড়ের এক জোড়া দেখতে পেলেন এবং তা নবী ﷺ-এর নিকট এনে বললেনঃ আপনি এটা খরিদ করুন, এরপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ تَبَسِّ الدِّيَبَاجِ

দীবাজ নামক রেশমী কাপড় পরা নিষেধ

৫৩.২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي رِيَّاهُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ أَسْتَسْقَى حَذِيقَةً فَأَتَاهُ دُهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِيَّامٍ مِنْ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ بِمَا صَنَعَ بِهِ وَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَشْرَبُوا فِي إِيَّامِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيَبَاجَ وَلَا الْحَرِيرَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ *

৫৩০২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্ন উকায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) পানি চাইলে এক গ্রাম্য মেতা ব্যক্তি রৌপ্য নির্মিত পাত্রে পানি আনে। হুযায়ফা (রা) তা ফেলে দিলেন এবং লোকের সামনে তা ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বললেনঃ আমার জন্য এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কেউ যেন সোনা রূপার পাত্রে পান না করে এবং দীবাজ ও রেশমী কাপড় যেন পরিধান না করে। কেননা, এটা পৃথিবীতে তাদের জন্য, আর আমাদের জন্য আখিরাতে।

لُبْسُ الدِّيَبَاجِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ

সোনার কারুকার্য খচিত দীবাজ বা রেশমী বস্ত্র পরিধান সম্পর্কে

৫৩.৩. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَرِثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ وَاقِدِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ إِنْ سَعْدًا كَانَ أَعْظَمَ

النَّاسِ وَأَطْوَلُهُ ثُمَّ بَكَى فَكَثُرَ الْبُكَاءُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى أَكْثَرِ صَاحِبِ
دَوْمَةٍ بَعْثًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِحَبَّةٍ دِينَجٍ مَنَسُوجَةٍ فِيهَا الذَّهَبُ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ
عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَعَدَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَنَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمُسُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ اتَّعَجِبُونَ مِنْ
هَذِهِ لِمَتَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ *

৫৩০৩. হাসান ইবন কাযা'আ (র) - - - - ওয়াকিদ ইবন আমর ইবন সা'দ ইবন মুআয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা) মদীনাতে আগমন করলে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন : তুমি কে ? আমি বললাম : আমি ওয়াকিদ ইবন আমার ইবন সা'দ ইবন মুআয। তিনি বললেন : সা'দ ইবন মুআয (রা) তো বড় এবং লম্বাকৃতির লোক ছিলেন। এই বলে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দুয়ার বাদশাহ উকায়দারের নিকট এক বাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রেশম এবং সোনার কারুকার্য বচিতি একটি জুকা পাঠান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পরিধান করে মিন্বরের উপর দাঁড়িয়ে পরে বসে পড়ে কোন কথা না বলে পরে তিনি মিন্বর হতে অবতরণ করলে লোক ঐ জুকা হাতে ধরে দেখতে লাগলো। তিনি বললেন : তোমরা এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করছো ! বেহেশতে সা'দ ইবন মুআযের ক্রমান এর চাইতে উত্তম, যা তোমরা দেখছো।

ذِكْرُ نُسْخِ ذَلِكَ

উক্ত হাদীস রহিত হওয়ার বর্ণনা

৫৩.৪. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ قِبَاءً مِنْ دِينَجٍ أَهْدَى لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ تَزْعَهُ فَأَرْسَلَ
بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا تَزْعُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ آمُرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَ لِبَاسَهُ
إِنَّمَا أُعْطَيْتُكَ لَتَبِيعَهُ قِبَاعَهُ عُمَرُ بِالْفَى دَرَاهِمَ *

৫৩০৪. যুসুফ ইবন সায়ীদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীবাজ নামক রেশমী কাপড়ের একটি কাবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাদিয়া স্বরূপ দান করা হলে তিনি তা পরিধান করেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তা খুলে ফেলে তা উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তখন অন্যান্য লোক তাকে জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি হঠাৎ তা খুলে ফেললেন কেন ? তিনি বললেন : আমাকে জিব্রাইল (আ) তা পরতে নিষেধ করেছেন। একথা শুনে উমর (রা) কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আপনি যা অপছন্দ করেন তা আমাকে পরতে দিলেন ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তো তোমাকে তা পরতে দেইনি; আমি তো তা তোমাকে দিয়েছি বিক্রি করার জন্য। এরপর উমর (রা) দুই হাজার দিরহামে তা বিক্রি করে দেন।

التَّشْدِيدُ فِي لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَأَنْ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ

পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে কঠোরতা। যে দুনিয়াতে তা পরবে, সে আখিরাতে তা পরতে পারবে না।

৫২.৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ *

৫৩০৫. কুতায়বা (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন যুবার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি মিম্বরের উপর খুতবা দিতে গিয়ে বললেন : মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরিধান করবে, আখিরাতে সে কখনো তা পরতে পারবে না।

৫২.৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ أَتَيْنَا النُّضَرَ بْنَ شَمَيْلٍ قَالَ أَتَيْنَا شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَا تَلْبِسُوا نِسَاءَكُمْ الْحَرِيرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ *

৫৩০৬. মাহমূদ ইবন গায়লান (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন যুবার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা নিজেরদের রমণীদেরকে রেশমী কাপড় পরাতে দেবে না। আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে তা পৃথিবীতে পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরতে পারবে না।

৫২.৭. أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ مَنصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ أَتَيْنَا حَرْبَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حَظَّانٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ فَقَالَ سَلْ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ *

৫৩০৭. আমর ইবন মানসূর (র) - - - ইমরান ইবন হাভান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে রেশমী কাপড় পরিধান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তুমি এব্যাপারে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আমি ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলে - তিনি বললেন : আমার নিকট আবু হাফস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে রেশমী কাপড় পরবে, আখিরাতে তার জন্য এর কোন অংশ থাকবে না।

৫৩.৮. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ قَالَ أَتَيْنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرُ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ *

৫৩০৮. সুলায়মান ইব্ন সাল্ম (র) - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রেশমী কাপড় ঐ ব্যক্তিই পরিধান করবে, যার কোন অংশ আখিরাতে নেই।

৫৩.৯. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّقَقُ بْنُ حَزْنٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ الْبَارِقِيِّ قَالَ أَتَتْنِي امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِينِي فَقُلْتُ لَهَا هَذَا ابْنُ عُمَرَ فَاتَّبَعْتُهُ تَسْأَلُهُ وَاتَّبَعْتُهَا أَسْمَعُ مَا يَقُولُ قَالَتْ أَفْتَنِي فِي الْحَرِيرِ قَالَ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫৩০৯. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - আলী আল বারেকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা আমার নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসলে আমি তাকে বললাম : ইনি আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)। তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করুন। এরপর ঐ মহিলা তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য গেল, আর আমি তার পিছে পিছে গেলাম, তাদের কথা শোনার জন্য। সেই রমণী বললো : রেশমী কাপড় সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الثِّيَابِ الْقِسْيَةِ

রেশমী কাপড় পরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

৫৩১. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آتِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَانِرِ وَالْقِسْيَةِ وَالْأَسْتَبْرَقِ وَالذِّبْيَاجِ وَالْحَرِيرِ *

৫৩১০. সুলায়মান ইব্ন মানসূর (র) - - - বারী ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন : সোনার আংটি, রৌপ্য পাত্র, জুয়া খেলা, রেশমী কাপড়, ইসতাবরাক এবং দীবাজ ও হারীর হতে।

الرُّخْصَةُ فِي لِبْسِ الْحَرِيرِ

রেশমী কাপড় পরার অনুমতি সম্পর্কে

৫৩১১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا عِيْسَى بْنَ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَحَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمْصٍ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا *

৫৩১১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ এবং যুবায়ের ইব্নুল আওয়াম (রা)-কে রেশমী জামা পরার অনুমতি দান করেছিলেন; কেননা, তাদের খুজলী রোগ হয়েছিল।

৫৩১২. أَخْبَرَنَا تَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَحَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ فِي قُمْصٍ حَرِيرٍ كَانَتْ بِهِمَا يَغْنِي لِحِكَّةً *

৫৩১২. নাসর ইব্ন আলী (র) - - - - আনাস (রা) বলেন, নবী ﷺ আব্দুর রহমান এবং যুবায়ের (রা)-কে রেশমী কাপড়ের জামা ব্যবহারের অনুমতি দান করেন, তাঁদের খুজলীতে আক্রান্ত হওয়ার দরুন।

৫৩১৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا جَرِيرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ عُثْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَلْبَسُ الصَّرِيرُ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْأُخْرَةِ إِلَّا هَكَذَا وَقَالَ أَبُو عُمَانَ بِأَصْبَغِيهِ اللَّتَيْنِ تَلَيَّانِ الْإِبْهَامَ فَرَأَيْتُهُمَا أَرْارَ الطَّيَالِسَةَ حَتَّى رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ *

৫৩১২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু উছমান নাহদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা উৎবা ইব্ন ফারকাদ (র)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় উমর (রা)-এর আদেশ পৌঁছলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রেশমী কাপড় শুধু ঐ ব্যক্তিই পরিধান করতে পারে, আখিরাতে যার এতে কোন অংশ নেই। আবু উছমান (র) বলেন : তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। আমার মনে হলো তা চাদরের প্রান্ত ভাগ। পরে আমি চাদর দেখলাম।

৫৩১৪. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي خَصِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرَخَّصْ فِي الدِّيْبَاجِ إِلَّا مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ *

৫৩১৩. আব্দুল হামিদ ইব্ন মুহাম্মদ ও আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রেশমী কাপড়ের চার অঙ্গুলী পরিমাপের অধিক পরার অনুমতি দেন নি।

لَبَسَ الْحَلَّ

জোড়া পোশাক পরিধান করা

৫৩১৪. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ

الْبَرَاءُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ مُتَرَجِلًا لَمْ أَرْ قَبْلَهُ وَلَا يَعْدُهُ أَحَدًا هُوَ أَجْمَلُ مِنِّهِ *

৫৩১৪. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - বারী ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জোড়া পোশাক পরিহিত, মাথার চুল সুবিন্যস্ত অবস্থায় দেখেছি। আমি পূর্বে ও পরে কাউকে তাঁর চাইতে কোন সুশী সুপুরুষ দেখিনি।

لُبْسِ الْحَبِيرَةِ

ইয়ামানী চাদর পরিধান করা

৫৩১৫. (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْحَبِيرَةُ *

৫৩১৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সায়ীদ (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানী চাদর ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অধিক পছন্দনীয়।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْمُعْصَفَرِ

কুসুম রং-এর কাপড় পরিধান করা নিষেধ

৫৩১৬. (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَاهِمٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَبْرِ بْنَ نَفِيرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعْصَفَرَانِ فَقَالَ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبِسْهَا *

৫৩১৬. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দু'টি কুসুম রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে বললেন : এটা কাফিরদের পোশাক। অতএব, তুমি তা পরিধান করো না।

৫৩১৭. (أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ أَبِي رَوَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعْصَفَرَانِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ أَذْهَبَ فَاطْرَحَهُمَا عَنْكَ قَالَ أَيْنَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي النَّارِ *

৫৩১৭. হাজিব ইবন সুলায়মান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দু'টি কুসুম রং-এর কাপড় পরিহিত অবস্থায় আগমন করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন : ফেলে দাও। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কোথায় ফেলবো ? তিনি বললেন : দোযখে।

৫২১৮. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَتَيْنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُوسِ الْفَسَى وَالْمُعْصَفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ *

৫৩১৮. ইসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশমী কাপড় পরিধান করতে, কুসুম রং-এর কাপড় পরতে এবং রুকু অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।

لُبْسُ الْخُضْرِ مِنَ الثِّيَابِ

সবুজ কাপড় পরিধান করা

৫২১৯. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبُو نُوحٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ *

৫৩১৯. আব্বাস ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আবু রিম্‌ছা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইখানা সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করেন।

لُبْسُ الْبُرُودِ

চাদর পরিধান করা

৫২২০. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خُبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ قَالَ شَكَّوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مَتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا نَدْعُوا اللَّهَ لَنَا *

৫৩২০. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না ও ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - খাব্বাব ইবন আরত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ কবলাম, তখন তিনি কা'বা শরীফের ছায়ায় একখানা চাদরের উপর মাথা রেখে আরাম করছিলেন। আমি বললাম : আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন না ?

৫২২১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَتَيْنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا نَعَمْ هَذِهِ الشَّمْلَةُ مَتَسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسِيتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسَوْتُهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّمَا لَازِمَتُهَا *

৫৩২১. কুতায়বা (র) - - - - সাহুল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা একখানা চাদর নিয়ে আসলে সাহুল (রা) বলেন : তোমরা কি জান, ইহা কিরূপ চাদর ছিল ? উপস্থিত লোকজন বললো : হ্যাঁ, এ চাদর ছিল এরূপ, যার কিনারায় নকশা করা ছিল। মহিলা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি ইহা আপনাকে পরানোর জন্য নিজ হাতে তৈরি করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রয়োজনের জন্য তা গ্রহণ করলেন, আর তিনি তা লুঙ্গিরূপে পরে আমাদের নিকট আসলেন।

الْأَمْرُ بِلبسِ الْبَيْضِ مِنَ الثِّيَابِ

সাদা কাপড় পরার আদেশ

৫৩২২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ قَالَ يَحْيَى لَمْ أَكْتُبْهُ قُلْتُ لِمَ قَالَ اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَلَيْبٍ عَنْ سَمُرَةَ *

৫৩২২. আমর ইবন আলী (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। কেননা, এটা পাক পবিত্র হয়ে থাকে। আর তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড় দিয়ে কাফন দেবে।

৫৩২৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤَكُمْ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ *

৫৩২৩. কুতায়বা (র) - - - - সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করবে। জীবিতরা তা পরবে আর মৃতদেরকে তা দিয়ে কাফন দেবে। কেননা, এটাই উৎকৃষ্ট কাপড়।

لبسِ الْأَقْبِيَةِ

কাবা পরিধান করা

৫৩২৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمُسَرِّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَةَ وَلَمْ يَعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بَنِيَّ أَنْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ أَنْخُلْ فَأَدْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ فَتَنَظَرِ إِلَيْهِ فَلْيَلْبَسْهُ مَخْرَمَةَ *

৫৩২৪. কুতায়বা ইবন সায়ীদ (র) - - - - মুসাওবির ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা বণ্টন করলেন : কিন্তু মাখরামা (রা)-কে কিছু না দেওয়ায় তিনি বললেন : প্রিয়পুত্র ! তুমি আমার সাথে চল; আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যাব। আমি তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি আমাকে বললেন : তুমি ভেতরে প্রবেশ করে তাঁকে আমার নিকট ডেকে আনো, আমি তাঁকে ডাকলে তিনি ঐ কাবা পরিহিত অবস্থায় তার নিকট আগমন করলেন এবং বললেন : আমি এটা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি, মাখরামা তা দেখে পরিধান করলেন।

لُبْسِ السَّرَاوِيلِ

পায়জামা পরিধান করা

৫৩২৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَمْرُوثِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ *

৫৩২৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ-কে আরাফাতে বলতে শোনেন : যার লুঙ্গি না মিলে, সে যেন পায়জামা পরিধান করে এবং যার জুতা নেই সে যেন মোজা পরিধান করে।

التَّغْلِيظُ فِي جَرِّ الْأَزَارِ

লুঙ্গি ইত্যাদি ঝুলিয়ে পরার উপর নিষেধাজ্ঞা

৫৩২৬. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخِيَلِ خَسَفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৬. ও হাব ইবন বয়ান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় পরিধেয় লুঙ্গি বা পায়জামা ঝুলিয়ে চলতো। সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির মধ্যে ধসতে থাকবে।

৫৩২৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ح وَأَثْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَشْرُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ أَوْ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৭. কুতায়বা ইবন সায়ীদ ও ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় কাপড় নীচের দিকে লম্বা করে পরে, অথবা তিনি বলেছেন : যে কাপড় নীচের দিকে লম্বা করে পরবে গর্ব করে। তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।

৫৩২৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩২৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় নীচের দিকে লম্বা করে দেয় আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।

مَوْضِعُ الْأَزَارِ

লুঙ্গি পরিধানের স্থান

৫৩২৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ نَذِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْضِعُ الْأَزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعُضْلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَاسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْأَزَارِ وَاللُّفْظُ لِمُحَمَّدٍ *

৫৩২৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ও মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পায়ে গোছার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত থাকা উচিত যেখানে মাংসপেশী অবস্থিত। যদি তা পছন্দ না হয়, তবে আরো কিছু নীচে পরতে পার। যদি আরও নীচু করতে ইচ্ছা কর, তবে পায়ের গোছার নীচে পরবে, কিন্তু পায়ের গোড়ালির গিরা যেন কাপড়ের নীচে না যায়।

مَاتَحَتِ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأَزَارِ

লুঙ্গি, চাদর ইত্যাদির যে অংশ পায়ের গিরার নীচে থাকবে

৫৩৩০. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاتَحَتِ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأَزَارِ فِي النَّارِ *

৫৩৩০. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : লুঙ্গি ইত্যাদির যে অংশ পদমূলের উপরিস্থ গিরার নীচে থাকবে, দোযখে থাকবে।

৫৩৩১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْأَزَارِ فَقَبِي النَّارِ *

৫৩৩১. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন : ইয়ার বা লুঙ্গির যে অংশ গোড়ালির উপরিস্থ গিরার নীচে থাকবে তা দোযখে অবস্থান করবে।

إِسْبَالُ الْأَزَارِ

ইয়ার বা লুঙ্গি লটকানো

৫৩৩২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْأَزَارِ *

৫৩৩২. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : ইয়ার বা লুঙ্গি ইত্যাদি যে ব্যক্তি নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করবে তার প্রতি আল্লাহ তাআলা বহমতের দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করবেন না।

৫৩৩৩. أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الْأَعْمَشَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خُرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ الْمَنَّانُ بِمَا أُعْطِيَ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنْفِقُ سَلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ *

৫৩৩৩. বিশর ইবন খালিদ (র) - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন তিন প্রকার ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না, এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের একজন ঐ ব্যক্তি, যে দান করে পরে খোঁটা দেয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে ইয়ার বা লুঙ্গি ইত্যাদি লটকিয়ে চলে। তৃতীয় ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ করে।

৫৩৩৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رُوَادٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْبَالُ فِي الْأَزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلًا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৩৩৪. মুহাম্মদ ইবন রাফে' (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়ার, জামা পাগড়ী ইত্যাদির যে কোন একটি যে ব্যক্তি অহংকার ভরে ঝুলায় তার প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না।

৫২৩৫. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَحَدٌ شَفَى إِذَا رَأَى يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ اتَّعَاهَدَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ بِمِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلَاءَ *

৫৩৩৫. আলী ইবন হুজর (র) - - - মালিক (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে তার কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। তখন আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! অসতর্কবস্থায় আমার ইয়ারের একদিক লম্বা হয়ে যায়। কিন্তু সতর্ক হলে, বোধহয় এরূপ হবে না। নবী ﷺ বললেন : যারা গর্বভরে এরূপ করে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

ذِيُولُ النِّسَاءِ

নারীদের আঁচল

৫২৩৬. أَخْبَرَنَا نُوَيْسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذِيُولِهِنَّ قَالَ تُرْخِيْنَهُ شِبْرًا قَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفَ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ تُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا تَرَيْنَ عَلَيْهِ *

৫৩৩৬. নুহ ইবন হাবীব (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে নিজের কাপড় নীচু করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। উম্মে সালামা (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! নারীরা তাদের আঁচল সম্বন্ধে কী করবে? তিনি বললেন : তারা তা এক বিঘত লম্বা করে দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, উম্মে সালামা (রা) বললেন : তা হলে তো তাদের পা খোলা থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে তারা তা এক হাত লম্বা করবে, এর উপর যেন তারা লম্বা না করে।

৫২৩৭. حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذِيُولَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرْخِيْنُ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذَا يَتَنَكَّشِفُ عَنْهَا قَالَ تُرْخِي ذِرَاعًا لَا تَرَيْنَ عَلَيْهِ *

৫৩৩৭. আব্বাস ইবন ওলীদ (র) - - - উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নারীদের আঁচল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : তারা তা অর্ধ হাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন : তখনও তো তার কিছু অংশ খোলা থাকবে। তিনি বললেন : তা হলে এক হাত লম্বা করবে, তার চেয়ে লম্বা করবে না।

৫৩৩৮. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ فِي الْإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ يُرْخِصْنَ شِبْرًا قَالَتْ إِذَا تَبَدُّ وَأَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَذَرَاْعًا لَا يَزِيدَنَّ عَلَيْهِ *

৫৩৩৮. আব্দুল জব্বার ইবন আ'লা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, ইযার বা লুঙ্গি ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, তা বলার পর উম্মে সালামা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : নারীরা কী করবে ? তিনি বললেন : তারা আধ হাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন : তখনও তো তাদের পা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে তারা এক হাত বাড়ায়, এর উপর বাড়াবে না।

৫৩৩৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا النُّصْرُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمْ تَجْرُ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ شِبْرًا قَالَتْ إِذَا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ ذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا *

৫৩৩৯. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো নারীরা তাদের আঁচল কতটুকু নীচু করবে ? তিনি বললেন : তারা আধ হাত লম্বা করবে। উম্মে সালামা (রা) বললেন : তখনও তো তাদের শরীরের কিছু অংশ খোলাই থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তবে তারা এক হাত লম্বা করবে, কিন্তু এর উপর বাড়াবে না।

النَّهْيُ عَنْ اسْتِمَالِ الصُّمَاءِ

সর্বাপ বস্ত্রাবৃত করা নিষেধ

৫৩৪০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اسْتِمَالِ الصُّمَاءِ وَأَنْ يُحْتَبَى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ *

৫৩৪০. কুতায়বা (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বাপ বস্ত্রাবৃত করতে এবং একই কাপড় পিঠ, হাঁটু আবৃত করে, এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন, যাতে ঐ কাপড়ের কিছুমাত্র লজ্জাস্থানের উপর না থাকে।

৫৩৪১. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا سَفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ اسْتِمَالِ الصُّمَاءِ وَأَنْ يُحْتَبَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ *

৫৩৪১. হুসায়ন ইব্ন হুরায়ছ (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত করতে এবং একই কাপড়ে পিঠ হাঁটু ইত্যাদি আবৃত করে এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন, যাতে ঐ কাপড় কিছুমাত্র পুরুষাঙ্গের উপর না থাকে।

النَّهْيُ عَنِ الْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

এক কাপড়ে সর্বশরীর আবৃত করা নিষেধ

৫৩৪২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ اسْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ *

৫৩৪২. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশরীর এক কাপড়ে আবৃত করতে এবং একই কাপড়ে পিঠ, হাঁটু ইত্যাদি আবৃত করতে নিষেধ করেছেন।

لُبْسِ الْعَمَائِمِ الْحَرَقَانِيَّةِ

কালো পাগড়ী পরিধান করা

৫৩৪৩. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِمَامَةً حَرَقَانِيَّةً *

৫৩৪৩. আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইব্ন হুরায়ছ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

لُبْسِ الْعَمَائِمِ السَّوْدِ

কালো কাপড়ের পাগড়ী ব্যবহার করা

৫৩৪৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ *

৫৩৪৪. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী শোভা পাচ্ছিল।

৫৩৪৫. أَخْبَرَنَا عَمْرٍو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَمَّارِ الدَّاهِنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ *

৫৩৪৫. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - জাবির (রা) বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী ছিল।

ارِخَاءُ طَرْفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتْفَيْنِ

কাঁধের দু'দিকে লটকানো

৫২৪৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ أَنْظَرُ السَّاعَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ ارْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ *

৫২৪৬. মুহাম্মদ ইবন আবান (র) - - - - জা'ফর ইবন আমর ইবন উমাইয়া (রা) বলেন, তার পিতা বলেছেন, এই মুহুর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে কালো পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মিন্বরের উপর দেখছি, যার শামলা তাঁর কব্ধায়ের উপর লটকানো রয়েছে।

التَّصَاوِيرُ

ছবি

৫২৪৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ *

৫২৪৭. কুতায়বা (র) - - - - আবু তাল্হা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি অথবা কুকুর থাকে।

৫২৪৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الشَّوَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَثَّلُ *

৫২৪৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল মালিক (র) - - - - আবু তাল্হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে।

৫২৪৯. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَفُودُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حَنْظَلٍ فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُ قَالَ لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَدْ عَلِمْتُ قَالَ أَلَمْ يَقُلْ إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي *

৫২৪৯. আলী ইবন শু'আয়ব (র) - - - - উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু তাল্হা আনসারী (রা)-কে তাঁর রুগ্নাবস্থায় দেখতে গেলে, তাঁর নিকট সাহল ইবন হুনাযফকে দেখতে পান। আবু তাল্হা (রা) এক ব্যক্তিকে তাঁর নিচের বিছানা বের করে ফেলতে আদেশ করলেন। তখন সাহল (রা) তাঁকে বললেন :

কেন বের করবেন ? তিনি বললেন : কেননা, তাতে ছবি রয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, তা তো তুমি জান। সাহুল বললেন : তিনি কি বলেন নি যে, যদি কাপড়ে নকশা থাকে, তবে কোন ক্ষতি নেই। আবু তালহা (রা) উত্তর করলেন : হ্যাঁ, কিন্তু আমার মনের তৃপ্তির জন্য এটাই উত্তম।

৫৩৫০. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّبْتُ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ أَشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدَّاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ قُلْتُ لِعَلَّيْكَ اللَّهُ الْخَوْلَانِي أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ يَوْمَ الْأَوَّلِ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ *

৫৩৫০. ঈসা ইবন হাম্মাদ (র) - - - - আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ঘরে ছবি থাকে, সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না। হাদীস বর্ণনাকারী বুসর (রা) বলেন, যায়দ ইবন খালিদ অসুস্থ হলে, আমরা তাকে দেখতে গিয়ে তাঁর দরজায় একখানা পর্দা লটকানো দেখলাম, যাতে ছবি রয়েছে। আমি উবায়দুল্লাহ খাওলানীকে বললাম : যায়দ (রা)-কে আমাদেরকে গতকাল ছবি সম্বন্ধে সংবাদ দেননি ? উবায়দুল্লাহ (রা) বললেন : তুমি কি শোননি ? তিনি এটাও বলেন : কাপড়ে ছবি থাকলে কোন ক্ষতি নেই।

৫৩৫১. حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَأَى سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَخَرَجَ وَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ *

৫৩৫১. মাসউদ ইবন জুওয়াইরিয়া (র) - - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত দিলাম। তিনি এসে ঘরে প্রবেশ করে একখানা এমন পর্দা দেখলেন, যাতে ছবি ছিল। তিনি বের হয়ে বললেন : ফিরিশতা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি থাকে।

৫৩৫২. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُرْجَةً ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا فِيهِ الْخَيْلُ أُولَاتُ الْأَجْنِحَةِ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَ أَنْزِعِيهِ *

৫৩৫২. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে গমন করলেন, পরে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি একটি পর্দা লটকিয়ে রেখেছিলাম, যাতে ডানা বিশিষ্ট ঘোড়ার ছবি ছিল। তিনি তা দেখে বললেন : তুমি তা খুলে ফেল।

৫৩৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْنَالُ طَيْرٍ مُسْتَقْبِلُ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاهِلُ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ حَوْلِيهِ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَ لَنَا قَطِيفَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكُنَّا نَلْبِسُهَا فَلَمْ نَقْطَعْهُ *

৫৩৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একখানা পর্দার কাপড় ছিল, যাতে ছিল পাখীর ছবি। কেউ ঘরে ঢোকার সময় তা তাঁর সামনে পড়তো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আয়েশা। তুমি তা উলটিয়ে দাও। কেননা, যখন আমি ঘরে প্রবেশ করি, তখন তা দেখলে, দুনিয়া আমার স্বরণে এসে পড়ে। তিনি আরো বলেন : আমাদের আর একখানা চাদর ছিল, যাতে নকশা করা ছিল, আমরা তা পরিধান করতাম, তাই তা কাটি নি।

৫৩৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ إِنِّي شَهْوَةٌ فِي النَّيْتِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَخْرِيهِ عَنِّي فَتَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدًا *

৫৩৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঘরে একখানা কাপড় ছিল, যাতে ছিল অনেক ছবি। আমি তা ঘরের চেরাগদানের উপর লটকিয়ে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে দিকে ফিরে নামায পড়তেন। তিনি বললেন : হে আয়েশা। তুমি তা আমার সামনে থেকে সরিয়ে ফেল। পরে আমি তা সরিয়ে ফেলি এবং তা দিয়ে বালিশ বানাই।

৫৩৫৫. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُو قَالَ حَدَّثَنَا يَكْرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا تَصَبَّتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَزَعَهُ فَقَطَعْتُهُ وَسَادَتَيْنِ قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حَبِئْتَنِي بِقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ غَطَاءٍ أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا *

৫৩৫৫. ওহাব ইব্ন বয়ান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একখানা পর্দা ঝুলিয়েছিলেন, যাতে ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে তা খুলে ফেললেন। তখন আমি তা খণ্ডিত করে দুইটি বালিশ বানাই। ঐ মজলিসের রবীআ ইব্ন আতা নামক এক ব্যক্তি বলে উঠলো : আমি আবু মুহাম্মদ অর্থাৎ কাসিমকে বলতে শুনেছি, আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে হেলান দিতেন।

ذِكْرُ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا

অত্যধিক আযাব কাদের হবে?

৫৩৫৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهِ تَصَاوِيرُ فَتَزَعَهُ
وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ *

৫৩৫৬. কুতায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফর শেষে তশরীফ আনলেন, আর আমি চেরাগদানে একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলাম। যাতে ছবি অঙ্কিত ছিল, তিনি তা খুলে ফেলে বললেন : কিয়ামতের দিন অত্যধিক আযাব ঐ ব্যক্তির হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টবস্তুর ছবি অঙ্কিত করে।

৫৩৫৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ
سَتَرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلُ فَلَمَّا رَأَاهُ تَلَوْنَ وَجْهَهُ ثُمَّ هَتَكَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ *

৫৩৫৭. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আগমন করলেন, আর আমি ছবিযুক্ত একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। তিনি তা দেখার পর তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। তিনি তা নিজ হাতে ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন : কিয়ামতের দিন অধিক আযাব ঐ ব্যক্তিদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ ছবি অঙ্কিত করে।

ذِكْرُ مَا يَكْلَفُ أَصْحَابُ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারীদের শাস্তি সম্পর্কে

৫৩৫৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ النُّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ
الْعِرَاقِ فَقَالَ ابْنِي أَصَوَّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ أَدْنُهُ أَدْنُهُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا
ﷺ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كَلَّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ
وَلَيْسَ بِنَافِخِهِ *

৫৩৫৮. আমর ইব্ন আলী (র) - - - নযর ইব্ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন 'আক্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় ইরাকের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো : আমি এরূপ ছবি অঙ্কন করে থাকি, আপনি এ ব্যাপারে কী বললেন ? তিনি বললেন : নিকটে এসো, নিকটে এসো। আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কোন ছবি অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতে বলা হবে, কিন্তু সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হবে না।

৫৩৫৯. أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷻ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا *

৫৩৫৯. কুতায়বা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন ছবি অঙ্কন করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে; অথচ সে তাতে প্রাণ দিতে সক্ষম হবে না।

৫৩৬০. অখবরুনামা মুত্তাওয়ালায় আলী (রা) বলেছেন : **أَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُفِّرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ***

৫৩৬০. আমার ইবন আলী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ছবি অঙ্কন করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, যে পর্যন্ত না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবে; অথচ সে তাতে প্রাণ দিতে সক্ষম হবে না।

৫৩৬১. অখবরুনামা মুত্তাওয়ালায় হাম্মাদ (রা) বলেছেন : **أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ***

৫৩৬১. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ছবি তৈয়ারকারী লোকদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে জীবন দান কর।

৫৩৬২. অখবরুনামা মুত্তাওয়ালায় লায়থ (রা) বলেছেন : **أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ***

৫৩৬২. কুতায়বা (র) - - - - নবী -এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ সকল ছবি অঙ্কনকারীকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছ, তাতে প্রাণ দান কর।

৫৩৬৩. অখবরুনামা মুত্তাওয়ালায় আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন : **أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَاهَوْنَ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ ***

৫৩৬৩. কুতায়বা (র) - - - - উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি এই সব লোকদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির ছবি বানায়।

ذِكْرُ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا

সর্বাপেক্ষা অধিক শাস্তিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি

৫২৬৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ صَبَّاحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَصْرُورُونَ وَقَالَ أَحْمَدُ الْمَصْرُورِينَ *

৫৩৬৪. মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ও আহমদ ইবন হারব (র) - - - - আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন সর্বাধিক শাস্তি যাদের হবে, ছবি তৈরিকারীরা তাদের অন্যতম।

৫২৬৫. أَخْبَرَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَسْتَأْذِنُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ادْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ ادْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ قَائِمًا أَنْ تُقَطَعَ رُؤُسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوْطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ *

৫৩৬৫. হানাদ ইবন সারী (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জিব্রাইল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি বললেন : আসুন! জিব্রাইল (আ) বললেন : আমি কি করে প্রবেশ করবো, আপনার ঘরে এমন পর্দা লটকানো রয়েছে, যাতে ছবি রয়েছে, হয় আপনি তাদের মাথা কেটে ফেলুন, না হয় তা বিছানা বানান, যাতে তা পদদলিত হয়। কেননা, আমরা ফিরিশতাগণ ঐ সকল ঘরে প্রবেশ করি না, যাতে ছবি রয়েছে।

الْحُفَّ

গায়ে দেওয়ার চাদর

৫২৬৬. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قُرْعَةَ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصْلِي فِي لَحْفِنَا قَالَ سَفْيَانُ مَلَأَحْفِنًا *

৫৩৬৬. হাসান ইবন কাযআ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের গায়ে দেওয়ার চাদরে নামায পড়তেন না।

صِفَةُ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুতার বর্ণনা

৫২৬৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ نَعْلٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ *

৫২৬৮. মুহাম্মদ ইবন মামার (র) - - - - অনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুতায় দুইটি ফিতা ছিল।

৫২৬৯. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَالَانِ *

৫২৬৯. আমর ইবন আলী (র) - - - - আমর ইবন আউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুতায় দুইটি ফিতা ছিল।

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ

এক জুতা পরিধান করা নিষেধ

৫২৬৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا انْقَطَعَ شَيْءٌ مِنْ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا *

৫২৬৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কারো একটি জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন তা মেরামত না করা পর্যন্ত এক জুতা পায়ে দিয়ে না হাঁটে।

৫২৭০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شَيْءٌ مِنْ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْآخَرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا *

৫২৭০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু রযীন (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর ললাটে হাত মেরে বলছেন, হে ইরাকের অধিবাসীবৃন্দ ! তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্কে মিথ্যা কথা বলবো ? আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের কারোর জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে, সে তা মেরামত করা পর্যন্ত যেন এক জুতা পরে না চলে।

مَاجَاءُ فِي الْأَنْطَاعِ

চামড়া সম্বন্ধে

৫৩৭২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو مُطَرَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَصْطَجَعَ عَلَى نَطْعٍ فَعَرِقَ فَقَامَتْ أُمُّ سَلِيمٍ إِلَى عَرَقِهِ فَتَشَفَّتْهُ فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ فَرَأَاهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ يَا أُمُّ سَلِيمٍ قَالَتْ أَجْعَلُ عَرَقَكَ فِي طَبِيبِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ *

৫৩৭২. মুহাম্মদ ইবন মু'আম্মার (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একখানা চামড়ায় বিশ্রাম করলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হলে উম্মে সুলায়ম গিয়ে তাঁর ঘাম একত্রিত করে একটি শিশিতে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : হে উম্মে সুলায়ম ? তুমি এটা কি করছো ? তিনি বললেন : আমি আপনার এই ঘাম আমার সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করবো। তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন।

إِتْخَاذُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ

খাদিম ও বাহন রাখা

৫৩৭৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمٍ بْنِ عَثْبَةَ وَهُوَ طَعِينٌ فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يُعَوِّدُهُ فَيَكِّي أَبُو هَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيكَ أَوْجَعُ يَسْتَبْرِكُ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا قَالَ كُلُّ لَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهْدَ إِلَى عَهْدٍ وَبَدَتْ أُنْثَى كُنْتُ تَبِغْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالًا تُقْسِمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَدْرَكْتَ فَجَمَعْتَ *

৫৩৭৩. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - সামুরাহ ইবন সাহুম (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি আবু হাশিম ইবন উৎবা (রা)-এর নিকট গেলাম, আর তখন তিনি মহামারী রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে দেখতে আসলেন। তখন আবু হাশিম কাঁদতে লাগলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন : তুমি কাঁদছো কেন ? তোমার কি কোন ব্যথার যন্ত্রণা, না তুমি পার্থিব ব্যাপারে স্বরণ করে কাঁদছো ? পার্থিব ব্যাপার তো তোমার ভালই কেটেছে। তিনি বললেন : এর কোনটাই নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি উপদেশ দান করেছিলেন, আমি তা পূর্ণ করতে ইচ্ছা করি। তিনি বলেন : যখন তুমি গনীমতের লোকদের মাঝে হতে দেখবে, তখন তা হতে তোমার জন্য একটি খাদিম এবং আত্মাহুঁর রাস্তায় একটি বাহনই যথেষ্ট মনে করবে। কিন্তু আমি মাল পেয়ে তা জমা করেছি।

حَلِيَّةُ السَّيْفِ

তলোয়ারের অলঙ্কার সম্পর্কে

৫৩৭৪. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَيْمَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ *

৫৩৭৪. ইমরান ইবন ইয়াযীদ (র) - - - আবু উমামা ইবন সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তলোয়ার হাতল ছিল রৌপ্য নির্মিত।

৫৩৭৫. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُمَامٌ وَجَرِيرٌ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَقَبِيْعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ وَمَا بَيَّنَّ ذَلِكَ حَلَقُ فِضَّةٍ *

৫৩৭৫. আবু দাউদ (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তলোয়ারের খাপ ছিল রৌপ্য নির্মিত, আর তাঁর তলোয়ারের হাতল ছিল রৌপ্য নির্মিত এবং তার মধ্যস্থিত স্থানে ছিল রৌপ্যের হলকা বা কড়া।

৫৩৭৬. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ قَبِيْعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ *

৫৩৭৬. কুতায়বা (র) - - - সাদ্দ ইবন আবুল হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তলোয়ারের হাতল ছিল রৌপ্য নির্মিত।

النَّهْيُ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ مِنَ الْأَرْجَوَانِ

লাল জীন পোশের উপর বসা নিষেধ

৫৩৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلِ اللَّهُمَّ سَدِّدْنِي وَأَهْدِنِي وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ وَالْمَيَاثِرُ قَسِيٌّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ الْأَرْجَوَانِ *

৫৩৭৭. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : বল, হে আল্লাহ! আমাকে সঠিক পথে চালাও এবং আমাকে সরল পথ প্রদর্শন কর। আর তিনি আমাকে লাল মায়াছেরের বা জীন পোশের উপর বসতে নিষেধ করেছেন। মায়াছের এক প্রকার রেশমী চাদর, যা নারীরা তাদের স্বামীদের জন্য তৈরী করতো, যেন তারা তা হাওদার উপর রেখে বসতে পারে, ডোরাদার লাল চাদরের ন্যায়।

الْجُلُوسُ عَلَى الْكَرَاسِي

চেয়ারের উপর উপবেশন করা

৫২৭৮. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ أُنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ فَاَقْبِلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَرِكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى أُنْهَى إِلَى فَاتَى بِكَرْسِيٍّ خَلْتُ قَرَأْتُهُ حَدِيثًا فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّهَا *

৫৩৭৮. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - হুমায়দ ইবন হিলাল (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবু রিফাআ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! একজন মুসাফির এসেছে এবং সে তার দীন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। সে জানে না তার দীন কি ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুৎবা বন্ধ করে আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। তখন একখানা চেয়ার আনা হলো, আমার ঘতটুকু মনে পড়ে, তার পায়সমূহ ছিল নৌহ নির্মিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর উপবেশন করলেন। তারপর তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে যা শিক্ষা দেন তা হতে। এরপর তিনি খুৎবার দিকে প্রত্যাবর্তন করে তা শেষ করলেন।

اتِّخَاذُ الْقَبَابِ الْحُمْرِ

লাল তাঁবু ব্যবহার করা

৫২৭৯. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحِيفَةَ عَنْ أَبِي جَحِيفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَيْطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حُمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أَنَاسٌ يَسِيرُ فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يَتَّبِعُ فَأَهْ هَهُنَا وَهَهُنَا *

৫৩৭৯. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাত্‌হা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, তখন তিনি একটি লালবর্ণের তাঁবুতে ছিলেন এবং তাঁর নিকট অল্প সংখ্যক লোকই ছিল। এসময় বেলাল (রা) এসে আযান দিলেন। তখন তাঁর মুখ (বেলালের আযানের) অনুকরণ করছিল— এখানে এবং ওখানে অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ أُدَابِ الْقُضَاةِ

অধ্যায় : বিচারকের নিয়মাবলী

فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের ফযীলত

৫২৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو ح وَأَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ ابْنُ سَلِيمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مَنَابِرَ مِنْ تَوْرٍ عَلَى بَعِثِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَغْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينٌ *

৫৩৮০. কুতায়বা ইবন সায়ীদ ও মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : সুবিচারক লোক আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর পার্শ্বে নূরের মিসরের উপর উপবিষ্ট থাকবেন। যারা তাদের আদেশে, পরিবার ও যে সকল কাজে তাদের আদেশ চলে, ইনশাফ মেনে চলে। রাবী মুহাম্মদ (র) তাঁর হাদীসে বলেন : আল্লাহর উভয় হাতই ডান হাত।

الْإِمَامُ الْعَادِلُ

ন্যায়পরায়ণ বিচারক বা শাসক

৫২৮১. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ خَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظَاهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ دَعَمَتْهُ أَمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ *

৫৩৮১. সুওয়ায়দ ইব্ন নসর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়ায় স্থান দান করবেন, যে দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। সুবিচারক শাসক ; ঐ যুবক, যে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে বর্ধিত হয়েছে, ঐ ব্যক্তি যে নিভৃত্তে আল্লাহকে শ্রবণ করে অশ্রু বিসর্জন দেয় ; ঐ ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে ; ঐ দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর জন্য একে অন্যকে ভালবাসে ; ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী নারী নিজের দিকে ডাকে আর সে বলে : আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি ; আর ঐ ব্যক্তি, যে সাদকা করে এমন গোপনে যে, তার বাম হাত জানে না, তার ডান হাত কী করেছে।

الْأَصَابَةُ فِي الْحُكْمِ

সঠিক ফয়সালা

৫৩৮২. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا أخطأ فَلَهُ أَجْرٌ *

৫৩৮২. ইসহাক ইব্ন মানসুর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন কোন শাসক তার আদেশ জারি করে ইনসাকের সাথে এবং তা সুষ্ঠু হয়, তার জন্য দুইটি প্রতিদান রয়েছে। আর যে ইজতিহাদ করে আদেশ জারী করে, আর তা ভুল সাব্যস্ত হয়, তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে।

تَرْكُ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِمُ عَلَى الْقَضَاءِ

বিচারক পদপ্রার্থীকে বিচারক নিযুক্ত না করা

৫৩৮৩. أَخْبَرَنَا عَمْرٍو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَانِي نَاسٌ مِنَ الْأَشْغَرِيَّةِ فَقَالُوا أَذْهَبَ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً فَذَهَبَتْ مَعَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَاغْتَذَرْتُ مِمَّا قَالُوا وَأَخْبَرْتُ أَنِّي لَا أَذَرِي مَا حَاجَتَهُمْ فَصَدَّقَنِي وَعَذَرَنِي فَقَالَ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَلْنَا *

৫৩৮৩. আমর ইব্ন মানসুর (র) - - - আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আশআর গোত্রের কিছু লোক এসে বললো, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে চল, আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। আমি তাদের সাথে গেলাম। তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদেরকে কোন পদে অধিষ্ঠিত করুন। আবু মূসা (রা) বলেন, তাদের এই আন্দার শুনে আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি জানি না তারা

আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আগমন করেছে। তা হলে আমি তাদের সাথে আসতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আপনি সত্যই বলেছেন, আর তিনি আমার ওয়র গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে বললেন : যে ব্যক্তি কোন পদের প্রার্থী হয়, আমরা তাকে কাজে নিযুক্ত করি না।

৫২৮৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ قُلَانًا قَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ *

৫২৮৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত, এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : আপনি আমাকে কোন কাজে নিযুক্ত করেন না, অথচ আপনি অমুক ব্যক্তিকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার পরে তোমাদের উপর অনুপযুক্ত লোক শাসক নিযুক্ত হবে, তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে, যতক্ষণ না তোমরা আমার সাথে হাওযে কাওছারে মিলিত হবে।

النَّهْيُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْأِمَارَةِ

শাসক হওয়ার অভিলাষ না করা

৫২৮৫. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ح وَأَنْبِئَانَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْأَلِ الْأِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِثَّتْ عَلَيْهَا *

৫২৮৫. মুজাহিদ ইবন মুসা ও আমর ইবন আলী (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা পদের আকাঙ্ক্ষা করবে না। কেননা, যদি তুমি তা চেয়ে নাও, তবে তুমিই এর জন্য দায়ী থাকবে; আর যদি তা তোমাকে আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত দেওয়া হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাকে সাহায্য করা হবে।

৫২৮৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْأِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعِمَّتِ الْمَرْضِعَةُ وَبَيْتُتِ الْفَاطِمَةُ *

৫২৮৬. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : তোমরা শাসক হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে থাক। অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জা এবং আফসোসের কারণ হবে। বাচ্চাকে দুধ দানকারিণী কত উত্তম, কিন্তু দুধ ছাড়বার সময় কত কষ্ট হয়।

اِسْتِعْمَالُ الشُّعْرَاءِ

কবিদের শাসক নিযুক্ত করা

৫২৮৭. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْرُ الْقُعُقَاعِ بْنِ مَعْبِدٍ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلْ أَمْرُ الْآقِرَعِ بْنِ حَابِسٍ فَمَمَارِيَا حَتَّى أُرْتَفِعَتْ أَصْوَانُهُمَا فَتَرَلْتُ فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْتُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ بَنِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتِ الْآيَةُ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ *

৫৩৮৭. হাসান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তামিম গোত্রের কোন কোন আরোহী ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট আসলে আবু বকর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! কা'কা' ইবন মা'বাদকে শাসক নিযুক্ত করুন ; উমর (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আকরা ইবন হারিসকে হাকিম নিযুক্ত করুন । পরে তাঁরা বাদানুবাদে লিপ্ত হলে তাঁদের শব্দ উচু হয়ে গেল । তখন এই আয়াত নাযিল হলো : হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বলার পূর্বে তোমরা নিজেদের মত প্রকাশ করো না বা তাঁর আদেশের মধ্যে কথার বাধা দিও না যদি তারা আপনার বের হওয়া পর্যন্ত সবর করতো, তবে তাদের জন্য উত্তম হতো । (আয়াত)

إِذَا حَكَمُوا رَجُلًا فَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

কোন ব্যক্তিকে বিচারক নিযুক্ত করলে এবং সে ফয়সালা করলে

৫২৮৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ الصِّدْقِ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعَهُ وَهُمْ يَكْتُمُونَ هَانِئًا أَبَا الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحَكَمُ فَلِمَ تَكْنِي أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اُخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ اتَّوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ قَالَ مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الرَّؤُفِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ فَدَعَا لَهُ وَلَوْلَاهُ *

৫৩৮৮. কুতায়বা (র) - - - - শুরায়হ ইবন হানী (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তিনি শুনতে পেলেন, লোক তাঁকে হানী আবুল হাকাম বলে ডাকছে । তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ডেকে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা বিচারক, তিনিই আদেশ দাতা । কিন্তু লোক তোমাকে আবুল হাকাম বলে কেন ? তিনি বললেন : আমার গোত্রের লোক যখন কোন ব্যাপারে কলহ করে, তখন তারা

আমার নিকট বিচার প্রার্থী হয় ; আর আমি যে রায় দেই, তারা তা মেনে নেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরচেয়ে ভাল কাজ আর হতে পারে ? আশ্চর্য তোমার কথাটি সন্তান ? তিনি বললেন : আমার ছেলে-শুয়ায়হ, আব্দুল্লাহ এবং মুসলিম। তিনি বললেন : এদের মধ্যে বড় কে ? হানী বললেন : শুয়ায়হ ! তিনি বললেন : তবে তুমি আবু শুয়ায়হ ! পরে তিনি তাঁর জন্য এবং তাঁর ছেলেদের জন্য দু'আ করলেন।

النَّهْيُ عَنْ اسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ فِي الْحُكْمِ

নারীদেরকে শাসক নিযুক্ত করা নিষেধ

৫২৮৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا بَنُوهُ قَالَ لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ *

৫৩৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুহান্না (র) - - - আবু বাক্বরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন এক বস্তু হতে রক্ষা করেছেন, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শ্রবণ করেছি। ইরানের বাদশাহ কিসরার মৃত্যু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন : এখন তারা কাকে শাসক নিযুক্ত করেছে ? তারা বললো : তার কন্যাকে। তিনি বললেন : যে জাতি নিজেদের শাসক একজন নারীকে সাব্যস্ত করে নেয়, তারা কখনো কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না।

الْحُكْمُ بِالتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرُ الْأَخْتِلَافِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

উপমা দ্বারা সমাধান। ইব্ন আব্বাসের হাদীসে ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম হতে বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পার্থক্য

৫২৯০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ الشَّحْرِ قَاتِلَةً امْرَأَةً مِنْ خَتَعَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ إِلَّا مُعْتَرِضًا أَقْحَجُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ *

৫৩৯০. মুহাম্মদ ইব্ন হাশিম (র) - - - ফসল ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আরোহী ছিলেন কুববানীর দিন ভোরে। এসময় সাহুআম গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহর নির্ধারিত ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর, তাঁর বার্বক্য আরোপিত হয়েছে। অথচ তিনি শায়িত অবস্থা ব্যতীত সংযারও হতে পারে না ; এমতাবস্থায় আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাঁর পক্ষ হতে তুমি হজ্জ কর। কেননা, তার কোন দেনা থাকলে, তা তোমাকেই আদায় করতে হতো।

৫৩৭১. أَخْبَرَنِي عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ح وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمْرَأَةً مِنْ خَتَمِ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يُجْزَى قَالَ مُحَمَّدٌ فَهَلْ يَقْضَى أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الزُّهْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ *

৫৩৯১. আমর ইবন উছমান (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, খাছ'আম গোত্রের এক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলো, আর তখন ফযল তাঁর সাথে একত্রে সওয়ার ছিল। সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহর নির্ধারিত ফরয হজ্জ আমার পিতার উপর আরোপিত হয়েছে, অথচ তিনি এত বৃদ্ধ যে, শারিত অবস্থা ব্যতীত সওয়ার হতে পারেন না। আমি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করলে, তা আদায় হবে কি ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

৫৩৭২. قَالَ الْحَرْثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ أُمْرَأَةٌ خَتَمَ اسْتَفْتِيَهُ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِ الْأَخْرَفَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْشُبَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأُحْجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ *

৫৩৯২. হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফযল ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহী ছিলেন, এমন সময় খাছ'আম গোত্রের এক নারী মাসআলা জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তখন ফযল (রা) ঐ নারীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন, আর ঐ নারীও তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফযলের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন ঐ নারী বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ পাকের নির্ধারিত ফরয হজ্জ ঐ সময় ফরয হলো যখন আমার পিতা বৃদ্ধ, এমনকি তিনি উটে বসতেও পারেন না। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবো ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আর এটি বিদায় হজ্জের ঘটনা।

৫৩৭৩. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمْرَأَةً مِنْ

خُتِمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ رَجُلٌ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا
كَبِيرًا لَا يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ
فَأَخَذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتْ أُمْرَأَةً حَسَنَاءَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ
مِنَ الشَّقِّ الْأَخْرَ *

৫৩৯৩. আবু দাউদ (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাছ'আম গোত্রের এক মহিলা বললো :
ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, তিনি উটের ওপর ঠিক হয়ে বসতেও পারেন না, এমতাবস্থায় তাঁর
ওপর আল্লাহর ফরয হজ্জ আরোপিত হয়েছে, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্
তাকে বললেন : হ্যাঁ । ফযল ঐ মহিলার দিকে তাকাতো লাগালেন আর সে ছিল এক সুন্দরী মহিলা । তখন
রাসূলুল্লাহ্ ফযলকে ধরে তাঁর চেহারা জন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন ।

ذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ فِيهِ

ইয়াহয়ার হাদীসে মতপার্থক্য

৫৩৯৪. أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا
يَنْبِئُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَّدَتْهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَاحْجُ عَنْهُ قَالَ أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دِينَ
فَقُضِيَتْهُ أَكَانَ مُجْزِيًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَحَجَّ عَنْ أَبِيكَ *

৫৩৯৪. মুজাহিদ ইবন মুসা (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্
-কে জিজ্ঞাসা করলো : আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি বার্বকো উপনীত, এমনকি উটে
বসতেও পারেন না, যদি আমি তাকে বেঁধে দেই তবে ভয় হয় হয়তো তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন । আমি কি
তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ করবো, তিনি বললেন : দেখ, যদি তার উপর ঋণ থাকতো আর তুমি তা আদায় করে
দিতো; তবে তা আদায় হতো কিনা ? সে বললো : হ্যাঁ, তিনি বললেন : তবে তুমি তার পক্ষ হতে হজ্জ আদায়
কর । (কেননা এটাও আল্লাহর ঋণ ।)

৫৩৯৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْقَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ
فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّيْ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ إِنْ حَمَلَتْهَا لَمْ تَسْتَفْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا
خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دِينَ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ
قَالَ فَحَجَّ عَنْ أُمِّكَ *

৫৩৯৫. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - ফযল ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ -এর পিছনে সওয়ার

ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার মাতা নিতান্ত বৃদ্ধা। তাকে উঠে বসালেও তিনি বসতে পারবেন না আর যদি তাঁর বেঁধে দেই, তবে ভয় হয় আমি না তার মৃত্যুর কারণ হই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : দেখ, যদি তোমার মাতার উপর ঋণ থাকতো, তবে কি তুমি তা আদায় করতে ? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : অতএব তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ কর।

৫২৭৬. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحُجَّ وَإِنْ حَمَلْتَهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُلَيْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ *

৫৩৯৬. আবু দাউদ (র) - - - - ফযল ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার পিতা অত্যধিক বৃদ্ধ তিনি হজ্জ করতে অক্ষম। আমি যদি তাঁকে বাহনের উপর বসিয়ে দেই, তবে তিনি ঠিকভাবে বসতে পারবেন না। আমি কি তাঁর পক্ষে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষে হজ্জ করতে পার।

৫২৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُجْزَى عَنْهُ *

৫৩৯৭. মুহাম্মদ ইবন মা'মার (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এসে বললো : আমার পিতা অধিক বৃদ্ধ ব্যক্তি, অতএব আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তুমি কি বুঝ না, যদি তার উপর ঋণ থাকতো এবং তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা কি তার পক্ষ হতে আদায় হতো না?

الْحُكْمُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ

আলেমদের ঐকমত্যে ফয়সালা করা

৫২৭৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعَادَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَاكَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ نَلْقَى مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لِيَعْمَى فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ

نَبِيُّهُ ﷺ وَلَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ وَلَا يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ
الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيِّنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ فَدَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ قَالَ
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ *

৫৩৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আব্দুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা)-এর নিকট অনেক লোক আসলো। তখন আব্দুল্লাহ (রা) বললেন : আমাদের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোন বিচার করতাম না, আর ভাগ্যে রেখেছেন যে, আমরা এই পদে আমি হবো, যেমন যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। এখন হতে তোমাদের কারো যদি কখনও কোন মীমাংসা করার প্রয়োজন হয়, তখন সে আব্দুল্লাহ পাকের কিতাবানুসারে মীমাংসা করবে। যদি এমন কোন ব্যাপারে মীমাংসা করতে হয়, যা কিতাবুল্লাহতে নেই, তখন সে তার নবী এ ব্যাপারে যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা করবে। আর যদি তার নিকট এমন কোন ব্যাপারে উপস্থিত হয়, যা কিতাবুল্লাহতেও নেই এবং এব্যাপারে নবী ﷺ-এর ফয়সালাও নেই, তখন সে যেন নেককারদের মীমাংসানুযায়ী মীমাংসা করে। যদি তাঁর নিকট এমন কোন ব্যাপারে উপস্থিত হয়, যা কিতাবুল্লাহতেও নেই, তার নবী যা মীমাংসা দিয়েছেন তাতেও নেই এবং নেককারদের মীমাংসা ও দৃষ্টান্ত নেই। তখন সে ব্যাপারে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা মীমাংসা করবে এবং সে যেন এ কথা না বলে যে, নিশ্চয় আমি ভয় করি, আমি ভয় করি। কেননা, হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এদুয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয় আছে, যা সন্দেহ উদ্দীপক। অতএব এমন কাজ পরিত্যাগ কর, যা সন্দেহে নিপতিত করে; এবং ঐ কাজ কর, যাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

৫৩৯৯. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرِّبَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظَهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنِّي عَلَيْنَا
حِينَ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَّغَنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ
قَضَاءُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ
بِمَا قَضَىٰ بِهِ نَبِيُّهُ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ ﷺ فَلْيَقْضِ
بِمَا قَضَىٰ بِهِ الصَّالِحُونَ وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ
وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيِّنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُّشْتَبِهَةٌ فَدَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ *

৫৩৯৯. মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন আমরা কোন ফয়সালা বা মীমাংসা করতাম না; আর আমরা তার উপযুক্তও ছিলাম না, আব্দুল্লাহ তাআলা আমাদের ভাগ্যে রেখেছেন এবং আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছলাম, যা তোমরা দেখছো। অতএব, এরপর যদি কারা কোন ফয়সালা বা মীমাংসা করতে হয়, তবে সে যেন আব্দুল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তার মীমাংসা করে; যদি তার নিকট এমন ব্যাপার উপস্থিত হয়, যা আব্দুল্লাহর কিতাবে নেই; তবে সে যেন এর মীমাংসা ঐরূপ করে, যা দ্বারা তার সে মীমাংসা করেছেন। আর যদি তার নিকট এমন বিষয় উপস্থিত হয়, যা আব্দুল্লাহর কিতাবেও নেই এবং তাঁর নবী ﷺ এর মীমাংসা করেন নি; তবে সেভাবে সে

মীমাংসা করবে যেভাবে নেক্কারগণ যা দ্বারা মীমাংসা করেছেন। আর তোমাদের কেউ যেন একথা না বলে যে, আমি ভয় করি, আমি ভয় করি। কেননা, হালাল স্পষ্ট, আর হারামও স্পষ্ট আর এদুয়ের মধ্যে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ। অতএব, তুমি তা পরিত্যাগ কর, যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে, আর যাতে সন্দেহ নেই, তুমি তা কর।

৫৪... أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شَرِيحٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فُكِّتَبَ إِلَيْهِ إِنْ أَقْضِيَ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَسْئَلُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شَيْئٌ فَتَقَدَّمَ وَإِنْ شَيْئٌ فَتَأَخَّرَ وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ *

৫৪০০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - গুরায়হু (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-এর নিকট প্রশ্ন লিখলেন। জবাবে তিনি তাঁকে লিখেন, তুমি মীমাংসা কর, যা আল্লাহর কিতাবে রয়েছে, তা দ্বারা; যদি আল্লাহর কিতাবে তা থাকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নত দ্বারা, আর যদি ঐ বিষয়টি আল্লাহর কিতাব এবং নবী ﷺ-এর সুন্নতে পাওয়া না যায়, তবে নেক্কারগণ যে মীমাংসা করেছেন, তা দ্বারা মীমাংসা কর। আর যদি তা আল্লাহর কিতাবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নতে না থাকে এবং নেক্কার লোকেরাও এর কোন মীমাংসা না দিয়ে থাকে, তবে তোমার ইচ্ছা হলে সামনে অগ্রসর হবে, আর ইচ্ছা হলে স্থগিত রাখবে। আমার মতে, তোমার স্থগিত রাখাই উত্তম। তোমাদের প্রতি সালাম।

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
এ আয়াতের তাফসীর

৫৪. ১. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَخْبَانَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سَفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ مَلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَدُلُّوهُمُ النَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَةَ قِيلَ لِمُلُوكِهِمْ مَا نَجِدُ شَيْئًا أَشَدَّ مِنْ شَيْءٍ يَشْتَبِعُونَ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَهَؤُلَاءِ الْآيَاتُ مَعَ مَا يَعْبُرُونَا بِهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَائَتِهِمْ فَادْعُهُمْ فَلْيَقْرَءُوا كَمَا نَقْرَأُ وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَّا فَدَعَا هُمْ فَجَمَعَهُمْ رَعَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ أَوْ يَتْرَكُوا قِرَاءَةَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مَا بَدَّلُوا مِنْهَا فَقَالُوا مَا تَرِيدُونَ إِلَى ذَلِكَ دَعَوْنَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ابْنُوا لَنَا أَسْطُورَانَهُ ثُمَّ أَرْفَعُوْنَا إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَوْنَا شَيْئًا نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا فَلَا

نَزِدُ عَلَيْكُمْ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ دَعُونَا نَسِينُ فِي الْأَرْضِ وَنَهَيْتُمْ وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ
فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَتَيْنَا لَنَا دُورًا فِي الْفَيَافِي
وَنَحْتَفِرُ الْأَبَارَ وَنَحْتَرِثُ الْبُقُولَ فَلَا نَزِدُ عَلَيْكُمْ وَلَا نَحْمُرُ بِكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْقِبَابِلِ إِلَّا وَلَهُ
حَمِيمٌ فِيهِمْ قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا
ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا وَالْآخَرُونَ قَالُوا نَتَّعِبُ كَمَا تَعْبُدُ فَلَا نَسِينُ
كَمَا سَأَلَ فَلَا نَسِينُ وَنَتَّخِذُ دُورًا كَمَا اتَّخَذَ فَلَانٌ وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِإِيمَانِ الَّذِينَ
اقْتَدَوْا بِهِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ اُنْحَطَّ رَجُلٌ مِّنْ صَوْمِئِيَّةٍ وَجَاءَ
سَائِعٌ مِّنْ سِيَّاحَتِهِ وَصَاحِبُ الدِّيَرِ مِّنْ دِيَرِهِ فَأَمِينُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِّنْ رَّحْمَتِهِ أَجْرَيْنِ بِإِيمَانِهِمْ
بِعِيسَى وَبِالتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَبِإِيمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ لَيْسَ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ يَتَشَبَّهُونَ
بِكُمْ أَنْ لَا يَقْدَرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ الْآيَةُ ۝

৫৪০১. হুসায়ন ইবন হুরায়ছ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইবন মারযাম (আ)-এর পর এমন কয়েকজন বাদশাহ ছিলেন, যারা তাওরাত এবং ইঞ্জিলে পরিবর্তন সাধন করেন। তাদের মধ্যে এমন কিছু ঈমানদার লোকও ছিলেন, যারা তাওরাত পাঠ করতেন। তখন তাদের বাদশাহদেরকে বলা হলো- এ সকল লোক আমাদেরকে যে গালি দিচ্ছে, এর চেয়ে কঠিন গালি আর কি হতে পারে? তারা পাঠ করে : যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আহুকাম দ্বারা মীমাংসা করে না, তারা কাফির।" তাদের পড়ার মধ্যে থাকে এই আয়াত এবং ঐ সকল আয়াত, যাতে আমাদের কর্মকাণ্ডের দোষ প্রকাশ পায়। তাদেরকে আহবান করুন, তারা যেন আমরা যেরূপ পাঠ করি, সেরূপ পাঠ করে, আর আমরা যেরূপ ঈমান এনেছি, সেরূপ ঈমান আনে। বাদশাহ তাদের সকলকে ডেকে একত্রিত করলেন এবং তাদের সামনে পেশ করলেন হত্যা অথবা তারা তাওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ ত্যাগ করবে, তবে ঐ সকল আয়াত ব্যতীত, যা পরিবর্তন হয়েছে। তারা বললো : এর দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য কী? আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। তাদের একদল বললো : আমাদের জন্য একটি স্তম্ভ তৈরি কর, এরপর আমাদেরকে তাতে চড়িয়ে দাও এবং আমাদেরকে এমন কিছু দান কর, যাবার আমরা আমাদের খাদ্য ও পানীয় উঠিয়ে নিতে পারি, তা হলো আমরা আর তোমাদের নিকট আসবো না, তাদের আর একদল বললো : আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবো এবং বন্য পশুর ন্যায় আহার ও পান করবো। আর এরপর যদি তোমাদের দেশে আমাদেরকে পাও, তবে আমাদেরকে হত্যা করো। তাদের আর একদল বললো : বনে জঙ্গলে আমাদের জন্য ঘর তৈরী করে দাও। আমরা কূপ খনন করবো এবং তরি-তরকারী ফলাব, আমরা তোমাদের কাছেও আসবো না, এবং তোমাদের পাশ দিয়ে কোথাও যাব না। আর এমন কোন গোত্র ছিল না, যাতে তাদের আত্মীয়-স্বজন না ছিল। পরে তারা এরূপই করলো। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন : তারা নিজেরা এমন বৈরাগ্য ঠিক করে নিয়েছিল। আমি তাদেরকে এর বিধান দিইনি। তারা ঐ দরবেশীর হুক পূর্ণ করেনি। অন্যান্য লোকেরা বলতে লাগলো : আমরাও তাদের ন্যায়, যেমন অমুক অমুক লোক করে থাকে, অমুক লোকের ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করবো, এরূপ গৃহ নির্মাণ করবো,

যেমন অমুক লোকেরা করেছিল। অথচ তারা শিরকে পতিত ছিল, তারা যাদের অনুকরণ করছিল, তাদের ঈমান সম্বন্ধেও অবহিত ছিল না। যখন আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-কে প্রেরণ করলেন, তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক অবশিষ্ট ছিল। কেউ তো তার ইবাদতখানা হতে নেমে আসলো, ভ্রমণকারী তার ভ্রমণ হতে ফিরে আসলো, কেউ তার গির্জা হতে আসলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনলো এবং তাকে বিশ্বাস করলো। তখন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তা হলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ দান করবেন, এক তো হযরত ইসা (আ)-এর উপর ঈমান আনার দরুন এবং তাওরাত-ইঞ্জিলে বিশ্বাস স্থাপনের দরুন। আর মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর ঈমান আনা এবং তাঁকে সত্যবাদী জানার কারণে এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করার দরুন আল্লাহ তা'আলা এক আলো দান করবেন, যার আলোতে তোমরা চলাফেরা করবে, অর্থাৎ তা হলো কুরআন এবং তাদের নবী ﷺ-এর অনুগমন অনুসরণ, যেন যে আহলে কিতাব তোমাদের মত হতে চায়; তারা যেন না বুঝে যে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ পাবে না।

الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ

ব্যাহ্যিক শরী'আতের উপর মীমাংসা

৫৪.২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَسَنَ قَضِيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ *

৫৪০২. আমর ইব্ন আলী (র) - — - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নিকট মোকদ্দমা দায়ের করছ ? আমি তো মানুষই। হয়তো তোমাদের কেউ তার প্রতিপক্ষ হতে তার দাবী জোরালোভাবে পেশ করবে; যদি আমি কাউকে তার ভাইয়ের কোন হক দিয়ে ফেলি, তবে সে যেন তা গ্রহণ না করে; এমতাবস্থায় আমি তাকে আগুনের এক অংশই দান করি।

حُكْمُ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ

বিচারক তাঁর অবগতির উপর মীমাংসা করবে

৫৪.৩. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَقَالَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّبُّ فَذَهَبَ بِأَيُّنِ أَحَدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَبْنَيْكَ وَقَالَتِ الْآخَرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِأَبْنَيْكَ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَخَبَّرَتْهُ فَقَالَ أَتُونِي بِالسُّكَيْنِ أَشْفَقُهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ

أَبْنَاهَا فَقَضَىٰ بِهِ لِلصُّغْرَىٰ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسُّكَيْنِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمَدِينَةَ *

৫৪০৩. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দুই নারী এক স্থানে তাদের নিজ নিজ সন্তান নিয়ে ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাদের একজনের সন্তান নিয়ে গেল। তাদের একজন তার সঙ্গিনীকে বললো : তোমার ছেলে নিয়ে গেছে। অন্যজন বললো : তোমার সন্তান নিয়েছে। তারা উভয়ে এ ব্যাপারে দাউদ (আ)-এর নিকট মীমাংসা প্রার্থনা করলো। দাউদ (আ) তাদের মধ্যে বয়সে যে বড় ছিল, তাকে সন্তান দিয়ে দিলেন। এরপর তারা উভয়ে হযরত সুলায়মান ইবন দাউদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলে, তিনি বললেন : আমার নিকট একখানা ছুরি নিয়ে এস, আমি এই বাচ্চাকে তাদের উভয়ের মধ্যে দুই টুকরা করে দিচ্ছি। একথা শুনে যে নারী বয়সে ছোট ছিল, সে বললো : এমন কাজ করবেন না; আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, এ বাচ্চা তারই। তখন তিনি ঐ বাচ্চা ছোট নারীকে দিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমি এই দিনের পূর্বে ছুরিকে سكين বলতে শুনি নি আমরা একে মুদয়া (مدية) বলতাম।

السَّعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ الْحَقُّ

বিচারক যা করবে না তা করবো বলা

৫৪. ৪. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي الزُّنَابِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى أَحَدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا فَاصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَىٰ بِهِ لِلْكُبْرَىٰ مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ كَيْفَ أَمْرُكُمَا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْتَوْنِي بِالسُّكَيْنِ أَشَقُّ الْفُلَامُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَىٰ أَتَشَقُّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا قَالَ هُوَ أَبْنُكَ فَقَضَىٰ بِهِ لَهَا *

৫৪০৪. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন : দুইজন নারী বের হলো, আর তাদের সাথে ছিল তাদের দুই সন্তান। এক নারীকে নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করে তার সন্তান নিয়ে গেল। অবশিষ্ট সন্তানের ব্যাপারে উভয় নারী দাউদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের সন্তান বলে দাবি করলো, তিনি তাদের মধ্যে যে নারী বয়সের বড় ছিল, তার পক্ষে রায় দিলেন। অবশেষে তারা সুলায়মান (আ)-এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের ব্যাপারে কি আদেশ দেয়া হয়েছে ? তারা তাঁর নিকট ঘটনা বর্ণনা করলে, তিনি বললেন : একখানা ছুরি নিয়ে এস, আমি এই শিশুটিকে দু'ভাগ করে তাদের মধ্যে বণ্টন করে দিব। তখন ছোট নারী বললো : আপনি কি তাকে দ্বিখণ্ডিত করবেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ। সে বললো : আপনি এ রূপ করবেন না, আমার অংশ আমি তাকে দিয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন : এই শিশুটি তোমার ; তিনি তার পক্ষেই মীমাংসা করলেন।

نَقْضِ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرَهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُ مِنْهُ

সমপর্যায় বা উচ্চ পর্যায়ের কাযীর মীমাংসা ভেঙ্গে দেওয়া

৫৪.৫. أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حُمْزَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَاخْتَصَمْتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا قَالَتْ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ أَقْطَعُ بَيْنَصِفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ قَالَتْ الْكُبْرَى نَعَمْ أَقْطَعُوهُ فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَقْطَعُ هُوَ وَلَدُهَا فَقَضَى بِهِ لِلنَّبِيِّ ابْنٌ أَنْ يَقْطَعَهُ *

৫৪০৫. মুগীরা ইব্ন আব্দুর রহমান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : দুই নারী বের হলো, আর তাদের সাথে ছিল তাদের দুই সন্তান, এক নেকড়ে বাঘ তাদের থেকে এক সন্তানকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। তারা এই শিশুর ব্যাপারে বগড়া করে দাউদ (আ)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হলে, তিনি ঐ নারীদ্বয়ের মধ্যে যে বড় ছিল তার পক্ষে রায় দিলেন। তারা সুলায়মান (আ)-এর নিকট গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের ব্যাপারে কি রায় দিয়েছেন ? তারা বললো : তিনি বড় নারীর পক্ষে রায় দিয়েছেন। সুলায়মান (আ) বললেন : আমি তাকে কেটে সমান দুই অংশ করবো, এক অংশ এই নারী এবং অপর অংশ ঐ নারীর। তখন বড় নারী বললো : জি-হ্যাঁ, আপনি তা-ই করুন, তাকে খণ্ডিত করুন। কিন্তু ছোট নারী বললো : তাকে কাটবেন না, সে ঐ নারীরই সন্তান। তখন তিনি যে নারী কাটতে অস্বীকার করলো, তার পক্ষেই রায় দিলেন।

بَابُ الرُّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ

অনুচ্ছেদ : বিচারক ভুল মীমাংসা করলে

৫৪.৬. أَخْبَرَنَا زُكَيْرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَانْبِإْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يَوْسُفَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا اسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَّأْنَا وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلًا وَأَسْرًا قَالَ فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْ يَقْتُلَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ وَقَالَ بِشْرٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ قَالَ فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ صَنَعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ

إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ قَالَ زَكْرِيَّا فِي حَدِيثِهِ فَذَكَرَ وَفِي حَدِيثٍ بِشْرٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ *

৫৪০৬. যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া (র) - - - - সালিম (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ খালিদ ইবন ওলীদ (রা)-কে জায়ীমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন; কিন্তু তারা ভালভাবে বললো না যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। বরং তারা বললো : আমরা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করলাম। খালিদ (রা) তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে আরম্ভ করলেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একজন বন্দী হাওলা করলেন। ভোরে খালিদ (রা) প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্ব-স্ব বন্দীকে হত্যা করার আদেশ দেন। ইবন উমর (রা) বলেন : তখন আমি বললাম : আল্লাহর শপথ! আমি আমার কয়েদীকে হত্যা করবো না, আর কেউই নিজ বন্দীকে হত্যা করবে না; অথবা তিনি বলেছেন : আমার বন্ধুদের কেউই তার কয়েদীকে হত্যা করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, পরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাঁর নিকট খালিদ (রা)-এর কার্যকলাপ বর্ণনা করা হলে তিনি তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক বললেন : হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে, আমি আপনার নিকট ঐ ব্যাপারে পবিত্র। তিনি এ কথা দু'বার বলেন।

ذِكْرُ مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُجْتَنِبَهُ

মীমাংসাকারীর জন্য যা পরিত্যাজ্য

৫৪.৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضِي سَجِسْتَانَ أَنْ
لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ
اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ *

৫৪০৭. কুতায়বা (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার দ্বারা সিজিস্তানের গভর্নর উবায়দুল্লাহ ইবন আবু বাকরাকে লিখে পাঠান যে, তুমি রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করবে না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি : তোমাদের মধ্যে কেউ যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে।

الرُّخْصَةُ لِلْحَاكِمِ الْأَمِينِ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانُ

ন্যায়পরায়ণ বিচারকের রাগান্বিত অবস্থায় মীমাংসা করার অনুমতি

৫৪.৮. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
ابْنُ يَزِيدَ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ
حَدَّثَهُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْتَفِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا النُّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَّحَ الْمَاءَ يَمُرُّ عَلَيْهِ

فَأَنبَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ
وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ
أَحْبَسَ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَاسْتَوْفَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيِ فِيهِ السَّعَةِ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ قَلَمًا أَحْفَظَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الْأَنْصَارِيَّ اسْتَوْفَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرْيَحِ الْحُكْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الْآيَةَ
أُنْزِلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكُمُونَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمَا وَاحِدُهُمَا يَزِيدُ
عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ *

৫৪০৮. যুনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও হারিছ ইব্ন মিসকীন (র) - - - - যুবায়র ইব্নুল আওয়াম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি এমন একজন আনসারী ব্যক্তির সাথে হাররা নামক স্থানের পানি প্রবাহ নিয়ে ঝগড়া করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা উভয়ে এই পানি দ্বারা খেজুর বাগানে পানি দিত। ঐ আনসারী ব্যক্তি বললেন : পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা এর উপর দিয়ে বয়ে যায়। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে যুবায়র! তুমি নিজের যমীনে পানি দিয়ে তা স্থায়ী প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। একথা শুনে আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যুবায়র তো আপনার ফুফির ছেলে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। তিনি বললেন : হে যুবায়র! তুমি বাগানে পানি দাও এবং পরে পানি বন্ধ করে দাও, যতক্ষণ না পানি গাছের চতুর্দিকের আইলে পৌঁছে যায়। এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়রকে তাঁর পূর্ণ অধিকার দান করলেন। এরপূর্বে তিনি যুবায়র (রা)-কে যে আদেশ দিয়েছিলেন, তাতে যুবায়র (রা) এবং আনসারী উভয়ের জন্য ছিল প্রশস্ততা, কিন্তু যখন আনসারী তাঁকে রাগান্বিত করলেন, তখন তিনি যুবায়র (রা)-এর অংশ তাঁকে পূর্ণরূপে দান করলেন। যুবায়র (রা) বলেন, আমার মনে হ'ল : **فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ** আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়।

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي دَارِهِ

নিজের থেকে হাকিমের মীমাংসা করা

৫৪. ৯. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُثْرَةَ قَالَ أَنبَأَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ ابْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حُدْرَةَ بَيْنَنَا كَانَ عَلَيْهِ فَارَتْفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى
سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ قُنَانِي يَأْكُفُ
قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خُذْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَى الشُّطْرِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ
قُمْ فَأَقْضِهِ *

৫৪০৯. আবু দাউদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন কা'ব (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) ইব্ন আবু হাদরাদ হতে তাঁর প্রাপ্য করযের টাকা চাইলে, এ ব্যাপারে তাদের উভয়ের শব্দ উচ্চ হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তার তাঁর বাসস্থান হতে তা শ্রবণ করলেন। তিনি তাদের প্রতি অধসর হয়ে তাঁর ঘরের পর্দা উঠিয়ে উচ্চস্বরে বললেন : হে কা'ব ! কা'ব (রা) বললেন : আমি উপস্থিত আছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি কা'ব (রা)-কে বললেন : তোমার করয হতে কমাও এবং তিনি অর্ধেকের প্রতি ইঙ্গিত করলেন : কা'ব (রা) বললেন : আমি তা করলাম। এরপর তিনি ইবন আবু হাদরাদকে বললেন : ওঠো তা আদায় কর।

الْأَسْتِعْدَاءُ

সাহায্য প্রার্থনা করা

৫৪১. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي بَشْرِ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ عُبَادِ بْنِ شَرَّاحِيلَ قَالَ قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِي الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حَيْطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سَنَبِلِهِ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَائِي وَضَرَبَنِي فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْدَيْ عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاؤَ بِهِ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِي فَأَخَذَ مِنْ سَنَبِلِهِ فَفَرَكَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا عَلِمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَرَدْتُ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ وَأَمَرَلِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَسْقٍ أَوْ بِيَصْفٍ وَسْقٍ *

৫৪১০. হুসায়ন ইবন মানসুর (র) - - - - আব্বাদ ইবন শারাহীল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার চাচাদের সাথে মদীনাতে আগমন করলাম এবং তথাকার বাগানের মধ্যে এক বাগানে প্রবেশ করলাম, আর একটি ফলের গুচ্ছ নিয়ে তা মুচড়ে ফেললাম। তখন ঐ বাগানের মালিক এসে আমার কঞ্চল কেড়ে নিল এবং আমাকে মারধর করলো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ফরিয়াদ করলাম। তিনি ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালে তারা তাকে নিয়ে আসলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কেন এরূপ করলে ? সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সে আমার বাগানে প্রবেশ করে ফলের গুচ্ছ নিয়ে তা মুচড়ে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদিও সে অজ্ঞ ছিল, তুমি তাকে বললে না কেন? আর যখন সে ক্ষুধার্ত ছিল, তখন তুমি তাকে খাওয়ালে না কেন? যাও, তুমি তার কঞ্চল ফিরিয়ে দাও। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এক ওসক অথবা আধা ওসক দেওয়ার আদেশ দেন।

صَوْنُ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ

মহিলাদেরকে বিচারলয়ে না আনা

৫৪১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأُذِّنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى

هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَانِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَقْتَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَانِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا عَنْكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ إِلَيْكَ وَجُلْدُ ابْنِهِ مِائَةً وَغَرْبُهُ عَامًا وَأَمْرَانِي أَنِّي يَأْتِي أَمْرَاةَ الْآخِرِ فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَارْجُمْنَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمْنَهَا *

৫৪১১. মুহাম্মদ ইবন সালামা (র) - - - আবু হুরায়রা এবং য়াদ ইবন খালিদ জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাদের এক ঝগড়া নিয়ে উপস্থিত হলো। তাদের একজন বললো : আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবের দ্বারা মীমাংসা করুন! অন্যজন, যে ছিল তাদের মধ্যে অধিক জ্ঞানী সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে নিজের বক্তব্য পেশ করার অনুমতি দিন। সে বললো : আমার ছেলে এই লোকের চাকর ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। লোকেরা আমাকে বললো : তোমার ছেলেকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আমি এক শত ছাগল এবং আমার এক দাসীর বিনিময়ে আমার ছেলেকে ছাড়িয়েছি। এরপর আমি আলিমদের নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে, তারা বললো : আমার ছেলের শাস্তি একশত বেত্রাঘাত এবং এক বৎসর নির্বাসন, আর তার স্ত্রীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হাঁর হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ করে বলছি : আমি অবশ্যই আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবো, তোমার ছাগসমূহ এবং দাসী তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে, আর তার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করা হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হবে। এরপর তিনি উনায়স (রা)-কে বললেন : সে যেন অন্য ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যায়, যদি সে ব্যভিচার করেছে বলে স্বীকার করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। পরে ঐ নারী স্বীকার করলে, তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়।

৫৪১২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَزِيدِ بْنِ خَالِدٍ وَشَيْبِلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ اأَشْهَدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا مَا أَقْضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْضَى بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ قُلْ قَالَ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَانِهِ فَأَقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَكَانَهُ أَخِيرَ أَنْ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ فَأَقْتَدَيْتُ مِنْهُ ثُمَّ سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزُّ وَجَلُّ أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ أَغْدَى الْآنَ عَلَى أَمْرَاةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفْتَ فَارْجُمْنَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمْنَهَا *

৫৪১২. কুতায়রা (র) - - - আবু হুরায়রা, য়াদ ইবন খালিদ এবং শিবুল (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : আমাদের মধ্যে আল্লাহর শপথ দিয়ে

বলছি, আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন। পরে তার বিপক্ষ যে অধিক বুদ্ধিমান ছিল, সে বললো : ঠিকই আপনি আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবানুযায়ী মীমাংসা করুন। তখন তিনি বললেন : বল ! সে বললো : আমার পুত্র এই ব্যক্তির চাকর ছিল, এবং সে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে। আমি আমার একশত ছাগল এবং খাদিম দ্বারা তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি, অথচ তাকে কেউ খবর দিয়েছে যে, তার পুত্রকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। তাই সে এর বিনিময়ে তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। এরপর আমি কয়েকজন আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো : আমার পুত্রের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন বর্তাবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবানুযায়ী মীমাংসা করবো। আর একশত ছাগল ও খাদিম তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তোমার ছেলের উপর একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন বর্তাবে। এরপর তিনি বলেন : হে উনায়স! তুমি ভোরে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট যাবে, যদি সে স্বীকার করে, তবে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে। উনায়স ভোরে তার নিকট গমন করলে, সে তা স্বীকার করলো, ফলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়।

تَوَجَّيْهُ الْحَاكِمِ إِلَى مَنْ أَخْبَرَ أَنَّهُ زَنَى

ব্যভিচারীকে ডেকে পাঠানো

৫৪১৩. أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ فَقَالَ مِمَّنْ قَالَتْ مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِطِ سِدْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَاتَى بِهِ مَحْمُولًا فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَعْتَرَفَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِثْكَالِ قَضْرِيَّةٍ وَرَحِمَهُ لَزَمَانَتُهُ وَخَفَّفَ عَنْهُ *

৫৪১৩. হাসান ইবন আহমদ কিরমানী (র) - - - আবু উমামা ইবন সাহল ইবন হুনাযফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক নারীকে আনা হলো, যে ব্যভিচার করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন : কার সাথে? মহিলাটি বললো : ঐ পঙ্গু লোকটির শপথ! যে সা'দ (রা)-এর বাগানে অবস্থান করে। তার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বহন করে আনা হলো। তাকে তাঁর সামনে রাখা হলো। এরপর সে তা স্বীকার করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুরের একখানা ডাল আনিয়ে তা দ্বারা তাকে কয়েক ঘা লাগান, আর তিনি তাকে তার পঙ্গুত্বের জন্য সহজ শাস্তি দেন।

مُصِيبِ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِلصَّلَاحِ بَيْنَهُمْ

বিচারকের মীমাংসার জন্য প্রজার নিকট গমন

৫৪১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَارِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ وَقَعَ بَيْنَ حَيَّتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَلَامٌ حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ بِإِلَاءٍ وَأَتَتْهُ رُسُلُ اللَّهِ ﷺ فَأَحْتَسِرَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ

فَلَمَّا رَأَاهُ النَّاسُ صَفَّحُوا وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيحَهُمْ انْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ أُثْبِتَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْزِي يَدَيْهِ ثُمَّ نَكَصَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ قَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ بَيْنَ يَدَي نَبِيِّهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا لَكُمْ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ صَفَّحْتُمْ إِنَّ ذَلِكَ لِلنَّسَاءِ مِنْ نَابِ شَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ *

৫৪১৪. মুহাম্মদ ইবন মানসূর (র) - - - - সহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, আনসারদের দুই গোত্রের মধ্যে বচসা হলে তারা একে অন্যের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করানোর জন্য তথায় গমন করেন। এমন সময় নামাযের সময় হলে বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষায় বইলেন। কিন্তু তিনি তথায় ব্যস্ত থাকায় একামত বলা হলে নামাযের ইমামতির জন্য আবু বকর (রা) সামনে গেলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন, আর তখনও আবু বকর (রা) নামাযে ইমামতি করছিলেন। লোক তাঁকে দেখে হাতে শব্দ করলো, কিন্তু আবু বকর (রা) নামাযে কোন দিকে লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু তিনি সকলের হাতের শব্দ শুনে লক্ষ্য করে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করেছেন। তখন তিনি পেছনে সরে আসার ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ তাঁকে স্থির থাকতে ইঙ্গিত করলেন। আবু বকর (রা) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং তিনি উল্টো পায়ে পেছনে সরে আসলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এগিয়ে গিয়ে নামায পড়ছিলেন, তিনি নামায শেষে আবু বকর (রা) -কে বললেন : আপনি স্থায়ী স্থানে অবস্থান করলেন না কেন? আবু বকর (রা) বললেন : এটা কিরূপে সম্ভব যে, আল্লাহ তা'আলা আবু কুহাফার পুত্রকে স্থায়ী নবীর সামনে দেখবেন। এরপর তিনি জনসাধারণের দিকে মুখ করে বললেন : তোমাদের অবস্থা কী? তোমরা যখন নামাযে কোন ঘটনা ঘটে, তখন তোমরা নারীদের ন্যায় কেন হাতে তালি দাও? এতো নারীদের জন্য। যখন নামাযে কারো কোন ঘটনা ঘটে, তখন সে যেন বলে - 'সুবহানাল্লাহ'।

إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَمْسِ بِالصَّلَاحِ

হাকিমের বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপোষের ইঙ্গিত

৫৪১৫. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَذْرَةَ الْأَسْلَمِيِّ يَعْزِي دَيْنًا فَلَفِيهِ فَلَزِمَهُ فَنَكَلَمَا حَتَّى أُرْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَلْأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النُّصْفَ فَآخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا *

৫৪১৫. রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) - - - কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন হাদ্‌রাদ আসলামী (রা)-এর নিকট কিছু পেতেন। একদা তিনি রাস্তায় আব্দুল্লাহ (রা)-কে দেখে তার সাথে কথা কাটাকাটি হতে হতে তাদের শব্দ উচ্চ হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন : হে কা'ব এবং তিনি হাতে ইঙ্গিত করলেন, যেন তিনি বললেন : অর্ধেক। তখন করযের অর্ধেক গ্রহণ করলেন, আর বাকী অর্ধেক ছেড়ে দিলেন।

إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ

হাকিমের বিবাদীকে ক্ষমা করার ইঙ্গিত করা

৫৪১৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْرَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُوْدُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي تِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلَى الْمَقْتُولِ اتَّعَفَوْا قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَّةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ اتَّعَفَوْا قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَّةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ اتَّعَفَوْا قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَّةَ قَالَ لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبْؤُءَ بِأَثْمِهِ وَإِثْمَ صَاحِبِكَ فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجْرُ تِسْعَتَهُ *

৫৪১৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) - - - ওয়ায়িল (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হত্যাকারীকে রশিতে বেঁধে টেনে নিয়ে আসলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসকে বললেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে? সে বললো : না। তিনি বললেন : তা হলে তুমি রক্তপণ গ্রহণ কর। সে বললো : না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি খুনের বদলায় তাকে খুন করবে? সে ব্যক্তি বললো : হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন : তাহলে তুমি তাকে নিয়ে যাও। যখন সে তাকে নিয়ে চললো এবং তাঁর নিকট হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন : তুমি কি তাকে ক্ষমা করবে? সে বললো : না। তিনি বললেন : তাহলে তুমি কি দিয়াত গ্রহণ করবে? সে বললো : না। তিনি বললেন : তবে কি তুমি তাকে হত্যা করবে? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তুমি তাকে নিয়ে যাও। যখন সে তাকে নিয়ে চললো এবং তাঁর নিকট হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো, তখন আবার তাকে ডেকে বললেন : তুমি কি ক্ষমা করবে? সে বললো : না। তিনি বললেন : তবে কি তুমি তার বিনিময়ে দিয়াত গ্রহণ করবে? সে বললো : না। তিনি বললেন : তবে কি তুমি তাকে হত্যা করবে? সে বললো : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তবে তাকে নিয়ে যাও। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি তুমি তাকে ক্ষমা করতে, তবে সে তার এবং তোমার নিহত সাথীর পাপের বোঝা বহন করতো। তখন ঐ ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে এবং তাকে ছেড়ে দেয়। আমি দেখলাম, ঐ ব্যক্তি তার রশি টেনে চলছে।

إِشَارَةُ الْحَاكِمِ بِالرُّفُقِ

হাকিমের শিথিলতার ইঙ্গিত করা

৫৪১৭. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصِمَ الزُّبَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَةِ الَّتِي يُسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَحَ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَأَخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنِ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ اخْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَّى أَحْسَبُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآيَةَ *

৫৪১৭. কুতায়বা (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন যুযায়র (রা) বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি হাররা নামক স্থানের পানি প্রবাহ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে মোকদ্দমা দায়ের করলো, যে পানি তারা খেজুর গাছে সিঞ্চন করতো। আনসারী বললো : পানি ছেড়ে দিন, তা বয়ে যাবে কিন্তু যুযায়র (রা) তা অস্বীকার করলেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে এসে ঝগড়া করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে যুযায়র! তুমি পানি দিয়ে পানি ছেড়ে দাও, তোমার পড়শীর জন্য। এতে আনসারী ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! বাস্তব পক্ষে যুযায়র তো আপনার ফুফীর ছেলে তাই। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন : হে যুযায়র ! তুমি গাছে পানি দিয়ে তা বন্ধ করে, রাখ যেন তা বাগানের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে। যুযায়র (রা) বলেন : আমার মনে হয়, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ আয়াতটি এ ব্যাপারেই নাযিল হয়।

شَفَاعَةُ الْحَاكِمِ لِلْخُصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ

মীমাংসার পূর্বে হাকিম সুপারিশ করতে পারে

৫৪১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَانُوا أَنْظَرُوا إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَأَيْتَ مُغِيثًا فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ *

৫৪১৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাবীয়া (রা)-এর স্বামী ছিলেন একজন দাস, তাঁর নাম ছিল মুগীস। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও দেখছি, তিনি বারীবার পিছে পিছে ঘুরছেন

এবং এমনভাবে কাঁদছেন যে, তাঁর অশ্রু তাঁর দাড়ি বেয়ে পড়ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস (রা)-কে বললেন : হে আব্বাস! আপনি কি বারীবার জন্য মুগীসের ভালবাসায় আর মুগীসের প্রতি বারীবার অনীহাতে আশ্রয়বোধ করছেন না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বারীরা (রা)-কে বললেন : যদি তুমি মুগীসের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে তা হলে ভাল হতো। কারণ সে তোমার সন্তানের পিতা। সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? তিনি বললেন : না, আমি তো তোমার নিকট সুপারিশ করছি। তখন সে বললো : তা হলে এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

مَنْعُ الْحَاكِمِ رَعِيَّتِهِ مِنْ اتِّلَافِ أَمْوَالِهِمْ وَبِهِمْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا

হাকিমের প্রজাবৃন্দকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ নষ্ট করতে বাধা দেয়া

৫৪১৭. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمَوْرَعِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِبَاعَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَقْضَى دَيْنَكَ وَأَنْفَقَ عَلَى عِيَالِكَ *

৫৪১৯. আব্দুল আ'লা ইব্ন ওয়াসিল (র) - - - - জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, এক আনসারী তার মৃত্যুর পর তার দাসকে মুক্ত করে দিয়েছিল। সে ব্যক্তি ছিল অভাবগ্রস্ত এবং ঋণগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দাসকে আটশত দিরহামে বিক্রি করে ঐ টাকা তাকে দিয়ে বললেন : তুমি এ দ্বারা তোমার ঋণ পরিশোধ কর এবং তোমার পোষাদের জন্য ব্যয় কর।

الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ

সম্পদ অল্প হউক বা অধিক, তাতে ফয়সালা দেয়া

৫৪২০. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَقْطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ *

৫৪২০. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - - আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শপথের মাধ্যমে কোন মুসলমান ব্যক্তির সম্পদ আত্মসাৎ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দোযখ অবধারিত করে দেন এবং তার জন্য বেহেশত হারাম করে দেন। তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি ঐ মাল অতি নগণ্য হয়? তিনি বললেন : যদিও তা পিলু গাছের একটি ডালই হোক না কেন।

قَضَاءُ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ

নুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে মীমাংসা করা

৫৪২১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَا يُنْفِقُ عَلَى رَوْلَى مَا يَكْفِيَنِي أَفَأَخْذُ مِنْ مَالِهِ وَلَا يَشْعُرُ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ *

৫৪২১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা হিন্দা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আবু সূফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। সে না আমার খরচ দেয়, না আমার সন্তানদের। আমি কি তাঁর মাল হতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত নিতে পারি ? তিনি বললেন : তুমি তোমার এবং তোমার সন্তানদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঙ্গতভাবে নিতে পার।

النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَقْضَىٰ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ

এক আদেশে দু'টি মীমাংসা করা নিষেধ

৫৪২২. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشَّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ابْنُ حُسَيْنٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَكَانَ عَامِلًا عَلَى سَجِسْتَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْضَيْنِ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلَا يَقْضَىٰ أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ *

৫৪২২. হুসায়ন ইবন মানসূর (র) - - - - আবু বাক্রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : কেউ যেন দুই মোকদ্দমার মীমাংসা, এক কয়সালায় না করে। আর কোন ব্যক্তি যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা না করে।

مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءُ

মীমাংসায় যা পাওয়া যায়

৫৪২৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ الْحَرُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ *

৫৪২৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিসে এসো মীমাংসার জন্য, আমিও তো একজন মানুষ। তোমাদের

মধ্যে হয়তো কেউ বর্ণনাত্মকিত অন্য হতে পটু। আমি যা শুনি, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করি। যদি আমি কাউকে তার ভাই-এর কোন অধিকার অন্যায়ভাবে দিয়ে দেই; তবে আমি যেন তাকে আগুনের এক অংশই দেই।

الَالَةُ الْخَصْمُ

অন্যায়ভাবে অত্যধিক ঝগড়াটে ব্যক্তি

৫৪২৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَأَبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبْغَضَ الرُّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْالَةُ الْخَصْمُ *

৫৪২৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যধিক ঘৃণিত ব্যক্তি সেই, যে অন্যায়ভাবে ঝগড়া করে থাকে।

الْقَضَاءُ فِيمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

প্রমাণহীন মোকদ্দমার মীমাংসা

৫৪২৫. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ لِيَسْرَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَضَىٰ بِهَا بَيْنَهُمَا بِصَفِيرٍ *

৫৪২৫. আমর ইবন আলী (র) - - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে একটি জন্তুর ব্যাপারে মোকদ্দমা পেশ করলো, কিন্তু তাদের কারো কোন প্রমাণ ছিল না। তিনি তাদের মধ্যে তার ব্যাপারে প্রত্যেকের জন্য অর্ধাংশের মীমাংসা দিলেন।

عِظَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِينِ

শপথ গ্রহণে হাকিমের নসীহত

৫৪২৬. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحْيِيُّ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ نَافِعٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَانَتْ جَارِيَّتَانِ تَحْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمِي فَرَعِمَتْ أَنْ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا وَأَذْكَرَتْ الْأُخْرَىٰ فَكَتَبَتْ إِلَىٰ ابْنِ عِيَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَىٰ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لَادْعَىٰ نَاسٌ أَمْوَالِ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ فَادْعَاهَا وَأَثَلُ عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ حَتَّىٰ حَتَمَ الْآيَةُ فِدَعَوْتُهَا فَتَلَوْتُ عَلَيْهَا
فَاعْتَرَفْتُ بِذَلِكَ فَسَرَّهُ *

৫৪২৬. আলী ইবন সায়ীদ (র) - - - ইবন আবু মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তায়েফে দু'টি বালিকা জুতা সেলাই করতো। তাদের একজন এমন অবস্থায় বের হলো যে, তার হাত হতে রক্ত পড়ছিল। সে বললো : আমার বান্ধবী আমাকে প্রহার করেছে। কিন্তু অন্য বালিকা তা অস্বীকার করলো। আমি এ ব্যাপারে ইবন আব্বাস (রা)-কে লিখলাম। তিনি উত্তরে লিখলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ মীমাংসা করেছেন যে, বিবাদী শপথ করবে। কেননা, যদি সকলেই তাদের দাবী অনুযায়ী পেয়ে যেত, তাহলে লোক অন্যান্য লোকের সম্পদ ও জন্তুর দাবী করে বসতো। এ ব্যাপারে তার নিকট এ আয়াত তিলাওয়াত করুন : অর্থাৎ যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং শপথের বিনিময়ে ক্ষুদ্র পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশই থাকবে না তিনি পূর্ণ আয়াত শেষ করলেন। তখন আমি ঐ বালিকাকে ডেকে তার নিকট এই আয়াত তিলাওয়াত করলে, সে তার অপরাধ স্বীকার করলো। ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছলে তিনি সন্তুষ্ট হন।

كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ

হাকিম কিরূপে শপথ নিবেন ?

৫৪২৭. أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ عَنْ أَبِي
عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ يَغْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى
مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِكَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ قَالُوا اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ قَالَ
أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَإِنَّمَا أَنَا نَبِيُّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبِرْنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
يُنَاهِي بَيْنَكُمْ الْمَلَائِكَةَ *

৫৪২৭. সাওয়ার ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌছলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের এখানে কিসে বসিয়েছে ? তারা বললেন : আমরা আল্লাহর স্বরণে এবং তিনি যে আমাদেরকে হিদায়ত দান করেছেন, এবং আপনাকে প্রেরণ করে আল্লাহু তা'আলা আমাদের উপর যে ইহসান করেছেন তার শোকর আদায় করার জন্য বসেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : সত্যই কি তোমরা এজন্য এখানে বসেছো ? তারা বললেন : আল্লাহর শপথ! আমরা এজন্যই এখানে সমবেত হয়েছি। তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে তোমাদের থেকে শপথ নেইনি বরং এজন্য যে, জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহু তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে ফিরিশতাদের উপর গৌরব করছেন।

৫৪২৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى

بْنِ عَقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 رَأَى عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسْرَقْتَ قَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ قَالَ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتَ بِصَرِيٍّ *

৫৪২৮. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ
 বলেছেন : ইসা ইবন মারযাম (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখে তাকে বললেন : তুমি চুরি করছো ? তখন
 সে বললো : আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলছি : আমি চুরি করিনি, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। ইসা (আ)
 বললেন : আমি আল্লাহর উপর ঈমান রাখি এবং আমার চক্ষুকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأِسْتِعَاذَةِ

অধ্যায় : আল্লাহুর আশ্রয় গ্রহণ করা

৫৪২৭. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَتَيْنَا عَمْرُو بْنَ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثًا يَكْفِيكَ كُلُّ شَيْءٍ *

৫৪২৮. আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শুআয়ব (র) - - - মুআয ইবন আব্দুল্লাহ তাঁর পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, একবার কিছু বৃষ্টিপাতের পর চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা আমাদের নামায পড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষা করছিলাম। তারপর তিনি এমন কিছু বললেন : যার মর্ম হলো। পরে তিনি আমাদের সাথে নামায পড়ার জন্য বের হলেন। তিনি বললেন : বল ! আমি বললাম : কি বলবো ? তিনি বললেন : কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল্লাসি এবং কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে। সকল বিপদাপদে এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

৫৪২৯. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مِيسْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ فَاصْبَيْتُ خُلُوةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ قُلْ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَعُوذُ النَّاسُ بِأَفْضَلِ مِنْهُمَا *

৫৪৩০. যুনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - আব্দুল্লাহ ইবন খুবায়ব (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্জনে পেয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন : বল। আমি বললাম : কি বলবো ? তিনি বললেন : বল, কুল আউযু

বিরাক্বিল ফালাক। তিনি তা শেষ করলেন। এরপর বললেন : বল, কুল আউযু বিরাক্বিন্নাস। এই সূরা শেষ করে তিনি বললেন : লোকেরা দু'টির চেয়ে উত্তম কোন আশ্রয় গ্রহণ করে না।

৫৪২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَقُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاحِلَتُهُ فِي غَرْوَةٍ إِذْ قَالَ يَا عَقْبَةُ قُلْ فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ قَالَ يَا عَقْبَةُ قُلْ فَلَسْتُمْ مَعْتُ فَقَالَهَا الثَّالِثَةُ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ فَقَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَرَأَ السُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقَرَأَتْ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَتْ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَعُوذُ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ *

৫৪৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক জিহাদের সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনী টানছিলাম, তিনি বললেন : হে উকবা! বল। আমি আরয করলাম : কি বলবো? তিনি বললেন : বল, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। তিনি সূরা শেষ করলেন। এরপর তিনি কুল আউযু বিরাক্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাক্বিন্নাস পাঠ করলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও তা পড়লাম এবং শেষ করলাম। পরে তিনি বললেন : এই সূরাগুলো হতে উত্তম কোন আশ্রয় কেউ গ্রহণ করে না।

৫৪২২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُسْمَانَ ابْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبِيبٍ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْ قُلْتُ وَمَا أَقُولُ قَالَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَوْ لَا يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ *

৫৪৩২. আহমদ ইব্ন উছমান (র) - - - - উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : বল, আমি বললাম : কি বলবো? তিনি বললেন : বল, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ এবং কুল আউযু বিরাক্বিল ফালাক, এবং কুল আউযু বিরাক্বিন্নাস। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা পাঠ করলেন এবং বললেন : কোন ব্যক্তি এই সূরাগুলোর ন্যায় অন্য কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করে না।

৫৪২৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ الْحَرِثِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَابِسٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَابِسٍ أَلَا أَدُلُّكَ أَوْ قَالَ أَلَا أَخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ *

৫৪৩৩. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - ইবন আবিস জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : হে ইবন আবিস ! যা দ্বারা লোক আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, এদের মধ্যে যা উত্তম, তা কি আমি তোমাকে বলবো না ? অথবা তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে খবর দেবো না ? সে বললো : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বললেন : তা হলো- কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস- এ দুটি সূরা।

৫৪৩৪. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً شَهْبَاءَ فَرَكِبَهَا وَأَخَذَ عُقْبَةُ يَقُودُهَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُقْبَةَ اقْرَأْ قَالَ وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اقْرَأْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ فَأَعْلَاهَا عَلَى حَتَّى تَقْرَأَهَا فَعَرِفَ أَنِّي لَمْ أَفْرَحْ بِهَا جِدًّا قَالَ لَعَلَّكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا فَمَا قُمْتُ يَغْنَى بِمِثْلِهَا *

৫৪৩৪. আমার ইবন উছমান (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একটি সাদা খচ্চর হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি তার উপর সওয়ার হলেন, আর উকবা (রা) তা টেনে নিয়ে চললেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উকবা (রা)-কে বললেন : হে উকবা, পড়! তিনি বললেন : কি পড়বো ? তিনি বললেন : পড়, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক। তিনি তা আবারও বললেন, আমি তা পড়লাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমি এতে অত্যধিক খুশী হইনি। তিনি বললেন : হয়তো তুমি এর মর্যাদা বুঝিতে পারনি। আমি এর মত সূরা আর পাইনি।

৫৪৩৫. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِرَازٍ التِّرْمِذِيُّ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا أُسَامَةَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ قَالَ عُقْبَةُ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ *

৫৪৩৫. মুসা ইবন হিয়াম তিরমিযী (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সূরা নাস ও ফালাক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এই দুটি সূরা দ্বারাই আমাদের ফজরের নামায পড়ান।

৫৪৩৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ بِهِمَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ *

৫৪৩৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - উকবা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই উপরোক্ত সূরাদ্বয় ফজরের সালাতে তিলাওয়াত করেন।

৫৪৩৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ الْحَرِثِ وَهُوَ الْعَلَاءُ عَنْ الْقَاسِمِ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عُقْبَةُ إِذَا أَعْلَمْتَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قَرَأْتَهُمَا فَعَلِمْنِي قُلْ

أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَلَمْ يَرْنِي سُرَرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِبَلَدِهِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ التَّفَتَّ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَقْبَةَ كَيْفَ رَأَيْتَ *

৫৪৩৭. আহমদ ইবন আমর (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়ারী টানছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন : হে উকবা ! আমি কি তোমাকে পঠিত সর্বোত্তম দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না ? তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিল্লাস । তিনি দেখলেন, আমি এতে অধিক সন্তুষ্ট হয়েছি । এরপর যখন তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন, তখন তিনি এই দু'টি সূরা দিয়েই নামায পড়লেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : হে উকবা ! কেমন পেলো ?

৫৪৩৮. আহমদ ইবন আমর (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়ারী টানছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন : হে উকবা ! আমি কি তোমাকে পঠিত সর্বোত্তম দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না ? তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিল্লাস । তিনি দেখলেন, আমি এতে অধিক সন্তুষ্ট হয়েছি । এরপর যখন তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন, তখন তিনি এই দু'টি সূরা দিয়েই নামায পড়লেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : হে উকবা ! কেমন পেলো ?

৫৪৩৮. আহমদ ইবন আমর (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়ারী টানছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন : হে উকবা ! আমি কি তোমাকে পঠিত সর্বোত্তম দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না ? তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিল্লাস । তিনি দেখলেন, আমি এতে অধিক সন্তুষ্ট হয়েছি । এরপর যখন তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন, তখন তিনি এই দু'টি সূরা দিয়েই নামায পড়লেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : হে উকবা ! কেমন পেলো ?

৫৪৩৯. আহমদ ইবন আমর (র) - - - - উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়ারী টানছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন : হে উকবা ! আমি কি তোমাকে পঠিত সর্বোত্তম দু'টি সূরা শিক্ষা দেব না ? তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিল্লাস । তিনি দেখলেন, আমি এতে অধিক সন্তুষ্ট হয়েছি । এরপর যখন তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন, তখন তিনি এই দু'টি সূরা দিয়েই নামায পড়লেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন : হে উকবা ! কেমন পেলো ?

اللَّهُمَّ ارُدَّهُ عَلَىٰ مَقَالِ يَاعُقِبَةُ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
فَقَرَأْتُهَا حَتَّىٰ أَتَيْتُ عَلَىٰ آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ قُلْ قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّىٰ أَتَيْتُ عَلَىٰ آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ مَسْأَلٌ سَائِلٌ
بِمِثْلِهِمَا وَلَا أَسْتَعَاذُ مُسْتَعِذٌ بِمِثْلِهِمَا *

৫৪৩৯. কুতায়বা (র) - - - - উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন : হে উক্বা! বল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি বলবো? তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমাকে বললেন : হে উক্বা! বল। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি বলবো? তিনি আবার চুপ থাকলেন। আমি মনে মনে বললাম : আল্লাহ কবুল, যেন তিনি আবার বলেন, বল। তিনি বললেন : হে উক্বা! বল। আমি বললাম : কি বলবো? এবার তিনি বললেন : বল, কুল আউযু বিরাঙ্কিল ফালাক, আমি তা পড়ে শেষ করলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : বল। আমি বললাম : কি বলবো? তিনি বললেন : বল, কুল আউযু বিরাঙ্কিল্লাসি। আমি তা পাঠ করলাম। এরপর তিনি বললেন : কোন প্রার্থনাকারী এর মত কোন কিছু দ্বারা প্রার্থনা করতে পারে না, এবং কোন আশ্রয়প্রার্থী এর মত অন্য কিছু দ্বারা আশ্রয় গ্রহণ করে না।

৫৪৪০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَسْلَمَ عَنْ
عُقَيْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ
اقْرِئْنِي سُورَةَ هُودٍ اقْرِئْنِي سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *

৫৪৪০. কুতায়বা (র) - - - - উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে দেখলাম, তিনি বাহনে আরোহণ করে আছেন। আমি তাঁর পায়ে আমার হাত রেখে বললাম : আমাকে সূরা হুদ শিক্ষা দিন। আমাকে সূরা যুসুফ শিক্ষা দিন। তিনি বললেন : তুমি আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় সূরা ফালাক হতে উত্তম কোন সূরা পড়বে না।

৫৪৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ
عَنْ عُقَيْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنْزَلَ عَلَىٰ آيَاتٍ لَمْ يُرْمِثْ لَهَا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ إِلَى
آخِرِ السُّورَةِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ *

৫৪৪১. মুহাম্মদ ইব্ন মুত্তাল্লা (র) - - - - উক্বা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মত আর কোন আয়াত দেখা যায় না, আর তা হলো সূরা ফালাক এবং সূরা নাস শেষ পর্যন্ত।

৫৪৪২. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي بَدَلٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجَرِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

﴿ اِقْرَأْ يَا جَابِرُ قُلْتُ وَمَاذَا اِقْرَأُ يَا بَنِي اَنْتَ وَاُمِّي يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِقْرَأْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَقَرَأْتُهُمَا فَقَالَ اَقْرَأِيْهُمَا وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا *

৫৪৪২. আমর ইবন আলী (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন : হে জাবির ! পড়। আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আমি কি পড়বো? তিনি বললেন : তুমি পড়, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, কুল আউযু বিরাব্বিল্লাস তখন আমি উভয় সূরা তিলাওয়াত করলাম। তিনি বললেন : আরও তিলাওয়াত কর, এর মত আর কোন সূরা তিলাওয়াত করবে না।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

আল্লাহর ভয়ে ভীত-কম্পিত হয়ে আল্লাহর পানাহ চাওয়া

৫৪৪৩. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ سَيْنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَنْبَأَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي سَيْنَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَدَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ *

৫৪৪৩. ইয়াযীদ ইবন সিনান (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি বস্তু হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতেন : অনুপকারী ইল্ম হতে, এমন অন্তর হতে, যা আল্লাহর ভয়ে ভীত-কম্পিত হয় না, এমন দু'আ হতে যা কবুল হয় না, আর ঐ প্রবৃত্তি হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ

অন্তরের ফিতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

৫৪৪৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَبَنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্রয় কামনা করতেন কাপুরুষতা, কৃপণতা, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

কান ও চোখের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৪৫. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي بِلَالُ بْنُ يَحْيَى أَنَّ شُعْبَةَ بْنَ شَكْلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ شَكْلٍ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَلِمْنِي تَعَوُّدًا أَتَعَوَّدُ بِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِي قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدُ وَالْمَنَى مَاؤُهُ *

৫৪৪৫. হুসায়ন ইব্ন ইসহাক (র) - - - - শাকাল ইব্ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন এক আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ শিক্ষা দিন, আমি যা দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। তখন তিনি আমার হাত ধরে বললেন : তুমি বল, ইয়া আল্লাহ! আমি আমার কান, চক্ষু, জিহ্বা, অন্তর এবং বীর্যের অনিষ্ট হতে আগ্নার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। বাবী বলেন : আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি। সাঈদ (রা) বলেন : হাদীসের 'মনি' শব্দের অর্থ- বীর্য।

الْأَسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُبْنِ

কাপুরুষতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৪৬. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خُمْسًا كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِنَّ وَيَقُولُهُنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمَرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৬. ইসমাইল ইব্ন মাসউদ (র) - - - - মুস'আব ইব্ন সা'দ (র) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি কথা শিক্ষা দিতেন এবং তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলো দ্বারা দু'আ করতেন এবং তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কপণতা, কাপুরুষতা থেকে, আমি আরো আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি - নিকট জীবন থেকে, দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে।

الْأَسْتِعَاذَةُ مِنَ الْبُخْلِ

কপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৪৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّدُ مِنْ خُمْسٍ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَسُوءِ الْعُمَرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আযীয (র) - - - - ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ প্রকার আপদ হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন : কপণতা হতে, কাপুরুষতা হতে, বার্ষক্যের অপকারিতা হতে, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আযাব হতে।

৫৪৪৮. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يَعْلَمُ بَيْنَهُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يَعْلَمُ الْمَعْلَمُ الْغُلَمَانُ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَ دُبُرَ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثَتْ بِهَا مُصَنَّبًا فَصَدَّقَهُ *

৫৪৪৮. ইয়াহইয়া ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - আমর ইবন মায়মুন আওদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন সা'দ (রা) তাঁর সন্তানদেরকে এই বাক্যসমূহ শিক্ষা দিতেন, যেমন শিক্ষক ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আগুলো নামাযের পর পাঠ করতেন : হে আল্লাহ! আমি কাপুরুষতা, কার্পণ্য, বার্বক্য, পার্শ্ব ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন : আমি এই হাদীস মুসআব (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলে, তিনি এর সত্যায়ন করেন।

৫৪৪৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مَعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৪৯. মুহাম্মদ ইবন মুহান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, চরম বার্বক্য এবং জীবন ও মরণের ফিতনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَمِّ

দুশ্চিন্তা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৫০. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعَوَاتٌ لَا يَدْعُهُنَّ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ *

৫৪৫০. আলী ইবন মুনযির (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকটি নির্দিষ্ট দু'আ ছিল, যা তিনি কোন সময় ছাড়তেন না। তিনি বলতেন : ইয়া আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, এবং লোকের প্রাধান্য হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৪৫১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَعَوَاتٌ لَا يَدْعُهُنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ

الْهَمُّ وَالْحُزَنُ وَالْعَجْزُ وَالْكَسَلُ وَالْبُخْلُ وَالْجُبْنُ وَالِدَيْنِ وَغَلَبَةُ الرِّجَالِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
هَذَا الصَّوَابُ وَحَدِيثُ ابْنِ فَضِيلٍ خَطَأٌ *

৫৪৫১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
ﷺ -এর কয়েকটি দু'আ ছিল, যা তিনি কখনও ত্যাগ করতেন না। তা হলো : হে আল্লাহ! আমি দুচ্ছিন্তা,
ভয়, অপরাগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণ এবং লোকের প্রাধান্য হতে আপনার নিকট আশ্রয়
প্রার্থনা করছি।

৫৪৫২. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّبِيِّ
ﷺ يَدْعُو اللَّهُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدُّجَالِ
وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৫২. হুমায়দ ইব্ন মাসআদা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'আ করতেন : হে আল্লাহ!
আমি আপনার কাছে অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে
পানাহ চাচ্ছি।

৫৪৫৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ
النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৫৩. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা সানআনী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; নবী ﷺ বলতেন :
হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপরাগতা, অলসতা, চরম বার্ধক্য, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার কাছে কবরের আযাব এবং জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকেও আশ্রয়
প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحُزَنِ

চিন্তা-ভাবনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৫৪. أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ السَّجِسْتَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ
سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا قَالَ اللَّهُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَنِ وَالْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ
شَيْخٌ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِلزِّيَادَةِ فِي الْحَدِيثِ *

৫৪৫৪. আবু হাতিম সিজিস্তানী (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আর সময় বলতেন : হে আল্লাহ ! আমি দুশ্চিন্তা, চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, স্বপ্নের বোঝা এবং লোকের প্রাধান্য হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ

জরিমানা এবং পাপ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৫৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةٍ وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ إِنَّهُ مَنْ غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ *

৫৪৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন উছমান (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় ঋণ এবং পাপ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি প্রায়ই ঋণ হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। তখন তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ঋণী হয়, সে প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে এবং ওয়াদা খেলাফ করে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

চোখ ও কানের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৫৬. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نَعِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي بِلَالُ بْنُ يَحْيَى أَنْ شَتِيرَ بْنِ شَكْلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ شَكْلٍ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي تَعَوَّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِي قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدُ وَالْمَنِي مَاؤُهُ خَالَفَهُ وَكَيْفَ فِي لَفْظِهِ *

৫৪৫৬. হুসায়ন ইব্ন ইসহাক (র) - - - - শাক্ল ইব্ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম : হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন আশ্রয়ের দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি। তিনি আমার হাত ধরে বললেন : তুমি বল, আমি আমার কান, চোখ, জিহ্বা, অন্তর এবং বীর্যের অপকারিতা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। রাবী বলেন : আমি তা মুখস্থ করে নিয়েছি। সা'দ (রা) বলেন : হাদীসে বর্ণিত 'মনী' অর্থ-বীর্য।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْبَصَرِ

চোখের অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٧. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعٍ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى عَنْ شَتِيرِ بْنِ شَكْلٍ بْنِ حَمِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَتَنْفَعُ بِهِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَقَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنْ بِي يَغْنَى ذِكْرُهُ *

৫৪৫৭. উবায়দ ইবন ওকী' (র) - - - - শাকল ইবন হুমায়দ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমাকে কিছু দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দ্বারা আমি লাভবান হতে পারি। তিনি বললেন : তুমি বল, হে আল্লাহ্ ! আমাকে কান, চোখ, জিহবা, অন্তর এবং পুরুষাঙ্গের অপকারিতা হতে রক্ষা করুন।

الاستِغَاذَةُ مِنَ الْكَسَلِ

অলসতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٨ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ أَنَسَ وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَنِ الدُّجَالِ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدُّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - হুমায়দ (ব) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট কবর আযাব এবং দাজ্জাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেনঃ ইয়া আল্লাহ! আমি অলসতা, চরম বার্বক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবর আযাব হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْأَسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعَجْزِ

অপারগতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

٥٤٥٩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ لَا أَعْلَمُكُمْ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالسُّخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ أَتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ رَعْلِمٍ لَا يَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ لَهَا *

৫৪৫৯. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - য়য়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে তা-ই শিক্ষা দেব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বাৰ্ধক্য এবং কবর আঘাব হতে আপনার নিকট আশায়

প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে পরাহেয়গারী দান করুন এবং একে মন্দ কার্য হতে পবিত্র করুন; কেননা, আপনি অতি উত্তম পবিত্রকারী এবং আপনিই এর মালিক। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ঐ অন্তর হতে যা ভীত না হয়, আর ঐ প্রবৃত্তি থেকে, যা তৃপ্ত না হয়, আর এমন ইলম হতে, যা উপকার করে না এবং এমন দু'আ থেকে, যা কবুল হয় না।

৫৪৬. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجَبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৪৬০. আমরা ইবন আলী (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্বক্য, কবর আযাব এবং জীবন-মরণের ফিতনা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الِاسْتِعَاذَةُ مِنَ الذُّلَّةِ

অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৬১. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْذُّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَأَعُوذُكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ خَالِفَةُ الْأَوْرَاعِي *

৫৪৬১. আবু আসিম খুশায়শ ইবন আস্রাম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি দারিদ্র্য হতে, আরও আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি অপ্রতুলতা এবং অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি যেন কারো উপর অত্যাচার না করি অথবা আমি যেন অত্যাচারিত না হই এ হতে।

৫৪৬২. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالْذُّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ *

৫৪৬২. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, অপমান থেকে এবং কারোর উপর অত্যাচার করা হতে এবং কারো দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া থেকে।

৫৪৬৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الرَّاهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَّمَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ وَالذُّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ *

৫৪৬৩. আহমদ ইব্ন নাসর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে স্বল্পতা, অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি অত্যাচার করা ও অত্যাচারিত হওয়া থেকে আপনার পানাহ চাই।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْقِلَّةِ

অপ্রতুলতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৬৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَّاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ الذُّلَّةِ وَأَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ *

৫৪৬৪. মাহমুদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, লাঞ্ছনা এবং অত্যাচার করা, অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْفَقْرِ

অভাব-অনটন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৬৫. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَّاضٍ أَنَّ أَبَاهُ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذُّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ *

৫৪৬৫. যুনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহর নিকট অভাব-অনটন, অপ্রতুলতা, লাঞ্ছনা এবং অন্যের উপর অত্যাচার করা এবং অত্যাচারিত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

৫৪৬৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو الشَّحَّامُ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ كَانَ سَمِعَ وَالِدَهُ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَجَعَلْتُ أَدْعُو بِهِمْ فَقَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي عَلِمْتُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ قُلْتُ يَا أَبَتِ سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِهِمْ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ فَأَخَذْتَهُمْ عَنْكَ قَالَ قَالُوا لَهُمْ يَا بَنِيَّ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِمْ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ *

৫৪৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - মুসলিম (র) বলেন, তাঁর পিতাকে প্রত্যেক নামাযের পর বলতে শুনতেন যে, হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী, অভাব এবং কবরের আযাব হতে। আমিও এ দ্বারা দু'আ করতে আরম্ভ করলাম। তখন আমার পিতা বললেন : হে প্রিয় বৎস! এই দু'আ কোথা থেকে শিখলে? আমি বললাম : হে পিতা! আমি আপনাকে এই দু'আ করতে শুনছি প্রত্যেক নামাযের পর। আমি তা আপনার নিকটেই শিখেছি। তিনি বললেন : বেটা, এগুলোকে আঁকড়ে ধরবে। কেননা, নবী ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর এগুলো দ্বারা দু'আ করতেন।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

কবরের ফিতনা-অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَثِيرًا مَا يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَيَاعَدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَاشِئِ وَالْمَغْرَمِ *

৫৪৬৭. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই এই দু'আ পাঠ করতেন : হে আল্লাহ্! আমি দোষের ফিতনা, দোষের আযাব, কবরের ফিতনা, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা, অভাব-অনটন এবং স্বচ্ছলতার ফিতনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার পাপসমূহকে বরফ ও শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে দিন, আর আমার অন্তরকে পাপ-পঙ্কিলতা হতে এভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। আর আমাকে পাপ হতে এত দূরে রাখুন, যেমন পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব রয়েছে। হে আল্লাহ্! আমি অলসতা, বার্ধক্য, পাপ এবং ঋণশস্ত্র হওয়া থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ

অতৃপ্ত প্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৬৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عُبَادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ *

৫৪৬৮. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি চারিটি বস্তু থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি : অনুপকারী ইনাম হতে, ঐ অন্তর হতে, যাতে ভয় থাকে না, ঐ প্রবৃত্তি হতে, যা তৃপ্ত হয় না, আর ঐ দু'আ হতে যা কবুল হয় না।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُوعِ

ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৬৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْسِرُ الضَّجِيعَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَلَيْتَهَا بِنَسْتِ الْبِطَانَةِ *

৫৪৬৯. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি ক্ষুধা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কেননা তা অতি নিকৃষ্ট সঙ্গী। আর আমি আমানতে খিয়ানত করা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা, তা অতি মন্দ কাজ।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخِيَانَةِ

খিয়ানত হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَذَكَرَ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْسِرُ الضَّجِيعَ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِنَسْتِ الْبِطَانَةِ *

৫৪৭০. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি ক্ষুধা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যা অতি নিকৃষ্ট সাথী। আর আমি খিয়ানত করা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, যা অতি মন্দ অভ্যাস।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ

শত্রুতা, নিফাক ও বদ-অভ্যাস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭১. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفٌ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَسَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوهُمْ بِهَذِهِ الدُّعَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْتَعِ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَذُعَامٍ لَا يَسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ *

৫৪৭১. কুতায়বা (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই দু'আ করতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি অনুপকারী ইলম হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, এমন অন্তর হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, যে অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে না এবং যে দু'আ কবূল হয় না তা থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আর ঐ প্রবৃত্তি হতে আশ্রয় চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্ ! আমি এই চারটি বস্তু হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৪৭২. أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنَا ضُبَيْرَةُ عَنْ دُوَيْدَ بْنِ ثَابِعٍ قَالَ

قَالَ أَبُو صَالِحٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُونَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الشَّقَاكِ وَالنَّفَاقِ وَسُوءِ الْخُلُقِ *

৫৪৭২. আমর ইবন উছমান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন :
হে আল্লাহ! আমি শত্রুতা, নিফাক এবং মন্দ স্বভাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْمَغْرَمِ

করয থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا بِقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ سَلِيمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ
الْحِمَصِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَكْثُرُ التَّعَوُّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَآثِمِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَكْثُرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ
وَالْمَآثِمِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ رُوِعِدَ فَأَخْلَفَ *

৫৪৭৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই পাপ এবং
করয হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তখন কেউ তাঁকে প্রশ্ন করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি পাপ ও করয
থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেন? তখন তিনি বললেন : কোন লোক যখন করযদার হয়, তখন সে কথা বললে-
মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে খেলাফ করে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الدِّينِ

ঋণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيُّوَةٌ وَذَكَرَ آخَرَ قَالَ
حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ التَّجِيبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْعِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْدِّينِ قَالَ رَجُلٌ
يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّعَدِلْ الدِّينَ بِالْكَفْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ *

৫৪৭৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ
কে বলতে শুনেছি : আমি কুফর এবং ঋণ হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া
রাসূলুল্লাহ! আপনি কি করয এবং কুফরকে একই রকম মনে করেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হ্যাঁ।

৫৪৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقَرِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَيُّوَةٌ عَنْ
دَرَّاجِ أَبِي السَّمْعِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ
وَالدِّينِ فَقَالَ رَجُلٌ تَعَدِلْ الدِّينَ بِالْكَفْرِ قَالَ نَعَمْ *

৫৪৭৫, মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) - - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আমি আল্লাহর নিকট কুফর এবং ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন এক ব্যক্তি বললো : আপনি কি কুফর এবং ঋণকে একই রকম মনে করেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ

ঋণের প্রাধান্য থেকে আশ্রয় চাওয়া

৫৪৭৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السُّرَّاجِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُنَيْئُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الْعَدُوِّ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ *

৫৪৭৬. আহমদ ইবন আমর (র) - - - - আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, বাসুল্লাহ ﷺ এরূপ দু'আ করতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট ঋণের প্রাধান্য, শত্রুর প্রাধান্য এবং দুশমনের সত্ত্বা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ ضَلْعِ الدِّينِ

ঋণের বোঝা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৭. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجُرُمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنِي عَمْرٍو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْكَسَلِ وَالْيُخْلُ وَالْجُبْنِ وَضَلْعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ *

৫৪৭৭. আহমদ ইবন হারব (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ ! আমিই দুঃখ-কষ্ট, দুচ্ছিন্তা-আলস্য, ভীকৃত্য, কৃপণতা এবং ঋণের বোঝা থেকে এবং মানুষের আধিপত্য বিস্তার হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى

সম্পদের ফিতনার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ

اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ *

৫৪৭৮. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : ইয়া আল্লাহ্! আমি কবরের আযাব, দোষের ফিতনা, কবরের ফিতনা, কবরের আযাব, মসীহ দাজ্জালের ফিতনা, সম্পদশালী হওয়ার ফিতনার অনিষ্টতা, অভাবগ্রস্ততার ফিতনার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার পাপসমূহ বরফ এবং শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে দিন, আর আমার অন্তরকে পাপসমূহ হতে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন আপনি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পবিত্র করে দেন। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আলসা, বার্ধক্য, ঋণ এবং গুনাহ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

পৃথিবীর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُهُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيُرْوِيهِنَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৭৯. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - মুস'আব ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) তাকে এ সকল দু'আ শিক্ষা দিতেন, আর তিনি তা নবী ﷺ হতে বর্ণনা করতেন : হে আল্লাহ্! আমি কৃপণতা হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমি কাপুরুষতা হতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি, আর বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছতে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এবং পৃথিবীর ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৪৮০. أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَا كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَيْنَهُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمَكْتَبُ الْعِلْمَانَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮০. হিলাল ইবন আলা (র) - - - - মুস'আব ইবন সা'দ এবং আমর ইবন মায়মুন আওদী (র) থেকে বর্ণিত যে, সা'দ (রা) তাঁর সন্তানদেরকে এ সকল দু'আ শিক্ষা দিতেন; যেমন শিক্ষক মকতবের ছেলেদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তিনি বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযের পর এ সকল দু'আ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্ধক্য পর্যন্ত জীবিত থাকা, পার্থিব ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।

৫৪৮১. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فُضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمَرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮১. আহমদ ইব্ন ফাযালা (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপুরুষতা, কৃপণতা, নিকৃষ্ট জীবন, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আঘাব থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

৫৪৮২. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمٍ الْبَلْخِيُّ هُوَ أَبُو دَاوُدَ الْمَصَّاحِفِيُّ قَالَ أَتَيْنَا النُّضْرُ قَالَ أَتَيْنَا يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمَرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮২. সুলায়মান ইব্ন সালাম বালখী (র) - - - - আমর ইব্ন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ প্রকার বস্তু হতে আশ্রয় চাইতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি— কাপুরুষতা, কৃপণতা, চরম বার্বক্য, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আঘাব হতে।

৫৪৮৩. أَخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْغَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشُّحِّ وَالْجُبْنِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৮৩. হিলাল ইব্ন আলা (র) - - - - আমর ইব্ন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্রয় চাইতেন কৃপণতা, কাপুরুষতা, অন্তরের ফিতনা এবং কবরের আঘাব থেকে।

৫৪৮৪. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مُرْسَلٌ *

৫৪৮৪. আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র) - - - - আমর ইব্ন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্রয় চাইতেন। হাদীসটি মুরসাল।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الذُّكْرِ

পুরুষাঙ্গের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৮৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَكَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ يِلَالِ بْنِ يَحْيَى

مَنْ شَتَّيْرُ بْنُ شَكْلٍ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنِي دُعَاءَ اسْتِغْفَارٍ بِهِ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَقَلْبِي وَشَرِّ مَنْ بَعَنِي ذِكْرُهُ *

৫৪৮৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন ওকী' (র) - - - - হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। তিনি বললেন : তুমি বল, আয় আল্লাহ! আমাকে আমার কান, আমার চোখ, আমার জিহ্বা, আমার অন্তর এবং আমার বীর্ঘ অর্থাৎ পুরুষাঙ্গের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।

الْإِسْتِغَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكُفْرِ

কুফরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৮৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْعِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْكُفْرِ فَقَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلَانِ قَالَ نَعَمْ *

৫৪৮৬. আহমদ ইব্ন আমর (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফর এবং অভাবগ্রস্ততা থেকে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো : এ দু'টি কি সমপর্যায়ের? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

الْإِسْتِغَاذَةُ مِنَ الضَّلَالِ

পথভ্রষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৮৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَذِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ *

৫৪৮৭. মুহাম্মদ ইব্ন কুদামা (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর ঘর থেকে বের হতেন, তখন তিনি বলতেন : বিস্মিল্লাহ, হে আমার রব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি—পদস্থলিত হওয়া থেকে, রাস্তা ভুলে যাওয়া থেকে, অত্যাচার করা হতে, অত্যাচারিত হওয়া থেকে, মূর্খতা হতে এবং আমার উপর কারো মূর্খের মত কাজ করা থেকে।

الْإِسْتِغَاذَةُ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ

শত্রুর প্রাধান্য হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৮৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُيُّ بْنُ

عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِؤَلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ *

৫৪৮৮. আহমদ ইবন আমর (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল শব্দে দু'আ করতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, ঋণের প্রাবল্য, শত্রুদের প্রাধান্য এবং শত্রুর সত্ত্বষ্টি থেকে ।

الْأَسْتِعَاذَةُ مِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ
বার্ধক্য হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৮৯. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حَيْثُ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِؤَلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ *

৫৪৮৯. যুনুস ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব শব্দ দ্বারা দু'আ করতেন : হে আল্লাহ ! আপনার নিকট ঋণের প্রাবল্য ও শত্রুর সত্ত্বষ্টি থেকে পানাহ চাচ্ছি ।

الْأَسْتِعَاذَةُ مِنَ الْهَرَمِ

চরম বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৯০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هُرَيْرِ بْنِ أَبِي إِسْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِؤَلَاءِ الدُّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْعَجْزِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحِبِّ وَالْمَمَاتِ *

৫৪৯০. আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) - - - - উছমান ইবন আব্দুল আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এ সকল দু'আ করতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অলসতা, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, অকর্মণ্যতা এবং জীবন-মরণের ফিতনা থেকে ।

৫৪৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ *

৫৪৯১. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল হাক্কাম (র) - - - - জায়াব (র) তাঁর পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! আমি আলস্য, চরম বার্ধক্য, ঋণ এবং গুনাহ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর কানা দাজ্জালের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি, এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোযখের আযাব হতে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ

মন্দ-ভাগ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৯২. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا سُفْيَانَ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ شَاءَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مِنْ بَرَكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَجَهْدِ الْبَلَاءِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ثَلَاثَةٌ فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً لِأَنِّي لَا أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ *

৫৪৯২. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দুর্ভাগ্য, শত্রুদের সমুদ্র ও মন্দ ভাগ্য এই তিনটি বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। সুফিয়ান (র) বলেন : তা তিন বস্তুই, কিন্তু আমি চারটি উল্লেখ করেছি। কেননা, আমি একটি স্মরণ রাখতে পারিনি, যার উল্লেখ এখানে নেই।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ بَرَكِ الشَّقَاءِ

দুর্ভাগ্য হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৯৩. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِيزُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَبَرَكِ الشَّقَاءِ وَجَهْدِ الْبَلَاءِ *

৫৪৯৩. কুতায়বা (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মন্দ আদেশ, শত্রুর আনন্দ, দুর্ভাগ্য এবং স্বল্প সম্পদ ও সম্ভ্রান অধিক হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْجُنُونِ

পাগলামী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৯৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ *

৫৪৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পাগলামী, কুষ্ঠ রোগ এবং শ্বেতরোগ এবং অতি মন্দ রোগ হতে।

الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ

জিনদের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৫. أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوَّذَاتُ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ *

৫৪৭৫. হিলাল ইবন 'আলা (র) - - - আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিনের কুদৃষ্টি এবং মানুষের কুদৃষ্টি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরে যখন সূরা ফালাক এবং সূরা নাস নাযিল হলো, তখন তিনি ঐ সূরাদ্বয় পড়া আরম্ভ করলেন এবং অন্যগুলো পরিত্যাগ করলেন।

الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكَبِيرِ

গর্বের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৬. أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৭৬. মুসা ইবন আব্দুর রহমান (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল শব্দ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- আলস্য, চরম বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কৃপণতা এবং গর্বের আপদ, দাজ্জালের ফিতনা এবং কবরের আযাব থেকে।

الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ أَرَذَلِ الْعُمُرِ

অতি বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৭৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِنَّ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَى أَرَذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৭৭. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - মুস'আব ইবন সা'দ (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি আমাদেরকে ঐ পাঁচ বস্তু শিক্ষা দিতেন, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন। তিনি ঐগুলো এভাবে বলতেন : হে আল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- কাপুরুষ হতে এবং আপনার নিকট

আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আর আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْعُمَرِ

মন্দ জীবন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৯৮. أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ يَغْنَى أَبَاهُ عَنْ عُمَرُو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَجْمَعُ إِلَّا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خُمْسِ اللَّهِ إِنْئِيْ أَعُوذُكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُكَ مِنْ سُوءِ الْعُمَرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৪৯৮. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - আমর ইবন মায়মুন (রা) বলেন, একদা আমি উমর (রা)-এর সাথে হজ্জ আদায় করি এবং তাকে লোকদেরকে বলতে শুনি : জেনে রাখ! রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষ হতে ও কাপুরুষতা হতে আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি মন্দ জীবন থেকে আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অন্তরের ফিতনা হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ

লাভের পর ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৪৯৯. أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَعْفَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ *

৫৪৯৯. আযহার ইবন জামিল (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন, তখন বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি- সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা, লাভের পর ক্ষতি, মজলুমের বদ-দু'আ এবং সম্পদ ও পরিবারের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে।

৫৫০০. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ *

৫৫০০. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

যখন সফর করতেন, তখন বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি— সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা, লাভের পর ক্ষতি, নির্যাতনের বদ-দু'আ এবং সম্পদ, বাসস্থান ও সন্তানের প্রতি কুদৃষ্টি থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ-দু'আ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫.১. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرْجَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَأَبَةِ الْمُتَقَلِّبِ وَالْحَوْرِ بِغَدِ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ *

৫৫০১. যুসুফ ইবন হাম্বাদ (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন সারজিস্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন সফর করতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা, লাভের পর ক্ষতি, অত্যাচারিতের বদ-দু'আ এবং কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ كَأَبَةِ الْمُتَقَلِّبِ

প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫.২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُقَدِّمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَنِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَرَ الْخُثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ وَمَدَّ شُعْبَةً بِإِصْبَعِهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَأَبَةِ الْمُتَقَلِّبِ *

৫৫০২. মুহাম্মদ ইবন আমর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন এবং স্বীয় বাহনে আরোহণ করতেন, তখন তিনি স্বীয় আঙ্গুল দ্বারা শো'বা (রা) অঙ্গুলী ইশারা করে বলতেন (লম্বা করলেন) : হে আল্লাহ! আপনি সফরের সাথী এবং ঘর ও সম্পদে আপনিই আমার স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ! আমি সফরের কষ্ট এবং প্রত্যাবর্তনের অস্থিরতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ جَارِ السُّوءِ

মন্দ পড়শী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫.৩. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُمْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمَقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ *

৫৫০৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বাসস্থানের নিকটস্থ মন্ড পড়শী থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা, জঙ্গলের প্রতিবেশী তো তোমার নিকট হতে প্রস্থান করবে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ غَلْبَةِ الرِّجَالِ

লোকের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫০৪. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبِيْ طَلْحَةَ الثَّمِيرُ لِيْ فُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِيْ فَخَرَجَ بِيْ أَبُو طَلْحَةَ يَرْتَفِقُنِيْ وَرَأَاهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ *

৫৫০৪. আলী ইব্ন হুজর (র) - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু তালহা (রা)-কে বললেন : তোমাদের ছোট ছেলেদের মধ্য হতে এক ছেলেকে আমার খিদমতের জন্য ঠিক কর। এরপর আবু তালহা (রা) আমাকে তাঁর বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিয়ে বের হলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমত করতাম, যখনই তিনি কোন স্থানে অবতরণ করতেন, আমি প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনতাম : হে আল্লাহ! আমি চরম বার্ধক্য, চিন্তা, অপারগতা, অলসতা, কপণতা, কাপুরুষতা, ঝগের বোঝা এবং লোকের আধিপত্য থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَالِ

দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫০৫. أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّجَالِ قَالَ وَقَالَ إِنَّكُمْ تَفْتَنُونَ لِيْ قُبُورَكُمْ *

৫৫০৫. কুতায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তিনি বলতেন : তোমরা তোমাদের কবরে ফিতনা বা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَشَرِّ النَّفْسِ الدُّجَالِ

দোযখের আযাব ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫০৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى

ابْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرَيْرَةَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫০৬. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি দোযখের আযাব হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আর আমি কবরের আযাব হতে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি এবং আমি দাজ্জালের ফিতনা হতেও আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি এবং জীবন-মরণের ফিতনার অনিষ্ট থেকেও আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৫০৭. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫০৭. ইয়াহুইয়া ইবন দুরস্তু (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের আযাব হতে, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোযখের আযাব হতে, আর আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি জীবন মরণের ফিতনা হতে এবং দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ

মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫০৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عُمَرَ عُبَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قُلْتُ أَوْ لِلْإِنْسِ شَيَاطِينُ قَالَ نَعَمْ *

৫৫০৮. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে রয়েছেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে বসলে তিনি বললেন : হে আবু যর (রা) ! তুমি জ্বিন শয়তান এবং মানুষের শয়তানদের থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আমি বললাম : মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয় ? তিনি বললেন : হ্যাঁ।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

জীবিতকালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫০৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَالِكٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫০৯. কুতায়বা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে ; তোমরা আল্লাহর নিকট জীবিতকাল ও মরণকালের ফিতনা হতেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে ; আর তোমরা দাজ্জালের ফিতনা থেকেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে ।

৫৫১০. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُلْقَمَةَ يَحْدُثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ يَقُولُ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫১০. আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তিনি বলতেন : তোমরা কবরের আযাব, দোযখের আযাব থেকে এবং জীবন-মরণের ফিতনা থেকে এবং কানা দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে ।

৫৫১১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫১১. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : যে আমার অনুসরণ করলো, সে আল্লাহরই অনুসরণ করলো; আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো সে আল্লাহরই অবাধ্য হলো আর তিনি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন কবরের আযাব হতে, দোযখের আযাব হতে, আর জীবিত এবং মৃতদের ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে ।

৫৫১২. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ وَقَالَ يَغْنَى النَّبِيُّ ﷺ أَسْتَعِذُّوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫১২. আবু দাউদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা

কবরের আযাব, দোষখের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা- এই পাঁচ বস্তু থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ

মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يَعْلَمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫১৩. কুতায়বা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এসকল দু'আ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন : বল, হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোষখের আযাব হতে, আর আমরা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব হতে, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৫১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُوْذُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عُوْذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫১৪. মুহাম্মদ ইবন মায়মুন (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে আল্লাহর আযাব হতে, আর আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জীবন ও মরণের ফিতনা হতে আর কবরের আযাব এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১৫. أَقَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ نِي دُعَاتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ *

৫৫১৫. হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন এবং দু'আয় তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দোষখের আযাব হতে, এবং

আপনার আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আযাব হতে, আপনার আশ্রয় চাচ্ছি দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি জীবন ও মরণের ফিতনা থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

কবরের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১৬. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَقْرِيُّ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَسَّارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالْمَوْتِ سُلَيْمَانُ بْنُ سَبَّانٍ *

৫৫১৬. আবু আসিম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর দু'আয় বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিতনা, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَقْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫১৭. মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে কবরের আযাব থেকে, তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে জীবন ও মরণের ফিতনা হতে, এবং তোমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১৮. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَانَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫১৮. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেয়ালের আযাব, কবরের আযাব এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ عَذَابِ النَّارِ

দোষখের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫১৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ *

৫৫১৯. মাহমুদ ইবন খালিদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোষখের আযাব, কবরের আযাব এবং কানা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ حَرِّ النَّارِ

দোষখের আগুনের উত্তাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা

৫৫২০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْصَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ جَسْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبِّ إِسْرَافِيلَ أَعُوذُكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

৫৫২০. আহমদ ইবন হাফস (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! জিব্রাঈল ও মীকাঈলের রব এবং ইসরাফীলের রব! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দোষখের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে।

৫৫২১. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سُوَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سِنَانَ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ *

৫৫২১. আমর ইবন সাওয়াদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম ﷺ-কে তাঁর সালাতে বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের ফিতনা, দাজ্জালের ফিতনা, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা এবং দোষখের উত্তাপ, আগুনের উত্তাপ থেকে।

৫৫২২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ اجْرِهِ مِنَ النَّارِ *

৫৫২২. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর নিকট বেহেশত চায়, তখন বেহেশত বলে : হে আল্লাহ ! আপনি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান, আর যে ব্যক্তি তিনবার দোযখ থেকে পরিত্রাণ চায়, দোযখ বলে : হে আল্লাহ ! আপনি তাকে দোযখ হতে পরিত্রাণ দান করুন।

الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ فِيهِ

কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫২৩. أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ سَيِّئَ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بَذَنِّي وَأَبُوءُ لَكَ بِسِعْمَتِكَ عَلَى فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمَسِي مُوقِنًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ نَعْلَةَ *

৫৫২৩. আমর ইব্ন আলী (র) - - - - শাদাদ ইব্ন আউস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাইয়্যাদুল ইস্তিগফার এই যে, বান্দা এরূপ বলবে : হে আল্লাহ ! আপনি আমার রব ! আপনি বাতীত কোন ইলাহ নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা, আমি আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। যতটুকু আমার দ্বারা সম্ভব। আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আপনার কাছে আমি আমার গুনাহের স্বীকার করছি। আর আপনার নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি বাতীত আর কেউই গুনাহ মাফ করতে পারে না। যদি কেউ এই দু'আ ভোর বেলায় পড়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এবং যদি মৃত্যুবরণ করে ; তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সন্ধ্যায় পড়ে, তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

الِاسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلَ وَذِكْرُ الْاِخْتِلَافِ عَلَى هِلَالٍ

আমলের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫২৪. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ أَنَّ ابْنَ يَسَافٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَ أَكْثَرَ مَا يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৪. যুনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবদা ইব্ন আবু লুবাबा (রা) থেকে বর্ণিত, ইব্ন যাসাফ তাঁর

নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিকালের পূর্বে কোন দু'আ বেশী পড়তেন ? তিনি বললেন : তিনি প্রায়ই এই দু'আ পড়তেন : হে আল্লাহ ! আমি আমার আমলের অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আমি করেছি এবং যা এখনও করিনি ।

৫৫২৫. أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ بِسَافٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ بَعْدُ *

৫৫২৫. ইমরান ইবন বাক্কার (র) - - - - ইবন যাসাফ (রা) বলেন, আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, নবী ﷺ কি দু'আ করতেন ? তিনি বললেন : তিনি প্রায়ই দু'আয় বলতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি তার এবং যা এখনো করিনি, তার অনিষ্ট থেকে ।

৫৫২৬. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرَوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو قَالَتْ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৬. মুহাম্মদ ইবন কুদামা (র) - - - - ফারওয়া ইবন নওফল (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দু'আ করতেন । তিনি বললেন : তিনি বলতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে এবং যা করিনি তার অনিষ্ট হতে ।

৫৫২৭. أَخْبَرَنَا هُنَّالِدٌ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ حَصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ عَنْ فَرَوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৭. হান্নাদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি যা করেছি তার অনিষ্ট এবং যা করিনি তার অনিষ্ট হতে ।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ

যে আমল করা হয়নি তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫২৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّيٍّ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَصَيْنٍ عَنْ هِلَالٍ ابْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرَوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ حَدَّثَنِي بِشَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৮. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ফারওয়া ইব্ন নওফল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বললাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দ্বারা দু'আ করতেন, তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি যা আমল করেছি তার অপকারিতা এবং যা আমল করিনি তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৫২৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ عَنْ فَرَّةَ بْنِ سُوفْلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَخْبِرِيْنِي بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ قَالَتْ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمَلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ *

৫৫২৯. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - ফারওয়া ইব্ন নওফল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আমাকে ঐ দু'আ সম্বন্ধে সংবাদ দিন, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন? তিনি বললেন, তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমি যা করেছি, তার অপকারিতা হতে এবং আমি যা করিনি, তার অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ الْخَسْفِ

মাটিতে ধসে যাওয়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫৩. أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سَلِيمَانَ بْنِ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي قَالَ جُبَيْرٌ وَهُوَ الْخَسْفُ قَالَ عُبَادَةُ فَلَا أَدْرِي قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَوْلَ جُبَيْرٍ *

৫৫৩০. আমর ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : হে আল্লাহ! আমি আপনার মর্যাদার ওসীলায় আমার নীচের দিকে ধসে যাওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জুবায়র (রা) বলেন : এই হাদীসে মাটিতে ধসে যাওয়া কেই বুঝানো হয়েছে। উবাদা (রা) বলেন : আমি জানি না, তা নবী ﷺ-এর কথা, না জুবায়র (রা)-এর কথা।

৫৫৩১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُغَاوِيَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْقَذَارِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي يَعْنِي بِذَلِكَ الْخَسْفُ *

৫৫৩১. মুহাম্মদ ইব্ন খলীল (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! এরপর উক্ত দু'আর উল্লেখ করলেন। এর শেষে দিকে বললেন : আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মাটিতে ধসে যাওয়া থেকে।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنَ التَّرَدَّى وَالْهَدْمِ

উচ্চ স্থান হতে পড়া এবং ঘর চাপা পড়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫২২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْيَسْرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّ أَعُوذُكَ مِنَ التَّرَدَّى وَالْهَدْمِ وَالْفَرْقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُكَ أَنْ أَمُوتَ لَدَيْغًا *

৫৫৩৩. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - আবুল যাসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি উপর থেকে পড়ে যাওয়া হতে, ঘর চাপা পড়া, পানিতে ডুবে যাওয়া এবং আগুনে দক্ষিভূত হওয়া থেকে। আর আমি মৃত্যুকালে শয়তানের ছোঁ মারা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি সাপ বিছুর দংশনে মৃত্যুবরণ করা থেকে।

৫৫২৪. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي الْيَسْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالتَّرَدَّى وَالْهَدْمِ وَالْغَمِّ وَالْحَرِيقِ وَالْفَرْقِ وَأَعُوذُكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَنْ أَقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُكَ أَنْ أَمُوتَ لَدَيْغًا *

৫৫৩৪. যুনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - আবুল যাসর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করার সময় বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি চরম বার্ধক্য, উপর থেকে পড়া হতে, ঘর চাপা পড়া এবং দুশ্চিন্তা হতে, দগ্ধ হওয়া এবং পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করা থেকে আর মৃত্যুকালে শয়তান আমাকে বিপথগামী করা হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আপনার আশ্রয় চাচ্ছি আপনার রাস্তায় জিহাদকালে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক শহীদ হওয়া থেকে আর আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, সর্প দংশনে মৃত্যু থেকে।

৫৫২৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَيْفِيُّ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ السَّلْمِيِّ هَكَذَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُكَ مِنَ التَّرَدَّى وَأَعُوذُكَ مِنَ الْفَرْقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُكَ أَنْ أَمُوتَ لَدَيْغًا *

৫৫৩৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - - আবুল আসওয়াদ সালামী (রা) ও ঐ রূপ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। ঘর চাপা পড়া হতে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি উপর হতে পড়ে যাওয়া থেকে আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি অগ্নিদগ্ধ এবং পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে

আর মৃত্যুকালে শয়তান আমাকে বিপথগামী করা হতে, আর আমি আপনার রাস্তায় পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক মৃত্যুবরণ করা হতে, আর আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি সর্ব দর্শনে মৃত্যুবরণ করা হতে ।

الْاِسْتِعَاذَةُ بِرِضَاءِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى

আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্বারা তাঁর অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাওয়া

৫৫২৬. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ رَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي قِرَاشِي فَلَمْ أَصِبْهُ فَضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى رَأْسِ الْفِرَاشِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ *

৫৫৩৬. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার বিছানায় তালাশ করে না পেয়ে আমি বিছানার মাথায় হাত দিলাম, তখন আমার হাত তাঁর পায়ে লাগলো । এ সময় তিনি সিজদায় থেকে বলছিলেন : হে আল্লাহ! আমি আপনার ক্ষমা দ্বারা আপনার আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি । আর আপনার সন্তুষ্টি দ্বারা আপনার অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাচ্ছি । আর আমি আপনার নিকট আপনার একান্ত আশ্রয় কামনা করছি । সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।

الْاِسْتِعَاذَةُ مِنْ ضَيْقِ الْحَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

কিয়ামতের স্থানের সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৫৫২৭. أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ يُقَالُ لَهُ الْحِرَازِيُّ شَامِيٌّ عَزِيزُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمَامٍ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَتْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَسَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ كَانَ يَكْبُرُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضَيْقِ الْحَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৫৫৩৭. ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) - - - - আসিম ইব্ন হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামাজ কি দিয়ে আরম্ভ করতেন ? তিনি বললেন : তুমি আমাকে এমন প্রশ্ন করেছ, যে সম্পর্কে আমাকে কেউই জিজ্ঞাসা করেনি । তিনি দশবার তাকবীর বলতেন, দশবার সুবহানাল্লাহ বলতেন, দশবার ইস্তিগফার করতেন । পরে বলতেন : হে আল্লাহ ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে রিয্ক দান করুন, আমাকে সুস্থ রাখুন, আর তিনি কিয়ামতের স্থানের সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় চাইতেন ।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

যে দু'আ শ্রবণ করা হবে না, তা থেকে আশ্রয় চাওয়া

৫৫২৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَشْفَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلْ سَمِعَهُ مِنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *

৫৫৩৮. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি অনুপকারী ইলম হতে, নির্ভয় অন্তর ও অতৃপ্ত প্রবৃত্তি এবং যে দু'আ শ্রবণ করা হবে না, তা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৫২৯. أَخْبَرَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى قَالَ أَتَيْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَمَادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ *

৫৫৩৯. উবায়দুল্লাহ ইবন ফাযালা (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : হে আল্লাহ! আমি অনুপকারী ইলম, নির্ভয় অন্তর, অতৃপ্ত প্রবৃত্তি এবং এই দু'আ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা শ্রবণ করা হবে না।

الْإِسْتِعَاذَةُ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ

যে দু'আ কবুল হয় না, তা থেকে পানাহ চাওয়া

৫৫৪. أَخْبَرَنَا وَأَصْلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُرَيْثِ قَالَ كَانَ إِذَا قِيلَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا بِهِ وَيَأْمُرُنَا أَنْ نَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ أَتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَرُكَّهَهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ رُكَّهَاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لَا تُسْتَجَابُ *

৫৫৪০. ওয়াসিল ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - আবদুল্লাহ ইবন হারিস (রা) বলেন, যখন যায়দ ইবন আরকাম (রা)-কে বলা হতো আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। তখন তিনি

বলতেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট যা বর্ণনা করেছেন, আমি তোমাদের নিকট তাই বর্ণনা করবো। তিনি আমাদেরকে বলতে আদেশ করেছেন, আমরা যেন বলি : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, চরম বার্বক্য এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমার প্রবৃত্তিকে পরহেযগারী দান করুন এবং একে পবিত্র করুন। আপনি তো উত্তম পবিত্রকারী, আপনিই এর সর্বময় অধিপতি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি অতৃপ্ত প্রবৃত্তি, নির্ভয় অন্তর, অনুপকারী ইলম এবং ঐ দু'আ থেকে যা কবুল হয় না।

৫৫৪১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ اعْوِذْ بِكَ مِنْ أَنْ أَرِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَرْأْظِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ *

৫৫৪১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) - - - - উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন নিজ ঘর হতে বের হতেন তখন বলতেন : আমি আল্লাহর নাম নিয়াত করে বের হচ্ছি। হে আমার রব আমি পদস্থলিত হওয়া থেকে, পথভ্রষ্টতা হতে, কারো উপর নির্যাতন করা এবং কারো দ্বারা নির্যাত্তিত হওয়া থেকে এবং আমি মূর্খতা থেকে এবং আমার উপর অন্যের মূর্খতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَشْرَبَةِ

অধ্যায় : পানীয়

بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

অনুচ্ছেদ : মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُعْتَهُونَ *

৫৫৬. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ قَالَ أَتَيْنَا
الْإِمَامَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ النَّسَائِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَتَيْنَا أَبَا دَاوُدَ
قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتًا
شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فَدَعَى عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي
الْخَمْرِ بَيِّنَاتًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النَّسَاءِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَمَا كَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَى لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
سُكَارَى فَدَعَى عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيِّنَاتًا شَافِيًا فَنَزَلَتِ الْآيَةُ
الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدَعَى عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ أَهْلُكُمْ مُنْتَهَى قَالِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنْتَهَيْنَا أَنْتَهَيْنَا *

আল্লাহ তা'আলা বলেন : হে মুমিনগণ ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারণ তীর এ সমস্তই অপবিত্র নাপাক বস্তু এবং শয়তানের কাজ, সুতরাং তোমরা তা পরিত্যাগ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ? (সূরা মায়িদা : ৯০-৯১)

৫৫৪২, আবু বকর ইবন আহমদ (র) - - - - উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলো, তখন উমর (রা) দু'আ করলেন : ইয়া আল্লাহ! মদ্য সম্পর্কে আমাদেরকে স্পষ্ট আদেশ দান করুন। তখন সূরা বাকারার আয়াত নাযিল হলো। এরপর উমর (রা)-কে ডেকে তাঁকে ঐ আয়াত পড়ে শুনানো হলো। তিনি দু'আ করলেন : ইয়া আল্লাহ! মদ্য পানের ব্যাপারে আমাদেরকে পরিষ্কার আদেশ দান করুন। তখন মদ পানের ব্যাপারে সূরা নিসা-এর আয়াত নাযিল হলো : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশা অবস্থায় সালাতের নিকটেও যাবে না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে একজন আহ্বানকারী নামাযের সময় বলতো : তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। এরপর উমর (রা)-কে ডেকে এই আয়াত পড়ে শুনানো হলো। তিনি পুনরায় দু'আ করলেন : ইয়া আল্লাহ! মদ্য পানের ব্যাপারে আমাদের জন্য পরিষ্কার হুকুম নাযিল করুন। যখন সূরা মায়িদার আয়াত নাযিল হলো, তখন উমর (রা)-কে ডেকে তা শুনানো হলো। যখন তিলাওয়াতকারী ঐ আয়াতের قَوْلَ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন উমর (রা) বলে উঠলেন : আমরা নিবৃত্ত হলাম, আমরা নিবৃত্ত হলাম।

بَابُ ذِكْرِ الشَّرَابِ الَّذِي أَهْرَبَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ

মদ হারাম হওয়ার পর যে শরাব ফেলে দেয়া হলো, তার বর্ণনা

৫৫৪৩. أَخْبَرَنَا سُرَيْدُ بْنُ نُصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ يَغْنَى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَىِّ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سَبَا عَلَى عُمَرَاءِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ قَضِيعٍ لَهُمْ فَقَالُوا اكْفَاهَا فَكَفَّاتَهَا فَقُلْتُ لِأَنَسٍ مَا هُوَ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ *

৫৫৪৩, সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - সুলায়মান তায়মী (র) থেকে বর্ণিত যে, আনাস ইবন মালিক (রা) তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার ছোটকালে আমি আমার চাচাদের সাথে গোত্রের মধ্যে দাঁড়ান ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো : মদ হারাম হয়ে গেছে। আমি তখন তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ফযীখ নামক শরাব পান করাত্তিলাম। তারা বললেন : এই পাত্র উলটে দাও, তখন আমি ঐ পাত্রগুলো উলটে দিলাম। এসময় আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : তা কি বস্তুর শরাব ছিল? তিনি বললেন : তা শুকনো এবং তাজা খেজুরের ছিল। আবু বকর ইবন আনাস (র) বললেন : লোক তখন এ শরাব পান করতো। আনাস (রা) তা শুনে অস্বীকার করেন নি।

৫৫৪৪. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نُصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ يَغْنَى ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

عُرُوْبَةٍ عَنْ قَدَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبْنَ بِنَ كَعْبٍ وَأَبَا دُجَانَةَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَ خَبْرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَكَفَّأْنَا قَالَ وَمَا هِيَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ وَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ إِنْ عَامَّةُ خَمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ *

৫৫৪৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু তাল্হা উবায় ইবন কা'ব এবং আবু দুজানা আনসারদের এক দলকে শরাব পান করাতাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো : এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে; মদ হারাম করা হয়েছে। এ খবর শুনে আমরা শরাবের পাত্র উলটিয়ে দিলাম। তিনি বলেন : তখনকার দিনের শরাব ছিল শুকনো ও কাঁচা খেজুর মিশানো ফযীখ নামক শরাব।

৫৫৪৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ *

৫৫৪৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, মদ যখন হারাম হওয়ার সময় হলো, তখন হারাম হলো। আর তাদের শরাব ছিল শুকনো ও কাঁচা খেজুর মিশ্রিত।

إِسْتِحْقَاقُ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ কাঁচা ও শুকনো খেজুর মিশ্রিত শরাব

৫৫৪৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ *

৫৫৪৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন : কাঁচা ও শুকনো খেজুরের শরাবকে খমর বলা হয়।

৫৫৪৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ رَفَعَهُ الْأَعْمَشُ *

৫৫৪৭. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা ও শুকনো খেজুরের মিশ্রিত শরাব হলো মদ।

৫৫৪৮. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ أَتَيْنَا عُمَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ

৫৫৪৮. কাসিম ইবন যাকারিয়া (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : আঙ্গুর এবং খেজুর মিশ্রিত বস্তুও শরাব বা মদ।

نَهَى الْبَيَانَ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلْعِ وَالتَّمْرِ

খালীত^১ পান নিষিদ্ধ

৫৫৪৭. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبَلْعِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ * وَالتَّمْرِ *

৫৫৪৯. ইসহাক ইবন মানসূর (র) - - - - নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁচা খেজুর শুকনো খেজুর এবং আপুর হতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ خَلِيطِ الْبَلْعِ وَالزُّهُوِّ

পাকা ও কাঁচা খেজুরের মিশ্রণ

৫৫৫. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْقَةِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلْعُ وَالزُّهُوُّ *

৫৫৫০. ওয়াসিল ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোলে, হানতাম, মুযাফফাত এবং নকীরে নবীয তৈরি করতে এবং পাকা ও কাঁচা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

৫৫৫১. أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا جَرِيرَ بْنَ حَبِيبٍ ابْنَ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمَرْقَةِ وَزَادَ مَرَّةً أُخْرَى وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّيْبِ وَالزُّهُوُّ بِالتَّمْرِ *

৫৫৫১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, মুযাফফাত নামক পাত্র এবং কাঠের পাত্র হতেও নিষেধ করেছেন, আর তিনি খেজুরকে আঙ্গুরের সাথে এবং কাঁচা খেজুরকে আঙ্গুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

৫৫৫২. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي أَرْطَاةٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الزُّهُوِّ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ *

৫৫৫২. হুসায়ন ইবন মানসূর (র) - - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁচা ও শুকনো খেজুর এবং আঙ্গুর ও খেজুর মিশিয়ে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطْبِ

ভেঁজা ও কাঁচা খেজুর মিশানো নিষেধ

৫৫৫২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلَا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطْبِ *

৫৫৫৩. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : খেজুর এবং আঙ্গুর একত্রে মিশাবে না এবং কাঁচা ও ভেঁজা খেজুর মিশ্রিত করবে না।

৫৫৫৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ وَهْبٍ عَنْ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَّبِدُوا الزَّهْوَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا وَلَا تَتَّبِدُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا *

৫৫৫৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশিয়ে বানাবে না এবং আঙ্গুর এবং খেজুর একত্রে মিশাবে না।

خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ

কাঁচা ও শুকনো খেজুর সম্পর্কে

৫৫৫৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَهْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ *

৫৫৫৫. আহমদ ইব্ন হাফস (র) - - - আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খেজুর এবং আঙ্গুর মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি শুকনো ও ভেঁজা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالرُّطْبِ

শুকনো ও কাঁচা খেজুর

৫৫৫৬. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطْبِ *

৫৫৫৬. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খেজুর এবং আঙ্গুর এবং শুকনো ও ভেঁজা খেজুর মিশাতে নিষেধ করেছেন।

৫৫৫৭. أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَخْلُطُوا الزَّيْبُ وَالْتَّمْرَ وَلَا الْبُسْرَ وَالْتَّمْرَ *

৫৫৫৭. আমার ইবন আলী (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আঙ্গুর এবং খেজুর মিশাবে না এবং শুকনো ও ভেঁজা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করবে না।

خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالْتَّمْرِ

কাঁচা এবং শুকনো খেজুর মিশানো

৫৫৫৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّيْبُ وَالْتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالْتَّمْرُ جَمِيعًا *

৫৫৫৮. কুতায়বা (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুর ও খেজুর মিশিয়ে ভেঁজা এবং কাঁচা ও শুকনো পাকা খেজুর মিশ্রিত করে একত্রে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন।

৫৫৫৯. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزْقَتِ وَالنَّبْخِ وَالْبُسْرِ وَالْتَّمْرِ أَنْ يَخْلُطَا وَعَنِ الزَّيْبِ وَالْتَّمْرِ أَنْ يَخْلُطَا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ أَنْ لَا تَخْلُطُوا الزَّيْبُ وَالْتَّمْرَ جَمِيعًا *

৫৫৫৯. ওয়াসিল ইবন আব্দুল আলা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, হানতাম^১ মুযাফফাত^২ নকীর^৩ নামক পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশিয়ে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি হাজারান নামক এলাকাবাসীদেরকে লিখেন যে, তোমরা আঙ্গুর এবং খেজুর এক সাথে মিশ্রিত করবে না।

৫৫৬০. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَتَيْنَا حُمَيْدًا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ الْتَّمْرِ حَرَامٌ *

৫৫৬০. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা খেজুরকে পৃথক ভেঁজান ও হারাম এবং শুকনো খেজুর সাথে মিশ্রিত করাও হারাম।

১. হনতাম হলো - মাটির তৈরী পাত্র।

২. মুযাফফাত হলো - তৈলাক্ত পাত্র।

৩. নকীর হলো - কাঠের তৈরী পাত্র।

خَلِيطُ الثَّمَرِ وَالزُّبَيْبِ

কাঁচা খেজুর ও আঙ্গুর মিশানো সম্পর্কে

৫৫৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ خَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَلِيطِ الثَّمَرِ وَالزُّبَيْبِ وَعَنِ الثَّمَرِ وَالْبُسْرِ *

৫৫৬১. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর এবং আঙ্গুর মিশাতে এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুর একত্রে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন।

৫৫৬২. أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَاورِدِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ أَتَانَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّمَرِ وَالزُّبَيْبِ وَنَهَى عَنِ الثَّمَرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا *

৫৫৬২. কুরায়শ ইবন আব্দুর রহীম (র) - - - আমর ইবন দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর ও আঙ্গুর মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর এক সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيطُ الرُّطْبِ وَالزُّبَيْبِ

ভেঁজা খেজুর ও আঙ্গুর মিশ্রিত করা

৫৫৬৩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَانَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُنْبِذُوا الرُّطْبَ وَالزُّهْوَ وَلَا تُنْبِذُوا الرُّطْبَ وَالزُّبَيْبَ جَمِيعًا *

৫৫৬৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কাঁচা খেজুর ও ভেঁজা খেজুর মিশ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি ভেঁজা খেজুর ও আঙ্গুর এক সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالزُّبَيْبِ

কাঁচা খেজুর ও আঙ্গুর মিশ্রিত করা

৫৫৬৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزُّبَيْبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا *

৫৫৬৪. কুতায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুর ও কাঁচা খেজুর এক সাথে মিশিয়ে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন। তিনি কাঁচা খেজুর ও ভেঁজা খেজুরও এক সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন।

ذَكَرُ الْعِلَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ وَهِيَ لِيَقْرَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ

মিশ্রিত করার নিষেধের কারণ

৫৫৬৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَفَاءِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ قُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا يَبْغَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ فَتَهَانَى عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ الْمَذْنَبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ *

৫৫৬৫. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই বস্তু মিশিয়ে নবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন— যেন একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য লাভ করে। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফযীখ নামক বস্তু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তা থেকে নিষেধ করেন। আর তিনি ঐ খেজুর পছন্দ করতেন না, যা এক দিক থেকে পাকতে শুরু করেছে। কেননা তাতে দুই বস্তু হওয়ার ভয় রয়েছে। সেজন্য আমরা তার যে দিক থেকে পাকা শুরু হয়েছে তা কেটে ফেলতাম।

৫৫৬৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسٍ قَالَ شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى بِبُسْرٍ مَذْنَبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ *

৫৫৬৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আবু ইদরীস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, আনাস ইবন মালিক (রা)-এর নিকট এক দিকে অর্ধ পাকা খেজুর উপস্থিত করা হলে তিনি তা কেটে ফেলতেন।

৫৫৬৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ قَتَادَةُ كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ فَيَقْرَضُ *

৫৫৬৭. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - কাতাদা (র) বলেন, আনাস (রা) ঐ খেজুরকে এক দিক থেকে কেটে ফেলার আদেশ দিতেন, যার এক দিক পাকা।

৫৫৬৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَدْعُ شَيْئًا قَدْ أَرَطَبَ إِلَّا عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ *

৫৫৬৮. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নিজের কাঁচা খেজুর হতে ঐ অংশটুকু কেটে ফেলতেন, যেটুকু পেকে গেছে।

الْتَّرَخُّصُ فِي إِنْتِبَازِ الْبُسْرِ وَحَدُّهُ وَشُرْبُهُ قَبْلَ تَغْيِيرِهِ فِي فَضِيخِهِ

শুধু কাঁচা খেজুরের অনুমতি, নেশা না হলে

৫৫৬৭. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْنُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُرثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْبِذُوا الزُّهُوَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا وَلَا الْبُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَأَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِّهِ *

৫৫৬৯. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা এবং ভেঁজা খেজুর একত্রে মিশিয়ে ভেঁজাবে না, আর আঙ্গুর এবং কাঁচা খেজুরও একত্রে ভেঁজাবে না, বরং এগুলো পৃথক পৃথকভাবে ভেঁজাবে।

الرُّخْصَةُ فِي الْإِنْتِبَازِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاقُ عَلَى أَفْوَاهِهَا

মুখ বন্ধ পাত্র

৫৫৭. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزُّهُوَ وَالنَّمْرِ وَخَلِيطِ الْبُسْرِ وَالنَّمْرِ وَقَالَ لِيَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِّهِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاقُ عَلَى أَفْوَاهِهَا *

৫৫৭০. ইয়াহুইয়া ইবন দুরস্ত (র) - - - আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁচা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন, এবং অর্ধ পাকা এবং শুকনো খেজুর মিশ্রিত করে ভেঁজাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : এদের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে ঐ পাত্রে ভেঁজাবে যার মুখ বন্ধ করা হয়েছে।

الْتَّرْخُصُ فِي إِنْتِبَازِ النَّمْرِ وَحَدِّهِ

শুধু খেজুর ভেঁজানোর অনুমতি

৫৫৭১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخَلِّطَ بُسْرٌ بِنَمْرٍ أَوْ زَبِيبٌ بِنَمْرٍ أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلَيْشَرْبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا نَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا *

৫৫৭১. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁচা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে মিশাতে অথবা আঙ্গুরকে শুকনো খেজুরের সাথে কিংবা আঙ্গুরকে কাঁচা খেজুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি তা পান করতে চায়, সে যেন পৃথক পৃথকভাবে পান করে। খেজুরকে পৃথক, অর্ধ পাকা খেজুরকে পৃথক এবং আঙ্গুরকে পৃথক।

৫৫৭২. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ بُسْرًا بِثَمَرٍ أَوْ زَبِيبًا بِثَمَرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ وَقَالَ مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرَدًّا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَسَمُهُ عَلَى بْنِ دَاوُدَ *

৫৫৭২. আহমদ ইবন খালিদ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ অর্ধ পাকা খেজুরকে শুকনো খেজুরের সাথে মিশাতে, অথবা আঙ্গুরকে শুকনো খেজুরের সাথে বা আঙ্গুরকে অর্ধ পাকা খেজুরের সাথে মিশাতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে এগুলো পান করতে চায়, সে যেন পৃথক পৃথকভাবে পান করে।

إِتْبَادُ الزَّبِيبِ وَحْدَهُ

শুধু আঙ্গুর ভেঁজানো

৫৫৭৩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ تَصْرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عِمَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ وَالْثَمَرُ وَقَالَ أُتِيدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ *

৫৫৭৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁচা খেজুর ও আঙ্গুর এবং অর্ধ পাকা খেজুর ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভেঁজাবে।

الرُّخْصَةُ فِي إِتْبَادِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ

কাঁচা খেজুরকে পৃথক ভেঁজানো

৫৫৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الثَّمَرُ وَالزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ أُتِيدُوا الزَّبِيبُ فَرَدًّا وَالثَّمَرُ فَرَدًّا وَالْبُسْرُ فَرَدًّا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو كَثِيرٍ أَسَمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ *

৫৫৭৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খেজুর এবং আঙ্গুরকে একত্রে ভেঁজানো নিষেধ করেছেন এবং শুকনো ও অর্ধপাকা খেজুরকে একত্রে ভেঁজাতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : আঙ্গুরকে পৃথক এবং খেজুরকে পৃথক ভেঁজাবে এবং অর্ধপাকা খেজুরকে পৃথক ভেঁজাবে।

تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

এ - وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
তাকসীর

৫৫৭৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ح وَأُنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةَ وَالْعِنَبَةَ *

৫৫৭৫. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ দুটি থেকেই মদ প্রস্তুত হয়। সুওয়ায়দ (রা) বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য খেজুর ও আঙ্গুরের গাছ।

৫৫৭৬. أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةَ وَالْعِنَبَةَ *

৫৫৭৬. যিয়াদ ইব্ন আয়ুব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খেজুর ও আঙ্গুর এ দুটি গাছ থেকেই, অর্থাৎ এর ফল থেকেই মদ তৈরী হয়।

৫৫৭৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ شَرِيكَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا السَّكْرُ خَمْرٌ *

৫৫৭৭. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - ইব্রাহীম এবং শাবী (র) বলেন : এখানে আয়াতে বর্ণিত, سَكْرٌ অর্থ - মদ।

৫৫৭৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ سَفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكْرُ خَمْرٌ *

৫৫৭৮. সুওয়ায়দ ইব্ন নাসর (র) - - - সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এখানে سَكْرٌ অর্থ - মদ।

৫৫৭৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أُنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ حَبِيبٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكْرُ خَمْرٌ *

৫৫৭৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এখানে سَكَر অর্থ - মদ।

৫৫৮০. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ السَّكَرُ حَرَامٌ وَالرَّزْقُ الْحَسَنُ حَلَالٌ *

৫৫৮০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়াতে, উল্লেখিত 'সাকার' হলো হারাম এবং রিয়কে হালাল বা 'উত্তম রিয়ক' হলো- হালাল।

ذِكْرُ أَنْوَاعِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

মদ হারাম হওয়ার সময় যে সব বস্তু দ্বারা মদ তৈরী হতো তার বর্ণনা

৫৫৮১. أَخْبَرَنَا يَنْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانٍ قَالَ الشَّعْبِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ عَلَى مَنبَرِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْعَنْبِ وَالثَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ *

৫৫৮১. ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে মিম্বরে খুত্বা দিতে শুনি। তিনি বলেন : হে লোকসকল! যে দিন মদ হারাম করা হয়েছিল, তখন পাঁচ বস্তু দ্বারা মদ তৈরী হতো : আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। আর তাই মদ, যা দ্বারা জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

৫৫৮২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ أَتَيْنَا ابْنَ إِدْرِيسَ عَنْ زَكَرِيَّا وَآبِي حَيَّانٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَنبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْعَنْبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالثَّمْرِ وَالْعَسَلِ *

৫৫৮২. মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি আব্বাহুর প্রশংসা করার পর বলেন : জেনে রাখ ! যখন মদ হারাম হয় তখন তা খেজুর, গম, যব, মধু এবং আঙ্গুর এ পাঁচটি বস্তু থেকে মদ তৈরী হতো।

৫৫৮৩. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الثَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْعَنْبِ *

৫৫৮৩. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মদ পাঁচ বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হয়, খেজুর, গম, যব, মধু এবং আঙ্গুর।

بَابُ تَحْرِيمِ الْأَشْرَبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنَ الْأَشْعَارِ وَالْحُبُوبِ كَانَتْ عَلَى إختِلَافِ أَجْنَاسِهَا لِشَارِبِهَا

ফল এবং বাদ্য থেকে তৈরী মদ- হারাম

৫৫৮৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَنَا يَنْتَبِذُونَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا فَإِذَا أَصْبَحْنَا شَرِبْنَا قَالَ أَنْتَ هَاكَ مِنَ الْمُسْكِرِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَأَشْهَدُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ هَاكَ مِنَ الْمُسْكِرِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ وَأَشْهَدُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخُمْرُ وَأَنَّ أَهْلَ فَذَكٍ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخُمْرُ حَتَّى عَدَّ أَشْرَبَةً أَرْبَعَةً أَحَدُهَا الْعَسَلُ *

৫৫৮৮. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ইবন সীরীন (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো : সন্ধ্যায় লোক আমাদের জন্য মদ তৈরী করে, পরে আমরা তা ভোরে পান করি। আব্দুল্লাহ (রা) বললেন : আমি তোমাকে মাদকতাপূর্ণ দ্রব্য থেকে নিষেধ করছি, তা অল্প হোক বা অধিক। আর আমি তোমাকে আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিয়ে নিষেধ করছি - মাদকতাপূর্ণ দ্রব্য থেকে; তা কম হোক বা বেশী। খায়বারবাসীরা অমুক অমুক বস্তু হতে মদ তৈরী করতো এবং তার এটা ওটা নাম রাখতো, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা মদ, আর ফাদাকবাসীরা অমুক অমুক বস্তুর শরাব তৈরী করে তার এই নাম রাখে, অথচ তাও মদ। এভাবে তিনি চার প্রকার শরাবের কথা বললেন, এর মধ্যে একটা ছিল মধুর শরাব।

إِثْبَاتُ إِسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرَبَةِ

প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই মদ

৫৫৮৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৯০. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ।

৫৫৯১. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ قَالَ الْحُسَيْنُ قَالَ أَحْمَدُ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ *

৫৫৯২. হুসায়ন ইবন মানসুর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ।

৫৫৮৭. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৭. ইয়াহইয়া ইবন দুরস্ত (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক নেশা দ্রব্যই মদ।

৫৫৮৮. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৮৮. আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম, আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ।

৫৫৮৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *

৫৫৮৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই মদ।

تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكِرَ

প্রত্যেক মাদকদ্রব্য শরাব এবং হারাম

৫৫৯০. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯০. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

৫৫৯১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯১. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

৫৫৯২. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَبَذَّرَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُرْقَةِ وَالتَّقْيِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৯২. আলী ইবন হুজর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুকা, মুযাফফাত, নকীর ও হানতাম নামক পাতে নবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

৫৫৭৩. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَشْبِذُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا الْمَرْفَتِ وَلَا الثَّقِيرِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৭৩. আবু দাউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা দুব্বায়, মূযাফ্ফাতে, নকীরে নবীয প্রস্তুত করবে না এবং প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

৫৫৭৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ *

৫৫৭৪. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক পানীয়, যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

৫৫৭৫. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وَأَنْبَاءَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئِلَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ اللَّفْظُ لِسُؤَيْدٍ *

৫৫৭৫. কুতায়বা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মধুর তৈরী শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : প্রত্যেক নেশায়ুক্ত পানীয়ই হারাম।

৫৫৭৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئِلَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبَيْعُ مِنَ الْعَسَلِ *

৫৫৭৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মধুর শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : প্রত্যেক ঐ পানীয় যাতে মাদকতা রয়েছে তা হারাম। আর মধুর শরাবকে বিত্‌উ বলা হয়।

৫৫৭৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئِلَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبَيْعُ هُوَ تَبْيِذُ الْعَسَلِ *

৫৫৭৭. আলী ইবন মায়মুন (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মধুর তৈরী শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : যে বস্তুই মাদকতা আনে তা হারাম। আর বিত্‌উ হলো মধুর তৈরী শরাব।

৫৫৭৮. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ بْنُ مَنجُوفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৫৭৮. আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

৫৫৭৯. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَمَعَاذُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مَعَاذُ إِنَّكَ تَبْعُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرُ شَرَابٍ أَهْلِهَا فَمَا أَشْرَبُ قَالَ أَشْرَبُ وَلَا تَشْرَبُ مُسْكِرًا *

৫৫৭৯. আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - আবু বুরদা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবৎ মুআয (রা)-কে ইয়ামনে পাঠান। মুআয (রা) বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এমন এক দেশে পাঠাচ্ছেন, যেখানে অধিকাংশ লোক শরাব পান করে থাকে। আমরা কি পান করবো? তিনি বললেন : তোমরা পানীয় পান করবে, কিন্তু ঐ পানীয় যাতে মাদকতা থাকে, তা পান করবে না।

৫৬০০. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الْأَيْمِيُّ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০০. ইয়াহুইয়া ইবন মুসা বালখী (র) - - - আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

৫৬০১. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نُرَكِّبُ أَسْفَارًا فَتُشِيرُزُ لَنَا الْأَشْرِبَةُ فِي الْأَسْوَاقِ لَا تَدْرِي أَوْعِيَّتَهَا فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ *

৫৬০১. সুওয়ায়দ (র) - - - আসওয়াদ ইবন শায়বান সাদুসী (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি আতা (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো : আমরা সফরে গমন করে বাজারে শরাব বিক্রি হতে দেখি; কিন্তু ঐ শরাব কোন পাত্রে বানানো হয়েছে, তা জানা যায় না। আতা (র) বললেন : যে শরাব মাদকতা আনে, তা হারাম। ঐ ব্যক্তি কিছুদূর গমন করলে, আতা (র) আবার বললেন : আমি তোমাকে যা বলেছি, তা-ই ঠিক।

৫৬০২. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هُرُوثَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০২. সুওয়ায়দ (র) - - - ইবন সিরীন (র) বলেন, যে বস্তু মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম।

৫৬.৩ أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطَّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلَاثُهُ وَيَبْقَى ثُلَاثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৩. সুওয়ায়দ (র) - - - আব্দুল মালিক ইবন তুফায়ল জাজরী (র) বলেন : উমর ইবন আব্দুল আযীয (র) আমাদের নিকট ফরমান পাঠান যে, তোমরা 'তাল্লা' শরাব পান করবে না, যতক্ষণ না তার দুই তৃতীয়াংশ চলে না যায় এবং এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

৫৬.৪ أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ الصَّقَقِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةٍ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৪. সুওয়ায়দ (র) - - - সা'ক ইবন হায্ন (র) বলেন : উমর ইবন আব্দুল আযীয (র) আদী ইবন আরতাত (র)-কে লিখলেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

৫৬.৫ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي بُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৫. আমর ইবন আলী (র) - - - আবু মুসা আশ'আরী (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হারাম।

تَفْسِيرُ الْبَيْعِ وَالْمِزْرِ

মিষর ও বিত'য়ে-র ব্যাখ্যা ১

৫৬.৬ أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ الْأَجْلَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَا أَشْرِبَةً نَمَّا أَشْرَبُ وَمَا أَدْعُ قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ الْبَيْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ وَمَا الْبَيْعُ قُلْتُ أَمَّا الْبَيْعُ فَتَبِيدُ الْعَسَلِ وَأَمَّا الْمِزْرُ فَتَبِيدُ الذَّرَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشْرَبْ مُسْكِرًا فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ *

৫৬০৬. সুওয়ায়দ (র) - - - আবু মুসা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সেখানে বিভিন্ন ধরনের শরাব পাওয়া যায়, অতএব আমি কোন প্রকার শরাব পান করবো এবং কোন প্রকার বর্জন করবো ? তিনি বললেন : সেখানে

১. বিতয়ে হলো মধু থেকে তৈরী শরাব, আর গম, যব ইত্যাদি থেকে তৈরী নাবীযকে বলা হয় মিষর।

কোন প্রকার শরাব পাওয়া যায় ? আমি বললাম : বিতয়ে এবং মিয়র নামক শরাব । তিনি বললেন : ইহা কি দিয়ে তৈরী হয় ? আমি বললাম : বিতয়ে মধু দ্বারা তৈরী হয় এবং মিয়র ভুট্টার দ্বারা তৈরী হয় । তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যে শরাবে মাদকতা রয়েছে তা পান করবে না । কেননা, আমি প্রত্যেক মাদকতাপূর্ণ শরাবকে হারাম করেছি ।

৫৬.৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً يُقَالُ لَهَا الْبَيْعُ وَالْمِزْرُ فَزُرْ وَمَا الْبَيْعُ وَالْمِزْرُ قُلْتُ شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৭. মুহাম্মদ ইবন আদম (র) - - - - আবু বুরদা (র) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইয়ামানে পাঠান । তখন আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! সেখানে মিয়র এবং বিতয়ে নামক শরাব পাওয়া যায় । তিনি বললেন : বিতয়ে ও মিয়র কী বস্তু? আমি বললাম : বিতয়ে এক প্রকার পানীয় যা মধু দ্বারা তৈরী করা হয় ; আর মিয়র যব দ্বারা তৈরী হয়ে থাকে । তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা-ই হারাম ।

৫৬.৮. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قَحْطَانَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آيَةَ الْخَمْرِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الْمِزْرُ قَالَ وَمَا الْمِزْرُ قَالَ حَبَّةٌ تُصْفَعُ بِالْيَمَنِ فَقَالَ تُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬০৭. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ খুৎবায় মদের আয়াত পাঠ করলেন । তখন এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মিয়র-এর কী বিধান ? তিনি বললেন : মিয়র কী ? সে বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এক প্রকার শরাব, যা ইয়ামানে তৈরী হয় । তিনি বললেন : তাতে মাদকতা আছে কি ? সে বললো : হ্যাঁ । তিনি বললেন : যা মাদকতা সৃষ্টি করে, তা হারাম ।

৫৬.৯. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الْجَوَيْرِيَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاسْتَسْئِلَ فَقِيلَ لَهُ أَفْتَيْنَا فِي الْبَازْرِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدُ الْبَازِقُ وَمَا أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ *

৫৬০৯. কুতায়বা (র) - - - - আবুল জুওয়াইরিয়া (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট কাউকে প্রশ্ন করতে শুনলাম, কেউ তাঁকে বললো : আমাকে বাযাক সম্বন্ধে কিছু বলুন, তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময় বাযাক ছিল না । আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম ।

تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكِرَ كَثِيرُهُ

যা অধিক পানে মাদকতা আসে, তা হারাম

৫৬১. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ
فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ *

৫৬১০. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'য়ীদ (র) - - - আমর ইবন শু'আয়ব (র) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে পানীয় বস্তুর অধিক পানে মাদকতা আসে, তার অল্পও হারাম।

৫৬১১. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ أُنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ
حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَنَّهَا كُمْ عَنْ قَلِيلٍ مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ *

৫৬১১. হুমায়দ ইবন মাখলাদ (র) - - - সা'দ (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি তোমাদেরকে ঐ পানীয় বস্তুর অল্পও পান করতে নিষেধ করছি, যার অধিক পানে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

৫৬১২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ
قَلِيلٍ مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ *

৫৬১২. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - সা'দ (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ঐ পানীয় বস্তুর অল্পও পান করতে নিষেধ করেছেন, যার অধিক পানে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

৫৬১৩. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَاقِدٍ أَخْبَرَنِي خَالِدُ
ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ
فَتَحْنِئْتُ فِطْرَهُ يَتَيَذَّرُ صَنْعَتَهُ لَهُ فِي دُبَاءٍ فَجِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ أَدْبِهِ فَاذْنَيْتُهُ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ يَنْشُرُ
فَقَالَ أَضْرِبْ بِهَذَا الْحَايِطِ فَإِنَّ هَذَا شَرَابٌ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السَّكْرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَلَّاعُونَ
لِأَنفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرِ الشَّرْبَةِ وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرْقِ قَبْلُهَا وَلَا خِلَافَ
بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السَّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لَا يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الْآخِرَةِ دُونَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا
وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ *

৫৬১৩. হিশাম ইবন আম্মার (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা রাখতেন। আমি তাঁর ইচ্ছার সময় নবী নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম, যা আমি তাঁর জন্য কদুর খোলে তৈরী করেছিলাম। তিনি বললেন : নিকটে আনো। আমি যখন তা নিকটে নিলাম, তখন

তাতে জোশ আসছিল। এরপর তিনি বললেন : দেওয়ালে ঢেলে দাও। কেননা, এ শরাব ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।

আবু আব্দুর রহমান বলেন : এতে মাদকদ্রব্য হারাম হওয়ার প্রমাণ রয়েছে ; অল্প হোক বা বেশী হোক, ইহা সঠিক নয়, যা ঐ সকল লোক বলে। যারা নিজেদের ধোঁকা দিয়ে থাকে, তারা বলে : শরাবের সর্বশেষ চুমুকটি হারাম, আগে যা পান করেছে, তা হারাম নয়। জ্ঞানীজনের মধ্যে এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, নেশা শুধু শেষ চুমুকে আসে না, বরং যা প্রথম বা দ্বিতীয় চুমুকেও আসে। পান করে নিশাতে উহাদেরও দখল রয়েছে।

النَّهْيُ عَنْ تَبَيُّذِ الْجَعَةِ وَهُوَ شَرَابٌ يَتَّخِذُ مِنَ الشَّعْبِيرِ

যবের তৈরী শরাব পান করা নিষেধ

৬১৪ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ حَلْفَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسَى وَالْمَيْثِرَةِ وَالْجَعَةِ *

৫৬১৪. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ সোনার বালা ও রেশমী কাপড় পরিধান করতে, আর লাল বিনপোশে সওয়ার হতে এবং যবের তৈরী শরাব পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬১৫ : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ابْنُ سَمِيعٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عَمِيرٍ قَالَ قَالَ صَعْصَعَةُ لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّهُنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬১৫. কুতায়বা (র) - - - সা'সা' (র) আলী ইবন আবু তালিব (রা)-কে বললেন : হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু হতে নিষেধ করুন, যা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দুব্বা এবং হান্তাম থেকে নিষেধ করেছেন।

ذِكْرُ مَا كَانَ يَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ

নবী ﷺ-এর নাবীয পাত্র

৫৬১৬ : أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبِذُ لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ *

৫৬১৬. কুতায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর জন্য পাথরের পাত্রে নাবীয তৈরী করা হতো।

ذكر الاوعية التي نهى عن الانتباذ فيها دون ماسواها مما لا تشدد اشربتها
كاشتداده فيها باب النهى عن نبيذ الجر مفردا

নাবীযের^১ নিষিদ্ধ পাত্র এবং যে সব পাত্রের নাবীয নিষিদ্ধ নয়- মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী করা নিষিদ্ধ

৫৬১৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ
رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي
سَمِعْتُهُ مِنْهُ *

৫৬১৭. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা)-কে বললো : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তাউস (র) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর নিকট থেকে ইহা শ্রবণ করেছি।

৫৬১৮. أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ زَيْدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزُّرْقَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَابْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَا سَمِعْنَا طَاوُسًا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ
قَالَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ زَادَا اِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ وَالدُّبَاءُ *

৫৬১৮. হারুন ইবন যিয়াদ (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রা) ও হারুন ইবন যিয়াদ এর নিকট এসে বললো : রাসূলুল্লাহ ﷺ কি মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। ইব্রাহীম (র) তাঁর হাদীসে উল্লেখ করেছেন : আর খোল হতেও।

৫৬১৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْتَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ *

৫৬১৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির মটকার বা তৈরী নাবীয পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬২০. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُهَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحَنْتَمِ قُلْتُ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجَرُّ *

৫৬২০. আলী ইবন হুসায়ন (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হান্তাম হতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম : হান্তাম কি? তিনি বললেন : হান্তাম হলো মাটির তৈরী পাত্র।

৫৬২১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُسْلَمَةَ قَالَ
سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يَغْنَى ابْنَ أَسِيدٍ الطَّاحِي بَصْرِي يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ
قَالَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ *

৫৬২১. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - আব্দুল আযীয ইব্ন আসীদ তাহী বসরী (র) বলেন : ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নিকট মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছেন।

৫৬২২. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مَرْجُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ تَبْيِذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا عَجِبْتُ مِنْهُ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ تَبْيِذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَذْرُ *

৫৬২২. আহমদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইব্ন উমর (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হারাম করেছেন। পরে আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে বললাম : আজ আমি এমন কথা শুনলাম, যাতে আমি বিস্মিত হলাম। তিনি বললেন : তা কী? আমি বললাম : আমি ইব্ন উমর (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হারাম করেছেন, তিনি বললেন : ইব্ন উমর (রা) সত্যই বলেছেন। আমি বললাম : 'জার' কি বস্তু? তিনি বললেন : মাটির পাত্র।

৫৬২৩. أَخْبَرَنَا عُمَرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَنِّي أَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فُسِّلَ عَنْ تَبْيِذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَشَقَّ عَلَى لَمَّا سَمِعْتُهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَنْ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ عَنْ شَيْءٍ فَجَعَلْتُ أُعْظِمُهُ قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَمِعْتُ عَنْ تَبْيِذِ الْجَرِّ فَقَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ صُنِعَ مِنْ مَذْرُ.

৫৬২৩. আমরা ইব্ন যুবায়র (র) - - - সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন তাকে মাটির পাত্রের নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হারাম করেছেন, একথা শোনার পর আমার সন্দেহ হওয়ায়, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম : ইব্ন উমর (রা)-কে একটি কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি যে উত্তর দিলেন, তা আমার বুঝে আসে না। তিনি বললেন : সেটা কি? আমি বললাম : তাঁকে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বললেন : তিনি তো ঠিকই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা হারাম করেছেন। আমি বললাম : 'জার' কী বস্তু? তিনি বললেন : মাটির নির্মিত পাত্র।

الْجَرُّ الْأَخْضَرُ

সবুজ পাত্র

৫৬২৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَنِّي أَنَا شُعْبَةُ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ

سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ فَلَا بَيْضَ
قَالَ لَا أَذْرِي *

৫৬২৪. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সবুজ মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : সাদা পাত্রে ? তিনি বললেন : আমি জানি না।

٥٦٢٥. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَتَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ وَالْأَبْيَضِ *

৫৬২৫. আবু আব্দুর রহমান (র) - - - - ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সবুজ ও সাদা মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٦. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ
الْحَسَنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ حَرَامٌ قَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكْذِبْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى
عَنْ نَبِيذِ الْحَنْثَمِ وَالِدُبَاءِ وَالْمَزْفَةِ وَالنَّقِيرِ *

৫৬২৬. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আবু রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-কে মাটির পাত্রে নাবীয তৈরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম : তা কি হারাম? তিনি বললেন : তা হারাম। আমার নিকট এমন ব্যক্তি যিনি কখনও মিথ্যা বলেন নি, বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির পাত্র, কাষ্ঠ পাত্র এবং কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَاءِ

কদুর পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

٥٦٢٧. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ *

৫৬২৭. মাহমুদ ইবন গায়লান (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

٥٦٢٨. أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا رُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ *

৫৬২৮. জাফর ইবন মুসাফির (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

الْنَهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْقَةِ

কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয নিষেধ সম্পর্কে

৫৬২৭. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ وَسُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْقَةِ *

৫৬২৯. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা এবং মুযাফফাত^১ থেকে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْقَةِ *

৫৬৩০. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আলী (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয তৈরি করতে থেকে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْقَةِ *

৫৬৩১. মুহাম্মদ ইবন আবান (র) - - - - আব্দুর রহমান ইবন য়ামুর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْقَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا *

৫৬৩২. কুতায়বা (র) - - - - আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُرَبْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْقَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا *

৫৬৩৩. মুহাম্মদ ইবন মানসুর (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা ও মুযাফফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬২৪. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرْقَتِ وَالْقَرَعِ *

৫৬২৪. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'ঈদ (র) - - - ইবন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তৈলাক্ত পাত্র ও কদুর খোল থেকে নিষেধ করেছেন।

ذَكَرُ النَّهْيُ عَنْ تَبَيُّذِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা নিষেধ

৫৬২৫. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ فَرْوَةَ يَقَالُ لَهُ ابْنُ كُرَيْبٍ بِصَرِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ خَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ *

৫৬২৫. আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬২৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي السُّوَكْلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالِدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ *

৫৬২৬. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির পাত্র, কদুর খোল এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন।

النَّهْيُ عَنْ تَبَيُّذِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَتِ

কদুর খোল, মাটির পাত্র ও তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয নিষেধ হওয়া

৫৬২৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَتِ *

৫৬২৭. সুওয়ায়দ (র) - - - ইবন উমর (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬২৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجِرَارِ وَالِدُّبَاءِ وَالظُّرُوفِ الْمُرْقَتَةِ *

৫৬৩৮. সুওয়াযদ (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটির পাত্র, কদুর খোল এবং তৈলাক্ত জাতীয় পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩৯. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ نَضْرٍ وَجَمِيلَةَ بِنْتِ عَبَادٍ أَنَّهُمَا سَمِعَتَا عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ شَرَابِ صُغٍ فِي دُبَاءٍ أَوْ حَنْتَمٍ أَوْ مَزَقَةٍ لَا يَكُونُ زَيْتًا أَوْ خَلًّا *

৫৬৩৯. সুওয়াযদ (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুধা, হাত্তাম এবং মুযাফ্ফাত নামক পাত্রে পান করতে নিষেধ করতে শুনেছি। যয়তুন তেল এবং সিরকা এ থেকে পৃথক।

ذَكَرَ النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ

কদুর খোল, কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র এবং মাটির পাত্রে তৈরী নাবীয থেকে নিষেধাজ্ঞা

৫৬৪০. أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ قَالَ أَتَيْنَا الْحُسَيْنَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَزَقَةِ *

৫৬৪০. কুরায়শ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র, কাষ্ঠ নির্মিত এবং তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

৫৬৪১. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْفُشَيْرِيُّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَتْ قَدِمَ وَقَدْ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ فِيمَا يَنْبِذُونَ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقِيرِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৪১. সুওয়াযদ (র) - - - ছুমামা ইব্ন কুশায়রী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর নিকট নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : আব্দুল কায়স গোত্রের লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে নাবীয তৈরির পাত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, নবী ﷺ তাদেরকে কদুর খোল, কাঠের তৈরী পাত্র ও মাটির তৈরী পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেন।

৫৬৪২. أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مَعَاذٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ بِذَاتِهِ *

৫৬৪২. যিয়াদ ইব্ন আযুব (র) - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোলে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৪২. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ وَالْمُقِيرِ وَالِدُبَاءِ وَالْحَنْتَمِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَلِيٍّ قَالَ إِسْحَقُ وَذَكَرْتُ هُنَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذَةَ وَسَمِعْتُ الْجِرَارَ قُلْتُ لِهُنَيْدَةَ أَنْتَ سَمِعْتِهَا سَمِعْتُ الْجِرَارَ قَالَتْ نَعَمْ *

৫৬৪৩. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আলা (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র, কদুর খোল এবং মাটির পাত্রের নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন। ইহা ইবন উলাইয়ার হাদীসে রয়েছে। ইসহাক বলেছেন : হনায়দা আয়েশা (রা)-এর নিকট মুআয (রা)-এর ন্যায় বর্ণনা করেন। তিনি পাত্রের উল্লেখ করলেন। আমি হনায়দার নিকট জিজ্ঞাসা করলাম : তুমি কি আয়েশা (রা)-এর নিকট শ্রবণ করেছ? তিনি কি মাটির ঘড়ার কথা বলেছেন : বললো, জি হ্যাঁ।

৫৬৪৪. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ طَوْبٍ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيِّ بِصُرَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هُنَيْدَةَ بِنْتِ شَرِيكَ بْنِ أَبِيانَ قَالَتْ لَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعُكْرِ فَتَنَهَتْنِي عَنْهُ وَقَالَتْ أَتَبِذِي عَشِيَّةً وَأَشْرِبِيهِ غَدَاةً وَأَوْكِي عَلَيْهِ وَنَهَتْنِي عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقْرِتِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৪৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - শরীক ইবন আবানের কন্যা হনায়দা (র) বলেন, আমি খুরায়বা নামক স্থানে আয়েশা (রা)-এর সাথে মিলিত হলাম। আমি তাঁর নিকট শরাবের তলানী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা থেকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন : নাবীয সম্বন্ধে ভেজাবে এবং ভোরে পান করবে। আর যদি তা কোন মশকে থাকে, তবে তার মুখ বন্ধ করে দেবে। আর তিনি আমাকে কদুর খোল, কাষ্ঠ নির্মিত তৈলাক্ত পাত্র এবং মাটির পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

الْمُرْقُتَةُ

মুযাফ্ফাত বা তৈলাক্ত পাত্র সম্পর্কে

৫৬৪৫. أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الظَّرُوفِ الْمُرْقُتَةِ *

৫৬৪৫. যিয়াদ ইবন আয়্যুব (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাফ্ফাত বা তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

ذَكَرُ الدَّلَالَةَ عَلَى النَّهْيِ لِلْمَوْصُوفِ مِنَ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقْدِمُ ذِكْرَهَا كَانَ حَتْمًا زَمَالًا عَلَى تَأْدِيبِ

উপরোল্লিখিত পাত্রসমূহের নিষেধাজ্ঞা হারাম পর্যায়ের চিরস্থায়ী

৫৬৪৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنصُورُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُرْقَةِ وَالنَّقِيرِ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ وَمَا أَنَا كُمْ الرَّسُولُ فَخَذُّوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا *

৫৬৪৬. আহমদ ইবন সুলায়মান (র) - - - - ইবন উমর এবং ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই আদেশের উপর সাক্ষ্য দান করেন যে, তিনি কদুর খোল, মাটির পাত্র, তৈলাক্ত এবং কাষ্ঠ নির্মিত পাত্রসমূহ থেকে নিষেধ করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন : অর্থাৎ রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দান করেন তা গ্রহণ করো আর যা হতে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।

৫৬৪৭. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سَلِيمَانَ الثَّيْمِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَمٍّ لَهَا يُقَالُ لَهُ أَنَسٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَنَا كُمْ الرَّسُولُ فَخَذُّوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قُلْتُ بَلَى قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقِيرِ وَالِدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ *

৫৬৪৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (র) তাঁর চাচাতো ভাই আনাস (রা)-এর নিকট শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি যে, "রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর ; আর তিনি তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি আবার বললেন : আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি যে, "যখন আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল কোন আদেশ করেন, তখন কোন আদেশ করেন, তখন মুসলমান পুরুষ অথবা নারীর জন্য কোন অথতিয়ার থাকে না তাদের কাজে।" আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র, কদুর খোল এবং মাটির পাত্র থেকে।

تَفْسِيرُ الْأَوْعِيَةِ

পাত্রসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা

৫৬৪৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ كُرَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ زَاذَانَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَقُلْتُ حَدَّثَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَوْعِيَةِ وَفَسَّرَهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الَّذِي تَسْمُوهُ الْحَجَرَةُ وَنَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَهُوَ الَّذِي تَسْمُوهُ أَنْتَمُ الْقِرْعُ وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهُوَ النَّخْلَةُ يَنْفَرُونَهَا وَنَهَى عَنِ الْمُرْقَةِ وَهُوَ الْمُقِيرُ *

৫৬৪৮. আমর ইব্ন ইয়াযীদ (র) - - - - ফজল (র) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বললাম : আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাত্র সহজে যা শ্রবণ করেছেন, তা বিস্তারিতভাবে আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন হানতাম থেকে যাকে তোমরা মাটির পাত্র বলে থাক। আর তিনি দুক্বা হতে নিষেধ করেছেন, যাকে তোমরা কদুর পাত্র বলে থাক। আর তিনি নাকীর হতে নিষেধ করেছেন, যা খেজুর গাছ হতে নির্মিত পাত্র। আর তিনি মুযাফফাত হতে নিষেধ করেছেন, আর তা হলো তৈলাক্ত পাত্র।

الاذن في الانتباز التي خصها بعض الروايات التي اتينا على ذكرها الاذن فيما كان في الاسقية منها

যে সকল পাত্রে নাবীযের অনুমতি রয়েছে

৫৬৪৯. أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَاءِ وَعَنِ النَّقِيرِ وَعَنِ الْمَرْفَتِ وَأَزَادَ وَالْمَجْنُونَةَ وَقَالَ انْتَبِذْ فِي سِقَاتِكَ أَوْ كِهْ وَأَشْرِبْهُ حُلُوا قَالَ بَعْضُهُمْ أَذْنٌ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا قَالَ إِذَا تَجَعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ *

৫৬৪৯. সাওয়ার ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল কায়সের প্রতিনিধি দল আসলে তাদেরকে দুক্বা, হানতাম, নাকীর এবং মুযাফফাত হতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন : তোমরা নিজেদের মশকে নাবীয তৈরী করবে এবং তাতে ছিপি লাগাবে আর তাকে মিষ্টি হিসাবে পান করবে। উপস্থিত লোকের একজন বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাকে এর অনুমতি দান করুন। তিনি হাতে ইঙ্গিত করে বললেন : তাহলে তুমি তাকে এরূপ করবে।

৫৬৫০. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً قَالَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ الْمَرْفَتِ وَالِدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبِذُ لَهُ فِيهِ نَبِيذٌ لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ *

৫৬৫০. সুওয়ায়দ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং কাঠের নির্মিত পাত্র হতে নিষেধ করেছেন। নবী ﷺ যখন তাঁর নিকট নাবীয তৈরী করার জন্য কোন পাত্র পেতেন না তখন তাঁর জন্য পাথরের পাত্রে নাবীয বানানো হতো।

৫৬৫১. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْتَحْوُ يَعْنِي الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ تُنْبِذُ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْفَتِ *

৫৬৫১. আহমদ ইব্ন খালিদ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য মশাকে নাবীয বানানো হতো ; যদি মশক না হতো তবে পাথরের পাত্রে। তিনি কদুর খোল, কাঠ ও তৈলাক্ত পাত্রে পান করা থেকে নিষেধ করেছেন।

৫৬৫২. أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخُرَيْبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالتَّقْيِيرِ وَالْجَرِّ وَالْمُرْقَةِ *

৫৬৫২. সাওয়ার ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, কাঠ ও মাটির তৈলাক্ত পাত্র হতে নিষেধ করেছেন।

الْإِذْنُ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً

মাটির পাত্রের অনুমতি এসঙ্গে

৫৬৫৩. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ الْأَخْوَلُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرَ مُرْقَةٍ *

৫৬৫৩. ইব্রাহীম ইব্ন সা'য়ীদ (র) - - - - আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মাটির পাত্রে নাবীয তৈরী করার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে প্রলেপ দেয়া হয়নি।

الْإِذْنُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

যে যে পাত্রের অনুমতি দেয়া হয়েছে

৫৬৫৪. أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ الْأَخْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رَزِيْقٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَتَزَوَّدُوا وَانْخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تَذَكُّرُ الْآخِرَةِ وَاشْرَبُوا وَانْقُوا كُلُّ مُسْكِرٍ *

৫৬৫৪. আব্বাস ইব্ন আব্দুল আজীম (র) - - - - বুয়াযদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা খাও এবং জমা করে রাখতে পার। আর যদি কেউ কবর যিয়ারত করতে মনস্থ করে, সে করতে পারে। কেননা, কবর যিয়ারত অখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যে কোন পাত্রে তোমরা পানীয় দ্রব্য পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য হতে দূরে থাকবে।

৫৬৫৫. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَدَمَ بْنِ سَلِيمَانَ عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ

الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَاْمَسْكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ
عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَامٍ فَلَا تَشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا *

৫৬৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন আদম (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কবর ঘিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম; কিন্তু এখন তোমরা কবর ঘিয়ারত করতে পার। আর আমি তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত রাখতে নিষেধ করেছিলাম; এখন তোমাদের যতদিন ইচ্ছা গোশত রাখতে পার। আমি তোমাদেরকে মশক ব্যতীত অন্য পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা সকল পাত্রেই নাবীয তৈরী করে পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য পান করবে না।

৫৬৫৬. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى ابْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
أَعْيَنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَالتَّرْدِكُمْ زِيَارَتَهَا
خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثِ فُكُلًا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِيَةِ فِي
الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وَعَاءٍ شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا *

৫৬৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন মা'দান (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে তিনটি বস্তু হতে নিষেধ করেছিলাম। একত্রই যে, কবর ঘিয়ারত সম্বন্ধে এখন তোমরা কবর ঘিয়ারত করতে পার। কেননা, এতে তোমাদের জন্য উপকার রয়েছে। আর তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত হতে নিষেধ করেছিলাম; এখন যতদিন ইচ্ছা তা রাখতে পার। আমি কিছু পাত্র হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন পাত্রে পান করতে পার, কিন্তু মাদকদ্রব্য পান করবে না।

৫৬৫৭. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ
نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاتَّبِعُوا فِيهَا مَا بَدَا لَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَكُلُّ مُسْكِرٍ *

৫৬৫৭. আবু বকর ইব্ন আলী (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে কোন কোন পাত্র হতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন পাত্রে নাবীয তৈরী কর, কিন্তু প্রত্যেক মাদকদ্রব্য হতে দূরে থাকবে।

৫৬৫৮. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى ابْنِ أَيُّوبَ مَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ
قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ خَرَّاسَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا فَقَالَ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالُوا
يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ

قَالُوا تَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالِدُبَاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ
 قَالَ فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبِثَ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَأَذَاهُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُّوا قَالَ
 مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَرْضُنَا وَبَيْتُنَا وَحَرَمْتِ عَلَيْنَا إِلَّا مَا أَوْكَيْتَنَا
 عَلَيْهِ قَالَ أَشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৬৫৮. আবু আলী মুহাম্মদ (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে
 বের হন, তখন একদল লোককে হৈ-হল্লা করতে শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : ইহা কিসের আওয়াজ ? তারা
 বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তারা এক প্রকার পানীয় তৈরী করে, এখন তারা তা পান করছে। তিনি তাদেরকে
 ডেকে বললেন : তোমরা কোন্ পাত্রে নাবীয তৈরী করে থাক। তারা বললো : কাঠের পাত্র, কদুর খোল ছাড়া
 আমাদের নিকট অন্য কোন পাত্র নেই। তিনি বললেন : তোমরা শুধু এমন পাত্রে নাবীয পান কর, যাতে ছিপি
 লাগানো থাকে। এরপর যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, ততদিন তিনি সেখানে ছিলেন। পরে তিনি তাদের নিকট
 প্রত্যাভর্তন করে দেখলেন, তারা মহামারীর কারণে হলদে হয়ে গেছে। তিনি বললেন : কী হলো, তোমাদেরকে
 এমন অবস্থায় দেখছি কেন ? তারা বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আবহাওয়ার দরুন আমাদের এখানে মহামারী
 লেগে থাকে। আর আপনি তো আমাদের জন্য ছিপিবহীন অন্য সব পাত্রের শরাব হারাম করেছেন। তিনি
 বললেন : তোমরা পান কর। তবে জেনে রাখ, সব ধরনের মাদকদ্রব্য হারাম।

৫৬৫৯. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ
 سُفْيَانَ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ شَكَتِ
 الْأَنْصَارُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا وَِعَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا إِذَا *

৫৬৫৯. মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র) - - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পাত্র সম্বন্ধে
 নিষেধ করলেন, তখন আনসার লোক অভিযোগ করলো যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের এখানে তো অন্য কোন
 প্রকার পাত্র নেই। তিনি বললেন : তবে আমিও আর নিষেধ করছি না।

مَنْزِلَةُ الْخَمْرِ

মদের অপকারিতা

৫৬৬০. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أُنْبِئْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرَى بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبِنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا
 فَأَخَذَ اللَّبْنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ
 غَوَتْ أُمَّتُكَ *

৫৬৬০. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ
 ﷺ -এর নিকট দুধ এবং শরাব উপস্থিত করা হলে, তিনি দুধকেই গ্রহণ করলেন। জিব্রাইল (আ) তাঁকে

বলেন : আল্লাহর শোকর যে, তিনি আপনাকে ফিতরাতে বা স্বভাব ধর্মের প্রতি হিদায়ত দান করেছেন। যদি আপনি শরাবের পাত্র গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হতো।

৫১৬১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَرِثِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنُ حَفْصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مُحَيْرِيزٍ يَحْدُثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا *

৫৬৬১. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল আ'লা (র) - - - - এক সাহাবী বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের কিছু লোক শরাব পান করবে, কিন্তু তারা এর অন্য নাম দেবে।

ذِكْرُ الرُّوَايَاتِ الْمُغْلَظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

শরাবের অপকারিতা সম্পর্কীয় বিবরণ

৫১৬২. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ حُمَادٍ قَالَ أَتَيْنَا اللَّيْثَ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৫৬৬২. ইসা ইব্ন হাম্মাদ (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন থাকে না, মদখোর যখন মদ পান করে, তখন সেও মু'মিন থাকে না। চোর যখন চুরি করে, তখন সেও মু'মিন থাকে না। আর যখন কোন ডাকাত ডাকাতিতে লিপ্ত হয়, আর লোক চোখ তুলে দেখতে থাকে, তখন সেও মু'মিন থাকে না।

৫১৬৩. أَخْبَرَنَا اسْتَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً دَاتٍ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *

৫৬৬৩. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে, তখন সে মু'মিন থাকে না। মদ্যপানী মদ্যপানকালে তখন সে মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করা কালে মু'মিন থাকে না। আর যখন কেউ এমনভাবে ডাকাতি করে যে, লোক দেখতে থাকে, তখন সেও মু'মিন থাকে না।

৫৬৬৪. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا جَرِيرَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعِيمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَتَفَرَّغَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ *

৫৬৬৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) - - - - ইবন উমর (রা) সহ একদল সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মদ পান করে, তাকে বেত্রাঘাত কর। পুনরায় পান করলে আবার বেত্রাঘাত কর; পরে বিরত না হয়ে আবার পান করলে তাকে হত্যা কর। (কেননা, বুঝা গেল যে, সে মদ পরিত্যাগ করবে না।)

৫৬৬৫. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَرِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ *

৫৬৬৫. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রা) - - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মদ পান করে, তাকে কশাঘাত কর, পুনরায় মদ পান করলে তাকে আবার কশাঘাত কর, আবার মদ পান করলে আবার কশাঘাত কর, চতুর্থবারে তিনি বললেন : তাকে হত্যা কর।

৫৬৬৬. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا بَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عِبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ *

৫৬৬৬. ওয়াসিল ইবন আব্দুল আলা (র) - - - - আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন : আমার নিকট মদ্যপান করা অথবা এই ঝুটিকে আল্লাহ ব্যতীত পূজা করা সমান।

ذِكْرُ الرُّوَايَةِ الْمُبَيَّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ شَارِبِ الْخَمْرِ

শরাবখোরের সালাত সম্পর্কে

৫৬৬৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عُثْمَانَ بْنَ حِصْنِ بْنِ عَلاَقٍ بِمَشْقَى قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ أَنَّ ابْنَ الدِّيَلَمِيِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنَ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ الدِّيَلَمِيِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ يَاعِزُّدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ شَانَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا *

৫৬৬৭. আলী ইবন হুজর (র) - - - - উরওয়া ইবন রুওয়ায়ম (র) বলেন, একদা ইবন দায়লামী (র) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা)-এর খোঁজে সওয়ার হলেন। তিনি বলেন : আমি আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর

নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : হে আব্দুল্লাহ ইবন আমর! আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শরাব সম্বন্ধে কিছু বলতে শুনেছেন ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি : আমার উম্মতের কেউ শরাব পান করলে আল্লাহ তাআলা তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করবেন না।

৫৬৬৮. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفُ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْيَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ وَقَالَ مَسْرُوقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكَفَرَهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ *

৫৬৬৮. কুতায়বা ও আলী ইবন হজর (র) - - - - মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন বিচারক যখন কোন উপঢৌকন গ্রহণ করলো, তখন সে যেন হারাম ভক্ষণ করলো, আর যখন সে ঘুষ গ্রহণ করলো, তখন সে কুকুর এর নিকটবর্তী হলো। মাসরুক (র) আরো বলেন : যে ব্যক্তি শরাব পান করে, সে কাফির হয়ে যায়। কেননা তার নামায কবুল হয় না।

ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم

মদ্যপানের দ্বারা যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয়

৫৬৬৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَدَ فَعَلَّقَتْهُ أَمْرَاءُ غَوِيَّةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَاذْهَبْ فَانْطَلِقْ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلُّهَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى أَمْرَاءٍ وَضَبَّتْهُ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةٌ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَادَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِنَقْعٍ عَلَى أَوْ تَشْرَبُ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زَيْدُونِي فَلَمْ يَرَمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتْلَ النَّفْسِ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَادِّمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لِبُوشِكٍ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ *

৫৬৬৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তোমরা মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ কর, কেননা তা নানা প্রকার অপকর্মের প্রসূতি। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। এক কুলটা রমণী তাকে নিজের ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ করে। এজন্য সে তার এক চাকরাণীকে তার নিকট প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্য দানের জন্য ডেকে পাঠায়। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করলো। যখন সে ঘরে প্রবেশ

يُطْبَخُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةٌ سَبْعًا إِنَّ مَاتَ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ أَدَمَ فِيْهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ
أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَقَالَ ابْنُ أَدَمَ الْقُرْآنُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنَّ
مَاتَ فِيهَا وَقَالَ ابْنُ أَدَمَ فِيْهِنَّ مَاتَ كَافِرًا *

৫৬৭২. মুহাম্মদ ইব্ন আদম ইব্ন সুলায়মান (র) - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী
ﷺ বলেছেন। আর মুহাম্মদ ইব্ন আদম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শরাব পান
করে আর তা তার পেটে পৌঁছে, আল্লাহ তা'আলা তার সাত দিনের নামায কবুল করেন না। যদি সে এ
অবস্থায় মারা যায়। তবে সে কাকির অবস্থায় মরবে যদি সে জ্ঞান হারা হয়ে যায় আর তার কোন ফরয কাজ
ছুটে যায়, তা হলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে সে কাকির হয়ে
মারা যাবে।

تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ

মাদকদ্রব্য পানকারীর তাওবা

৫৬৭৩. أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ
قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرٍو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ بَقِيَّةٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ
دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَقْطُ وَهُوَ
مُخَاصِرٌ فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ يُزْنُ ذَلِكَ الْفَتَى بِشَرْبِ الْخَمْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ
تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ
مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّفْظُ لِعَمْرٍو *

৫৬৭৩. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র) - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন দায়লামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি
আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তিনি তাঁর তায়েফস্থিত ওহাত নামক
বাগানের মাঝে ছিলেন। তিনি কুরায়শের এক যুবকের হাত ধরে চলছিলেন। লোকের ধারণা ছিল যে, ঐ যুবক
শরাব পান করতো। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি এক
ডোক শরাব পান করবে, আল্লাহ পাক চল্লিশ দিনের মধ্যে তার তাওবা কবুল করবেন না। যদি সে তাওবা করে,
তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। যদি সে পুনরায় পান করে, তবে তার তাওবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল করবেন
না; পুনরায় তাওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। এরপরও যদি সে শরাব পান করে, তাহলে আল্লাহ
তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন দোষখীদের পুঁজ পান করতে দেবেন।

৫৬৭৪. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ وَالْحَرِثِ ابْنِ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ

ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَ فِي الْآخِرَةِ *

৫৬৭৪. কুতায়বা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শরাব পান করে এবং পরে তাওবা না করে, আখিরাতে তার ভাগ্যে শরাব জুটবে না।

الرَّوَايَةُ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ

সর্বদা মাদকদ্রব্য পানকারী সম্পর্কে

৫৬৭৫. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ نَبِيطٍ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْشَأٌ وَلَا عَاقٌ وَلَا مُدْمِنٌ خَمْرٍ *

৫৬৭৫. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - - আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে উপকার করে খোঁটা দেয়, আর যে মাতাপিতার অবাধ্য হয়, এবং যে সর্বদা শরাব পান করে, এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৫৬৭৬. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ *

৫৬৭৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শরাব পান করে মারা যাবে এবং সে সর্বদা শরাব পান করতো তাওবা করে না, আখিরাতে সে তা পান করতে পাবে না।

৫৬৭৭. أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَدْمِنُهَا لَمْ يَشْرِبْهَا فِي الْآخِرَةِ *

৫৬৭৭. ইয়াহুইয়া ইবন দুরস্ত (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে সদা-সর্বদা শরাব পান করে মারা যায়, সে আখিরাতে তা পান করতে পাবে না।

৫৬৭৮. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الضُّحَّاكِ قَالَ مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُصِغَ فِي وَحْهِ بِالْحَمِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا *

৫৬৭৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - যাহ্‌হাক (র) বলেন : যে ব্যক্তি সব সময় মদ পান করা অবস্থায় মারা যায়, দুনিয়া আগ কালে তার চেহায়ায় গরম পানির ছিটা দেয়া হয়।

تَغْرِيبُ شَارِبِ الْخَمْرِ

মদ্যপায়ীর দেশান্তর

৫৬৭৯. أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ غَرِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةٍ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلٌ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا أَغْرِبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا *

৫৬৭৯. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) রবীআ ইবন উমাইয়্যাকে শরাব পান করার দরফত দেশ হতে বের করে খায়বরের দিকে পাঠান। পরে সে রোমের বাদশাহ হিরকলের নিকট চলে যায় এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তখন উমর (রা) বললেন : এরপর আমি আর কোন মুসলমানকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করবো না।

ذِكْرُ الْأَخْيَارِ الَّتِي أَعْتَلُ بِهَا مِنْ إِبَاحِ شَرَابِ السُّكْرِ

যারা শরাব পান মুবাহ বলেছেন

৫৬৮০. أَخْبَرَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرَّةٍ بْنِ بَيْتَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلَا تَسْكُرُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ غَلَطَ فِيهِ أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَامٌ ابْنُ سُلَيْمٍ لَانَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكٍ بْنِ حَرْبٍ وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيَّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ أَبُو الْأَخْوَصِ يُحْطِئُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ *

৫৬৮০. হান্নাদ ইবন সারী (র) - - - - আবু বুরদা ইবন নিযার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যে কোন পাশে পান করতে পার কিন্তু মাতাল হয়ো না।

৫৬৮১. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ بْنِ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ اللَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُرْقَتِ خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ *

৫৬৮১. মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল (র) - - - - বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কদুর খোল, সবুজ মাটির পাত্র, কাঠের তৈরী পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্র থেকে নিষেধ করেছেন।

৫৬৮২. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قَالَ أَنَا ابْنُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ قُرْصَافَةَ أَمْرَأَةٍ مِنْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَشْرَبُوا وَلَا تَسْكُرُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ وَقُرْصَافَةُ هَذِهِ لِأَنْدَرِيٍّ مِنْ مِثْلِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قُرْصَافَةُ *

৫৬৮২. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা পান কর, কিন্তু মাতাল হয়ো না।

৫৬৮৩. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ قُدَامَةَ الْغَامِرِيِّ أَنَّ جَسْرَةَ بَيْتِ دِجَاجَةَ الْغَامِرِيَّةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَهَا أَنْاسُ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيِّ يَقُولُ نَبِيُّ التَّمْرِ غُدْرَةٌ وَتَشْرِبُهُ عَشِيًّا وَنَبِيُّ عَشِيًّا وَتَشْرِبُهُ غُدْرَةٌ قَالَتْ لِأَجْلِ مُسْكِرٍ وَإِنْ كَانَ خَبَرًا وَإِنْ كَانَتْ مَاءً قَالَتْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

৫৬৮৩. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - আয়েশা (রা)-এর নিকট কিছু লোক নাবীযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : আমরা ভোরে খেজুর ভেঁজাই, সন্ধ্যায় পান করি আবার সন্ধ্যায় ভেঁজাই এবং ভোরে পান করি। তিনি বলেন : আমি কোন মাদকদ্রব্যকে হালাল বলছি না, যদিও তা রুটি হয় বা পানিও হয়। একথা তিনি তিনবার বলেন।

৫৬৮৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا كَرِيمَةُ بَيْتِ هَمَامٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أَمَ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ نَهَيْتُمْ عَنِ الدُّبَاءِ نَهَيْتُمْ عَنِ الْحَنْثَمِ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَرْقُفِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ إِيَّا كُنَّ وَالْجَرُّ الْأَخْضَرُ وَإِنْ أَسْكُرَ كُنَّ مَاءً حَبِكَ فَلَا تَشْرَبْنَهُ *

৫৬৮৪. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তোমাদেরকে কদুর খোল, মাটির পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্র হতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর তিনি রমণীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : যদি সবুজ মাটির পাত্র হতেও মাদকতা আসতে দেখ, তবে তাতেও পান করবে না।

৫৬৮৫. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَبْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي وَالِدَتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَأِلَتْ عَنِ الْأَشْرَبَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَأَعْتَلُوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ *

৫৬৮৫. ইসমাইল ইবন মাসউদ (র) - - - - আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর নিকট কোন ব্যক্তি শরাবের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল মাদকদ্রব্য থেকে নিষেধ করেছেন।

৫৬৮৬. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ
ابْنَ شَبْرَمَةَ يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ بْنِ الْهَادِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا
وَكَثِيرُهَا وَالسُّكَّرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ ابْنُ شَبْرَمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ *

৫৬৮৬. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শরাব বা মদ
অল্প হোক অথবা বেশী হোক তা হারাম করা হয়েছে। অন্যান্য পানীয় ততটুকু হারাম, যখন তাতে মাদকতা
সৃষ্টি হয়।

৫৬৮৭. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ
شَبْرَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّقَفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا
قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكَّرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ خَالَفَهُ أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ *

৫৬৮৭. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন : মদতো
প্রকৃতপক্ষে হারাম বস্তু, তা কম হোক বা বেশী। অন্যান্য পানীয় তখন হারাম, যখন তাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়।

৫৬৮৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ
عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا
وَكَثِيرُهَا وَالسُّكَّرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْحَكَمِ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا *

৫৬৮৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মদ অল্প হোক বা অধিক তা
হারাম। আর অন্যান্য পানীয়ের মধ্যে যা মাদকতা সৃষ্টি করে তা-ও হারাম।

৫৬৮৯. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي
الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيْعٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَمَا اسْكُرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ قَالَ أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوَّلَى بِالصُّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شَبْرَمَةَ وَهُشَيْمٍ ابْنُ شَبْرَمَةَ كَانَ يُدَلِّسُ
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْ ابْنِ شَبْرَمَةَ وَرَوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثَّقَاتُ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ *

৫৬৮৯. ইসায়েন ইবন মানসুর (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদ হারাম বস্তু অল্প
হোক বা অধিক। আর অন্যান্য পানীয় যাতে মাদকতা সৃষ্টি হয়, তা হারাম।

৫৬৯০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْجَوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ

مُسْنَدُ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَفَّةِ عَنِ الْبَازِقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَازِقَ وَمَا أُسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ أَنَا
أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ *

৫৬৯০. কুতায়বা (র) - - - আবু জুওয়ায়রিয়া জারমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি কা'বার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন, আমি তাঁকে বায়াক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : বায়াক বের হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইনতিকাল করেছেন। জেনে রাখ! এতোক মাদকদ্রব্যই হারাম? সর্বপ্রথম আরবদের মধ্যে যে ব্যক্তি বায়াক^১ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, আমি ছিলাম সে ব্যক্তি।

৫৬৯১. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا عَاسِرٍ وَالتَّضَرُّ بْنُ شُمَيْلٍ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ
قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ يَحْدُثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ
سَرَّهُ أَنْ يَحْرُمَ أَنْ كَانَ مُحَرَّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَحْرِمِ النَّبِيذَ *

৫৬৯১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হারাম করা বস্তু হারাম মনে করে, সে যেন নাবীযকে হারাম মনে করে।

৫৬৯২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عُثَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي أَمْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَإِنْ أَرْضُنَا أَرْضَ بَارِدَةٍ وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا
نَشْرَبُهُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعَنْبِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَشْكَلَ عَلَيَّ فَذَكَرْتُهُ ضُرُوبًا مِنَ الْأَشْرَبَةِ فَأَكْثَرَ حَتَّى
ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَى اجْتِنَابِ مَا أُسْكِرَ مِنْ نَمْرٍ أَوْ
زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ *

৫৬৯২. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - আব্দুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললো : আমি খুরাসানের বাসিন্দা। আমাদের এলাকা শীত প্রধান। আমরা শুক এবং ভেঁজা ফল দ্বারা এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করি, তা হালাল-হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালা করা আমাদের জন্য মুশকিল। এরপর সে কয়েক প্রকার পানীয় সম্বন্ধে উল্লেখ করলো। আমি মনে করলাম, হয়তো ইবন আব্বাস তা চিনতে পারবেন না। ইবন আব্বাস (রা) বললেন : তুমি তো অনেক শরাবেয় কথাই বললে। মনে রেখ! মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ করবে, তা খেজুর দ্বারা অথবা আঙ্গুর দ্বারা অথবা অন্য কিছু দ্বারা তৈরী করা হোক না কেন।

৫৬৯২. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيذُ الْبُسْرِ يَحْتَ لَا يَحِلُّ *

৫৬৯৩. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : অর্ধ পাকা খেজুরের নাবীয আসল মদ - হালাল নয়।

৫৬৭৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُنْرَجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَاتَتْهُ أُمْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَذَهَى عَنْهُ قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي أَتَيْتُ فِي جَرَّةٍ خَضِرَاءَ نَبِيذًا حُلُوءًا فَأَشْرَبْتُ مِنْهُ فَيُفَرِّقُ بَطْنِي قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ *

৫৬৭৪. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) - - - আবু জুমরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) এবং অন্যান্য লোকের মধ্যে দোভাষীর কাজ করতাম। একবার এক নারী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে মাটির পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে তা থেকে নিষেধ করলেন। আমি বললাম : হে ইবন আব্বাস! আমি সবুজ পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করি, মিষ্টি নাবীয, আমি তা থেকে পান করলে আমার পেটে বাতাস সৃষ্টি হয়। তিনি বললেন : তা মধু থেকে মিষ্টি হলে তা পান করবে না।

৫৬৭৫. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ رَهُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصَرَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ جَدَّةً لِي تَنْبِذُ فِي جَرٍّ أَشْرَبَتْهُ حُلُوءًا إِنَّ أَكْثَرَتْ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِّحَ فَقَالَ قَدِيمٌ وَقَدْ عَيْدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْوَقْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلَا التَّادِيمِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّا لَأَنْصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرْمِ فَحَدَّثَنَا بِأَمْرٍ أَنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَتَدَعَوْا بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِثَلَاثٍ وَأَنْتَ هَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمْرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَقَامِ الْخُمْسِ وَأَنْتَ هَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَمَّا يُنْبِذُ فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْثَمِ وَالْمَرْقَتِ *

৫৬৭৫. আবু দাউদ (র) - - - আবু জুমরা নসর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন একদা আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম : আমার দাদী এক কলসিতে নাবীয প্রস্তুত করেন, যা আমি পান করে থাকি, তা মিষ্টি হয়। অধিকমাত্রায় তা পান করে লোকের মধ্যে যেতে আমার ভয় হয় যে, আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি। তিনি বললেন : আবদে কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন : যারা লজ্জিত ও অপদস্থ হয়নি তাদেরকে শুভাগমন। তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের ও আপনার মধ্যে এক মূশরিক দল রয়েছে। আমরা হারাম মাস ব্যতীত আপনার নিকট উপস্থিত হতে পারি না। অতএব আপনি আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা দ্বারা আমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারি। আর আমরা অন্যান্য লোকদিগকেও তা শিক্ষা দিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাদেরকে তিনটি কাজ করার আদেশ দিচ্ছি, এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর উপর ইমান আনতে আদেশ করছি। তোমরা জান কি, আল্লাহর উপর ইমান কী বস্তু? তারা বললেন : আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন : একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সালাত আদায় করা, যাকাত দেওয়া এবং যুদ্ধলব্ধ মালের এক

পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে দান করা। আর আমি চারিটি বস্তু থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছি। কদুর খোল, কাঠের পাত্র এবং তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয প্রস্তুত করা হতে এবং তা পান করা হতে।

৫৬৭৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبَانَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّ لِي جُرِيرَةً أَتَبِيدُ فِيهَا حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهَا قَالَ مَذْكَ مُ هَذَا شَرَابُكَ قُلْتُ مَذْ عِشْرُونَ سَنَةً أَوْ قَالَ مَذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ طَالَمَا تَرَوْتِ عُرُوقَكَ مِنَ الْخَبَثِ وَمِمَّا أَعْتَلُوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ *

৫৬৯৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - কায়স ইব্ন ওহবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আমার একটি মাটির পাত্র আছে, আমি তাতে নাবীয প্রস্তুত করি। যখন তাতে উথলে ওঠে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন আমি তা পান করি। তিনি বললেন : আপনি কতদিন থেকে এভাবে নাবীয পান করছেন ? আমি বললাম : বিশ বছর যাবৎ অথবা চল্লিশ বছর যাবৎ। তিনি বললেন : তোমার শিবা বহুদিন থেকে মদ্য দ্বারা তৃপ্ত হচ্ছে।

মদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আব্দুল মালিক ইব্ন নাফি' কর্তৃক আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসের দ্বারা অজুহাত পেশ করা

৫৬৭৭. أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَتَيْنَا الْعَوَّامَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ تَبِيدٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْرَامٌ هُوَ فَقَالَ عَلَى بِالرُّجُلِ فَأَتَى بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَبَهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَمَسَبَهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَغْتَلَمْتَ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ فَانْكَسِرُوا مُتَوْنَهَا بِالْمَاءِ *

৫৬৯৭. যিয়াদ ইব্ন আয়্যুব (র) - - - - আব্দুল মালিক ইব্ন নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) বলেছেন : আমি এক ব্যক্তিকে নাবীয পাত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হতে দেখেছি, তখন তিনি রোকনের নিকট দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন। ঐ ব্যক্তি ঐ পাত্র তাঁর সামনে পেশ করলে, তিনি তা নিজের মুখের নিকট নিতেই তা খুব ঝাঁঝাল মনে হলো। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে তা ফিরিয়ে দিলেন। এই সময় অন্য এক ব্যক্তি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ। তা কি হারাম ? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি ঐ পাত্র এনেছিল তাকে ডাক। ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত থেকে ঐ পাত্র নিয়ে নেন এবং পানি আনিয়া তাতে মিশ্রিত করেন। পরে তিনি বলেন : যখন ঐ সকল পাত্রে নাবীয ঝাঁঝাল হয়ে যায়, তখন তাতে পানি মিশিয়ে দূর করবে।

৫৬৭৮. وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الشَّيْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخَوِّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ خِلَافُ حِكَايَتِهِ *

৫৬৯৮. যিয়াদ ইবন আয্যাব (র) - - - - আব্দুল মালিক ইবন নফি' (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু আব্দুর রহমান বলেন, আব্দুল মালিক ইবন নফি' (র) প্রসিদ্ধ নন। তাঁর হাদীস দ্বারা প্রমাণ দেওয়া যায় না। ইবন উমর (রা) থেকে এক বিপরীত বর্ণিত হয়েছে, যা প্রসিদ্ধ।

৫৬৯৯. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَنِ الْأَشْرَبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنْشُرُ *

৫৬৯৯. সুওয়ায়দ ইবন নাসর (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে কেউ শরাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : নেশা আনে এমন প্রতিটি বস্তু বর্জন করবে।

৫৭০০. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أُنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَشْرَبَةِ فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنْشُرُ *

৫৭০০. কুতায়বা (র) - - - - খায়দ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে মদের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : প্রত্যেক নেশার বস্তু বর্জন করবে।

৫৭০১. أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أُنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ *

৫৭০১. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক নেশায়ুক্ত দ্রব্য, অল্প হোক বা অধিক হারাম।

৫৭০২. قَالَ الْخُرَيْثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةُ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭০২. হারিছ ইবন মিসকীন (র) - - - - ইবন উমর (রা) তিনি বলেন : প্রত্যেক নেশায়ুক্ত দ্রব্য শরাব, আর প্রত্যেক নেশায়ুক্ত দ্রব্য হারাম।

৫৭০৩. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ شَيْبَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭০৩. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা শরাব হারাম করেছেন। আর প্রত্যেক নেশায়ুক্ত দ্রব্য হারাম।

৫৭.৪. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ أَتَيْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَهْلُ الثَّبِتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النُّقْلِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ عَاضَدَهُ مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ وَيَا لَلِثَوْفِيقِ *

৫৭০৪. হুসায়ন ইব্ন মানসূর (র) - - - - ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আর প্রত্যেক নেশায়ুক্ত দ্রব্যই মদ।

আবু আব্দুর রহমান নাসাঈ (র) বলেন : এ হাদীসের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা। আব্দুল মালিক (র)-এর বর্ণিত হাদীস, তাদের বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৫৭.৫. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ السَّعِيدِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رُقَيْةُ بِنْتُ عَمْرٍو بِنِ سَعِيدٍ قَالَتْ كُنْتُ فِي حَجَرِ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يَنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرِبُهُ مِنَ الْغَدْرِ ثُمَّ يُحَقِّفُ الزَّبِيبُ وَيُلْقِي عَلَيْهِ زَبِيبًا آخَرَ وَيَجْعَلُ فِيهِ مَاءً فَيَشْرِبُهُ مِنَ الْغَدْرِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدْرِ طَرَحَهُ وَاحْتَجَّوْا بِحَدِيثِ أَبِي مُسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو *

৫৭০৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - রুকাইয়া বিন্তে আমর ইব্ন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট প্রতিপালিত হই। তাঁর জন্য শুকনো আঙ্গুর ভেঁজানো হতো। তিনি তা পরবর্তী দিন পান করতেন। পরে আঙ্গুর শুকিয়ে নেয়া হতো এবং অন্য আঙ্গুরের সাথে তা মিশ্রিতকারী পানিতে রাখা হতো। পরের দিন তিনি তা পান করে ফেলে দিতেন।

৫৭.৬. أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَيْنَا يَحْيَى بْنَ يَمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ قَالَ عَطِشَ النَّبِيُّ ﷺ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَى بَنِيئِينَ مِنَ السَّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقُطِبَ فَقَالَ عَلَى بَذْنُوبٍ مِنْ زَمْزَمٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلٌ أَحْرَامٌ هُوَ يَارَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا وَهَذَا خَيْرٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَمَانَ انْفَرَدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ وَيَحْيَى بْنَ يَمَانَ لَا يَحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ لِسَوْءِ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ خَطئه *

৫৭০৬. হাসান ইব্ন ইসমাইল (র) - - - - আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কা'বার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ পিপাসার্ত হন। তিনি পানি চাইলে লোক মশক হতে নাবীয দিল। তিনি তার গন্ধ শুকে তা অপছন্দ করলেন এবং বললেন : আমার নিকট যমযমের পানির পাত্র আনা হোক। তিনি তাতে যমযমের পানি মিশিয়ে তা পান করলেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তা কি হারাম? তিনি বললেন : না। এই বর্ণনাটি দুর্বল। ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়ামান রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর স্বরণ শক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রায়ই ভুল করতেন।

৫৭.৭. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلِمْتُ ابْنَ حِصْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَيْبِذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَاءٍ فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيزِ فَقَالَ أَذْنُهُ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنْشُرُ فَقَالَ خُذْ هَذِهِ فَاصْرُبْ بِهَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابٌ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمِمَّا أُحْتَجُّوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ *

৫৭০৭. আলী ইবন হজর (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন বিশেষ দিনে রোযা রাখতেন। একবার আমি তাঁর ইচ্ছার জন্য কদুর খোলে নাবীয তৈরী করলাম। সন্ধ্যায় আমি ঐ নাবীয নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বনলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমি জানতাম, আপনি এ দিনে রোযা রাখেন। আমি এই নাবীয আপনার ইচ্ছার জন্য এনেছি। তিনি বললেন : হে আবু হুরায়রা ! তুমি তা আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তা তাঁর নিকট নিয়ে গেলে দেখা গেল যে, তা উথলে পড়ছে। তিনি বললেন : তা নিয়ে গিয়ে দেয়ালে নিক্ষেপ কর। কেননা, তা তো ঐ ব্যক্তির পানীয়, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না।

৫৭.৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ إِمَامٌ لَنَا وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيزٍ شِدَّتَهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْقُرْبِيِّ قَالَ إِذَا شِدَّتْ *

৫৭০৮. সুওয়ায়দ (র) - - - আবু রাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলেছেন : যখন তোমরা নাবীয ঝাঁঝ বিশিষ্ট হয়েছে বলে ভয় করবে তখন তোমরা এর সাথে পানি মিশিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করবে। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন : ঝাঁঝযুক্ত হওয়ার পূর্বেই এরূপ করতে হবে।

৫৭.৯. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ تَلَقَّيْتُ ثَقِيفَ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَيَّ فِيهِ كَرْهُهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا *

৫৭০৯. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুয়া (র) - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (রা) বলেন, ছাকীফ গোত্রের লোকজন উমর (রা)-এর নিকট নেওয়া হলে তিনি তা মুখের নিকট নিয়ে তা পছন্দ করলেন না। পরে তিনি পানি মিশিয়ে তার ঝাঁঝ কমিয়ে দিলেন। পরে তিনি বললেন : তোমরাও এরূপ করবে।

৫৭১. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُثْبَةَ بْنِ
فَرْقَدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خَلَلَ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا
حَدِيثِ السَّائِبِ *

৫৭১০. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - উত্বা ইবন ফারকাদ (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) যে নাবী পান করেন তা হতো সিরকা।

৫৭১১. قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي
وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ شَرَابُ الطَّلَاءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا
جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدِّ تَامًا *

৫৭১১. হারিছ ইবন মিস্কীন (র) - - - সায়েব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমর ইবন খাত্তাব (রা) লোকদের নিকট বের হয়ে বললেন : আমি অমুক ব্যক্তির মুখে শরাবের গন্ধ পাচ্ছি। তিনি মনে করলেন, তা তিলা^১ শরাব তবুও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো, তা কিসের শরাব? যদি তা মাদকদ্রব্য হয়, তবে আমি তাকে (শরীআতের হদ লাগাব) পরে উমর ইবন খাত্তাব (রা) তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন।

ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الدَّلِّ وَالْهَوَانِ وَالْبِيمِ الْعَذَابِ

মদ্য পানকারীদের শাস্তি

৫৭১২. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانَ مِنَ الْيَمَنِ قَدِمَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ
شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمِرْزُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُمُسْكِرُ هُوَ قَالَ
نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ
يَسْقِيَهُ مِنْ طَبِئَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طَبِئَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ
عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ *

৫৭১২. কুতায়বা (র) - - - জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ামানের জায়শান গোত্রের এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঐ শরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, যা তারা পান করে থাকে। তা ভুট্টা হতে প্রস্তুত মিয়র শরাব ছিল। তিনি বললেন : তা কি মাদকতা সৃষ্টি করে? সে ব্যক্তি বললো : হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম। আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করে রেখেছেন : যে ব্যক্তি মদ পান করে, তাকে “তীনাতুল খাবাল” থেকে পান করাবেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তীনাতুল খাবাল কি? তিনি বললেন : তা হলো দোষীদের ঘাম অথবা পুঁজ।

১. আব্দুরের রস থেকে তৈরী এক প্রকার মদ- একে ‘তিলা’ বলে।

الْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

সন্দেহযুক্ত বস্তু ত্যাগের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

৫৭১৩. أَخْبَرَنَا حَمِيدُ بْنُ مُسْعِدَةَ عَنْ يُزَيْدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرَبِّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً رَسَا ضَرْبُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَرُغْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرَبِّمَا قَالَ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعُونَ مَنْ خَالَطَ الرَّيْبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسَرَ *

৫৭১৩. হুমায়দ ইবন মাসআদা (র) - - - - নুমান ইবন বশীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি : হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট আর এদুয়ের মধ্যে রয়েছে বহু সন্দেহযুক্ত বস্তু- আমি তা একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাচ্ছি। আমরা তা'আলা একটি নির্দিষ্ট স্থান প্রস্তুত করেছেন, যে ব্যক্তি বীয পশুদেরকে ঐ সকল নির্দিষ্ট এলাকার আশে-পাশে চরায়, সে যে কোন সময় এতে ঢুকে পড়তে পারে এবং হারামে নিপতিত হতে পারে।

৫৭১৪. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَنَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَتَيْنَا شُعْبَةَ عَنْ يُزَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْخَوَرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ دَعَا مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ *

৫৭১৪. মুহাম্মদ ইবন আবান (র) - - - - আবুল হাওরা সা'দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম হাসান ইবন আলী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন কথা শ্রবণ রেখেছেন? তিনি বললেন : আমি তাঁর থেকে শ্রবণ রেখেছি : যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে, তা পরিত্যাগ করবে। আর যাতে কোন সন্দেহ নেই তা-ই করবে।

الْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الزُّبَيْبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا

শরাব প্রস্তুতকারীর নিকট আসুর বিক্রি করা অনুচিত

৫৭১৫. أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ هُوَ بِأَوْرَدِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزُّبَيْبَ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا *

৫৭১৫. জারুদ ইবন মুআয (র) - - - - তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মদ প্রস্তুতকারীর নিকট আসুর বিক্রি করাকে মাকরুহ মনে করতেন।

الْكَرَاهِيَةُ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ

আসুরের রস বিক্রি করা

৫৭১৬. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعَصِرُهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاغْتَرَّلْ صَبِغْتِي فَوَلِّهِ لَأَتَمَّتْكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا فَعَزَلَهُ عَنْ صَبِغَتِهِ *

৫৭১৬. সুওয়ায়দ (রা) - - - - মুসআব ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দের বাগানে বহু আঙ্গুর হতো। তার পক্ষ হতে বাগানে এক প্রহরী ছিল। একবার যখন বহু আঙ্গুর ধরলো তখন ঐ প্রহরী ব্যক্তি সা'দ (রা)-কে লিখলো, আঙ্গুর বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি এর রস বের করতে পারি। সা'দ (রা) তাকে লিখলেনঃ আমার এই পত্র পাওয়া মাত্র তুমি আমার বাগান ত্যাগ কর। আল্লাহর কসম! এরপরে তোমার কোন কথা আমি বিশ্বাস করবো না। তিনি তাকে বাগানের দায়িত্ব হতে বরখাস্ত করলেন।

৫৭১৭. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هُرُوثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ بَعَثَ عَصْبِرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طَلَاءً وَلَا يَتَّخِذُهُ حَمْرًا *

৫৭১৭. সুওয়ায়দ (রা) - - - - ইবন সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির নিকট রস বিক্রি কর, যে তা শরাবে ব্যবহার না করে মিষ্টি প্রস্তুত করে।

ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شَرِبُهُ مِنَ الطَّلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ

কোন প্রকার তিলা পান করা জাযিয় এবং কোন প্রকার তিলা পান করা নাজাযিয়

৫৭১৮. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ثُبَّانَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ أَرْدُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثَلَاثَاهُ وَبَقِيَ ثَلَاثُهُ *

৫৭১৮. মুহাম্মদ ইবন আব্দুল আ'লা (রা) - - - - সুওয়ায়দ ইবন গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর কোন কর্মচারীর নিকট লিখলেনঃ মুসলমানদেরকে এমন তিলা পান করতে দিবে, যার দুই তৃতীয়াংশ জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর এক অংশ অবশিষ্ট রয়েছে।

৫৭১৯. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سَلِيمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَى عَيْشٍ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْأَيْلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبِخُونَهُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبِخُونَهُ عَلَى الثَّلَاثِينَ ذَهَبَ ثَلَاثَاهُ الْأَخْيَثَانِ ثَلَاثُ بَيْغِيهِ وَثَلَاثُ بَرِيحِهِ فَمَنْ قَبْلَكَ يَشْرَبُونَهُ *

৫৭১৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - আমির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন খাত্তাব উমর (রা) যে চিঠি আবু মূসা আশআরীকে লিখেছিলেন, তা আমি পাঠ করেছি যে, আমার নিকট শামদেশ হতে একদল লোক এনেছে, তাদের নিকট রয়েছে কাল এবং গাড় এক প্রকার শরাব, যা দ্বারা উটের তেলা লাগানো হতো আমি জিজ্ঞাসা করলাম : তোমরা এর কত অংশ জ্বালাও? তারা বললো : দুই অংশ পর্যন্ত, যখন এর দুই নাপাক অংশ জ্বালা যায়, একটা এর স্মৃতিকর দিক, দ্বিতীয়ত এর মন্দ দিক। আপনি আপনার দেশে বসবাসকারীদের তা পান করার অনুমতি দিন।

٥٧٢. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطَمِيَّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا بَعْدُ فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدًا *

৫৭২০. সুওয়ায়দ (র) - - - আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ খাত্মী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাদেরকে লিখলেন, প্রকাশ থাকে যে, তোমরা তোমাদের শরাবকে ততক্ষণ জ্বালাবে, যতক্ষণ না তা থেকে শয়তানের অংশ দূর হয়ে যায়। কেননা, তার জন্য দুই ভাগ, আর তোমাদের জন্য এক ভাগ।

٥٧٢١. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطَّلَاءَ يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ *

৫৭২১. সুওয়ায়দ (র) - - - - শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) লোকদেরকে তিলা পান করাতেন, আর তার এতে গাঢ় হতো যে, যদি তাতে মাছি পতিত হতো, তবে সে বের হতে পারতো না।

٥٧٢٢. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدًا مَالِ الشَّرَابِ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثَلَاثُهُ وَيَبْقَى ثَلَاثُهُ *

৫৭২২. মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (র) - - - - দাউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : উমর (রা) কোন প্রকার শরাব পান হালাল করেছেন ? তিনি বললেন : যে শরাবের দুই অংশ জ্বালিয়ে নিঃশেষ করা হয় এবং এক অংশ অবশিষ্ট থাকে।

٥٧٢٣. أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ *

৫৭২৩. যাকারিয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র) - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবুদারদা (রা) ঐ শরাব পান করতেন, যার দুই অংশ জ্বালানো হয়, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকে।

٥٧٢٤. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أُنْبِئْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أُنْبِئْنَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثُهُ وَيَقَى ثُلُثُهُ *

৫৭২৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু মুসা আশুআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এমন তিলা পান করতেন, যার দুই অংশ জ্বালিয়ে ফেলা হতো, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকতো।

৫৭২৫. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ يَعْقَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النُّصْفِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذْهَبَ ثُلَاثُ وَيَبْقَى الثَّلَاثُ *

৫৭২৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। যে তিলা জ্বালিয়ে এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তা পান করাতে পাপ নেই।

৫৭২৬. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِذَا طَبَخَ الطَّلَاءُ عَلَى الثَّلَاثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ *

৫৭২৬. আহমদ ইবন খালিদ (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তিলার এক-তৃতীয়াংশ জ্বালানো হয়, পরে এর থেকে তা পানে কোন দোষ নেই।

৫৭২৭. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطَّلَاءِ الْمُتَّصِفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُهُ *

৫৭২৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু রাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি হাসান (রা)-এর নিকট ঐ তিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, যা জ্বালার পর অর্ধেক অবশিষ্ট রয়েছে, তা পান করা সম্পর্কে তিনি বললেন : না, তা পান করো না।

৫৭২৮. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ قَالَ مَا تَطْبَخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثَّلَاثَانِ وَيَبْقَى الثَّلَاثُ *

৫৭২৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - বশীর ইবন মুহাজ্জির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম : কোন্ রস পান করা যায়? তিনি বললেন : যা জ্বাল দেওয়া হয়ে থাকে বরং দুই-তৃতীয়াংশ জ্বলে যায় এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে।

৫৭২৯. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ نَوْحًا ﷺ نَزَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عَوِيٍّ الْكَرْمِ فَقَالَ هَذَا لِي وَقَالَ هَذَا لِي فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ لِنَوْحٍ ثَلَاثُهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثَلَاثُهَا *

৫৭২৯. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - আনাস ইবন সিরীন (র) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি : শয়তান নূহ (আ)-এর সাথে একটি খেজুর গাছের ব্যাপারে ঝগড়া করলো। সে বললো : এটা আমার আর নূহ (আ) বললেন : এটা আমার। তখন সাব্যস্ত হলো যে, এর দুই অংশ শয়তানের এবং এক অংশ নূহ (আ)-এর।

৫৭৩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طَفِيلٍ الْجَزْرِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطَّلَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثَلَاثُهُ وَيَبْقَى ثَلَاثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭৩০. সুওয়ায়দ (র) - - - - আব্দুল মালিক ইব্ন তুফায়েল জায়ারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইব্ন আব্দুল আযীয (র) আমাদেরকে লিখলেন : তিলার দুই অংশ জ্বলে গিয়ে এক অংশ অবশিষ্ট না থাকলে তা পান করো না। আর জেনে রাখ, প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

৫৭৩১. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ بَرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *

৫৭৩১. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - মাকহুল (র) থেকে বর্ণিত যে, প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম।

مَا يَجُوزُ شَرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لَا يَجُوزُ

কোন রস পান করা যায় এবং কোন রস পান করা যায় না

৫৭৩২. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ السَّلْمِيُّ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ أَشْرَبُهُ مَا كَانَ طَرِيًّا قَالَ إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ قَالَ أَكُنْتُ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ الشَّارَ لَا تَحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرَّمَ *

৫৭৩২. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু ছাবিত ছালাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে রস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : যতক্ষণ তা তাজা থাকে, ততক্ষণ তা পান কর। সে বললো : আমি তা জ্বল দিয়েছি; কিন্তু এখনও আমার মনে সন্দেহ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি জ্বাল দেয়ার আগে তা পান করতে পারতে? সে বললো : না। তিনি বললেন : আগুন হারাম বস্তুকে হালাল করতে পারে না।

৫৭৩৩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا تَحِلُّ النَّارُ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ قَالَ ثُمَّ فَسَّرَنِي قَوْلَهُ لَا تَحِلُّ شَيْئًا لِقَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاءِ وَلَا تُحَرِّمُهُ *

৫৭৩৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - আতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি : আগ্নাহর শপথ! আগুন কোন বস্তুকে হালালও করতে পারে না, আর হারামও করতে পারে না। “হালাল করতে পারে না,” তিনি এর ব্যাখ্যায় আমাকে বললেন : লোকে বলে : তিলা হালাল। অথচ তা পাকানোর পূর্বে হারাম ছিল। আর “হারাম করতে পারে না”-এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, লোকে বলে : আগুন পাকান বস্তু খাওয়ার পর শুষ্ক করবে।

الْوَضْرُءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার পর ওষু করা

৫৭৩৪. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيْثُوهُ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ

شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْتَبِيبِ قَالَ أَشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَزِيدَ *

৫৭৩৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাসিদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তুমি রস ফেনা না আসা পর্যন্ত তা পান করবে।

৫৭৩৫. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِدٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

الْعَصِيرِ قَالَ أَشْرَبُهُ حَتَّى يَغْلَى مَا لَمْ يَتَغَيَّرَ *

৫৭৩৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - হিশাম ইবন আয়্যিয আল-আসাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীমকে রস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : তা উথলে না ওঠা পর্যন্ত এবং তা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত পান করতে পার।

৫৭৩৬. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْعَصِيرِ قَالَ أَشْرَبُهُ

حَتَّى يَغْلَى *

৫৭৩৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - আতা (র) রস সম্পর্কে বলেন : যতক্ষণ না তাতে উথলে ওঠে, ততক্ষণ তা পান করতে পার।

৫৭৩৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ

أَشْرَبُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَنْ يَغْلَى *

৫৭৩৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস তিন দিন পর্যন্ত পান করতে পার, যতক্ষণ না তা উথলে ওঠে।

ذِكْرُ مَا يَجُوزُ شَرْبُهُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا لَا يَجُوزُ

যে সব নারীয পান করা জাযিয় আর যেসব নারীয পান করা নাজাযিয়, সে সম্পর্কে

৫৭৩৮. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِي

الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّيَلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ فَبُرُورٌ قَالَ

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَصْحَابُ كَرَمٍ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فَمَاذَا نَصْنَعُ قَالَ تَتَخَذُونَهُ زَبِيبًا قُلْتُ فَتَنْصَنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا

قَالَ تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ

عَلَى غَدَائِكُمْ قُلْتُ أَفَلَا تُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ لَا تَجْعَلُوهُ فِي الْقُلْبِ وَاجْعَلُوهُ فِي الشَّانِ فَإِنَّهُ
إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًا *

৫৭৩৮. আমর ইবন-উহমান (র) - - - - ফিরোয দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা আসুরওয়ালা। আর আল্লাহ তা'আলা শরাব হারাম করেছে। আমরা এখন কি করবো? তিনি বললেন : তা ভোরে ভিজিয়ে সন্ধ্যায় পান করবে। আর সন্ধ্যায় ভিজিয়ে ভোরে পান করবে। আমি বললাম : তা উথলানো পর্যন্ত কি রেখে দেব না? তিনি বললেন : তা মাটির পাত্রে না রেখে, মশকে রাখবে; আর যদি অনেকক্ষণ এভাবে থাকে, তবে তা সিরকা হয়ে যাবে।

৫৭৩৯. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَمِيرٍ بْنُ النُّحَّاسِ عَنْ ضَمْرَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ الدُّيَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَنَا أَعْنَابًا فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ رَبِّيُوهَا قُلْنَا فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ أَنْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَأَشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَأَنْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَأَشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَأَنْبِذُوهُ فِي الشَّانِ وَلَا تَشْذِبُوهُ فِي الْقِلَابِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلًا *

৫৭৩৯. সীমা ইবন মুহাম্মদ আবু উমায়র ইবন নাহ্‌হাস (র) - - - - ফিরোজ দায়লামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের অনেক আসুর আছে। আমরা তা কি করবো? তিনি বললেন : তোমরা তা দিয়ে নাবীয তৈরী করবে। তা ভোরে ভিজিয়ে সন্ধ্যায় পান করবে এবং সন্ধ্যায় ভিজিয়ে ভোরে পান করবে, আর তা মাটির পাত্রে না রেখে মশকে রাখবে। বেশী দেরী হলে তা সিরকা হয়ে যাবে।

৫৭৪০. أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى الْحَرَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ إِذَا كَانَ مَسَاءَ الثَّلَاثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أَهْرِيْقَ *

৫৭৪০. আবু দাউদ (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নাবীয তৈরী করা হতো। তিনি তা দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনেও পান করতেন। আর যদি তৃতীয় দিনেও পাত্রে কিছু অবশিষ্ট থাকতো, তবে তিনি তা ফেলে দিতেন এবং পান করতেন না।

৫৭৪১. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ *

৫৭৪১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য মুনাকা ভিজিয়ে রাখা হতো আর তিনি তা সেই দিন, দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিন পান করতেন।

৫৭৪২. أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبِذُ لَهُ زَبِيبٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءِ

فَيَشْرِبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَلَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّلَاثَةِ سَقَاهُ أَوْ شَرِبَهُ فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ *

৫৭৪২. ওয়াসিল ইবন আব্দুল আ'লা (র) - - - - ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য রাতে মুনাফ্কা ভিজিয়ে রাখা হতো। পরে তিনি তা একটি মশকে ভরে রাখতেন এবং দ্বিতীয় দিন তা পান করতেন, পরে তৃতীয় দিনেও পান করতেন। তৃতীয় দিন শেষ হওয়ার সময় তিনি তা অন্যদেরকে পান করিয়ে দিতেন এবং নিজেও পান করতেন। যদি তারপরেও ভোর পর্যন্ত কিছু থাকতো, তবে তিনি তা ঢেলে ফেলে দিতেন।

৫৭৪৩. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّيْتِ غَدُوءَ فَيَشْرِبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيُنْبِذُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرِبُهُ غَدُوءَ وَكَانَ يَفْسِلُ الْأَسْقِيَّةَ وَلَا يَجْعَلُ فِيهَا دَرْدِيًّا وَلَا شَيْئًا قَالَ نَافِعٌ فَكُنَّا نَشْرِبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ *

৫৭৪৩. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার জন্য ভোরে মশকে আঙ্গুর ভেঁজানো হতো, তিনি তা রাতে পান করতেন, যদি রাতে ভেঁজানো হতো, তিনি তা ভোরে পান করতেন। আর মশক ধুয়ে ফেলতেন এবং তা তীব্র করার জন্য তাতে তলানী বা অন্য কোন বস্তু মিশাতেন না। নাফে' (র) বলেন : আমরা ঐ নাবীয পান করেছি, যা মধুর ন্যায় হতো।

৫৭৪৪. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ بَسَّامٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ كَانَ عَلَى بَنِي حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنْبِذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرِبُهُ غَدُوءَ وَيُنْبِذُ لَهُ غَدُوءَ فَيَشْرِبُهُ مِنَ اللَّيْلِ *

৫৭৪৪. সুওয়ায়দ (র) - - - - বাসুসাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জাফর (র)-কে নাবীয সন্ধক্ষে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আলী ইবন হুসায়ন (রা)-এর জন্য রাতে নাবীয ভেঁজানো হতো, তিনি তা ভোরে পান করতেন। আর ভোরে ভেঁজানো হতো তিনি তা সন্ধ্যায় পান করতেন।

৫৭৪৫. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ سَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أُتِيَ بِعَشِيَّةٍ وَأَشْرِبُهُ غَدُوءَ *

৫৭৪৫. সুওয়ায়দ (র) - - - - আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, সুফিয়ানের নিকট নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : তা সন্ধ্যায় ভিজিয়ে রেখে ভোরে পান করবে।

৫৭৪৬. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ أَنْ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذٍ الْجَرِّ فَحَدَّثَنَا عَنِ النَّضْرِ أَنَّهُ كَانَ يُنْبِذُ فِي جَرٍّ يُنْبِذُ غَدُوءَ وَيَشْرِبُهُ عَشِيَّةً *

৫৭৪৬. সুওয়ায়দ (র) - - - - নাহদী ব্যতীত অন্য এক আবু উছমান (র) বলেন, উম্মুল ফযল আনাস ইবন

মালিক (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য লোক পাঠালেন যে, মাটির কলসের নাবীয পান করা কেমন? তিনি তার পুত্র নযরের নিকট হাদীস বর্ণনা করলেন যে, তিনি মাটির পাত্রে ভোরে নাবীয ভেঁজাতেন আর তা সন্ধ্যায় পান করতেন।

৫৭৪৭. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَظْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّظْلِ *

৫৭৪৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) নাবীযের তলানীকে মকরুহ মনে করতেন, যা নাবীয হতো, যাতে তা তীব্র হয়।

৫৭৪৮. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيذِ خَمْرُهُ ذَرْبُهُ *

৫৭৪৮. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি নাবীযে তলানী মিশানো হয়, তবে তা মদ হয়ে যায়।

৫৭৪৯. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّهَا تَرَكَّتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدْرُهَا وَكَانَ يَكْرَهُ كُلُّ شَيْءٍ يَنْبِذَ عَلَى عَكْرِ *

৫৭৪৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদ বা খামরকে খামর এজন্য বলা হয় যে, একে রেখে দেয়া হয়, ফলে এর স্বচ্ছতা দূর হয়ে যায় এবং এর ময়লা অবশিষ্ট থাকে। আর তিনি এরূপ নাবীযকে মকরুহ মনে করতেন যাতে তলানী মিশানো হয়।

ذِكْرُ الْإِخْتِلَافِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيذِ

নাবীযের ব্যাপারে ইব্রাহীমের উপর রাবীদের মতপার্থক্য

৫৭৫০. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ قُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلَحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ *

৫৭৫০. আবু বকর ইবন আলী (র) - - - - ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক মনে করতো যে, কোন প্রকার শরাব পান করে, আর ফলে সে বেহুশ হয়ে পড়ে, সে যেন আবার তা পান না করে।

৫৭৫১. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَا بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتِ *

৫৭৫১. সুওয়ায়দ (র) - - - - ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাকানো নাবীযে অর্থাৎ রসায় কোন ক্ষতি নেই।

৫৭৫২. أَخْبَرَنَا سُؤَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مُسْكِينٍ قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ إِنَّا نَأْخُذُ دُرُدَيْيَ الْخَمْرِ أَوْ الطَّلَاءَ فَنُتَخَفُهُ ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا ثُمَّ نَصْفِيهِ ثُمَّ نُدْعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشْرِبُهُ قَالَ يُكْرَهُ *

৫৭৫২. সুওয়ায়দ (র) - - - - আবু মিসকীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্রাহীম (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম : আমরা শরাব অথবা তিলার মাড় বের করে তিন দিন পর্যন্ত তাতে মনাকুকা ভিজিয়ে রাখি। তিন দিন পর তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেই, যেন তা তীব্র হয়ে যায়। ইব্রাহীম (র) বলেন : তা মকরুহ।

৫৭৫৩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ ابْنِ شَبْرَمَةَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ وَرَخَّصَ فِيهِ *

৫৭৫৩. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) - - - - ইবন শাব্বরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহু তাআলা ইব্রাহীমের উপর রহম করুন। লোক নাবীযের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করতো অথচ তিনি তার অনুমতি দিতেন।

৫৭৫৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ *

৫৭৫৪. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) - - - - আবু উছমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহু ইবন বারকা (র)-কে বলতে শুনেছি : আমি ইব্রাহীম (র) ব্যতীত অন্য কাউকে মাদক দ্রব্যের অনুমতি দিতে শুনিনি।

৫৭৫৫. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ يَقُولُ مَرَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَازَ *

৫৭৫৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উসামা (র)-কে বলতে শুনেছি : আমি আব্দুল্লাহু ইবন মুবারক (র)-এর চাইতে জ্ঞান-পিপাসু আর কাউকে দেখিনি শাম, মিসর, ইয়ামন ও হিজাযে।

ذِكْرُ الْأَشْرَبَةِ الْمُبَاحَةِ

বৈধ পানীয় সম্পর্কে

৫৭৫৬. أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لَأُمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ فَقَالَتْ سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَبَنَ وَالنَّبِيذَ *

৫৭৫৬. রবী' ইবন সুলায়মান (র) - - - - আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলায়মান (রা)-এর

নিকট একটি কাঠের তৈরী পেয়ালা ছিল। তিনি বলতেন : আমি এই পাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পানীয় পান করাতাম, যা ছিল পানি, দুধ, মধু ও নাবীয।

৫৭৫৭. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ اشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ وَاشْرَبِ السُّوْيُقَ وَاشْرَبِ اللَّيْنَ الَّذِي تُجْعَلُ بِهِ قَعَاوِدُهُ فَقَالَ الْخَمْرُ ثَرِيدُ الْخَمْرِ ثَرِيدٌ *

৫৭৫৭. সুওয়ায়দ (র) - - - - আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে নাবীযের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন : পানি পান কর, মধু, ছাতু এবং দুধ পান কর, যা পান করে তুমি ছোট থেকে বড় হয়েছে- আমি আবার জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন : তুমি শরাব পান করতে চাও? তুমি শরাব পান করতে চাও ?

৫৭৫৮. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَخَذْتُ النَّاسَ أَشْرِبَهُ مَا أَذْرِي مَا هِيَ قَمَالِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ وَالسُّوْيُقَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ *

৫৭৫৮. আহমদ ইব্ন আলী (র) - - - - ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক নানা প্রকার পানীয় আবিষ্কার করেছে, কিন্তু আমি বিশ অথবা চল্লিশ বছর যাবৎ পানি এবং ছাতু ব্যতীত আর কিছুই পান করিনি। উল্লেখ্য যে, তিনি নাবীযের কথা বলেন নি।

৫৭৫৯. أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ أَخَذْتُ النَّاسَ أَشْرِبَهُ مَا أَذْرِي مَا هِيَ وَمَالِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا الْمَاءَ وَاللَّيْنَ وَالْعَسَلَ *

৫৭৫৯. সুওয়ায়দ (র) - - - - উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোক নানা প্রকার পানীয় বানাচ্ছে। আমি জানি না, তা কি, অথচ বিশ বছর যাবৎ আমার পানীয় হলো পানি, দুধ এবং মধু।

৫৭৬০. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا جَرِيرَ عَنْ ابْنِ شَبْرَمَةَ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيِّ قِتْنَةً يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ قَالَ وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْرٌ يَسْقِيَانِ اللَّيْنَ وَالْعَسَلَ فَقِيلَ لَطَلْحَةُ لَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيَّ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكُرَ مُسْلِمٌ فِي سَبْيِي *

৫৭৬০. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) - - - - ইব্ন শাবরামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাল্হা (রা)

কৃষাবাসীরা নাবীযের ব্যাপারে এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। যাতে ছোট বড় সকলেই রয়েছে। ইবন শাব্বামা (র) বলেন : যখন কোন বিবাহ হতো, তখন তাল্হা এবং যুযায়র (রা) লোকদেরকে দুধ এবং মধু পান করাতেন। কেউ তাল্হা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি নাবীয পান করান না কেন? তিনি বললেন : আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার কারণে কোন মুসলমান নেশাশস্ত হোক।

৫৭১। أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَيْنَا جَرِيرًا قَالَ كَانَ ابْنُ شَبْرَمَةَ لَا يَشْرَبُ إِلَّا الْمَاءَ وَاللَّبَنَ *

৫৭৬১. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (র) আমাদের বলেছেন : ইবন শাব্বামা (র) শুধু পানি এবং দুধ পান করতেন।

آخر كتاب الاشربة. وهو آخر كتاب المجتبى للنسائي. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورضى الله عنه كل الصحابة اجمعين. وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين *

(সুনানু নাসাই শরীফ পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত)